



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
October 2021

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হলে খুব উঁচু জাতির, তোমাদেরকে ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হতে হবে তাই খারাপ বিকারী স্বভাব দূর করতে হবে”

*প্রশ্নঃ - এই পড়াশোনার সঙ্গে কোন্ কথার কোনো কানেকশন নেই ?

*উত্তরঃ - ড্রেস ইত্যাদির কানেকশন এই পড়াশোনার সঙ্গে নেই, এতে কোনো ড্রেস পরিবর্তন করার কথা নেই। বাবা তো আমাদের পড়ান। আমরা জানে এই হল পুরানো পতিত শরীর, এই শরীরকে হাল্কা কাপড় পরাও, কোনো অসুবিধে নেই। শরীর ও আমরা দুইই কালো হয়েছে। বাবা কালো অথবা শ্যামকে সুন্দর পরিণত করেন।

ওম্ শান্তি । আমাদের পিতার সম্মুখে আমরাই বাচ্চারা বসে আছে, আত্মিক পাঠশালায়। এই পাঠশালা দেহের নয়। রুহানী অর্থাৎ আমাদের পাঠশালায় আমাদের পিতা বসে রাজযোগ শেখাচ্ছেন, আমরাই বাচ্চাদের। তোমরা বাচ্চারা জানো আমরা পুনরায় নর থেকে নারায়ণ অথবা দেবী-দেবতা পদ প্রাপ্ত করার জন্য রুহানী পিতার সম্মুখে বসে আছি। এই কথাটি হল নতুন। এই কথাও তোমরা জানো লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল, তারা ডবল মুকুটধারী ছিলেন (একটি পবিত্রতার মুকুট দ্বিতীয় রাজ্য পদের মুকুট)। লাইটের মুকুট এবং রক্ত জড়িত মুকুট দুইই ছিল। সর্ব প্রথমে হয় লাইটের মুকুট, যারা সত্যযুগে বাস করে গেছে তাদের জন্য শ্বেত আলোক দেখানো হয়। এ হল পবিত্রতার নিদর্শন। অপবিত্রদের কখনও লাইট দেখানো হবে না। তোমাদের ফটো তোলা হলে লাইট দেওয়া যাবে না। এ হল পবিত্রতার নিদর্শন। লাইট এবং ডার্ক। ব্রহ্মার দিন লাইট, ব্রহ্মার রাত ডার্ক। ডার্ক অর্থাৎ যার উপরে লাইট নেই। তোমরা বাচ্চারা জানো - বাবা স্বয়ং এসে, এতজন যারা পতিত আছে অর্থাৎ ডার্কই ডার্ক হয়ে গেছে, তাদেরকে পবিত্র করেন। এখন তো পবিত্র রাজধানী নেই। সত্যযুগে ছিল যথা রাজা রানী তথা প্রজা, সবাই ছিল পবিত্র। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। এই চিত্রের দ্বারা বাচ্চারা তোমাদেরকে খুব ভালো ভাবে বোঝাতে হবে। এটাই হল তোমাদের মূল্য উদ্দেশ্য। বোঝানোর জন্য আরও ভালো চিত্র আছে তাই এত গুলি চিত্র রাখা হয়। মানুষ একবারে তো বোঝে না যে, আমরা এই স্মরণের যাত্রার দ্বারা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হবো, তারপরে মুক্তি বা জীবনমুক্তিতে অর্থাৎ (শান্তি ধাম বা সুখ ধামে) চলে যাবো। দুনিয়ায় কেউ জানে না যে, জীবনমুক্তি কাকে বলে। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য কবে ছিল - সে কথাও কেউ জানেনা। এখন তোমরা জানো আমরা বাবার কাছে পবিত্রতার দৈবী স্বরাজ্য প্রাপ্ত করছি। চিত্রের দ্বারা তোমরা ভালো রীতি বোঝাতে পারো। ভারতেই ডবল মুকুটধারীদের পূজা (দেবী-দেবতাদের) করা হয়। এমন চিত্র সিঁড়ির চিত্রেও আছে। ওই মুকুট আছে কিন্তু লাইটের মুকুট নেই। পবিত্রদেরই পূজা হয়। লাইট হল পবিত্রতার নিদর্শন। যদিও এমন নয় কেউ সিংহাসনে বসলেই আলো জ্বলে ওঠে। না, এ হল পবিত্রতার প্রতীক চিহ্ন। তোমরা হলে এখন পুরুষার্থী তাই তোমাদেরকে লাইট দেওয়া হবে না। দেবী-দেবতাদের আমরা ও শরীর দুই ই পবিত্র থাকে। এখানে তো কারো পবিত্র শরীর নেই তাই লাইট দেওয়া যাবে না। তোমাদের মধ্যেও অনেকে সম্পূর্ণ পবিত্র থাকে। কেউ আবার সেমি পবিত্র থাকে। মায়ার ঝড় আসে অনেক, তাদেরকে সেমি পবিত্র বলা হবে। কেউ তো একেবারেই পতিত হয়ে যায়। নিজেরাও বোঝে আমরা পতিত হয়েছি। আমরাই পতিত হয়, তাদেরকে লাইট প্রদান করা হবে না।

বাচ্চারা, তোমাদের এ'কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, আমরা হলাম উঁচু থেকে উঁচু পিতার সন্তান, তাই অনেক রয়্যালটি থাকা উচিত। ধরো কেউ সাফাই কর্মী আছে, সে যখন এম.এল.এ বা এম.পি হয়ে যায় অথবা পড়াশোনা করে কোনো পজিশন প্রাপ্ত করে তখন টিপটপ হয়ে যায়। এমন অনেকেই হয়ে গেছে। যদিও জাতি সেটাই - কিন্তু পজিশন প্রাপ্ত হলে নেশা বেড়ে যায়। তখন ড্রেস ইত্যাদিও ওইরকম পরবে। ঠিক তেমনই তোমরাও পড়াশোনা করছো, পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য। তারাও পড়াশোনার দ্বারা ডাক্তার, ব্যারিস্টার ইত্যাদি হয়। কিন্তু তারা তো পতিত তাইনা ! কারণ তাদের পড়াশোনা কোনও পবিত্র হওয়ার পড়াশোনা নয়। তোমরা তো জানো আমরা ভবিষ্যতের পবিত্র দেবী-দেবতা হই, তাই শূদ্র স্থিতির স্বভাব দূর হতে থাকবে। অন্তরে এই নেশা থাকা উচিত যে, আমাদেরকে পরমপিতা পরমাত্মা ডবল মুকুটধারী বানাচ্ছেন। আমরা শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হই পরে দেবতা হবো, তাই খারাপ বিকারী স্বভাব দূর হয়ে যায়। আসুরিক জিনিস সব ত্যাগ করতে হয়। সাফাই কর্মী থেকে এম.পি হয়ে গেলে তখন বাড়ি-ঘর ইত্যাদি সব ফাস্ট ক্লাস হয়ে যায়। তাদের হল বর্তমানের জন্য। তোমরা তো জানো যে, আমরা ভবিষ্যতে কি হবো। নিজের সঙ্গে এমন এমন কথা বলা উচিত। আমরা

কি ছিলাম, আমরা এখন কি হতে চলেছি। তোমরাও শূদ্র ছিলে, এখন বিশ্বের মালিক হচ্ছে। যখন কেউ উঁচু পদ প্রাপ্ত করে তখন তার সেই নেশা থাকে। অতএব তোমরাও কি ছিলে ? পতিত (ছিঃ ছিঃ) ছিলে। এখন তোমাদেরকে ভগবান পড়াচ্ছেন অসীম জগতের মালিক বানাচ্ছেন। এই কথাও তোমরা বুঝেছো পরম পিতা পরমাত্মা নিশ্চয়ই এখানেই এসে রাজযোগের শিক্ষা প্রদান করবেন। মূলবতন বা সূক্ষ্মবতনে তো শেখাবেন না। দূরদেশ নিবাসী আত্মারা হলে তোমরা সবাই, এখানে এসে পার্ট প্লে করো। ৮৪ জন্মের পার্ট প্লে করতেই হবে। তারা তো বলে দেয় ৮৪ লক্ষ যোনি। কতখানি ঘোর অন্ধকারে আছে। এখন তোমরা বুঝেছো - ৫ হাজার বছর পূর্বে আমরা দেবী-দেবতা ছিলাম। এখন তো পতিত হয়েছি। গায়নও করে হে পতিত-পাবন এসো, আমাদেরকে পবিত্র বানাও। কিন্তু বুঝতে পারে না। এখন স্বয়ং বাবা এসেছেন পবিত্র বানাতে। রাজযোগের শিক্ষা প্রদান করছেন। পড়াশোনা ব্যতীত কেউ উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করতে পারবে না। তোমরা জানো বাবা আমাদের পড়াশোনা করিয়ে নর থেকে নারায়ণ বানাচ্ছেন। মুখ্য উদ্দেশ্য সামনে আছে। প্রজা পদ কোনো মুখ্য লক্ষ্য নয়। চিত্রও আছে লক্ষ্মী-নারায়ণের। এমন চিত্র সামনে রেখে কোথায় পড়ানো হয় ? তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ নলেজ আছে। আমরা ৮৪ জন্ম নিয়ে পতিত হয়েছি। সিঁড়ির চিত্রটিও ভালো। এ হল পতিত দুনিয়া তাই না, এতে সাধু সন্ন্যাসী সবাই এসে যায়। তারা নিজেরাও গান গাইতে থাকে পতিত-পাবন এসো। পতিত দুনিয়াকে পবিত্র দুনিয়া বলা হবে না। নতুন দুনিয়া হল পবিত্র দুনিয়া। পুরানো পতিত দুনিয়ায় কেউ পবিত্র থাকতে পারে না। অতএব বাচ্চারা তোমাদের কতখানি নেশা থাকা উচিত। আমরা হলাম গড ফাদারলি স্টুডেন্ট, ঈশ্বর আমাদের পড়ান। গরিবদেরই বাবা এসে পড়ান। গরিবদের পোশাক ইত্যাদি ময়লা থাকে তাই না। তোমাদের আত্মা তো পড়াশোনা করে, তাইনা। আত্মা জানে এ হল পুরানো শরীর। এই শরীরকে যে কোনো রকমের হালকা কাপড় পরালেও ক্ষতি নেই। এতে কোনো ড্রেস পরিবর্তন করার বা আডম্বর করার কথা নেই। ড্রেসের সঙ্গে কোনো কানেকশন নেই। বাবা তো আমাদের পড়ান। শরীর তো হল পতিত, এই শরীরে যতই দামি পোশাক পরো, আত্মা ও শরীর দুইই হল পতিত, তাইনা। কৃষ্ণকে শ্যাম দেখানো হয়েছে না ? কৃষ্ণের আত্মা ও শরীর দুইই কালো বা শ্যাম বর্ণের ছিল। গ্রামের ছেলে ছিল, তোমরা সবাই গ্রামের ছেলে ছিলে। দুনিয়ার মানুষ মাত্রই এখন অনাথ । পিতাকে জানেই না। দেহের পিতা তো সবারই আছে। অসীমের পিতা তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদেরই প্রাপ্ত হয়েছে। এখন বেহদের বা অসীমের পিতা তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছেন। ভক্তি ও জ্ঞান। ভক্তির যখন অন্ত হয় তখন বাবা এসে জ্ঞান প্রদান করেন। এখন হল শেষ সময়। সত্যযুগে এই সব কিছুই থাকে না। এখন পুরানো দুনিয়ার বিনাশের সময় এসেছে। পবিত্র দুনিয়া স্বর্গকে বলা হয়। চিত্রে কতখানি ক্লিয়ার করে বোঝানো হয়েছে। রাধে-কৃষ্ণই পরে লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়। এই কথাও কেউ জানেনা। তোমরা জানো দুইজনেই আলাদা রাজধানীর ছিল। তোমরা স্বর্গের স্বয়ম্বরও দেখেছো। পাকিস্তানে বাচ্চারা তোমাদেরকে খুশী করানোর জন্য অনেক সাধন ছিল, সব সাফাৎকার তোমাদের করানো হয়েছে।

এখন তোমরা জানো - আমরা রাজযোগ শিখছি, এই কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয়। যদি কেউ ভোজন তৈরির কাজ করে বা বাসন ধোওয়ার কিন্তু পড়াশোনা তো সবারই আত্মা করে, তাইনা। এখানে সবাই এসে বসে তাই ধনী মানুষ এখানে আসে না - তারা ভাবে এখানে তো সবাই গরিব, তাই লজ্জা বোধ করে। বাবা তো হলেন গরিব নিবাজ অর্থাৎ দীনের নাথ। কোনো কোনো সেন্টারে সাফাইকর্মীও আসে। মুসলমানও আসে। বাবা বলেন - দেহের সব ধর্ম গুলি ত্যাগ করো। আমরা গুজরাটি, আমরা অমুক - এই সব হল দেহ-অভিমান। এখানে তো আমাদেরকে পরমাত্মা পড়ান। বাবা বলেন - আমি এসেছি এই সাধারণ দেহে। অর্থাৎ সাধারণের কাছে সাধারণই আসবে। ইনি তো ভাবেন ইনি জহুরী ছিলেন। বাবা নিজেই মনে করিয়ে দেন যে, কল্প পূর্বেও আমি বলেছিলাম আমি সাধারণ বৃদ্ধ দেহে আসি। অনেক জন্মের অন্তিম সময়ের অন্তিম জন্মে আমি প্রবেশ করি। এনাকে বলেন যে তুমি নিজের জন্ম গুলি জানো না। শুধুমাত্র এক অর্জুনকে তো ঘোড়া গাড়ির রথে বসে জ্ঞান প্রদান করেননি, তাইনা, তাকে পাঠশালা বলা যাবে না। যুদ্ধের ময়দানও নয়, এই হল পড়াশোনা। বাচ্চাদেরকে পড়াশোনায় সম্পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া উচিত। আমাদেরকে পুরো পড়াশোনা করে ডবল মুকুটধারী হতে হবে। এখন তো কোনো মুকুট নেই। ভবিষ্যতে ডবল মুকুটধারী হতে হবে। দ্বাপর থেকে লাইট হারিয়ে যায়, তখন কেবল সিঙ্গল মুকুট থেকে যায়। সিঙ্গল মুকুটধারীরা ডবল মুকুটধারীদের পূজা করে। এই নিদর্শনও অবশ্যই থাকা উচিত। বাবা চিত্রের জন্য ডাইরেকশন দিতেই থাকেন অতএব চিত্রকারদের মুরলীর উপরে বিশেষ অ্যাটেনশন দেওয়া দরকার। চিত্র দ্বারা কাউকেই বোঝানো খুব সহজ হয়। যেমন কলেজে ম্যাপ দেখালে বুদ্ধিতে এসে যায়। ইউরোপ ওই দিকে আছে, আইল্যান্ড আছে, লন্ডন ওই দিকে আছে। ম্যাপ না দেখে থাকলে তারা জানবে কীভাবে ইউরোপ কোন্ দিকে আছে। ম্যাপ দেখলে চট করে বুদ্ধিতে এসে যাবে। এখন তোমরা জানো উপরে আছেন পূজ্য দ্বি মুকুটধারী দেবী-দেবতারা। পরে নীচে নেমে পূজারী হয়ে যায়। সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে আসে তাইনা। এই সিঁড়ি তো খুবই সহজ। যে কেউ বুঝতে পারবে। কিন্তু কারো বুদ্ধিতে একটুও জ্ঞান ঢোকে না। ভাগ্য ই এমন তাদের। স্কুলে পাস , ফেল তো হয় তাইনা। ভাগ্যে না থাকলে পুরুষার্থ করতে

পারবে না , অসুস্থ হয়ে পড়বে। পড়তে পারবে না। কেউ কেউ তো সম্পূর্ণ পড়া করে। কিন্তু সেসবই হল জাগতিক পড়াশোনা, এ হল আত্মিক পড়াশোনা। এর জন্য সোনার বুদ্ধি চাই। বাবা হলেন সোনা, এভার পিওর। তাঁকে স্মরণ করলে তোমাদের আত্মাও সোনায়ে পরিণত হবে। বলা হয় এ তো একেবারেই পাথর বুদ্ধি। সেখানে এমন বলবে না। সেটা তো ছিল স্বর্গ। মানুষ এই কথা ভুলে গেছে ভারত স্বর্গ ছিল। এই কথা প্রদর্শনীতে বোঝাতে পারো, তারপরে রিপিট করতেও পারো। প্রজেক্টরে করা সম্ভব নয়। সর্ব প্রথমে তো এই ত্রিমূর্তি, লক্ষ্মী-নারায়ণ এবং সিঁড়ির চিত্র খুব জরুরি। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রে সম্পূর্ণ ৮৪ জন্মের নলেজ এসে যায়। বাচ্চাদের সারাদিন এই চিত্রনই চলা উচিত। প্রত্যেকটি সেন্টারে মুখ্য চিত্র গুলি তো অবশ্যই রাখতে হবে। চিত্রের দ্বারা ভালোভাবে বুঝতে পারবে। ব্রহ্মার দ্বারা এই রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। আমরা হলাম প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান ব্রহ্মাকুমার - কুমারী। পূর্বে আমরা শূদ্র বর্ণের ছিলাম, এখন আমরা ব্রাহ্মণ বর্ণের হয়েছি তারপরে দেবতায় পরিণত হতে হবে। শিববাবা আমাদের শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ বানিয়ে দেন। আমাদের মুখ্য লক্ষ্য সামনে রয়েছে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ স্বর্গের মালিক ছিলেন তারপরে এই সিঁড়ি বেয়ে নীচে কিভাবে নেমেছে ? কি থেকে কি হয়ে যায়। একেবারে বোধহীন হয়ে যায়। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ ভারতে রাজত্ব করতেন। ভারতবাসীদের এই জ্ঞান থাকা উচিত, তাইনা। তারপরে কি হল, কোথায় গেলেন তারা । তাদের উপরে কি কেউ জয়লাভ করেছিল ? তারা যুদ্ধে কাউকে পরাজিত করেছিল ? না কারো থেকে জয় লাভ করেছে, না পরাজিত হয়েছে। এইসব হল পুরোপুরি মায়ার কথা। রাবণের রাজত্ব শুরু হল এবং ৫ টি বিকারের বশীভূত হয়ে রাজত্ব হারালো, তারপর ৫ টি বিকারের উপরে বিজয় অর্জন করে এই স্বরূপ ধারণ করে। এখন হল রাবণের রাজ্যের আড়ম্বর। আমরা গুপ্তরীতিতে নিজেদের রাজধানী স্থাপন করছি। তোমরা কতখানি সাধারণ। যিনি পড়াচ্ছেন তিনি কত উঁচু থেকে উঁচু এবং নিরাকার পিতা পতিত দেহে এসে বাচ্চাদেরকে এমন লক্ষ্মী-নারায়ণ বানিয়ে দেন। দূরদেশ থেকে পতিত দুনিয়া পতিত দেহে আসেন। তবুও নিজেকে লক্ষ্মী নারায়ণ বানান না, বাচ্চারা, তোমাদেরকে বানান। কিন্তু তোমরা সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করো না লক্ষ্মী নারায়ণ হওয়ার জন্য। দিন-রাত পড়তে হবে এবং পড়াতে হবে। বাবা প্রতিদিন খুবই সহজ যুক্তি বোঝাতে থাকেন। লক্ষ্মী-নারায়ণ থেকেই শুরু করা উচিত। তারা ৮৪ জন্ম কীভাবে নিয়েছেন। পরে অন্তিম জন্মে পড়াশোনা করছেন তারপরে তাদের ডিনায়স্টি তৈরি হয়। অনেক বড় বিষয় বোঝানোর জন্য। চিত্রের বিষয়ে বাবা ডাইরেকশন দেন। কোনো চিত্র তৈরি করলে, চট করে বাবার কাছে ছুটে যাওয়া উচিত। বাবা কারেকশন করে সব ডাইরেকশন দিয়ে দেবেন।

বাবা বলেন আমি হলাম সঁওয়ালশাহ (অতীব বিত্তবান), হন্ডি ভর্তি যাবে। কোনো কিছুই চিন্তা নেই। অসংখ্য আত্মারূপী বাচ্চারা বসে আছে। বাবা জানেন কার দ্বারা হন্ডি ভরাতে পারেন। বাবা ভাবছেন জয়পুরকে আরও জোর দিয়ে উপরে তুলতে হবে। সেখানেই হঠযোগীদের মিউজিয়াম আছে। তোমাদের রাজযোগের এমন উৎকৃষ্ট মিউজিয়াম তৈরি হোক যা সবাই এসে দেখবে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) পবিত্র জ্ঞান বুদ্ধিতে ধারণ করার জন্য নিজের বুদ্ধি রূপী পাত্রটিকে সোনার পাত্র বানাতে হবে। স্মরণের দ্বারাই পাত্রটি সোনায়ে পরিণত হবে।

২) এখন ব্রাহ্মণ হয়েছো তাই শূদ্র স্থিতির সব স্বভাব গুলি দূর করতে হবে। খুব রয়্যালটির সঙ্গে থাকতে হবে। আমরা বিশ্বের মালিক হচ্ছি - এই নেশায় থাকতে হবে।

বরদানঃ:- নিজের দৃষ্টি ও বৃত্তির পরিবর্তনের দ্বারা সৃষ্টি পরিবর্তনকারী সাক্ষাৎকার মূর্ত ভব
নিজের বৃত্তির পরিবর্তনের দ্বারা দৃষ্টিকে দিব্য বানাও, তাহলে দৃষ্টির দ্বারা অনেক আত্মারা যথার্থ রূপ, যথার্থ ঘর এবং যথার্থ রাজধানী দেখতে পাবে। এমন যথার্থ সাক্ষাৎকার করানোর জন্য নিজের বৃত্তিতে একটুও দেহ-অভিমানের চাঞ্চল্য যেন না থাকে। সুতরাং বৃত্তিকে শুদ্ধ করে দৃষ্টিকে দিব্য বানাও তবে এই সৃষ্টির পরিবর্তন হবে। যারা দেখবে তারা অনুভব করবে যে, এই দুটি নয়ন নয়, যেন জাদুর বাত্ম। এই দুটি নয়ন হয়ে যাবে সাক্ষাৎকারের সাধন।

স্লোগানঃ:- সেবার উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে, অসীমের বৈরাগ্য বৃত্তিই হল সফলতার আধার।

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন হল এই মৃত্যু লোকের সমাপ্তি, অমরলোক স্থাপন হচ্ছে, সেইজন্য তোমরা মৃত্যুলোক নিবাসীদেরকে স্মরণ করবে না"

*প্রশ্ন:- বাবা তাঁর গরীব বাচ্চাদেরকে কোন্ স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দেন ?

*উত্তর:- বাচ্চারা, যখন তোমরা ভাইসলেস (পবিত্র) ছিলে, তখন খুব সুখী ছিলে। তোমাদের মতন সমৃদ্ধশালী দ্বিতীয় আর কেউ ছিল না, তোমরা অপার সুখী ছিলে। ধরিত্রী, আকাশ সব তোমাদের হাতে ছিল। এখন বাবা তোমাদেরকে পুনরায় সমৃদ্ধশালী বানাতে এসেছেন।

*গীত:- নয়নহীনকে পথ দেখাও প্রভু...

ওম শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি রুহানী বাচ্চারা, আত্মারা গীত শুনলো। কে বললেন ? আত্মাদের রুহানী বাংলা। রুহানী বাবাকে রুহানী বাচ্চারা বলল - বাবা। তাঁকে ঈশ্বরও বলা হয়, পিতাও বলা হয়। কোন্ পিতা ? পরমপিতা। বাবা হলেন দুজন। এক হলেন লৌকিক, আরেকজন হলেন পারলৌকিক। লৌকিক বাবার বাচ্চারা পারলৌকিক বাবাকে আহ্বান করে। হে বাবা, বাবার নাম ? শিব। শিব নিরাকার হিসাবে তাঁকে পূজা করা হয়। ওঁনাকে বলা হয় সুপ্রীম ফাদার। লৌকিক বাবাকে সুপ্রিম বলা যাবে না। উচ্চ থেকেও উচ্চ আত্মাদের বাবা হলেন একজনই। সকল জীব আত্মারা সেই এক পিতাকে স্মরণ করে। আত্মারা এটা ভুলে গেছে যে আমাদের বাবা কে ? আহ্বান করে - ও গড ফাদার ! আমরা নয়নহীন, আমাদেরকে দৃষ্টি (নয়ন) দাও, আমরা আমাদের বাবাকে যাতে চিনতে পারি। ভক্তি মার্গে আমরা অন্ধ হয়ে ঠোকর খেতে থাকি, এখন তার থেকে আমাদেরকে মুক্ত করো। বাবাই কল্পে কল্পে এসে ভারতকে হেভেন বানান। এখন হল কলিযুগ, সত্যযুগ আসছে। কলিযুগ আর সত্যযুগে মধ্যবর্তীকে সঙ্গমযুগ বলা হয়। এটা হল পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। বেহদের বাবা এসে যারা ভ্রষ্টাচারী হয়ে গেছে, তাদেরকে শ্রেষ্ঠাচারী পুরুষোত্তম বানান। লক্ষ্মী-নারায়ণ পুরুষোত্তম ছিলেন। লক্ষ্মী-নারায়ণের ডিনায়েস্টিব (রাজবংশ) রাজত্ব ছিল। বাবা এসে এসব স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। তোমরা ভারতবাসীরা আজ থেকে ৫ হাজার বছর পূর্বে স্বর্গবাসী ছিলে, এখন নরকবাসী হয়েছো। আজ থেকে ৫ হাজার বছর পূর্বে ভারত হেভেন ছিল, ভারতের অনেক মহিমা ছিল। সোনার, হীরের মহল ছিল। এখন কিছুই নেই। সেই সময় আর কোনো ধর্ম ছিল না, কেবল সূর্যবংশী ছিল। এখনও পর্যন্ত লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির বানিয়েই চলেছে। কিন্তু লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব কখন ছিল ? কীভাবে তারা রাজত্ব পেয়েছিল - কারোরই জানা নেই। পূজা করে, কিন্তু জানে না। একে ব্লাইন্ড ফেইথ বলা হবে না কি ? শিবের, লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা করে, বায়োগ্রাফি কেউই জানে না। ভারতবাসী নিজেরাই বলে আমরা হলাম পতিত। হে পতিত-পাবন বাবা এসো। এসে আমাদেরকে দুঃখ থেকে, রাবণের রাজত্ব থেকে লিবারেট (মুক্ত) করো। বাবা এসে সবাইকে লিবারেট করেন। বাচ্চারা জানে যে, সত্যযুগে একটাই রাজ্য ছিল। কংগ্রেসীরা বা বাপুজীও এটাই চাইতেন যে, আবার আমাদের রাম-রাজ্য চাই। আমরা স্বর্গবাসী হতে চাই। এখন নরকবাসীদের কী হাল দেখতে পাচ্ছো তো ? একে বলা হয় হেল, ডেভিল ওয়ার্ল্ড। এই ভারতই ডিটি (দেবী) ওয়ার্ল্ড ছিল। এখন ডেভিল ওয়ার্ল্ড হয়ে গেছে।

বাবা বোঝান, তোমরা ৮৪ জন্ম নিয়েছ, ৮৪ লাখ জন্ম নয়। এ তো শাস্ত্রে সব গাল গল্প লিখে দিয়েছে। আজ থেকে ৫ হাজার বছর পূর্বে সঙ্গতি মার্গ ছিল। সেখানে না ভক্তি, না দুঃখের নামটুকুও ছিল। তাকে সুখধাম বলা হয়। বাবা বলেন, তোমরা আসলে হলে শান্তিধামের বাসিন্দা। তোমরা এখানে পার্ট প্লে করতে এসেছো। পুনর্জন্ম ৮৪ বার হয়, ৮৪ লক্ষ বার নয়। এখন বেহদের বাবা এসেছেন বাচ্চারা তোমাদেরকে বেহদের বর্সা দিতে। বাবা তোমরা আত্মাদের সাথে কথা বলেন। অন্য সংসঙ্গে মানুষ, মানুষকে ভক্তির কথা শোনায়। অর্ধ কল্প যখন ভারত স্বর্গ ছিল, একজনও পতিত ছিল না। এখন একজনও পবিত্র নয়। এটা হল পতিত দুনিয়া। বাবা বোঝান - গীতাতে কৃষ্ণ ভগবানুবাচ লিখে দিয়েছে। কৃষ্ণ ভগবান নয়, না গীতা শুনিয়েছিল। এরা তো নিজেদের ধর্ম শাস্ত্রকেও জানে না। নিজেদের ধর্মকেই ভুলে গেছে। প্রধান ধর্ম হল চারটি, প্রথম হল আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম, সূর্যবংশী, তারপর হল চন্দ্রবংশী, এই দুটিকে মিলিয়ে বলা হয় দেবী-দেবতা ধর্ম। সেখানে দুঃখের নামও ছিল না। ২১ জন্ম তোমরা সুখধামে ছিলে। তারপরে রাবণ রাজ্য, ভক্তি মার্গ শুরু হয়। শিব বাবা কখন আসেন ? যখন রাত্রি হয়। ভারতবাসী ঘোর অন্ধকারে এসে যায়, তখন বাবা আসেন। পুতুল পূজা করতে থাকে। একজনরও বায়োগ্রাফি জানে না। ভক্তি মার্গে অনেক ধাক্কা খেতে থাকে, তীর্থে যাও, পরিক্রমা করো। কোনো প্রাপ্তি নেই। বাবা বলেন - আমি এসে তোমাদেরকে ব্রহ্মার দ্বারা যথার্থ জ্ঞান শোনাই। ডাকতে থাকে আমাদেরকে

সুখধাম আর শান্তিধামের রাস্তা বলে দাও। বাবা বলেন, আজ থেকে ৫ হাজার বছর পূর্বে আমি তোমাদেরকে অনেক সমৃদ্ধশালী বানিয়েছিলাম। এতো ধন দিয়েছিলাম, সে'সব কোথায় হারালে ? তোমরা কতো সমৃদ্ধশালী ছিলে। ভারতের স্থান কোথায় ছিল ? ভারতই সব থেকে উচ্চ থেকে উচ্চ খন্ড ছিল। বাস্তুবে এটাই হল সকলের তীর্থ, কেননা পতিত-পাবন বাবার বার্থ প্লেস। যে যে ধর্ম আছে সবেই সন্নতি বাবা এসে করেন। এখন রাবণের রাজ্য হল সমগ্র সৃষ্টিতে, কেবল লঙ্কায় নয়। যখন সূর্যবংশী রাজ্য ছিল তখন এই বিকার ছিল না। ভারত ভাইসলেস ছিল, এখন বিনাশ হয়ে গেছে। সবাই এখন নরকবাসী। সত্যযুগে যে দৈবী সম্প্রদায় ছিল, তারাই আবার ৮৪ জন্ম ভোগ করে আসুরিক সম্প্রদায় হয়ে গেছে, এখন আবার দৈবী সম্প্রদায় তৈরী হবে। ভারত অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী ছিল, এখন গরীব হয়ে গেছে, সেইজন্য ভিক্ষা প্রার্থনা করছে। বাবা তোমাদের, গরীব বাচ্চাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, তোমরা কতো সুখী ছিলে। তোমাদের মতো সুখ কেউই পেতে পারে না। ধরিত্রী, আকাশ সব তোমাদের হাতে। শাস্ত্রে কল্পের আয়ু অনেক লম্বা বলে দিয়ে সকলকে কুঙ্কর্ণের আসুরিক নিদ্রায় নিদ্রিত করে দিয়েছে। এই ভারত শিব বাবার স্থাপন করা শিবালয় ছিল। সেখানে পবিত্রতা ছিল। সেই নতুন দুনিয়ায় দেবী-দেবতারা রাজত্ব করতেন। মানুষ তো এটাই জানে না যে রাধা আর কৃষ্ণের পরস্পরের সাথে কী সম্বন্ধ। দু'জনে আলাদা আলাদা রাজধানীর ছিলেন, তারপর স্বয়ম্বরের পরে লক্ষ্মী-নারায়ণ হন। এই কোনো মানবের মধ্যেই নেই। স্পীরিচুয়াল নলেজ একমাত্র এই বাবাই দেন। এখন বাবা বলেন - আত্ম-অভিমानी হও। আমাকে, তোমাদের পরমপিতাকে স্মরণ করো। স্মরণের দ্বারা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে। তোমরা এখানে আসো মানব থেকে দেবতা বা পতিত থেকে পবিত্র হতে। এখন এটা হল রাবণ রাজ্য। ভক্তিতে রাবণ রাজ্য শুরু হয়। ভক্তি করছে যারা তারা সকলেই হল রাবণের মুঠিতে। সমগ্র দুনিয়া ৫ বিকার রূপী রাবণের কয়েদে রয়েছে, শোক বাটিকাতে। বাবা এসে লিবারেট করে গাইড হয়ে সাথে করে নিয়ে যান। তার জন্যই হল এই মহাভারতের যুদ্ধ, যা ৫ হাজার বছর পূর্বে লেগেছিল। এখন বাবা পুনরায় স্বর্গের রচনা করছেন। এমন নয় যে যার কাছে অনেক ধন রয়েছে, সে স্বর্গে রয়েছে। এখন হলোই নরক। পতিত-পাবন বাবাকে বলা হয়, নদীকে নয়। এ'সব হল ভক্তি মার্গ। এই কথা বাবা' ই এসে বোঝাচ্ছেন। এখন এটা তো জানো, এক হল লৌকিক বাবা, দ্বিতীয় হল পারলৌকিক, তৃতীয় অলৌকিক। এখন পারলৌকিক বাবা শিব বাবা ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ ধর্ম স্থাপন করেন। ব্রাহ্মণদেরকে দেবতা বানানোর জন্য রাজযোগ শেখান। আত্মাই পুনর্জন্ম নেয়। আত্মাই বলে আমি এক শরীর ত্যাগ করে দ্বিতীয় শরীর ধারণ করি। বাবা বলেন - নিজেকে আত্মা মনে করে আমি বাবাকে স্মরণ করো, তবে তোমরা পবিত্র হও। কোনো দেহধারীকে স্মরণ ক'রো না। এখন মৃত্যুলোকের অবসান, অমরলোকের স্থাপনা হচ্ছে। বাকি সব অনেক ধর্মের অবসান হয়ে যাবে। সত্যযুগে একটিই দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল, তারপর চন্দ্রবংশী রাম সীতা ত্রেতাতে ছিলেন। তোমরা বাচ্চাদেরকে সমস্ত চক্রের স্মৃতি স্মরণ করান। শান্তিধাম আর সুখধামের স্থাপনা বাবা'ই করেন। মানুষ, মানুষের সন্নতি দিতে পারে না। তারা সবাই হল ভক্তি মার্গের গুরু।

এখন তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান। বাবার কাছ থেকে ভাগ্য গ্রহণ করছো। এই রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। প্রজা তো অনেক হয়। কোটির মধ্যে কেউ রাজা হয়। সত্যযুগকে বলা হয় ফুলের বাগান। এখন হল কাঁটার জঙ্গল। রাবণ রাজ্য বদলে যাচ্ছে। বিনাশ হতে হবে। এই জ্ঞান এখন তোমাদের প্রাপ্ত হচ্ছে। লক্ষ্মী-নারায়ণের এই জ্ঞান থাকে না। প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। ভক্তি মার্গে আমি বাবাকে কেউ যথার্থ ভাবে জানে না। বাবা হলেন রচয়িতা। ব্রহ্মা বিষ্ণু শংকরও হল রচনা। সর্বব্যাপী বলে দিলে অধিকার সমাপ্ত হয়ে যায়। বাবা এসে সকলকে বর্ষা দেন। ৮৪ জন্ম তারাই নেয় যারা সবার আগে সত্যযুগে আসে। খ্রীষ্টানরা (সর্বাধিক) ৪০ জন্ম নিয়ে থাকে। এক ভগবানকে পাওয়ার জন্য কতো ধাক্কা খেতে থাকে। এখন তোমরা ধাক্কা খাও না। এক বাবাকে স্মরণ করো, তাহলে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে। এ হল যাত্রা। এটা হল গড ফাদারলী ইউনিভার্সিটি। তোমাদের আত্মা পঠন-পাঠন করে। সাধু-সন্ত বলে দেয় - আত্মা হল নির্লেপ। কিন্তু আত্মাই কর্ম অনুসারে পরের জন্ম নেয়। আত্মাই ভালো বা মন্দ কর্ম করে থাকে। এই সময় (কলিযুগে) তোমাদের কর্ম বিকর্ম হয়, সত্যযুগে তোমাদের কর্ম অকর্ম হয়। ওখানে বিকর্ম হয় না, সেটা হল পূণ্য আত্মাদের দুনিয়া। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) এক বাবার থেকে বেহদের উত্তরাধিকার নিতে হবে। শ্রেষ্ঠ কর্ম করতে হবে। যখন বাবাকে পেয়ে গেছো তখন কোনো প্রকারেরই ধাক্কা থাকে না।

২) বাবা যে স্মৃতি দিয়েছেন সে'সব স্মৃতিতে রেখে খুশীতে থাকতে হবে। কোনো দেহধারীকে স্মরণ করবে না।

বরদান:- নিমিত্ত ভাবের স্মৃতির দ্বারা নিজের প্রতিটি সংকল্পের উপরে অ্যাটেনশন রেখে নিবারণ স্বরূপ ভব নিমিত্ত হওয়া আত্মাদের উপরে সকলের দৃষ্টি থাকে, সেইজন্য নিমিত্ত যারা হবে তাদেরকে নিজের প্রতিটি সংকল্পের উপরে বিশেষ অ্যাটেনশন রাখতে হয়। নিমিত্ত হওয়া বাচ্চারা যদি কোনো কারণের (অজুহাত) কথা বলতে থাকে, তবে তাদেরকে যারা ফলো করে তারাও অনেক কারণ শুনিতে দেয়। যিনি নিমিত্ত তার মধ্যে যদি কোনো দুর্বলতা থাকে, তবে সেটা লুকিয়ে থাকে না। সেইজন্য নিজের সংকল্প, বাণী আর কর্মের উপরে বিশেষ অ্যাটেনশনে দিয়ে নিবারণ স্বরূপ হও।

স্লোগান:- জ্ঞানী আত্মা সে-ই যার মধ্যে নিজের গুণ বা বিশেষত্ব গুলিরও অভিমান থাকবে না।

মাতেশ্বরী জীর অমূল্য মহাবাক্য -

মানুষের এইম অক্টেট কী ? তাকে প্রাপ্ত করবার যথার্থ পদ্ধতি -

প্রতিটি মানবকে এটা অবশ্যই ভাবতে হবে যে, নিজের জীবনকে সুন্দর বানানোর জন্য কী করা উচিত ? মানুষের লাইফ কিসের জন্য, জীবনে কী করা উচিত ? এখন নিজের মনকে প্রশ্ন করো আমার জীবনের পরিবর্তন হচ্ছে ? মানব জীবনে প্রথমে তো চাই নলেজ, তারপরে এই জীবনের এইম অক্টেট কী ? এটা তো অবশ্যই মানবে যে এই জীবনে সর্বদা সুখ আর শান্তি চাই, সেটা কী আছে ? এই ঘোর কলিযুগে দুঃখ অশান্তি ছাড়া আর কিছুই নেই। এখন ভাবতে হবে এই সুখ শান্তি কীভাবে পাওয়া যাবে। সুখ আর শান্তি এই যে দুটি শব্দ মুখ থেকে বের হয়, এই দুটোই নিশ্চয়ই এই দুনিয়াতে কখনো ছিল। তবেই তো মানুষ চায়। যদি কেউ এ'কথা বলে যে, আমি এমন দুনিয়া দেখাইনি, তাহলে তুমি কীভাবে সেই দুনিয়াকে মানবে ? এই বিষয়ে বোঝানো হয় যে, এই দিন আর রাত এই যে দুটি শব্দ রয়েছে, তাহলে নিশ্চয়ই রাত আর দিন হয়ে থাকে ? এই রকম তো কেউ বলতে পারে না যে, আমি তো রাতকেই দেখেছি, দিনকে মানব কীকরে ? কিন্তু যখন দুটো পৃথক নাম রয়েছে, তবে নিশ্চয়ই তাদের ভূমিকা থাকবে ! ঠিক সেই রকমই আমরা শুনেছি যে, এই কলিযুগের থেকেও কোনো উচ্চ স্টেজও ছিল, যাকে সত্যযুগ বলা হয়। যদি এই রকমই সময় চলতে থাকে, তবে সেই সময়কে সত্যযুগ কেন বলা হয় ? এই সৃষ্টি তার স্টেজে বদলাতে থাকে। যেমন কৈশোর, বালক, যুবা, বৃদ্ধ...বদলাতে থাকে, সেইরকমই এই সৃষ্টিও বদলাতে থাকে। আজকের জীবন আর এই জীবনের মধ্যে কত তফাৎ ! সুতরাং সেই শ্রেষ্ঠ জীবনকে গড়ে তুলবার জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে।

২) "নিরাকারী দুনিয়া, আকারী দুনিয়া আর সাকারী দুনিয়ার বিস্তার"

এই পুরো ব্রহ্মান্ডের মধ্যে তিনটি দুনিয়া রয়েছে - এক হল নিরাকারী দুনিয়া, দুই হল আকারী দুনিয়া, তিন হল সাকারী। এখন এটা তো জেনে গেছো যে, নিরাকার সৃষ্টিতে আত্মারা নিবাস করে আর সাকারী সৃষ্টিতে সাকার মানব সম্প্রদায় নিবাস করে। বাকি থাকলো আকারী মনুষ্য সৃষ্টি, এখন মনে প্রশ্ন আসে যে এই আকারী সৃষ্টি কী সব সময়ই থাকে নাকি কিছু সময়ের জন্য এর পার্ট চলে ? বাইরের জগতের মানুষ তো মনে করে সূক্ষ্ম দুনিয়া হল উপরে, ওখানে ফরিস্তারা থাকে, তাকে স্বর্গ বলা হয়। সেখানে গিয়ে সুখ ভোগ করব। কিন্তু এখন তো এটা স্পষ্ট যে, এই স্বর্গ আর নরক এই সৃষ্টিতেই হয়ে থাকে। বাকি এই যে সূক্ষ্ম আকারী সৃষ্টি, যেখানে শুদ্ধ আত্মাদের সাক্ষাৎকার হয়, সেটা তো সেটা তো দ্বাপর থেকে শুরু হয়েছে। যখন ভক্তি মার্গ শুরু হয়, তাতে সিদ্ধ হয় যে, নিরাকার সৃষ্টি আর সাকার সৃষ্টি সব সময় ছিলই। বাকি সূক্ষ্ম দুনিয়া সদা তো বলবো না, তাতেও বিশেষতঃ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকরের সাক্ষাৎকার এই সময়ই আমাদের হয়ে থাকে। কেননা এই সময় পরমাত্মা তিনটি কর্তব্য করবার জন্য তিনটি রূপের রচনা করেন। আত্মা - ওম শান্তি।

"বাচা' আর' কর্মণা' - দুটি শক্তিকে জমা করবার ঐশ্বরীয় স্কীম"

আজ আধ্যাত্মিক বহিঃশিখা আধ্যাত্মিক বহিঃ পতঙ্গদেরকে দেখছেন। চতুর্দিকের বহিঃ পতঙ্গরা বহিঃশিখার উপরে নিজেকে বলি বা কুর্বান দিয়ে দিয়েছে। বলিদান দিতে বা কুর্বান হতে চায় এমন অনেক বহিঃ পতঙ্গ তো রয়েছে, কিন্তু কুর্বান হয়ে যাওয়ার পরে বহিঃশিখার স্নেহতে 'বহিঃশিখার সমান' হয়ে ওঠাতে, বলিদান দেওয়াতে নশ্বর অনুক্রম রয়েছে। বাস্তবে কুর্বান হয়ই অন্তরের স্নেহের কারণে। 'অন্তর বা হৃদয়ের স্নেহ' আর 'স্নেহ' - এর মধ্যে প্রভেদ রয়েছে। স্নেহ সকলের রয়েছে, স্নেহের কারণেই কুর্বান হয়েছে। 'অন্তরের স্নেহী' বাবার মনের কথাকে বা মনের আশাকে জানেও আর পূর্ণও করে। অন্তরের স্নেহী অন্তরের আশা পূরণকারী হয়ে থাকে। অন্তরের স্নেহী অর্থাৎ বাবার মন বলছে আর বাচ্চার অন্তরে সেটা সমায়ািত হয়ে যাচ্ছে। আর যেটা হৃদয়ে সমায়ািত হয়ে যাচ্ছে, সেটা কর্মে স্বভাবতঃই পরিণতি পাবে। স্নেহী আত্মাদের খানিকটা অন্তরে সমায়ািত হবে, কিছুটা মগজে। যে হৃদয়ে সমায়ািত করবে সে কর্মে নিয়ে আসবে, যে মগজে রাখবে, সে মনে মনে ভাবতে থাকবে - করব কি করব না, করতে তো হবে, সময় মতো হয়েই যাবে। এই রকম ভাবনা চলতে থাকার কারণে ভাবনা পর্যন্তই সীমিত হয়ে যায়, কর্মে আর পরিণতি পায় না।

আজ বাপদাদা দেখছিলেন যে, কুর্বান যেতে তো সকলেই চায়। যদি কুর্বান না যায়, তবে তাকে ব্রাহ্মণ বলা যাবে না। কিন্তু বাবার স্নেহের প্রতি, বাবা যা বলেছেন তা করবার জন্য কুর্বানী দিতে হয় অর্থাৎ আমিশ্র ভাব, সেই আমিশ্র ভাবে অহমিকা থাকতে পারে অথবা দুর্বলতা - দুয়েরই ত্যাগ করতে হয়। একেই বলা হয় কুর্বানী। কুর্বান হতে চায় অনেকেই, কিন্তু কুর্বানী হওয়ার জন্য সাহস রাখার ক্ষেত্রে নশ্বর অনুক্রম রয়েছে।

আজ বাপদাদা কেবল এক মাসের রেজাল্ট দেখছিলেন। এই সীজনে বিশেষ ভাবে বাপদাদা 'বাবার সমান' হওয়ার ভিন্ন - ভিন্ন রূপের দ্বারা কতবার ইশারা দিয়েছেন আর বাপদাদার বিশেষ এটাই হল অন্তরের আশা। এত এত খাজানা পেয়েছো, বরদান পেয়েছো ! বরদানের জন্য ছুটে ছুটে এসেছে। বাবাও খুব খুশী হন যে, বাচ্চার ভালবাসার টানে মিলিত হতে এসেছে। বরদান নিয়ে খুশী হয়ে যায়। কিন্তু বাবার হৃদয়ের আশা পূরণকারী কারা ? বাবা যা বলেছেন তাকে কর্মে কতদূর এনেছো ? মনসা - বাচা - কর্মণা - তিনটির রেজাল্ট কতদূর কী মনে হয় ? শক্তিশালী মনসা, সম্বন্ধ-সম্পর্কে কতখানি এসেছে ? কেবল নিজে নিজে বসে মনন করলাম - সেটা স্ব উন্নতির জন্য ভালো এবং সেটা করতেও হবে। কিন্তু শ্রেষ্ঠ আত্মাদের কোথায় কোথায় শ্রেষ্ঠ মনসা অর্থাৎ সংকল্প শক্তিশালী, শুভ ভাবনা শুভ কামনা সম্পন্ন। মনসা শক্তির দর্পণ কোনটি ? দর্পণ হল - বোল এবং কর্ম। অস্ত্রানী আত্মা হোক কিম্বা জ্ঞানী আত্মা - উভয়ের ক্ষেত্রেই সম্বন্ধ-সম্পর্কে বোল এবং কর্মই হল দর্পণ। বোল আর কর্ম যদি শুভ-ভাবনা, শুভ-কামনার না হয়, তাহলে মনসা শক্তির প্রত্যক্ষ স্বরূপ কীভাবে বুঝতে পারা যাবে ? যার মনসা শক্তিশালী বা শুভ, তার বাচা আর কর্মণা স্বভাবতঃই শক্তিশালী শুদ্ধ হবে, শুভ-ভাবনার হবে। মনসা শক্তিশালী অর্থাৎ স্মরণের শক্তিও শ্রেষ্ঠ হবে, শক্তিশালী হবে, সহজযোগী হবে। কেবল সহজ-যোগীই নয়, সহজ-কর্মযোগী হবে।

বাপদাদা দেখেছেন - স্মরণকে শক্তিশালী বানানোর ক্ষেত্রে মেজরিটি বাচ্চার মধ্যে অ্যাটেনশন, স্মরণকে সহজ আর নিরন্তর বানানোর জন্য উৎসাহ উদ্দীপনাপূর্ণ। তারা এগিয়েও যাচ্ছে এবং আরও এগিয়ে যেতে থাকবে। কেননা বাবার প্রতি প্রবল স্নেহও রয়েছে, সেইজন্য স্মরণের অ্যাটেনশনও ভালো আর স্মরণের আধারই হল - 'স্নেহ'। বাবার সাথে রুহ-রুহান (আন্তরিক বার্তালাপ) করার ক্ষেত্রেও সবাই ভালো। কখনো কখনো একটু আধটু চোখও রাঙায়, তাও তখনই যখন নিজেদের মধ্যে সামান্য মতবিরোধ হয়। তারপর বাবাকে অভিযোগ জানাতে থাকে যে, বাবা তুমি কেন এটা ঠিক করে দিচ্ছ না ? যদিও তা হল স্নেহ সম্পন্ন ভালবাসার চোখ রাঙানি। কিন্তু যখন সংগঠনে আসে, কর্ম ব্যবহারে আসে, পরিবারে আসে, তখন সংগঠনের বোল অর্থাৎ বাচা শক্তি, তাতে ব্যর্থ বেশী দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

বাণীর শক্তি ব্যর্থ যাওয়ার কারণে বাবাকে প্রত্যক্ষ করানোর যে ধার বা শক্তির অনুভবের প্রয়োজন, সেটা কম হয়। কথা গুলো শুনতে হয়ত তাদের ভালো লাগছে, সেটা অন্য ব্যাপার। বাবার কথা গুলো রিপিট হলে শুনতে তো ভালো লাগবেই। কিন্তু বাচা শক্তি ব্যর্থ যাওয়ার কারণে শক্তি জমা হয় না। সেইজন্য বাবাকে প্রত্যক্ষ করবার আওয়াজ জোরালো হতে

এখনও দেৱী হ'ল। সাধাৰণ বোলই বেষী। 'বোল হ'বে অলৌকিক, ফৰিস্তাৰ বোল হ'বে'। এখন এই বছৰ এৰ উপৰে আন্ডাৰলাইন কৰবে। যেমন তোমৰা ব্ৰহ্মা বাবাকে দেখেছো - ফৰিস্তাৰ বোল ছিল, কম কথা, মধুৰ বোল। যে বোলেৰ দ্বাৰা ফল নিৰ্গত হ'বে, সেটাই হল যথার্থ বোল, আৰু যে বোলেৰ কোনো ফল নেই তা হল ব্যৰ্থ। তা সে কাজেৰ ফলই হোক না কেন। কাজেৰ বিষয়ে কথা বলতে হলেও সেটাও যেন অধিক লম্বা না হয়। এখন শক্তিকে জমা কৰতে হ'বে। যেমন স্মৰণেৰ দ্বাৰা মনেৰ শক্তিকে (মম্বা) জমা কৰে থাকো, সাইলেণ্সে যখন বসো তখন 'সংকল্প শক্তি'কে জমা কৰতে থাকো, ঠিক তেমনই বাণীৰ শক্তিকেও জমা কৰো।

একটা মজাৰ কথা বলি - বাপদাদাৰ বতনে সকলেৰই জমাৰ ভান্ডাৰী রয়েছে। তোমাদেৰ সেবাকেন্দ্ৰ গুলিতে আছে না ? বাবাৰ বতনে বাচ্চাদেৰ ভান্ডাৰ রয়েছে। প্ৰত্যেকে সাদাদিনে মনসা, বাচা, কৰ্মণা - তিনিটি শক্তিৰই সঞ্চয় কৰে জমা কৰতে হয়, সেটা হল ভান্ডাৰী। মম্বা শক্তি কতটা জমা কৰেছো, বাচা শক্তি, কৰ্মণা শক্তি কতখানি জমা কৰেছো - এৰ সমস্ত পোতামেল রয়েছে। তোমৰাও তো জমা আৰু খৰচেৰ হিসাব (পোতামেল) এখানে পাঠিয়ে থাকো তাই না ! তো বাপদাদা এই জমাৰ ভান্ডাৰী দেখছিলেন। নিস্কৰ্ম কি বেরিয়ে এল ? জমাৰ খাতা কতখানি বের হল ? প্ৰত্যেকেৰে রেজাল্ট তো তাৰ নিজের নিজের। ভান্ডাৰী তো ভৰেই ছিল তবে তা খুচৰোতে, খুচৰো বেষী ছিল। ছোট বাচ্চাৰা পয়সাৰ ভাঙে খুচৰো পয়সা জমা কৰে যখন, সেই ভাঙ তখন কতো ভাৰী হয়ে যায় ! তো বাচাৰ রেজাল্টে কোনটা বেষী ছিল ? যেমন স্মৰণেৰ উপৰে বেষী অ্যাটেনশন, বাচাৰ উপৰে ততটা অ্যাটেনশন নেই। সুতৰাং এই বছৰ বাচা আৰু কৰ্মণা - এই দুই শক্তিকে জমা কৰবাৰ স্কীম বানাও। গভৰ্ণমেণ্টও যেমন নানান ৰকম পদ্ধতিতে সঞ্চয়ৰ স্কীম বানায়, তেমনই এতেও মূল হল মনসা, এটা তো সবাই জানো। কিন্তু মনসাৰ সাথে সাথে বিশেষ কৰে বাচা আৰু কৰ্মণা - এটা সম্বন্ধ - সম্পৰ্কেৰ ক্ষেত্ৰে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। মনসা তাও তো গুপ্ত, কিন্তু এটা প্ৰত্যক্ষ দেখতে পাওয়া যাবেই। বোল এৰ ক্ষেত্ৰে জমা কৰবাৰ উপায় হল - 'কম বোল, মধুৰ বোল, স্বমানেৰ সাথে বোল'। ব্ৰহ্মা বাবা যেমন ছোট বড় সকলকে স্বমানেৰ বোলেৰ দ্বাৰা আপন কৰে নিয়েছিলেন। সেই বিধিৰ দ্বাৰা যত এগিয়ে যেতে থাকবে, ততো দ্ৰুত বিজয় মালা তৈৰী হয়ে যাবে। তাহলে এই বছৰে কী কৰতে হ'বে ? সেবাৰ সাথে সাথে বিশেষ এই শক্তি গুলিকে জমা কৰে সেবা কৰতে হ'বে।

সেবাৰ প্ল্যান তো সকলে খুব ভালো ভালোই বানিয়েছে আৰু এখনও পৰ্যন্ত যে প্ল্যান অনুসাৰে সেবা কৰেছো, চতুৰ্দিকে - ভাৰতে কিম্বা বিদেশে, সবই ভালোই কৰেছো এবং আৰো ভালো কৰবেও। যেমন সেবাৰ ক্ষেত্ৰে একে অপৰেৰ থেকেও ভালো কৰবাৰ জন্য শুভ ভাবনাৰ সাথে এগিয়ে যাচ্ছো, সেইভাবেই সেবাতো সংগঠিত ৰূপে সদা সন্তুষ্ট থাকো, সন্তুষ্ট কৰবাৰ বিশেষ সংকল্প - এটাও যেন সৰ্বদা সাথে সাথে থাকে। কেননা একই সময়ে তিন প্ৰকাৰেৰ সেবা একসাথে হয়ে থাকে। এক - নিজের সন্তুষ্টতা, এ হল স্ব এৰ সেবা। দ্বিতীয় - সংগঠনে সন্তুষ্টতা, এ হল পৰিবাৰেৰ সেবা। তৃতীয় - ভাষাৰ দ্বাৰা বা যে কোনো বিধিৰ দ্বাৰা বিশ্বের আত্মাদেৰ সেবা। একই সময়ে তিনিটি সেবা হয়ে থাকে। কোনো প্ৰোগ্ৰাম যখন বানাও তাতে এই তিনিটি সেবাৰ সমাবেশ থাকে। যেমন বিশ্ব সেবাৰ রেজাল্ট বা বিধি অ্যাটেনশনে রেখে থাকো, সেই ৰকমই দুটি সেবাই - 'স্ব' আৰু 'সংগঠনেৰ' - তিনিটিই যেন নিৰ্বিলম্ব হয়, তখন বলা হ'বে - সেবাৰ নম্বৰ ওয়ান সফলতা। তিনিটিই সফলতা একসাথে হওয়াই হল নম্বৰ নেওয়া। এই বছৰে এই তিনিটি সেবাই যাতে একসাথে হয় - তাৰ জয়ঢাক বাজুক। যদি একটি কোণে জয়ঢাক বাজে তবে কুস্কৰ্ণদেৰ কানে পৌঁছাবে না। যখন চতুৰ্দিক থেকে এই জয়ঢাক বাজবে, তখন কুস্কৰ্ণৰা জাগবে। এখন একজন জাগছে তো দ্বিতীয় জন ঘুমিয়ে পড়ছে, দ্বিতীয় জাগছে তো তৃতীয় জন ঘুমিয়ে পড়ছে। একটু জাগছে, তাৰপৰ 'খুব ভালো জ্ঞান, খুব ভালো' বলে আবার ঘুমিয়ে পড়ছে। কিন্তু একেবাৰে জেগে উঠে মুখে বা মন থেকে যখন বলে উঠবে - 'অহো প্ৰভু !' আৰু মুক্তিৰ বৰ্ষা নেবে, তখন সমাপ্তি হ'বে। জাগবে তবে তো মুক্তিৰ বৰ্ষা নেবে ! তাহলে বুঝতে পেরেছো তো কী কৰতে হ'বে ? পৰস্পৰেৰ সহযোগী হও। অন্যৰা বাঁচলে তোমাৰও বাঁচবে, অৰ্থাৎ তোমাৰ খাতাতেও সঞ্চয় হ'বে।

সেবাৰ প্লানে যত বেষী অন্যদেৰকে সম্পৰ্কে সমীপে আনবে, ততই সেবাৰ প্ৰত্যক্ষ রেজাল্ট দেখতে পাওয়া যাবে। সন্দেশ দেওয়াৰ সেবা তো কৰে আসছেই, কৰতে থেকে, কিন্তু এই বছৰ বিশেষ ভাবে কেবল সন্দেশ দেওয়া নয়, সহযোগী বানাতে হ'বে অৰ্থাৎ সম্পৰ্কে সমীপে আনতে হ'বে। কেবল ফৰ্ম ভৰাতে দিলাম - এটা তো চলতেই থাকবে, কিন্তু এই বছৰ আৰো এগিয়ে যাও। ফৰ্ম ভৰাও কিন্তু এই পৰ্যন্তই ছেড়ে দিও না। তাদেৰকে সমীপে নিয়ে এসো। সম্পৰ্কে, সম্বন্ধে নিয়ে এসো। তাহলে পৰবৰ্তীকালে সেবাৰ ৰূপেৰ পৰিবৰ্তন হ'বে। তোমাদেৰকে নিজের জন্য কৰতে হ'বে না, তোমাদেৰ দিক থেকে যাৰা সম্বন্ধে আসবে তাৰাই বলবে। তোমাদেৰকে কেবল আশীৰ্বাদ আৰু দৃষ্টি দিতে হ'বে। আজকাল যেমন শঙ্কৰাচাৰ্যকে উঁচু আসনে (চেয়াৰে) বসায়, তেমনি তোমাদেৰকে পূজা আসনে বসাবে, ৰূপোৰ আসনে নয়। ধৰনী

প্রস্তুতকারী নিমিত্ত হবে আর তোমাদেরকে কেবল দৃষ্টির বীজ ছড়াতে হবে। দুটো আশীর্বাদ সূচক বোল বলতে হবে, তবে তো প্রত্যক্ষতা হবে। তোমাদের মধ্যে বাবাকে দেখবে আর বাবার দৃষ্টি, বাবার স্নেহের অনুভূতি হওয়ার সাথে সাথেই জয়ধ্বনি করা শুরু হয়ে যাবে।

এখন সেবার গোল্ডেন জুবিলী তো তোমরা করে ফেললে। এখন অন্যরা সেবা করবে আর তোমরা দেখে দেখে আরও আনন্দিত হতে থাকবে। যেমন পোপ কী করে? এত বড় সভার মাঝে দৃষ্টি দিয়ে আশীর্বাদ সূচক বোল উচ্চারণ করেন। লম্বা চওড়া ভাষণ করবার জন্য অন্যরা নিমিত্ত থাকে। তোমরা বলবে আমাদেরকে বাবা বলেছে। অন্যজন তখন পরিবর্তে বলবে - ইনি যা কিছু বললেন, সে সবই হল বাবারই কথা, আর কারো কথা নয়। তখন ধীরে ধীরে এইভাবে হ্যান্ডস তৈরী হয়ে যাবে। যেমন সেবা কেন্দ্রের জন্য হ্যান্ডস তৈরী হয়েছে না! তেমনই স্টেজে তোমাদের তরফ থেকে অন্যরা বলবে, নিজে অনুভব করে বলবার মতো তৈরী হতে থাকবে। কেবল মহিমাকারী নয়, জ্ঞানের গূহ্য পয়েন্টকে স্পষ্ট করে, পরমাত্ম জ্ঞানকে সিদ্ধকারী - এমন নিমিত্তরা তৈরী হয়ে বেরোবে। কিন্তু তার জন্য এমন এমন লোকেদেরকে স্নেহী, সহযোগী আর সম্পর্কে নিয়ে এসে সম্বন্ধে নিয়ে এসো। এই সম্পূর্ণ কার্যক্রমের লক্ষ্য এটাই যে, এমন সহযোগী বানাও যাতে তুমি নিজে 'মাইট' হয়ে যাও আর তারা 'মাইক' হবে। এই বছর সহযোগের সেবার লক্ষ্য 'মাইক' তৈরী করা, যাতে অনুভবের আধারে তোমাদের বা বাবার জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ করাবে। যার প্রভাব স্বতঃই অন্যদের উপরে সহজে পড়বে, এমন মাইক তৈরী করো। বুঝেছ সেবার উদ্দেশ্য কী? এত এত যে প্রোগ্রাম বানানো হয়েছে তার থেকে কী মাখন বের হবে? খুব সেবা করো, কিন্তু এই বছর সন্দেশের সাথে সাথে এটা অ্যাড করো। থেয়াল রাখো - কারা কারা এই রকম যোগ্য পাত্র। আর তাকে সময়ে সময়ে নানান ভাবে সম্পর্কে নিয়ে এসো। এমন নয় যে, একটা প্রোগ্রাম করলাম, তারপরে আরেকটা, আবারও একটা আর প্রথম যারা এসেছিল তারা সেখানেই থেকে গেল, তৃতীয় এসে গেল! এও জমার শক্তিকে প্রয়োগে নিয়ে আসতে হবে। প্রত্যেকটি প্রোগ্রাম থেকে জমা করে যেতে থাকো। লাস্টে যাতে এই রকম সম্বন্ধ - সম্পর্কে আসা আত্মাদের মালা তৈরী হয়ে যায়। বুঝতে পেরেছো? কী বাকি রয়েছে? মিলনের প্রোগ্রাম।

এই বছর বাপদাদা ৬ মাসের রেজাল্ট দেখতে চান। সেবার জন্য যে যে প্ল্যান বানিয়েছ, সে সবার সাথে পরস্পরের সহযোগী হয়ে খুব পরিক্রমা করো। ছোট - বড় সবাইকে উৎসাহ - উদ্দীপনায় নিয়ে এসে তিন প্রকারেরই সেবাতে তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাও। সেইজন্য বাপদাদা এই বছর গোটা বছরে দিনরাত সেবার জন্য দিয়ে দিয়েছেন। এখন এটা হল তিন প্রকারের সেবার ফল খাওয়ার বছর। এখানে আসার নয়, ফল খাওয়ার। এই বছর এখানে আসার ব্যাপার নেই। বাবার সকাশ তো তোমাদের সাথেই রয়েছে। যা ড্রামাতে স্থির রয়েছে সেটাই বলে দিলাম। ড্রামাতে যেটা মঞ্জুর করা হয়েছে সেটা মঞ্জুর করেই হয়। খুব সেবা করো। ৬ মাসেই রেজাল্ট বুঝতে পারবে। বাবার আশাকে পূর্ণ করবার প্ল্যান বানাও। যেখানেই দেখো, যাকেই দেখো - প্রত্যেকের সংকল্প, বোল আর কর্ম বাবার আশার দীপ জাগ্রতকারী হবে। আগে মধুবনে এই একজাম্পল দেখাও। সঞ্চয়ের স্কীম এর মডেল আগে মধুবনে বানাও। এটা আগে ব্যাঞ্জে জমা করো। মধুবনের যারা তারা তো বরদান পেয়েই গেছে। বাকি যারা রয়ে গেছে তাদেরটাও এই বছর অতি দ্রুত প্রাপ্ত করাবে। কেননা বাবার স্নেহ তো সকলের সাথেই রয়েছে। এমনিতে তো প্রতিটি বাচ্চার প্রতি প্রতিটি কদমে বরদান রয়েছে। যারা অন্তরের স্নেহী আত্মা, তাদের প্রতিটি কদম পরিচালিতই হয় বরদানের দ্বারা। বাবার বরদান কেবল মুখের কথা নয়, অন্তরেরও আর অন্তরের বরদান সর্বদাই অন্তরে আনন্দ, উৎসাহ-উদ্দীপনার অনুভব করায়। এ হল অন্তরের বরদানের লক্ষণ। অন্তরের বরদানকে যারাই নিজের অন্তরে ধারণ করেছে, তাদের লক্ষণ এটাই হবে যে, তারা সদা খুশীতে আর উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে এগিয়ে যেতে থাকবে। না কখনো কোনো বিষয়ে তারা আটকে যাবে, না থেমে যাবে। বরদানের দ্বারা তারা উড়তে থাকবে আর সব কিছু নীচে রয়ে যাবে। সাইডসীনসও যারা উড়ছে তাদেরকে থামিয়ে দিতে পারবে না।

আজ বাপদাদা সকল বাচ্চাদেরকে, যারাই অন্তর থেকে, অক্লান্ত ভাবে সেবা করেছে, সেই সব সেবাধারীদেরকে এই সীজনে সেবার অভিনন্দন জানাচ্ছেন। মধুবনে এসে মধুবনের শৃঙ্গার হয়ে ওঠা বাচ্চাদেরকেও বাপদাদা অভিনন্দন জানাচ্ছেন। আর নিমিত্ত হওয়া শ্রেষ্ঠ আত্মাদেরকেও সদা অক্লান্ত ভাবে বাবার সমান সেবার দ্বারা সকলকে রিফ্রেশ করবার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছেন এবং রথকেও অভিনন্দন। নির্বিঘ্ন হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে আর এগিয়ে যেতেও থাকো। দেশ বিদেশের সকল বাচ্চাদেরকে এখানে আসার জন্যও অভিনন্দন আর রিফ্রেশ হওয়ারও অভিনন্দন। কিন্তু সদা রিফ্রেশ থেকো, কেবল ৬ মাসের জন্য নয়। রিফ্রেশ হওয়ার জন্য এখানে এসে আরো রিফ্রেশ হও, তাতে ক্ষতি নেই, কেননা বাবার সম্পদ তো সব বাচ্চাদের জন্য, সবার অধিকার। বাবা আর খাজানা সর্বদা সাথে রয়েছে আর সাথে থাকবেও। কেবল যেটা আন্ডারলাইন করিয়েছি, সেটাতে নিজেকে বিশেষ ভাবে একজাম্পল বানিয়ে একজামে এক্সট্রা মার্জ নিও। অন্যকে দেখো না, নিজেকে

একজাম্পল বানাও। এতে যে বিশেষ ভাবে অর্জন করবে, সে-ই অর্জন অর্থাৎ নম্বর ওয়ান। পরের বার বাবা যখন আসবেন, তখন যেন সদাই ফরিস্তাদের কর্ম, ফরিস্তার বোল, ফরিস্তার সংকল্প ধারণকারী সবাইকে দেখতে পাওয়া যায়। এইরূপ পরিবর্তন সংগঠনে যেন দেখতে পাওয়া যায়। প্রত্যেকে যেন অনুভব করে যে, এই ফরিস্তাদের কথাবার্তা, ফরিস্তাদের কাজকর্ম কতো অলৌকিক ! এই পরিবর্তন সমারোহ বাপদাদা দেখতে চান। যদি প্রত্যেকে সারাদিনের নিজের কথাবার্তা টেপ রেকর্ডারে রেকর্ড করো, তাহলে সেটা খুব ভালো ভাবে বুঝতে পারা যাবে। চেক করে দেখলে বুঝতে পারবে কতখানি ব্যর্থ যাচ্ছে ? মনের টেপ রেকর্ডারে চেক করো, শূল টেপে নয়। সাধারণ বোলো ব্যর্থের খাতায় জমা হয়। দুটো কথার জায়গায় যদি ২৪ টা কথা বলা হয়, তবে ২০টা কথা কোথায় গেল ? এনার্জি জমা করো, তবেই তোমার আশীর্বাদ সূচক দুটি শব্দ, এক ঘন্টার ভাষণের কাজ করবে। আচ্ছা !

চতুর্দিকের সকল কুর্বান যাওয়া রুহানী বহি পতঙ্গদেরকে, বাবার সমান হওয়ার দূত সংকল্পের দ্বারা এগিয়ে যাওয়া সকল বিশেষ আত্মাদেরকে, সদা উড়তি কলার দ্বারা যে কোনো প্রকারের সাইডসীনকে পার করে যাওয়া ডবল লাইট বাচ্চাদেরকে রুহানী বহি শিখা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার ।

বরদানঃ-

কল্যাণের ভাবনার দ্বারা সকল আত্মার সংস্কারকে পরিবর্তনকারী নিশ্চয়বুদ্ধি ভব যেমন বাবার প্রতি ১০০ ভাগ নিশ্চয়বুদ্ধি যদি থাকে, তবে যে যতই অস্থির করে দেওয়ার চেষ্টা করুক না কেন, সে অস্থির হবেই না। সেই রকমই দৈবী পরিবার কিম্বা সংসারী আত্মাদের দ্বারা যদি এমন কোনো পেপার আসেও, ক্রোধী হয়ে সামনে আসে বা কেউ ইনসান্ট করে দিল, গালি দিল - তাতেও অস্থির হওয়া যাবে না। এতেও কেবল সকল আত্মাদের প্রতি কল্যাণের ভাবনা থাকবে। এই ভাবনা তাদের সংস্কারকে পরিবর্তন করে দেবে। এতে অধৈর্য হওয়া চলবে না। সময় মতো ফল অবশ্যই বেরিয়ে আসবে - এটা ড্রামাতেই স্থির রয়েছে।

স্লোগানঃ-

পবিত্রতার শক্তির দ্বারা তোমার সংকল্প গুলোকে শুদ্ধ, জ্ঞান স্বরূপ বানিয়ে দুর্বলতাকে সমাপ্ত করো।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবাকে স্মরণ করার জন্য বিভিন্ন যুক্তি রচনা করো, পুরুষার্থ করে চাট রাখো, ক্লান্ত হয়ে না, প্রবল ঝড়েও অটল হয়ে থাকো"

*প্রশ্ন:- বাচ্চাদের নিজেদের কোন্ অনুভব পরস্পর একে-অপরকে শোনানো উচিত ?

*উত্তর:- আমরা বাবাকে কতখানি সময় আর কীভাবে স্মরণ করি। ভোজনের সময় বাবার স্মরণ থাকে কি! নাকি অনেক রকমের বিচার আসতে থাকে। বাবা বলেন -- বাচ্চারা, টাই করে দেখো। ভোজনের সময় বাবা ছাড়া অন্য কেউ স্মরণে আসে না তো! তারপর একে-অপরকে অনুভব শোনাও। ২) কোনো ভয়াবহ দৃশ্য দেখে আমাদের স্থিতি কেমন থাকে! তার অনুভবও শোনানো উচিত।

*গীত:- দুনিয়া লক্ষ বারও দিক আমাদের হৃদয়ে তালা.....(লাথ জমানেবালে, ডালে দিলওপে তালা)

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা এখন অসীম জগতের পিতাকে কিভাবে ভুলে যাবে, যার থেকে অসীমের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। যাঁকে অর্ধেক কল্প ধরে স্মরণ করতে। এ তো বোঝানো হয়েছে যে মানুষকে কখনো ভগবান বলা হয় না। তাহলে এখন, যখন অসীম জগতের বাবাকে পেয়েছো, ওঁনার স্মরণেই জাদু আছে। যত পতিত-পাবন বাবাকে স্মরণ করবে, ততই পবিত্র হতে থাকবে। তোমরা এখন নিজেদের পবিত্র বলতে পারো না, যতক্ষণ না অন্ত হয়ে যাচ্ছে। যখন সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে যাবে তখন এই শরীর ত্যাগ করে গিয়ে সম্পূর্ণ পবিত্র শরীর ধারণ করবে। যখন সত্যযুগে নতুন শরীর লাভ করবে তখন সম্পূর্ণ বলা হবে। তখন রাবণের অন্ত হয়ে যায়। সত্যযুগে রাবণের কুশপুতলিকা তৈরী করা হয় না। বাচ্চারা, তোমরা যখন বসে থাকো, চলতে-ফিরতে থাকো তখন বুদ্ধিতে এই স্মরণ যেন থাকে। এখন আমরা ৮৪-র চক্র সম্পূর্ণ করেছি, পুনরায় নতুন চক্র শুরু হয়। ও'টা হলোই নতুন পবিত্র দুনিয়া, নতুন ভারত, নতুন দিল্লী। বাচ্চারা জানে প্রথমে যমুনার উপকণ্ঠে যেখানে স্বর্গ(পরিস্থান) তৈরী হবে। বাচ্চাদের অত্যন্ত ভালভাবে বোঝানো হয়, সর্বপ্রথমে বাবাকে স্মরণ করো। ঈশ্বর-পিতা পড়ান। সেই বাবাই টিচার, গুরু, এ'কথা অবশ্যই স্মরণে রেখো। বাবা এও বুঝিয়েছিলেন যে তোমরা ডিগবাজির খেলা খেলো। বর্ণের চিত্রও অত্যন্ত জরুরী। সর্বোচ্চে রয়েছেন শিববাবা তারপর কেশ-শিখা (টিকি) হলো ব্রাহ্মণ। এ'কথা বোঝার জন্য বাবা বলেন, এ'কথা বুদ্ধিতে রাখো যে আমরাই ৮৪ জন্মের ডিগবাজির খেলা খেলে থাকি। এখন হলো সঙ্গম, বাবা বেশি সময় থাকেন না। তবুও ১০০ বছর তো লাগেই। উখাল-পাখাল সম্পূর্ণ হলে তখন রাজ্য শুরু হয়ে যায়। মহাভারতের লড়াই তো সেই-ই রয়েছে, যেখানে অনেক ধর্মের বিনাশ, এক আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে। তোমাদের কলা-প্রদর্শন(ডিগবাজী) তো বিস্ময়কর। তোমরা জানো, ফকিররা কলা-প্রদর্শন করতে-করতে তীর্থে যায়। মানুষের শ্রদ্ধা তো থাকে, তাই না! তাই তো ওদের কিছু না কিছু দিয়ে দেয়। ওদের লালন-পালনও হতে থাকে কারণ এরকম মানুষেরা নিজের সঙ্গে কি তুলবে! বাবা তো এ'সমস্ত বিষয়ের অনুভবী। বাবা তো অনুভবী রথ নিয়েছেন। গুরুও করেছেন, অনেক কিছু দেখেছেনও। তীর্থও করেছেন। এখন বাবা বলেন, ডিগবাজিকে তো স্মরণ করতে পারো। আমরা এখন ব্রাহ্মণ তারপর দেবতা, ক্ষত্রিয় হবো। এ হলো সমগ্র ভারতের কথা। বাবা এভাবে বুঝিয়েছেন যে আর ধর্ম তো বাই-প্লটস। বাবা তোমাদেরকেই তোমাদের ৮৪ জন্মের কাহিনী বলেছেন। যারা সেক্সীবেল হয় তারা হিসেবমতো বুঝতে পারে। ইসলামী আসলে গড়ে কত জন্ম নেবে। অ্যাকিউরেট হিসেবের তো প্রয়োজন নেই। এইসমস্ত কথায় কোনো চিন্তার কথা তো নেই। সর্বাপেক্ষা বেশি চিন্তা এ'টাই থাকে যে আমরা যেন বাবাকে স্মরণ করতে পারি। ব্যস, কেবল একটিই চিন্তা, একজনকেই স্মরণ করার। প্রতিমুহূর্তে মায়া আরোই দূষিত্তায় ফেলে দেয়, এতে মায়া অত্যন্ত চিন্তায় ফেলে। বাচ্চাদের স্মরণ করা উচিত। এখন আমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে। সুইট হোম কারোরই স্মরণে আসবে না। ভিক্ষাও করে শান্তি দেবাঃ। ভগবানকে বলে -- আমাদের শান্তি দাও। বাচ্চারা, এখন তোমরা এ তো জানো যে এই পুরোনো দুনিয়া সমাপ্ত হয়ে যাবে। এও তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে আর মানুষ তো ঘোর অন্ধকারে রয়েছে। শান্তি সত্যযুগেই হয়। এক ধর্ম এক ভাষা, রীতি-রেওয়াজও এক। ওখানে হয়ই শান্তির রাজ্য। দ্বৈত-র কথাই নেই। ওখানে তো এক রাজত্ব আর সতোপ্রধান। রাবণ-রাজ্য নেই যে লড়াই হবে। তাই বাচ্চারা, তোমাদের খুশির পারদ চড়ে থাকা উচিত। শান্তিতে যে গায়ন রয়েছে যে, অতীন্দ্রিয় সুখ গোপ-গোপিনীদের কাছে জিজ্ঞাসা করো। গোপ-গোপিনী তো তোমরাই, তাই না! তোমরা সম্মুখে বসে রয়েছে। তোমাদের মধ্যেও নশ্বরের ক্রমানুসারেই রয়েছে যাদের স্মরণ থাকে যে বাবা আমাদের বাবাও, টিচারও, গুরুও। এ তো বিস্ময়ের, তাই না! জীবনভর সাথ দেন। কোলে নেন আর পড়া শুরু করে দেন। তা স্মরণে থাকলেও অত্যন্ত খুশি বজায় থাকে। কিন্তু মায়া আবার এও ভুলিয়ে দেয়। মানুষকে এও বোঝাতে হয়, মানুষ জিজ্ঞাসা করে -- বলছো একটু

সময় বাকি রয়েছে, এর প্রমাণ কি আছে? বলা, দেখা এতে লেখা রয়েছে ভগবানুবাচ। যজ্ঞ রচিত হয়েই রয়েছে। এ হলো জ্ঞান-যজ্ঞ। এখন কৃষ্ণ তো যজ্ঞ রচনা করতে পারবে না। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এও থাকা উচিত যে আমরা হল্যম এই অসীম জগতের যজ্ঞের ব্রাহ্মণ। বাবা আমাদের নিমিত্ত করেছেন। যখন তোমরা সঠিকভাবে জ্ঞান আর যোগের ধারণা করো, আত্মা সম্পূর্ণ হয়ে যায় তখন এই (পুরোনো দুনিয়ায়) খড়ের গাদায় আগুন লাগে। মানুষেরই তো জানা থাকে, তাই না! যে এ হলো অসীম জগতের কর্মক্ষেত্র, যেখানে সকলে এসে খেলা করে। যা নির্দিষ্ট তারই পুনরাবৃত্তি.... বাবা বলেন -- চিন্তা তারই করা উচিত যা অস্বাভাবিক। যা হয়ে গেছে তা ড্রামায় ছিল তাহলে তার চিন্তা করবো কেন! আমরা ড্রামাকে দেখি। ড্রামায় যখন এমন কোনো বেদনাদায়ক দৃশ্য আসে তখন মানুষ তা দেখে কান্নাকাটি করে। এখন সে তো হলো মিথ্যা নাটক। এ তো সত্যিকারের নাটক। সত্য-সত্য বলে। কিন্তু তোমাদের দুঃখে কখনো চোখের জল আসা উচিত নয়। তোমাদের সাক্ষী হয়ে দেখতে হবে। তোমরা জানো, এ হলো ড্রামা, এতে কান্নাকাটির করার কি দরকার। পাস্ট হলো পাস্ট। কখনো বিচারও করা উচিত নয়। তোমরা এগিয়ে যেতে থাকো আর বাবাকে স্মরণ করতে থাকো আর সকলকে পথ বলে দিতে থাকো। বাবা তো রায় দিতেই থাকেন। ত্রিমূর্তির চিত্র তোমাদের কাছে অনেক আছে। পরিষ্কার লেখা রয়েছে যে উনি শিববাবা আর এ হল তাঁর উত্তরাধিকার। বাচ্চারা, তোমাদের এই চিত্র দেখে অত্যন্ত খুশি হওয়া উচিত। বাবার থেকে আমরা বিষ্ণুপুরীর উত্তরাধিকার পাই। পুরোনো দুনিয়া সমাপ্ত হয়ে যাবে। ব্যস, এই চিত্র সম্মুখে রেখে দাও, এতে খরচার তো কিছু নেই। বৃক্ষও অত্যন্ত ভাল। প্রত্যহ সকালে উঠে বিচার-সাগর মন্থন করো। নিজেই নিজের শিক্ষক হয়ে পড়ো। বুদ্ধি তো সকলেরই আছে। চিত্র নিজের ঘরে রেখে দাও। প্রত্যেক চিত্রে ফার্স্টক্লাস জ্ঞান রয়েছে। বলে যে বিনাশ হলে তোমাদের তো বাবার সাথে প্রেম রয়েছে, তাই না! কথিতও রয়েছে যে সঙ্গুরুকে পেয়েছি দালাল-রূপে..... তাহলে তোমরা কত ভাল-ভাল কথা বোঝার আর বোঝানোর জন্য পেয়েছো। তবুও মায়ার ফোর্স অনেকবেশী। ১০০ বছর পূর্বে এই বিদ্যুৎ, গ্যাস ইত্যাদি কি ছিল নাকি! পূর্বে ভাইসরয় ইত্যাদিরা ৪ ঘোড়ার, ৮ ঘোড়ার গাড়িতে করে আসতো। পূর্বে ধনীরা গাড়িতে চড়তো। এখন তো বিমানাদি বেরিয়ে গেছে। পূর্বে এ'সমস্ত ছিল না। ১০০ বছরের মধ্যে এ'সব কি হয়ে গেলো। মানুষ মনে করে এ'টাই স্বর্গ। বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো যে স্বর্গ তো স্বর্গই। এ'সব হলো পাই-পয়সার জিনিস, একে আর্টিফিসিয়াল জৌলুশ (পম্প) বলা হয়। বাচ্চারা, এখন তোমাদের এই একটিই চিন্তা থাকা উচিত যে আমরা বাবাকে স্মরণ করবো, যাতে মায়া বিঘ্ন ঘটায়। বাবা নিজের উদাহরণও দিয়ে থাকেন। ভোজন যখন করি, অনেক প্রচেষ্টা করি -- স্মরণে থেকে ভোজন করার তবুও ভুলে যাই। তখন বুঝতে পারি যে বাচ্চাদের তো অনেক পরিশ্রম করতে হয়। আচ্ছা, বাচ্চারা তোমরা চেষ্টা করে দেখো। বাবার স্মরণে মগ্ন থেকে দেখাও। দেখো যে সবসময় স্মরণে স্থির হতে পারো কি! অনুভব শোনানো উচিত। বাবা, সবসময় স্মরণে স্থিত হতে পারি না। অনেক ভিন্ন-ভিন্ন ধরনের কথা স্মরণে এসে যায়। বাবা স্বয়ং নিজের অনুভব বলেন। বাবা যাঁর মধ্যে প্রবেশ করেছেন তিনি পুরুষার্থী, এঁনার উপর তো অনেক ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট রয়েছে। বড় হওয়া মানেই অনেক দুঃখও ভোগ করা। কত সংবাদ আসে। বিকারের কারণে কত মারধার করে। ঘর থেকে বের করে দেয়। কন্যারা বলে, আমরা ঈশ্বরের শরণে এসেছি। কত বিঘ্ন ঘটে। কারোর কাছে শান্তি নেই। বাচ্চারা, তোমাদের খাতির-যত্ন হয়। এখন পুরুষার্থ করে শ্রীমতানুযায়ী চলে শান্তিতে রয়েছে। এই বাবা এখানেও অনেক এমনও ঘর দেখেছেন, যেখানে পরস্পর অত্যন্ত মিলেমিশে থাকে। সকলে গুরুজনেদের আশ্রয় অনুসারে চলে। তারা বলে যে আমাদের কাছে তো যেন স্বর্গ স্থাপন হয়েই গেছে। এখন বাবা তোমাদের এরকম স্বর্গে নিয়ে যান, যেখানে সর্বপ্রকারের সুখ আছে। দেবতাদের ৩৬ প্রকারের ভোজনের গায়ন আছে। এখন তোমরা স্বর্গের উত্তরাধিকার বাবার থেকে নাও। ওখানে কত সুস্বাদু থাকবে, বৈভব থাকবে আর পবিত্র থাকবে। এখন তোমরা সেই দুনিয়ার মালিক হয়ে যাও। রাজা-রানী, প্রজায় অন্তর তো থাকবে, তাই না! পূর্বে রাজারা অত্যন্ত আড়ম্বরের সাথে জীবনযাপন করতো। এখানে হলো পতিত আর রাবণ-রাজ্যে। তাহলে বিচার করো সত্যযুগে কি হবে। সামনে লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র রাখে। কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে মিথ্যে কথা লিখে তাঁর বদনাম করে দিয়েছে। মিথ্যে মানে মিথ্যে, একরত্তি সত্যিও নেই। এখন তোমরা বোঝ যে আমরা স্বর্গের মালিক ছিলাম তারপর ৮৪ জন্ম নিয়ে সম্পূর্ণ শূদ্র বুদ্ধির হয়ে গেছি। কি হাল হয়ে গেছে। এখন আবার পুরুষার্থ করে কি হয়ে যাও। বাবা জিজ্ঞাসা করে, তাই না! তোমরা কি হবে? তখন সকলেই সূর্যবংশীয় হবে বলে হাত তোলে। আমরা মাতা-পিতাকে সম্পূর্ণরূপে ফলো করবো। অল্প পুরুষার্থ করবো কি! না তা করবো না। সমস্ত পরিশ্রম স্মরণ আর নিজের সমান তৈরীতেই রয়েছে সেইজন্য বাবা বলেন যতখানি সম্ভবপর হয় ততখানি সার্ভিস করা শেখো। এ হলো অনেক সহজ(কাজ)। এই শিববাবা, এই বিষ্ণুপুরী, লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য হবে। ইনি তো অত্যন্ত অনুভবী। সিঁড়িতে তোমরা বোঝাতে পারো। বাচ্চারা, এই বৃক্ষ, চক্র দেখলেই তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ জ্ঞান চলে আসা উচিত। এই যে লক্ষ্মী-নারায়ণ, তাঁদের রাজধানী কোথায় চলে গেল। কে লড়াই করলো? যে পরাজিত করেছে। এখন তো সেই রাজ্য নেই। এই ঈশ্বরীয় বিষয়কে কিছুই জানে না। বাচ্চারা, তোমাদের এই সাক্ষাৎকারও হয়েছে। কিভাবে গুহা, খনিতে গিয়ে সোনা, হীরে ইত্যাদি নিয়ে আসে। এই বিজ্ঞানই তোমাদের সুখের কারণ হয়ে যাবে। এখানে

হলো দুঃখের জন্য, ওখানে এরোপ্লেনও ফুলফুফু হবে। বাচ্চারা শুরু শুরুতে এ'সবকিছু সাক্ষাৎকার করেছিল। পরেও তোমরা অনেক সাক্ষাৎকার করবে। এও তোমরা সাক্ষাৎকার করেছে। চোর লুঠ করতে আসে, তখন তোমাদের শক্তির রূপ দেখে পালিয়ে যায়। এ'সব কথা হলো পরের। চোর লুঠ করতে তো আসবে, তোমরা বাবাকে স্মরণ করে এসে দাঁড়াবে তখন তারা একদম পালিয়ে যাবে। এখন বাবা বলেন -- বাচ্চারা, খুব পুরুষার্থ করো। মুখ্যকথাই হলো পবিত্রতার। মৃত্যু সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অত্যন্ত কঠিন প্রাকৃতিক বিপর্যয় আসবে, যাতে সমস্ত শেষ হয়ে যাবে। শিববাবা এঁনার মাধ্যমে বোঝান, এঁনার আত্মাও শোনে। এই বাবা সবকিছু বলেন। শিববাবার তো অনুভব নেই। বাচ্চাদের অনুভব থাকে। মায়ার তুফান কিভাবে আসে। প্রথম নম্বরেরই ইনি, তাহলে এঁনার সব অনুভবই থাকবে। তাই এতে ভয় পাবে না, অটল থাকতে হবে। বাবার স্মরণে থাকলেই শক্তি পাওয়া যায়। কোনো বাচ্চা চার্ট লেখে, তারপর চলতে-চলতে (লেখা) বন্ধ করে দেয়। বাবা বুঝে যান যে ক্লান্ত হয়ে গেছে। পারলৌকিক বাবা যার থেকে এত বড় উত্তরাধিকার পাও, এমন বাবাকে কখনো পত্রও লেখে না। স্মরণই করে না। এমন বাবাকে তো কত স্মরণ করা উচিত। শিববাবা আমরা তোমায় অনেক স্মরণ করি। বাবা তোমায় স্মরণ না করে আমরা কিভাবে থাকতে পারি। যে বাবার কাছ থেকে বিশ্বের রাজত্ব পাই, এমন বাবাকে কিভাবে ভুলে যাব। একটি কার্ড লিখলে সেও তো স্মরণ করাই, তাই না! লৌকিক বাবাও বাচ্চাদের চিঠি লেখে -- রত্ন-জ্যোতি.... স্ত্রী পতিকে কিভাবে চিঠি লেখে! এখানে তো দুটি সম্বন্ধই রয়েছে। এও স্মরণেরই যুক্তি। কত মিষ্টি বাবা। আমাদের থেকে কি চায়? কিছুই না। তিনি তো দাতা, প্রদানকারী, তাই না! ইনি গ্রহণকারী নন। তিনি বলেন -- মিষ্টি বাচ্চারা, আমি এসেছি, ভারতকে সুবাসিত বাগিচায় পরিণত করে যাই। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সূর্যবংশীয় হওয়ার জন্য মাতা-পিতাকে সম্পূর্ণরূপে ফলো করতে হবে। স্মরণে থাকার আর নিজের সমান বানানোর পরিশ্রম করতে হবে।

২) পুরুষার্থ করে, শ্রীমতানুসারে চলে শান্ত থাকতে হবে। বড়দের আন্তা মান্য করতে হবে।

বরদানঃ:- স্বয়ং-কে সেবাধারী মনে করে বিনম্র হওয়া এবং সর্বজনকে বিনম্র করে তোলা নিমিত্ত এবং নম্রচিত্ত ভব নিমিত্ত তাকেই বলা হয় -- যে প্রতিটি সঙ্কল্পকে বা প্রতিটি কর্মকে বাবার সম্মুখে অর্পণ করে দেয়। নিমিত্ত হওয়া অর্থাৎ অর্পণ হয়ে যাওয়া আর নম্রচিত্ত সে-ই, যে নমনীয় হয়, যত সংস্কারে, সঙ্কল্পে নমনীয় হবে ততই বিশ্ব তোমার সম্মুখে নমন করবে। নমনীয় হওয়া অর্থাৎ নমনীয় করা। এই সঙ্কল্পও যেন না আসে যে অন্যেও আমার সম্মুখে এতটুকুও তো নত হোক। যে প্রকৃত সেবাধারী হয় -- সে সদাই নমনীয় হয়। কখনো নিজের তেজ প্রদর্শন করে না।

স্লোগানঃ:- এখন সমস্যা-স্বরূপ নয়, সমাধান-স্বরূপ হও।

"মিষ্টি বাচ্চারা - আত্মা আর শরীর, যা পতিত এবং কালো হয়ে গেছে, বাবার স্মরণে একে পবিত্র বানাও, কেননা এখন পবিত্র দুনিয়াতে যেতে হবে"

*প্রশ্ন:- ভগবান কোন্ বাচ্চাদের সঙ্গে মিলিত হন, বাবা কোন হিসাব বলেছেন ?

*উত্তর:- যারা শুরু থেকেই ভক্তি করেছে, ভগবান তাদের সঙ্গে মিলিত হন । বাবা এই হিসাব বলেছেন যে, সবার প্রথমে তোমরা ভক্তি করো, তাই তোমরাই প্রথমে ভগবানের দ্বারা জ্ঞান পাও, যাতে তোমরা আবার নতুন দুনিয়াতে রাজত্ব করো । বাবা বলেন, তোমরা অর্ধেক কল্প আমাদের স্মরণ করেছো, এখন আমি এসেছি তোমাদের ভক্তির ফল প্রদান করতে ।

*গীত:- তোমার পথেই মরণ...

ওম শান্তি । বাচ্চারা গীত শুনেছে । কারোর যখন মৃত্যু হয় তখন বাবার কাছে জন্ম নেয় । তোমরা জানো যে, আমরা হলাম আত্মা । সে হয়ে গেলো শরীরের কথা । এক শরীর ত্যাগ করে আবার অন্য বাবার কাছে গিয়ে জন্ম নেয় । তোমাদের কতো সাকারী বাবা ছিলো । প্রকৃতপক্ষে তোমরা হলে নিরাকারী বাবার সন্তান । তোমরা আত্মারা হলে পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান, তোমরা ওখানকারই অধিবাসী, যাকে নির্বাণধাম বা শান্তিধাম বলা হয় । বাবাও ওখানেই থাকেন । তোমরা এখানে এসে লৌকিক বাবার সন্তান হও, তখন আবার ওই বাবাকে ভুলে যাও । সত্যযুগে তোমরা সুখী হয়ে যাও, তখন আবার এই পারলৌকিক বাবাকে ভুলে যাও । সুখে তোমরা এই বাবাকে স্মরণ করো না । দুঃখে তোমরা স্মরণ করো, আর আত্মাই স্মরণ করে । লৌকিক বাবাকে যখন স্মরণ করে তখন বুদ্ধি শরীরের প্রতি থাকে । ওই বাবাকে যখন স্মরণ করবে, তখন বলবে -- ও বাবা, দুজনেই বাবা হলো সঠিক অক্ষর হলো 'বাবাই' । উনিও বাবা আর ইনিও বাবা । আত্মা আধ্যাত্মিক বাবাকে যখন স্মরণ করে, তখন বুদ্ধি ওখানে চলে যায় । এই বাবা বসে বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলেন । তোমরা এখন জানো যে, বাবা এসেছেন, আর তিনি আমাদের আপন করে নিয়েছেন । বাবা বলেন -- আমি তোমাদের প্রথম - প্রথম স্বর্গে পাঠাই । তোমরা সেখানে অনেক বিত্তবান ছিলে তারপর ৮৪ জন্মগ্রহণ করে ড্রামা প্ল্যান অনুসারে এখন দুঃখী হয়ে গেছো । ড্রামা অনুসারে এই পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে যেতে হবে । তোমাদের আত্মা আর শরীর রূপী বস্ত্র সতোপ্রধান ছিলো, তারপর আত্মা গোল্ডেন যুগ থেকে সিলভার যুগে এলো, তারপর কপার যুগে এলো । এখন তোমরা তোমাদের আত্মা সম্পূর্ণ পতিত হয়ে গেছে, তাই তোমাদের শরীরও পতিত । ১৪ ক্যারেটের সোনা যেমন কেউ পছন্দ করে না, কালো হয়ে যায় । তোমরাও এখন কালো আয়রন যুগের হয়ে গেছো । এখন আত্মা আর শরীর, যা এমন কালো হয়ে গেছে, তা পবিত্র কিভাবে হবে । আত্মা পবিত্র হলে শরীরও পবিত্র পাওয়া যাবে । তা কিভাবে হবে ? গঙ্গা স্নান করলে কি ? তা নয়, মানুষ ডাকতে থাকে -- হে পতিত - পাবন এসো । আত্মা যখন এই কথা বলে, তখন বুদ্ধি পারলৌকিক বাবার দিকে চলে যায় । হে বাবা, দেখো, বাবা অক্ষরও কতো মিষ্টি । ভারতেই 'বাবা - বাবা' বলে থাকে । তোমরা এখন আত্মা - অভিমানী হয়ে বাবার হয়েছো । বাবা বলেন, আমি তোমাদের স্বর্গে পাঠিয়েছিলাম, তোমরা নতুন শরীর ধারণ করেছিলে । তোমরা এখন কি হয়ে গেছো । এই কথা সবসময় অন্দরে থাকা উচিত । তোমাদের বাবাকেই স্মরণ করা উচিত । সবাই তো স্মরণ করে - হে বাবা, আমরা আত্মারা পতিত হয়ে গেছি, এখন তুমি এসো, এসে আমাদের পবিত্র বানাও । ড্রামাতে এই পাটও আছে, তাই তো ডাকতে থাকে । ড্রামা প্ল্যান অনুসারে তিনি আসবেনই যখন এই পুরানো দুনিয়া নতুন হওয়ার সময় হয় । তাই অবশ্যই তিনি সঙ্গম যুগেই আসবেন । বাচ্চারা, তোমাদের বিশ্বাস আছে যে -- বাবা হলেন অতি প্রিয় । বলাও হয় -- মিষ্টি, অতি মিষ্টি, এখন এই মিষ্টি কে ? লৌকিক সম্বন্ধে প্রথমে বাবা, যিনি জন্ম দেন । তারপর হলো টিচার । টিচারের কাছে পড়ে তোমরা পদ প্রাপ্ত করো । জ্ঞানকে সোর্স অফ ইনকাম বলা হয় । জ্ঞান হলো নলেজ, যোগ হলো স্মরণ । তাই এই অসীমের খবর কেউই জানে না । চিত্রকে পরিষ্কার ভাবে দেখানো হয়েছে যে, শিব বাবা ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করান । কৃষ্ণ কিভাবে রাজযোগ শেখাবেন । রাজযোগ শেখানোই হয় সত্যযুগের জন্য । তাই অবশ্যই সঙ্গম যুগে বাবাই শিখিয়েছিলেন । সত্যযুগের স্থাপন করান বাবা । তিনি ব্রহ্মার দ্বারা করান, কারণ তিনি তো করাওনহার, তাই না । ওরা তো ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা বলে দেয়, কিন্তু উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন শিব, তাই না । উনি হলেন সাকার আর ইনি নিরাকার । সৃষ্টিও এখানেই । এই সৃষ্টির চক্রই ঘুরতে থাকে, রিপিট হতে থাকে । সূক্ষ্মবতনকে সৃষ্টিচক্র বলা হয় না । এই ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি রিপিট হয় । এমন গায়নও আছে যে, সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ, দ্বাপরযুগ, কলিযুগ । মাঝে তো সঙ্গমযুগ চাই । না হলে কলিযুগকে সত্যযুগ কে বানাবে ! নরকবাসীদের স্বর্গবাসী বানাতে বাবা এই সঙ্গম যুগে আসেন । যতো পুরানো

দুনিয়া, তত বেশী দুঃখ । আত্মা যতো তমোপ্রধান হতে থাকে, তত দুঃখী হয় । দেবতারা হলো সতোপ্রধান । এ হলো হাইয়েস্ট অর্থরিটি গড ফাদারলী গভর্নমেন্ট । সাথে ধর্মরাজও আছেন । বাবা বলেন - তোমরা শিবালয়ে ছিলে, আর এখন হলো বেশ্যালয় । তোমরা পবিত্র ছিলে, এখন পতিত হয়ে গেছে, তাই বলা যে, আমরা পাপী । আত্মা বলে যে, আমি নিপুণের মধ্যে কোনো গুণ নেই । কোনো দেবতার মন্দিরে গেলে তাঁর সামনে এমনই বলবে । বলা উচিত বাবার সামনে । তাঁকে ছেড়ে ভাইয়েদের ধরে থাকে, এই দেবতারা তো ভাই হলো, তাই না । ভাইয়েদের থেকে তো কিছুই পাওয়া যায় না । এই ভাইয়েদের পূজা করতে করতে নীচে নেমে এসেছে । বাচ্চারা, তোমরা এখন জানো যে - বাবা এসেছেন, তাঁর থেকে আমরা উত্তরাধিকার পাই । বাকি মানুষ তো বাবাকে জানেই না । তারা সর্বব্যাপী বলে দেয় । কেউ আবার বলে থাকে অখণ্ড জ্যোতি তত্ত্ব । কেউ আবার বলে, তিনি নামরূপ থেকে পৃথক । আরে, তোমরা বলা, তিনি অখণ্ড জ্যোতি স্বরূপ, তাহলে নাম - রূপ থেকে পৃথক কিভাবে বলা । বাবাকে না জানার কারণেই মানুষ পতিত হয়ে গেছে । এই তমোপ্রধানও হতেই হবে । আবার যখন বাবা আসবেন, তখন তোমাদের সবাইকে পবিত্র বানাবেন । আত্মারা নিরাকারী দুনিয়াতে সবাই বাবার সঙ্গে থাকে । তারপর এখানে এসে সত্য, রজঃ এবং তমঃতে ভূমিকা পালন করে । আত্মাই বাবাকে স্মরণ করে । বাবা আসেনও, তিনি এসে বলেন, আমি ব্রহ্মা তনের আধার নিই, এ হলো ভাগ্যশালী রথ । আত্মা ছাড়া তো রথ হয়ই না । মানুষ বলে, ভাগীরথ গঙ্গাকে নিয়ে এসেছিলো ॥ এখন এমন ব্যাপার তো হতেই পারে না কিন্তু ওরা কিছুই বুঝতে পারে না যে, আমি কি বলছি !

বাচ্চারা, এখন তোমাদের বোঝানো হয়েছে যে - এ হলো জ্ঞান বর্ষা । এতে কি হয় ? পতিত থেকে পবিত্র হয় । গঙ্গা - যমুনা তো সত্যযুগেও থাকে । বলা হয় যে, কৃষ্ণ যমুনার উপকূলে খেলাধুলা করতেন । এমন কোনো কথা নেই । তিনি তো হলেন সত্যযুগের প্রিন্স, তাঁকে খুব সাবধানের সঙ্গে পালনা করা হয়, কেননা তিনি তো ফুল, তাই না । ফুল কতো সুন্দর হয় । সবাই এসে ফুলের সুগন্ধ নেয় । কাঁটার থেকে তো আর সুগন্ধ নেবে না । এখন তো হলোই কাঁটার দুনিয়া । বাবা এসে জঙ্গলকে ফুলের বাগান তৈরী করে, তাই তাঁর নাম বাবুলনাথও রেখে দেওয়া হয়েছে । তিনি কাঁটার থেকে ফুলে পরিণত করেন, তাই তাঁর মহিমা করা হয়, কাঁটার থেকে ফুলে পরিণত করেন বাবা । তাই এখন তোমাদের বাবার প্রতি কতো ভালোবাসা থাকা উচিত । তোমরা এখন জানো যে, আমরা এই অসীম জগতের বাবার হয়েছি । তোমাদের সম্বন্ধ এখন তাঁর সঙ্গেও আছে, আবার লৌকিক বাবার সঙ্গেও আছে । পারলৌকিক বাবাকে স্মরণ করলে তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে । আত্মা জানে যে, সে হলো আমাদের লৌকিক বাবা আর ইনি হলেন পারলৌকিক বাবা । ভক্তি মার্গেও আত্মা জানে যে, এ আমাদের লৌকিক বাবা আর উনি হলেন গড ফাদার । সবাই অবিনাশী বাবাকে স্মরণ করে । সেই বাবা এসে কখন যে স্বর্গ স্থাপন করেন, এ কেউই জানে না । বাবা আসেনই পতিতকে পবিত্র করতে । তাহলে অবশ্যই তিনি সঙ্গম যুগেই আসবেন । শাস্ত্রে তো কল্পের আয়ু লাখ বছর লিখে দিয়ে মানুষকে সম্পূর্ণ ঘোর অন্ধকারে ফেলে দিয়েছে । বলা হয়, যারা খুব ভক্তি করে, তারা ভগবানকে পায় । তাহলে সবথেকে বেশী ভক্তি যারা করে, তাদেরই প্রথমে মিলিত হওয়া উচিত । বাবা হিসাবও বলে দিয়েছেন ॥ সবথেকে প্রথমে ভক্তি তোমরা করো, তাই তোমাদেরই প্রথম - প্রথম ভগবানের কাছে জ্ঞান পাওয়া উচিত, যাতে তোমরাই প্রথমে এসে নতুন দুনিয়াতে রাজত্ব করতে পারো । বাচ্চারা, অসীম জগতের পিতা এসে তোমাদের জ্ঞান দান করছেন, এতে সমস্যার কোনো কথা নেই । বাবা বলেন, তোমরা অর্ধেক কল্প ধরে স্মরণ করেছো ॥ সুখে তো কেউ স্মরণ করেই না । অন্তে যখন দুঃখী হয়ে যায়, তখন আমি এসে তোমাদের সুখী বানাই । তোমরা এক অনেক উচ্চ মানব হও । চিফ মিনিষ্টার, প্রাইম মিনিষ্টারের বাংলা, বাড়ি কতো এক নম্বর সুন্দর হয় । সমস্ত আসবাব এমনই এক নম্বর হবে । তোমরা তো কতো উচ্চ দেবতা তৈরী হও । তোমরা দৈবী গুণ সম্পন্ন দেবতা, স্বর্গের মালিক তৈরী হও । ওখানে তোমাদের জন্য মহলও হীরে - জহরতের হয় । ওখানে তোমাদের আসবাব সোনায়ে জড়ানো এক নম্বর হবে ।

এ হলো রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ । শিবকে রুদ্রও বলা হয় । ভক্তি যখন সম্পূর্ণ হয়, তখন ভগবান রুদ্র যজ্ঞ রচনা করেন । সত্যযুগে যজ্ঞ অথবা ভক্তির কোনো কথা থাকে না । এই সময়ই বাবা এই অবিনাশী রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের রচনা করেন যার স্মরণে পরে মহিমা চলতে থাকে । ভক্তি তো সর্বদা থাকবে না । ভক্তি আর জ্ঞান, ভক্তি হলো রাত আর জ্ঞান হলো দিন । বাবা এসে দিন তৈরী করেন, তাই বাচ্চাদেরও বাবার প্রতি কতো প্রেম থাকা উচিত । বাবা আমাদের এই বিশ্বের মালিক করেন । তিনি তো আমাদের অতি প্রিয় বাবা, তাই না । তাঁর থেকে প্রিয় বস্তু আর কিছুই হয় না । তোমরা অর্ধেক কল্প ধরে স্মরণ করে এসেছো । বাবা, তুমি এসে আমাদের দুঃখ হরণ করো । বাবা এখন এসেছেন, তিনি বোঝান - হে বাচ্চারা, তোমাদের নিজেদের গৃহস্থ জীবনেই থাকতে হবে । এই বাবার কাছে কতোদিন বসে থাকবে । সাথে তো পরমধামেই থাকতে পারবে । এখানে তো থাকতে পারবে না । এখানে তো জ্ঞান শিক্ষার জন্য আসে । এই জ্ঞান শিক্ষা অল্পই ধারণ করে । লাউড স্পিকার দিয়ে কখনো পড়া হয় কি ? টিচার কিভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে ? লাউড স্পিকারে কিভাবে প্রত্যুত্তর

দেবেন ? তাই অল্প সংখ্যক ছাত্রকে পড়াতে হয় । কলেজ তো অনেকই হয়, সেখানে পরীক্ষা হয় । রেজাল্ট বের হয় । এখানে তো এক বাবাই পড়ান । তোমাদের এও বোঝা উচিত যে, বাবা হলেন দুইজন - লৌকিক আর পারলৌকিক । দুঃখে ওই পারলৌকিক বাবাকেই স্মরণ করে । এখন সেই বাবা এসেছেন । মহাভারত লড়াইও সামনে উপস্থিত । ওরা মনে করে মহাভারত লড়াইয়ে কৃষ্ণ এসেছিলো, কিন্তু তা তো হতে পারে না । বেচারারা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে আছে । তবুও তারা কৃষ্ণ - কৃষ্ণ করতে থাকে । এখন অতি প্রিয় যেমন শিবও, তেমনই কৃষ্ণও, কিন্তু তিনি হলেন নিরাকার আর ইনি সাকার । নিরাকার বাবা হলেন সর্ব আত্মার বাবা । দুজনেই অতি প্রিয় । কৃষ্ণও তো বিশ্বের মালিক, তাই না । এখন তোমরা বিচার করতে পারো যে, সবথেকে বেশী প্রিয় কে ? শিব বাবাই তো এমন উপযুক্ত করেন, তাই না । কৃষ্ণ কি করেন ? বাবাই তো তাঁকে এমন বানান, তাই না । তাই মহিমাও বেশী ওই বাবার হওয়া উচিত । বাবা বুঝিয়েছেন - তোমরা সকলেই হলে পার্বতী । এই অমরনাথ শিব তোমাদের কথা শোনাচ্ছেন । তোমরাই সব অর্জুন, তোমরাই হলে দ্রৌপদী । এই বিকারী দুনিয়াকে রাবণ রাজ্য বলা হয় । ও হলো নির্বিকারী দুনিয়া । ওখানে বিকারের কথাই নেই । নিরাকার বাবা কি বিকারী দুনিয়ার রচনা করবেন নাকি ? বিকারেই যতো দুঃখ । সন্ন্যাসীদের হলো হঠযোগ, নিবৃত্তি মার্গ । কর্ম সন্ন্যাস তো কখনোই হয় না । এ তখনই হবে যখন আত্মা শরীর থেকে পৃথক হয়ে যাবে । গর্ভ জেলে আত্মার কর্মের হিসাব শুরু হয়ে যায় । বাকি কর্ম সন্ন্যাস বলা ভুল, মানুষ হঠযোগ ইত্যাদি অনেক শেখে, তারা গুহাতে গিয়েও বসে । আগুনের উপর দিয়েও চলে । ঋদ্ধি - সিদ্ধিও অনেক করে । জাদুকরী থেকেও অনেক জিনিস করা যায় । ভগবানকে জাদুকর, রত্নাকর, সওদাগর বলা হয় কিন্তু ওই জাদু থেকে কেউ তো গতি - সদগতি পেতে পারে না । সে তো একই সদগুরু এসে সবাইকে গতি - সদগতি করেন । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত করেন এক অতি প্রিয় বাবা, তাঁকে খুব ভালোবেসে স্মরণ করতে হবে । সুগন্ধী, পবিত্র ফুল হয়ে সবাইকে সুখ দান করতে হবে ।

২) এই জ্ঞান হলো সোর্স অফ ইনকাম, এতে ২১ জন্মের জন্য তোমরা খুব উচ্চ মানুষ হতে পারো, তাই এই জ্ঞান খুব ভালোভাবে পড়তে আর পড়াতে হবে । আত্মা - অভিমানী হতে হবে ।

বরদানঃ:- বাপদাদাকে নিজের সাথী মনে করে ডবল ফোর্সে কার্য করা সহজযোগী ভব
কোনো কার্য করার সময় বাপদাদাকে যদি নিজের সাথী করে নাও, তাহলে ডবল ফোর্সে কার্য হবে, আর স্মৃতিও খুব সহজ থাকবে, কেননা যে সদা সাথে থাকে, তাঁর স্মরণ শীঘ্রই হতে থাকে । তাই এমন সাথী থাকলে বা বুদ্ধির দ্বারা নিরন্তর সৎ এর সঙ্গ করলে সহজযোগী হয়ে যাবে আর শক্তিশালী সঙ্গ হওয়ার কারণে প্রতিটি কর্তব্যে তোমাদের ডবল ফোর্স থাকবে, যাতে প্রতিটি কার্যে সফলতার অনুভব হবে ।

স্লোগানঃ:- সে-ই মহারথী, যে কখনোই মায়ার প্রভাবে পরবশ হয় না ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই পুরানো দুনিয়া ত্যাগ করে অসীম জগতের বৈরাগ্য গ্রহণ করো, কেননা বাবা তোমাদের জন্য নতুন স্বর্গ রূপী গৃহ নির্মাণ করছেন"

*প্রশ্নঃ - এই অবিনাশী রুদ্র যজ্ঞে কোন্ কোন্ বিষয়ের জন্য বিঘ্ন সৃষ্টি হয়ে থাকে?

*উত্তরঃ - এই অবিনাশী রুদ্র যজ্ঞে শিববাবার রচনা, এর দ্বারা তোমরা মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার জন্য পবিত্র হয়ে ওঠো, ভক্তি ইত্যাদি ছেড়ে দেওয়ার কারণে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়ে থাকে। মানুষ বলে থাকে - শান্তি আসুক, বিনাশ যেন না হয় আর বাবা এসে এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ রচনা করেন পুরানো দুনিয়ার বিনাশের জন্য। এর পরেই শান্তির দুনিয়া আসবে।

ওম্ শান্তি । ওম্ শান্তির অর্থ বাবা বাচ্চাদের বুঝিয়েছেন। আমি আত্মার স্বধর্ম হলো শান্তি। শান্তিধামে যাওয়ার জন্য কোনো পুরুষার্থ করতে হয়না। আত্মা স্বয়ং শান্ত স্বরূপ, শান্তিধাম নিবাসী। এখানে অল্প সময়ের জন্য শান্তিতে থাকতে পারে। আত্মা বলে আমার কর্মেন্দ্রিয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আমি নিজের স্বধর্মে স্থিত হয়ে যাই, শরীর থেকে আলাদা হয়ে পড়ি। কিন্তু কর্ম তো করতেই হবে। শান্তিতে কতক্ষণ বসে থাকব। আত্মা বলে — আমি শান্তিধামের নিবাসী। শুধুমাত্র এখানে শরীরের মধ্যে এসে শব্দে (কথা বলা) এসেছি। আমি আত্মা আর এই আমার শরীর। আত্মাই পতিত আর পবিত্র হয়। আত্মা পতিত হলে শরীরও পতিত হয়ে যায়। সত্যযুগে ৫ তত্বই সত্বোপাধান হয়। এখানে ৫ তত্বই তমোপাধান। সোনার (আত্মার কথা বলা হয়েছে) মধ্যে খাদ পড়লে সোনা পতিত হয়ে যায়। তারপর তাকে পরিষ্কার করার জন্য আগুনে দেওয়া হয়। তাকে যোগ অগ্নি বলা হয় না। যোগ অগ্নি, যার মধ্যে পাপ ভস্মীভূত হয়ে যায়। আত্মাকে পতিত থেকে পবিত্র করে তোলেন পরমাত্মা। একজনেরই নাম। আহ্বান করে বলা হয় হে পতিত-পাবন এসো। ড্রামার প্ল্যান অনুসারে সবাইকে পতিত তমোপাধান হতেই হবে। এটা হলো কল্প বৃক্ষ। জগতে যে গাছপালা আছে তাতে বীজ নীচে থাকে, এই বৃক্ষে বীজ উপরে থাকে। বাবাকে যখন আহ্বান করে তখন বুদ্ধি উপরে চলে যায়। যাঁর কাছ থেকে তোমরা উত্তরাধিকার গ্রহণ করছ তিনি এখন অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি বলেন আমাকে আসতেই হয়। এই যে মনুষ্য সৃষ্টির ঝাড়, এখানে নানা রকম ধর্ম আছে। এখন এই বৃক্ষ তমোপাধান জরাজীর্ণ অবস্থায় পরিণত হয়েছে। বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান — সত্যযুগে সর্বপ্রথম দেবী-দেবতাদের বাস। এখন কলিযুগ অসুরের বাস। অসুর এবং দেবতাদের মধ্যে লড়াইয়ের কোনও প্রশ্ন নেই। তোমরা এই আসুরিক প্রবৃত্তির ৫ বিকারকে যোগবল দ্বারা জয় করে থাকো। এছাড়া অন্য কোনও রকম হিংসাত্মক লড়াইয়ের বিষয় নেই। তোমরা কোনো হিংসাত্মক কাজ করো না। তোমরা কারো গায়ে হাত তোল না। তোমরা ডবল অহিংসক। কাম বাসনা হল সবচেয়ে বড় অপরাধ। বাবা বলেন - এই কাম বাসনাই আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ দিয়ে থাকে। বিকারে যাওয়া উচিত নয়। দেবতাদের সামনে মহিমা করে থাকে - তুমি সর্বগুণসম্পন্ন, সম্পূর্ণ নির্বিকারী...। আত্মা এই কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা সব জানতে পারে। বলে থাকে আমরা পতিত হয়ে গেছি, তাহলে নিশ্চয়ই কখনও পবিত্র ছিল যে বলছে আমরা পতিত। আহ্বান করে বলে থাকে হে পতিত-পাবন এসো। যখন পবিত্র থাকে তখন কেউ আহ্বান করে না। তাকেই স্বর্গ বলা হয়। এখানে তো সাধু-সন্ত কত সুরে গাইতে থাকে পতিত-পাবন সীতারাম.... যেখানেই যাক গাইতেই থাকে। বাবা বোঝান যে সম্পূর্ণ দুনিয়া পতিত হয়ে গেছে। রাবণ রাজ্য না, রাবণকে জ্বালিয়ে থাকে। কিন্তু রাবণ রাজ্য কবে থেকে শুরু হয়েছে, কেউ জানেনা। ভক্তি মার্গে অসংখ্য সামগ্রী। কেউ এটা করে তো কেউ ওটা। সন্ন্যাসীরাও কত যোগ শিখিয়ে থাকে। বাস্তবে যোগ কাকে বলে-এটা কারো জানা নেই। এতে কারো দোষ নেই। এই ড্রামা পূর্ব নির্ধারিত। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি না যাব, নিজেদের ভূমিকা পালন করতেই হবে। জ্ঞান আর ভক্তি, জ্ঞান হলো দিন সত্যযুগ আর ত্রেতা, ভক্তি হলো রাত দ্বাপর এবং কলিযুগ তারপরেই আসে বৈরাগ্য। পুরানো দুনিয়া থেকে বৈরাগ্য। এ'হলো অসীমের বৈরাগ্য। ওদের হলো সীমিত বৈরাগ্য। তোমরা জান এই পুরানো দুনিয়া এখন বিনাশ হয়ে যাবে। নতুন ঘর তৈরি হলে পুরানোর প্রতি বৈরাগ্য এসে যায়।

দেখো, অসীম জগতের পিতা কেমন। তোমাদের স্বর্গ রূপী ঘর তৈরি করে দেন। স্বর্গ হলো নতুন দুনিয়া। নরক পুরানো দুনিয়া। নতুন থেকে পুরানো আবার পুরানো থেকে নতুন তৈরি হয়। নতুন দুনিয়ার আয়ু কত, কেউ জানেনা। এখন পুরানো দুনিয়াতে থেকে আমরা নতুন দুনিয়া স্থাপন করি। পুরানো কবরস্থানের উপরেই আমরা পরিস্থান স্থাপন করব। যমুনার তীরে, মহল তৈরি হবে। দিল্লি যমুনা নদীর তীরেই হবে। পান্ডবদের যে দুর্গ দেখানো হয়, এ'সবই ড্রামা প্ল্যান

অনুসারে আবারও তৈরি হবে। যেমন তোমরা যজ্ঞ, তপ, দান ইত্যাদি করতে আবারও করতে হবে। প্রথমে শিবকে ভক্তি করে থাকো, সুন্দর মন্দির নির্মাণ করে থাকো, একে অব্যভিচারী ভক্তি বলা হয়। এখন তোমরা জ্ঞান মার্গে আছো। এটা হলো অব্যভিচারী জ্ঞান। এক শিববাবার কাছ থেকেই জ্ঞান শুনছ প্রথমে যাঁকে ভক্তি করেছিলে, ঐ সময় অন্য কোনও ধর্ম থাকেনা। ঐ সময় তোমরা অতীব সুখে থাকো। দেবতা ধর্ম অতি সুখ দিয়ে থাকে। নাম নিলেই মুখ মিষ্টি অনুভব হয়। তোমরা এক বাবার কাছ থেকেই জ্ঞান শুনে থাকো। বাবা বলেন আর কারো কাছ থেকে শুনবে না। এ'হলো তোমাদের জন্য অব্যভিচারী জ্ঞান। তোমরা অসীম জগতের পিতার সন্তান হয়েছ। বাবার কাছ থেকেই অবিনাশী উত্তরাধিকার পাবে। নন্দ্রানুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী। বাবা অল্প সময়ের জন্য সাকার দুনিয়াতে এসেছেন। তিনি বলেন বাচ্চারা তোমাদেরই জ্ঞান প্রদান করতে হয়। আমার স্থায়ী শরীর নেই, আমি ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করি। শিব জয়ন্তী থেকে তারপর গীতা জয়ন্তী হয়ে যায়। ওখান থেকেই জ্ঞান দেওয়া শুরু করে দেয়। এই আত্মিক বিদ্যা সুপ্রিম আত্মিক পিতা প্রদান করছেন। জলের কোনো বিষয় নয়। জলকে জ্ঞান বলা হয় না। পতিত থেকে পাবন, জ্ঞান দ্বারাই হওয়া সম্ভব। জল দ্বারা পবিত্র হওয়া যায় না। নদী তো সম্পূর্ণ দুনিয়াতে আছে। জ্ঞানের সাগর বাবা ব্রহ্মা শরীরে প্রবেশ করেন এবং নলেজ দিয়ে থাকেন। এখানে গো-মুখে যাত্রা করে থাকে। বাস্তবে গো-মুখ তোমরা চৈতন্য স্বরূপ। তোমাদের মুখ দিয়ে জ্ঞান অমৃত নির্গত হয়। গরুর কাছ থেকে তো দুধ পাওয়া যায়। জলের তো কোনো কথাই নেই, এইসব কিছুই বাবা বসে বোঝান। যিনি সবার সঙ্গতি দাতা। এখন সবাই দুর্গতির মধ্যে আছে। প্রথমে তোমরাও জানতে না রাবণকে কেন জ্বালানো হয়। তোমরা এখন জানো অসীমের দশহরা হতে চলেছে। সম্পূর্ণ দুনিয়া এখন রাবণ রাজ্য। শাস্ত্রে যে বাঁদর সেনা ছিল, সেতু তৈরি করেছিল.....এসবই কাহিনি। ভক্তির প্রথমে চলে অব্যভিচারী ভক্তি, তারপর শুরু হয় ব্যভিচারী ভক্তি। দশহরা, রাখিবন্ধন সব এখনকার উৎসব। শিব জয়ন্তীর পরে হয় কৃষ্ণ জয়ন্তী। এখন কৃষ্ণপুরী স্থাপন হচ্ছে। আজ কংস পুরী, কাল হবে কৃষ্ণপুরী। আসুরিক সম্প্রদায়কে কংস বলা হয়। পান্ডব আর কৌরবদের মধ্যে লড়াই নেই। কৃষ্ণের জন্ম হয় সত্যযুগে, প্রথম প্রিন্স। স্কুলে পড়াশোনা করতে যায়। যখন বড় হয় তখন রাজ সিংহাসনে বসে। সম্পূর্ণ মহিমা শিববাবার, যিনি পতিত থেকে পাবন করে তোলেন। আর যা কিছু রাস লীলা ইত্যাদি করা হয় তা নিজেদের মধ্যে খুশী বিনিময়ের জন্য। কৃষ্ণ কাউকে জ্ঞান প্রদান করবে, এটা কীভাবে সম্ভব। বাবা বলেন - কাউকে বারণ করবে না যে ভক্তি করো না। নিজের থেকেই ছেড়ে যাবে। ভক্তি ছেড়ে দেয়, বিকার ছেড়ে দেয়, এর উপরেই হাস্যামা হতে থাকে। বাবা বলেন আমি রুদ্র যজ্ঞ রচয়িতা, এতে আসুরিক সম্প্রদায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এ'হলো শিববাবার অনন্ত যজ্ঞ, যার দ্বারা মানুষ থেকে দেবতা হওয়া যায়। গাওয়াও হয়ে থাকে জ্ঞান যজ্ঞ দ্বারাই বিনাশের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। যখন পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হবে — তখন তোমরা নতুন দুনিয়াতে রাজত্ব করবে। মানুষ বলে আমরা বলি শাস্তি হোক, আর বি.কে. বলে বিনাশ হোক। জ্ঞান না বোঝার কারণে এমন বলে থাকে। বাবা বোঝান - সম্পূর্ণ দুনিয়া এই জ্ঞান যজ্ঞে স্বাহা হয়ে যাবে। পুরানো দুনিয়াতে আগুন লাগতে চলেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ হবে, সর্বের দানার মতো পিশে সবাই শেষ হয়ে যাবে। কিছু আত্মারা বেঁচে যাবে। আত্মা তো অবিনাশী। এখন অসীম জগতের হোলি হবে, যেখানে শরীর সহ সব শেষ হয়ে যাবে। অবশিষ্ট আত্মারা পবিত্র হয়ে চলে যাবে। আগুনে জিনিস শুদ্ধ হয়ে ওঠে। যজ্ঞ করে শুদ্ধতার জন্য। সেইসব হলো জাগতিক বিষয়। এখন সম্পূর্ণ দুনিয়া স্বাহা হয়ে যাবে। বিনাশের প্রথমে অবশ্যই স্থাপনা হওয়া উচিত। কাউকে বোঝাতে হলে বলো- প্রথমে স্থাপনা তারপর বিনাশ। ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা। প্রজাপিতা হলেন প্রসিদ্ধ আদি দেব, আদি দেবী....জগৎ অশ্বার অনেক অনেক মন্দির রয়েছে। কতো মেলা হয়। তোমরা হলে জগৎ -অশ্বার সন্তান জ্ঞান-জ্ঞানেশ্বরী, তারপর হবে রাজ-রাজেশ্বরী। তোমরা অগাধ ধনসম্পত্তির মালিক হও। তারপর ভক্তি মার্গে দীপাবলিতে লক্ষ্মীর কাছে বিনাশী ধন চাইতে থাকে। এখানে তোমরা সবকিছু প্রাপ্ত করে থাকো আয়ুজ্ঞান ভব, পুত্রবান ভব। ওখানে তোমাদের আয়ু ১৫০ বছরের। এখানে তোমরা যত যোগযুক্ত হবে ততই আয়ু বৃদ্ধি পাবে। তোমরা ঈশ্বরের সাথে যোগযুক্ত হয়ে যোগেশ্বর হয়ে ওঠো।

বাবা বলেন আমি হলাম ধোপা। সবার পুতিগন্ধময় আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে তুলি। এরপর শরীরও পবিত্র পাবে। আমি সেকেন্ডে দুনিয়ার কাপড় পরিষ্কার করে ফেলি। শুধুমাত্র মন্মানাভব হলেই আত্মা আর শরীর পবিত্র হয়ে যাবে। ছুঃ মন্ত্র তাইনা ! সেকেন্ডে জীবনমুক্তি, কত সহজ উপায়। চলতে-ফিরতে শুধুমাত্র বাবাকে স্মরণ করো আর তো কোনো কষ্ট দিইনা। এখন তোমাদের সেকেন্ডে উত্তরণের কলা হয়। বাবা বলেন - বাচ্চারা আমি তোমাদের সেবক হয়ে এসেছি। তোমরা ডেকেছ - হে পতিত-পাবন এসে আমাদের পবিত্র করে তোল, সুতরাং সেবক হলাম না! যখন তোমরা পতিত হয়ে পড় তখন জোরে চিৎকার করতে থাকো। এখন আমি এসেছি। আমি কল্লে-কল্লে এসে বাচ্চাদের মন্ত্র দিই যে আমাকে স্মরণ কর। মন্মানাভব'র অর্থ এটাই। তারপর বিষ্ণুপুরীর মালিক হবে।

তোমরা এসেছ বিষ্ণুপুরীর রাজ্য গ্রহণ করতে, রাবণ পুরীর পরে আসবে বিষ্ণুপুরী। কংস পুরীর পর কৃষ্ণপুরী। কত

সহজভাবে বোঝান হয়েছে। বাবা বলেন এই পুরোনো দুনিয়া থেকে মমত্ববোধ মিটিয়ে ফেলো। এখন আমরা ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছি। এই পুরোনো বস্ত্র ছেড়ে আমরা যাব নতুন দুনিয়াতে। স্মরণ দ্বারাই তোমাদের পাপ কেটে যাবে, এটুকু সাহস থাকা উচিত। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) মুখ থেকে যেন সর্বদা স্তোত্র অমৃত নির্গত হয়। স্তোত্র দ্বারাই সবার সন্নতি করতে হবে। এক বাবার কাছ থেকেই স্তোত্র শুনতে হবে, অন্যের কাছ থেকে নয়।

২) উত্তরণের কলায় যাওয়ার জন্য চলতে-ফিরতে বাবাকে স্মরণ করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। এই পুরোনো দুনিয়া, পুরোনো বস্ত্র থেকে মমত্ববোধ মিটিয়ে ফেলতে হবে।

বরদানঃ:- একটাই রাস্তা আর একজনের সাথেই সম্পর্ক স্থাপনকারী সম্পূর্ণ ফরিস্তা ভব নিরাকার বা সাকার রূপে বুদ্ধিযোগ বা সম্পর্ক এক বাবার সাথেই নিশ্চিত হলে ফরিস্তা হয়ে যাবে। যার সর্ব সম্বন্ধ বা সর্ব সম্পর্ক একজনের প্রতিই থাকে সেই ফরিস্তা হতে পারে। যেমন গভর্নমেন্ট রাস্তায় বোর্ড লাগিয়ে রাস্তা ব্লকের নোটিশ টাঙিয়ে দেয়, তেমনই সব রাস্তা বন্ধ করে দিলে বুদ্ধির বিভ্রান্ত হয়ে ছোট্টা বন্ধ হয়ে যাবে। বাপদাদার এটাই আদেশ যে, সর্বপ্রথম সব রাস্তা বন্ধ করে দাও। এর দ্বারাই ফরিস্তা হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ:- সবসময় সেবা করার উৎসাহ-উদ্দীপনায় থাকা - এটাই মায়ার থেকে সেক্টির (নিরাপদ) সাধন।

মাতেশ্বরী জীর অমূল্য মহাবাক্য -- "নিরন্তর ঈশ্বরীয় স্মরণের বৈঠক"

যখন পরমাত্মার স্মরণে বসো, এর অর্থ কি ? আমাদের শুধু পরমাত্মার স্মরণে বসলেই হবে না, ঈশ্বরীয় স্মরণ নিত্য চলতে-ফিরতে প্রতি মুহূর্তে করতে হবে আর স্মরণও সেই বস্তুর প্রতিই থাকে যার পরিচয় জানা থাকে। তাঁর নাম রূপ কি, যদি আমরা বলি ঈশ্বর নাম রূপহীন, তবে কোন্ রূপকে স্মরণ করব ? যদি বলা হয় ঈশ্বর সর্বব্যাপী তবে তো তাঁর ব্যাপকতা সর্বত্র হয়ে গেল। তবে কাকে স্মরণ করব ? যদি স্মরণ শব্দটি থাকে তবে অবশ্যই স্মরণ করার জন্য তার রূপও থাকবে। স্মরণ করার অর্থ হলো একজন যিনি স্মরণ করছেন এবং অন্যজন যাকে স্মরণ করা হচ্ছে। সুতরাং যিনি স্মরণ করছেন তিনি স্মরণীয় ব্যক্তির থেকে অবশ্যই আলাদা, অতএব এর অর্থ ঈশ্বর সর্বব্যাপী নন। যদি কেউ বলে আমরা আত্মারা ঈশ্বরের অংশ তবে কি পরমাত্মা টুকরো টুকরো হয়ে থাকে ? তবে তো তার অর্থ ঈশ্বর বিনাশী ! এবং তাঁর স্মরণও বিনাশী। মানুষ জানে না যে পরমাত্মা অবিনাশী এবং আমরা আত্মারাও অবিনাশী। পরমপিতা পরমাত্মার সন্তানরাও অবিনাশী। সুতরাং আমরা তাঁর সৃষ্টি, অংশ নই। এরজন্য নলেজ থাকা প্রয়োজন, যা পরমাত্মা স্বয়ং এসে আমরা বাচ্চাদের দিয়ে থাকেন। আমরা বাচ্চাদের প্রতি পরমাত্মার মহাবাক্য হে আমার বাচ্চারা, আমি যে হই যেমনই হই সেই রূপকে স্মরণ করলে তোমরা অবশ্যই আমাকে প্রাপ্ত করবে। আমি দুঃখ সুখ থেকে পৃথক, পিতা, আমি যদি সর্বব্যাপী হতাম তবে তো এই নাটকে সুখ দুঃখ থাকত না। সুতরাং আমি সর্বব্যাপী নই। আমিও অন্য আত্মাদের মতো একজন আত্মা কিন্তু সমস্ত আত্মাদের তুলনায় আমার গুণাবলী সর্বোচ্চ। সেইজন্যই আমাকে পরম আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা বলা হয়। আচ্ছা। ওম্ শান্তি।

"মিষ্টি বাচ্চারা - হিয়ার নো ইভিল, একমাত্র বাবার থেকেই শুনতে হবে, গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে পদ্ম ফুলের মতো থাকতে হবে"

*প্রশ্নঃ - কোন্ খেলাকে যথার্থ ভাবে জানা বাচ্চারা কখনোই ধন্দে পড়তে পারে না ?

*উত্তরঃ - দুঃখ আর সুখ, ভক্তি আর জ্ঞানের যে খেলা চলছে, তাকে যথার্থ ভাবে যারা জানবে তারা কখনোই ধন্দে পড়ে যায় না। তোমরা জানো ভগবান কাউকেই দুঃখ দেন না, তিনি হলেন দুঃখ হর্তা সুখ কর্তা। যখন সবাই দুঃখী হয়ে যায়, তখন দুঃখের থেকে লিবারেট করতে তিনি আসেন।

*গীতঃ- বাচ্চারা কী শুনলো ? ভক্তির গান। ভক্তিকে ইংরেজীতে বলা হয় ফিলোসফি। টাইটেল পেয়ে থাকে ডক্টর অফ ফিলোসফি। এখন ফিলোসফি (ভক্তি) তো ছোট বড় সব মানুষই জানে। যাকেই জিজ্ঞাসা করবে ঈশ্বর কোথায় থাকেন, তারা বলে দেবে সর্বব্যাপী। এও তো ফিলোসফি হল তাই না ? শাস্ত্রের কোনো কথাই বাবা শোনান না। কোনো ভক্তকেই জ্ঞানের সাগর বলা হবে না। না তাদের মধ্যে জ্ঞান আছে, না তারা জ্ঞান সাগরের সন্তান। জ্ঞান সাগর বাবাকে কেউই জানে না। না তারা নিজেকে শিব বাবার বাচ্চা মনে করে। তারা সবাই ভক্তি করে ভগবানের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য। কিন্তু তারা ভগবানকে জানে না, ফলে ভক্তির থেকে তাদের কী লাভ হবে ? অনেকেই এই ডক্টর অফ ফিলোসফির টাইটেল পেয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তাদের বুদ্ধিতে তো একটাই কথা রয়েছে - ঈশ্বর হলেন সর্বব্যাপী। তাকে ফিলোসফি মনে করে। এর ফলেই পতনের দিকে গেছে। একে বলা হয় ধর্মের গ্লানি। আমরা কোনো মানবের সাথেই শাস্ত্রের বিষয়ে কোনো প্রকারেরই বিবাদ-বিসম্বাদ করতে পারি না। আমরা কোনও মানুষের কাছ থেকে পড়িনি। অন্য মানুষেরা মানুষের থেকেই পড়াশোনা করেছে। বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি সব মানুষের কাছ থেকেই পড়ে থাকে। বানিয়েছেও মানুষই। তোমাদেরকে এই জ্ঞান শোনান একমাত্র বাবা এসেই। এখন আমাদের কোনো মানবের থেকেই কিছু শেখার নেই। তোমাদের এখন স্পিরিচুয়াল বাবার কাছ থেকেই শুনতে হবে। যারা শুনবে তারা হল রুহানী বাচ্চা, আত্মারা। তারা সবাই মানুষ মানুষকে শোনায়। এ হল রুহানী বাবার জ্ঞান। ওটা হল মানুষের জ্ঞান। এই বাবাও (সাকার) তো মানুষই, তাই না ? বলা, রুহানী বাবা এনার দ্বারা আমাদেরকে শোনান। আমরা আত্মারা শুনি। আমরা আত্মারা শরীরের দ্বারা অন্যদেরকে শোনাই। এ হল রুহানী জ্ঞান। বাকি সব হল জাগতিক জ্ঞান। ভক্তিতে শরীরের পূজা করে। বাবা বলেন - তোমরা নিজেকে মানুষ বা ভক্ত মনে করো না। নিজেকে আত্মা মনে করে আমাকে, পিতাকে স্মরণ করো। তোমরা আত্মারা হলে ভাই-ভাই। গাওয়াও হয়ে থাকে - আত্মা আর পরমাত্মা পৃথক ছিল বহুকাল...। তো তোমাদের কোনো মানবের থেকে শুনতে হবে না। কেউ প্রশ্ন যদি করে বলবে - এ আমাদের কোনো শাস্ত্রের জ্ঞান নয়। শাস্ত্রের জ্ঞানকে আমরা বলি ফিলোসফি অর্থাৎ ভক্তি মার্গের জ্ঞান। সঙ্গতি প্রদানের জ্ঞান কেবলমাত্র এক বাবাই প্রদান করেন। সকলের সঙ্গতি দাতা হলেন একমাত্র বাবাই, এইরূপ গাওয়াও হয়েছে। বাচ্চারা, কারো সাথেই তোমরা কোনো ডিবেটে যাবে না।

বাবা বলেন - জ্ঞানের অথরিটি, জ্ঞানের সাগর হলাম আমি। আমি তোমাদেরকে শাস্ত্র ইত্যাদি শোনাই না। আমাদের এ হল রুহানী জ্ঞান, বাকি সব হল জাগতিক জ্ঞান। ওই সমস্ত সংসঙ্গ প্রভৃতি হল ভক্তি মার্গের জন্য। এই রুহানী বাবা বসে রুহদেরকে বোঝাচ্ছেন। সেইজন্য দেহী-অভিমানী হতে বাচ্চাদের পরিশ্রম লাগে। আমরা আত্মারা বাবার কাছ থেকে অবিদ্যার উত্তরাধিকার নিয়ে থাকি। বাবার বাচ্চারাই তো বাবার আসনের উত্তরাধিকারীই হবে, তাই না ? লক্ষ্মী-নারায়ণও দেহধারী। তাদের সন্তানেরা জৈবিক পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পায়। এই বাবাই হলেন সব কিছুর থেকে আলাদা। সত্যযুগেও জাগতিক ব্যাপার হয়ে যায়। সেখানে এটা বলবে না যে রুহানী বাবার থেকে রুহানী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। দেহ-অভিমানকে ভাঙতে হবে। আমরা হলাম আত্মা আর বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এটাই হল ভারতের প্রাচীন যোগ, এরই খ্যাতি ছিল। ইয়াদ শব্দটি হল হিন্দির। তো নলেজ এখন তোমাদেরকে কে প্রদান করেন, এ'কথা কোনো মানুষই জানে না। জন্ম-জন্মান্তর ধরে মানুষ, মানুষের সাথেই কথা বলে এসেছে। এখন রুহানী বাবা রুহানী বাচ্চাদের সাথে কথা বলেন। রুহ এই জ্ঞান শোনান সেইজন্য একে স্পিরিচুয়াল নলেজ বলা হয়। গীতার স্পিরিচুয়াল নলেজ তিনিই বোঝান, কিন্তু তাতে দেহধারী কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে। বাবা বলেন যে, কোনো মানুষের মধ্যেই এই

নলেজ থাকতে পারে না। কখনো কেউ তোমাদের সাথে ডিবেট করলে বলবে, এ'সব হল তোমাদের ভক্তির জ্ঞান। মানুষের বানানো শাস্ত্রের জ্ঞান। সত্য জ্ঞান তো একমাত্র জ্ঞান - সাগর বাবার কাছেই রয়েছে, তিনি নিজেই সেই নলেজ প্রদান করছেন। তাঁকে সুপ্রিম পিতা বলা হয়। পূজাও সেই নিরাকারের হয়। যদি আরো নিরাকারের পূজা হয়, তবে তারাও হল তাঁরই সন্তান। মাটির শালগ্রাম বানিয়ে পূজা করে থাকে। রুদ্র যজ্ঞ রচনা করে। তোমরা জানো যে, সেই পরমপিতা পরমাত্মা নিরাকারী দুনিয়াতে থাকেন। আমরা আত্মারাও সেখানে থাকি। সেই জ্ঞানের সাগর এসে জ্ঞান শুনিয়ে সকলের সঙ্গতি করেন। তিনি হলেন সব কিছুর থেকে উর্ধ্বে থাকা পরমপিতা পরমাত্মা। সব আত্মাদের ব্রাদারের পাট প্রাপ্ত হয়েছে, তারপর শরীর ধারণ করে ভাই-বোন হয়। আত্মারা সবাই হল এক বাবার সন্তান। আত্মা যখন শরীর ধারণ করে, তখন স্বর্গে সুখ, নরকে দুঃখ ভোগ করে। এইরকম কেন হয়? বোঝানো হয় - জ্ঞান আর ভক্তি, একটা হল দিন আর অপরটি হল রাত। জ্ঞানের থেকে সুখ, ভক্তির থেকে দুঃখ, এই খেলা রচিত হয়ে রয়েছে। এমন নয় যে দুঃখ বা সুখ ভগবানই রচনা করেন। ভগবানকে ডাকে তখনই যখন দুঃখী হয়। মনে করে তিনি সুখ প্রদান করবেন। তারপর যখন সুখের সময় পুরো হয়ে যায় তখন রাবণ ৫ বিকারের কারণে দুঃখ শুরু হয়। এটাই হল খেলা, যেটাকে যথার্থ ভাবে বুঝতে হবে। একেই রুহানী জ্ঞান বলা হয়। বাকি সব কিছু হল জাগতিক জ্ঞান। সে'সব আমরা শুনতে চাই না। আমাদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছে - কেবলমাত্র আমাকে, পিতার থেকেই শোনো। বাবা বলেন - হিয়ার নো ইভিল...। আমরা কেবল এক ভগবানের কাছ থেকেই শুনি। তোমরা মানুষের কাছ থেকে শুনে থাকো। রাত দিনের ফারাক। বড় বড় বিদ্বানরা শাস্ত্র ইত্যাদি পড়ে। সে'সব তো আমিও অনেক পড়েছি। এখন ভগবান বলছেন, তুমি তো অনেক গুরু করেছো, এখন তাদেরকে ছাডো, আমি যা শোনাচ্ছি সে'সব শোনো। ভগবান হলেনই নিরাকার, তাঁর নাম হল শিব। এখন আমরা ওঁনার থেকে শুনছি। বাবা স্বয়ং নিজের পরিচয় আর তাঁর রচনার আদি, মধ্য, অন্তের পরিচয় দিয়ে থাকি এরপর আমরা আপনাদের থেকে শাস্ত্র ইত্যাদির কথা কেন শুনবো? আমরা আপনাদেরকে রুহানী নলেজ শোনাচ্ছি, শুনতে চাইলে শুনুন। ধন্দে পড়ে যাওয়ার মতো কোনো ব্যাপারই নেই। সমগ্র দুনিয়া হল একদিকে আর অন্যদিকে তোমরা কতো অল্পজন। বাবা এখন বলেন, আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের উপর থেকে পাপের যে বোঝা রয়েছে, সে'সব নেমে যাবে আর তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। যারা পবিত্র হবে তারাই পবিত্র দুনিয়ার মালিক হবে। এখন পুরানো দুনিয়ার বদল হবে। কলিযুগের পরে সত্যযুগ আসবে। সত্যযুগ হল পবিত্র দুনিয়া। কলিযুগেই আমাকে আহ্বান করে যে, এসে পবিত্র দুনিয়া বানাও। তাইতো এখন আমি এসেছি, মামেকম স্মরণ করো। এখন দুনিয়া বদলে যাচ্ছে। এটা হল অন্তিম জন্ম। এই পুরানো দুনিয়াতে আসুরিক রাজ্য অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। রাম-রাজ্য স্থাপন হচ্ছে। সেইজন্য এখন অন্তিম জন্ম গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে পদ্ম ফুলের মতো পবিত্র হয়ে ওঠো। এটা তো হল বিষয় সাগর। পদ্ম ফুল জলের উপরে থাকে। তাই এখন তোমরা গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে পদ্ম ফুলের মতো পবিত্র হও। তোমরা বাচ্চারা জানো আমরা রাজস্ব স্থাপন করছি। এখন সমগ্র দুনিয়া বদলে যাবে। ওই ধর্ম স্থাপকরা কেবল নিজের নিজের ধর্ম স্থাপন করে থাকে। প্রথমে তারা পবিত্র হয় তারপর পতিত হয়। সঙ্করু তো হলেন একজনই, তিনিই সঙ্গতি দাতা। মানুষ গুরু তখনই করে যখন সঙ্গতিতে যেতে চায়। যখন পাপ অনেক হয়ে যায়, তখন রুহানী পিতা জ্ঞান শোনান। ভক্তির ফল জ্ঞান তোমাদের ভগবানের কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়। ভগবান কোনো ভক্তি শেখান না। তিনি তো জ্ঞান প্রদান করেন। তিনি বলেন - মামেকম স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। আর কোনো পবিত্র হওয়ার রাস্তা নেই। নতুন দুনিয়াতে সবাই স্বর্গবাসী ছিল। এখন পুরানো দুনিয়াতে সবাই হল নরকবাসী। সেইজন্য বাবা বলেন, আমি সবাইকে উদ্ধার করতে আসি। আমিই এসে রুহানী জ্ঞান প্রদান করি। বাবা নিজের পরিচয় প্রদান করছেন। আমি হলম তোমাদের বাবা। এখন এটা হল নরক। নতুন দুনিয়াকে স্বর্গ বলা হয়। এইরকম কীকরে বলবে যে, এখানেই হল স্বর্গ নরক, যার অনেক ধন আছে সে স্বর্গে রয়েছে? স্বর্গ তো হয়ই নতুন দুনিয়াতে। এখানে স্বর্গ কোথা থেকে এলো। সেইজন্য আমরা কোনও মানুষের কথা শুনি না। বাবা বলেন তোমাদেরকে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে, তাই মামেকম স্মরণ করো। সারা দিন বুদ্ধিতে এই নলেজ থাকা উচিত। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) একমাত্র বাবার কাছ থেকেই রুহানী কথা শুনতে হবে। কারো কাছ থেকে অন্য কোনো বিষয়ের বিবাদ-বিসম্বাদে যাবে না।

২) দেহী-অভিমানী হওয়ার পরিশ্রম করতে হবে। সতোপ্রধান হওয়ার জন্য একমাত্র বাবার স্মরণেই থাকতে হবে।

- *বরদান:-* বাবার হাত আর সাথে স্মৃতিতে কঠিনকে সহজ বানানো বেফিকর বা নিশ্চিত ভব যেমন কোনো বড়র হাতে যখন হাত থাকে তখন বেফিকর বা নিশ্চিত থাকা যায়। এইরকম সকল কার্যে এটাই বুঝতে হবে যে, বাপদাদা আমার সাথেও আছেন আর আমাদের এই অলৌকিক জীবনের হাত ওঁনার হাতেই রয়েছে অর্থাৎ জীবন তাঁরই হাতে। তাই দায়িত্বও ওঁনারই হয়ে যায়। সকল বোঝা তাঁর উপরে রেখে নিজেকে হাল্কা করে দাও। বোঝা নামিয়ে দেওয়ার কিস্তি কঠিনকে সহজ করবার উপায়ই হল - বাবার হাত আর সাথে।
- *স্নোগান:-* পুরুষার্থে সততা থাকলে বাপদাদার এক্সট্রা সহযোগিতা অনুভব করবে।

মাতেশ্বরী জীর অমূল্য মহাবাক্য -

১) "জ্ঞান, যোগ আর দৈবী গুণের ধারণা হল জীবনের আধার"

এটা তো আমাদের নিশ্চয় রয়েছে যে, পরমপিতা পরমাত্মার দ্বারা আমরা নলেজ প্রাপ্ত করছি, এই নলেজে মুখ্য তিনটি পয়েন্ট রয়েছে, যার জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করবার প্রতি ধ্যান রাখা আবশ্যিক। এর মধ্যে প্রথমে হল যোগ বা ঈশ্বরীয় নিরন্তর স্মরণ, যার দ্বারা বিকর্ম গুলির বিনাশ হয়। দ্বিতীয় হল জ্ঞান, মানে এই সমগ্র ব্রহ্মান্ড, সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্ত কীভাবে হয়, যখন এই নলেজ হবে তখনই এই লাইফে প্র্যাক্টিকল চেঞ্জ আসতে পারে আর আমরা খুব ভালো ভবিষ্যৎ প্রালঙ্ক বানাতে পারবো। তৃতীয় পয়েন্ট হল - আমাদের কোয়ালিফিকেশন তো সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ অবশ্যই হতে হবে, তবেই দেবতা হওয়া যাবে। তাই নিজেকে নিজে চলতে - ফিরতে, থাওয়া - দাওয়া করতে করতেও এই তিনটি পয়েন্টের উপরে ধ্যান রাখা জরুরী। এই এক জন্মেই জ্ঞান বল, যোগ বল আর দৈবী গুণ গুলির ধারণা করতে পারা যাবে। তিনটিরই পারস্পরিক কানেকশন রয়েছে - জ্ঞান ছাড়া যোগ লাগবে না আর যোগ ব্যতিরেকে দৈবী গুণের ধারণা হবে না। এই তিনটি পয়েন্টের উপরেই হল সমগ্র জীবনের আধার। তখনই বিকর্মের খাতা সমাপ্ত হয়ে ভালো কর্ম তৈরী হয়। একেই ঈশ্বরীয় জীবন বলা হয়।

২) "ভারতের প্রাচীন যোগ পরমাত্মার দ্বারা শেখানো হয়েছে"

আমাদের এই ঈশ্বরীয় যোগ ভারতে প্রাচীন যোগ নামে বিখ্যাত। এই যোগকে অবিনাশী যোগ কেন বলা হয় ? কারণ অবিনাশী পরমপিতা পরমাত্মার দ্বারা এটা শেখানো হয়েছে। যোগ হয়ত অন্য লোকেরাও শেখায়, সেইজন্য যোগাশ্রম ইত্যাদি খুলতে থাকে। কিন্তু প্রাচীন যোগ শেখাতে পারে না। যদি এই রকম যোগ তারা শেখাতো তবে সেই রকম বল কোথায় ? ভারত তো দিন দিন নির্বল হয়েই চলেছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সেই সব যোগ অবিনাশী যোগ নয়। যার সাথে যোগ লাগতে হবে, তিনিই সেটা শেখাতে পারেন। বাকি অন্যদের সাথে তো যোগ লাগানোই যাবে না, তাহলে শেখাবে কীকরে ? এই কাজ তো একমাত্র স্বয়ং পরমপিতা পরমাত্মাই করতে পারেন। তিনিই আমাদেরকে সমস্ত রহস্য উন্মোচন করে বলে দিতে পারেন। বাকি তো সবদিক থেকেই বলতে থাকে আমরা যোগ শেখাতে পারি। এটা তো আমরা জানি যে, সত্যিকারের যোগ স্বয়ং পরমাত্মাই শিখিয়ে সূর্যবংশী চন্দ্রবংশী ঘরানার বা দৈবী রাজ্য স্থাপন করে থাকেন। এখন সেই প্রাচীন যোগ পরমাত্মা এসে প্রতি কল্পে আমাদেরকে শেখান। তিনি বলেন, হে আত্মা আমি পরমাত্মার সাথে নিরন্তর যোগ লাগাও, তাহলে তোমাদের পাপ নষ্ট হয়ে যাবে। আত্মা । ওম্ শান্তি ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - এখন বিদেহী হওয়ার প্র্যাক্টিস করো, নিজের এই বিনাশী দেহের প্রতি আসক্তি না রেখে একমাত্র শিববাবাকে ভালোবাসো”

*প্রশ্নঃ - এই অসীমের পুরানো দুনিয়ার প্রতি যাদের বৈরাগ্য অনুভব হয় তাদের নিদর্শন কি হবে ?

*উত্তরঃ - তারা এই চোখ দিয়ে যা দেখে - তা দেখেও যেন দেখে না। তাদের বুদ্ধিতে এই জ্ঞান থাকবে যে, এই সব শেষ হয়ে যাবে। এরা সবাই মৃত। আমাদের তো শান্তি ধাম, সুখ ধামে যেতে হবে। তাদের আসক্তি থাকবে না। যোগ যুক্ত থেকে যার সঙ্গে কথা বলবে তাদেরও আকর্ষণ অনুভব হবে। জ্ঞানের নেশায় তারা বঁদ থাকবে।

*গীতঃ- ওম নমঃ শিবায়.....

ওম শান্তি । বাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা তোমরা শিববাবাকে জেনেছো। তাহলে এই গান গাওয়া তো ভক্তি মার্গ হল তাইনা। ভক্তি মার্গের মানুষ শিবায় নমঃ বলে, মাতা-পিতাও বলে, কিন্তু জানে না। শিববাবার কাছে স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত হওয়া উচিত। বাচ্চারা, তোমরা তো বাবাকে পেয়েছো, তাঁর কাছে স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করছো তাই তো বাবাকে স্মরণ করো। তোমরা শিববাবাকে পেয়েছো, দুনিয়ার মানুষ পায় নি। যারা পেয়েছে তারাও সঠিকভাবে চলতে পারে না। বাবার ডাইরেকশন খুবই মধুর, আত্ম-অভিমানী ভব, দেহী-অভিমানী ভব। আত্মাদের সঙ্গেই কথা বলেন। দেহী-অভিমানী পিতা, দেহী-অভিমানী বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি তো একজনই। মধুবনে বাচ্চারা তোমাদের সঙ্গে বসে আছেন। তোমরা বাচ্চারা জানো যে , যথাযথভাবে বাবা এসেছেন পড়াতে। এই পড়াশোনা শিববাবা ব্যতীত কেউ পড়াতে পারে না। না ব্রহ্মা, না বিষ্ণু। কেবল বাবা এসে পতিতদের পবিত্র করেন, অমরকথা শোনান। সেসব তো এখানেই শোনাবেন তাইনা। অমরনাথে গিয়ে তো শোনাবেন না। এই হল অমরকথা সত্যনারায়ণের কথা। বাবা বলেন - আমি তোমাদের সব এখানেই শোনাই। যদিও এইসব হল ভক্তিমার্গের পরিশ্রম। সকলের সঙ্গতি দাতা রাম হলেন এক নিরাকার। তিনিই হলেন পতিত-পাবন, জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর। তিনি আসেনই তখন যখন বিনাশের সময় হয়। সম্পূর্ণ জগতের গুরু তো হতে পারেন একমাত্র পরম পিতা পরমাত্মা। তিনি হলেন নিরাকার, তাইনা। দেবতাদেরও মানুষ বলা হয়। কিন্তু তারা দিব্য গুণধারী মানুষ তাই তাদের দেবতা বলা হয়। তোমরা এখন জ্ঞান প্রাপ্ত করেছো। জ্ঞান মার্গে অবস্থা খুব মজবুত রাখতে হবে। যতখানি সম্ভব বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বিদেহী হতে হবে। পুনরায় দেহের প্রতি আসক্তি রাখবেই কেন ! বাবা তোমাদের বলেন শিববাবাকে স্মরণ করো তারপরে এনার কাছে এসো। মানুষ তো ভাবে আমরা ব্রহ্মা বাবার (দাদার) সঙ্গে দেখা করতে যাই। এই কথা তো তোমরা জানো যে, শিববাবাকে স্মরণ করে আমরা ব্রহ্মা বাবার সঙ্গে মিলিত হই। সেখানে তো আছে নিরাকারী আত্মারা, বিন্দু স্বরূপ। বিন্দুরা তো মিলিত হতে পারে না। সুতরাং শিববাবার সঙ্গে কীভাবে মিলিত হবে তাই এখানে বোঝানো হয়, হে আত্মারা, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বুদ্ধিতে এই জ্ঞান রাখো যে আমরা শিববাবার সঙ্গে মিলিত হই। এই কথাটি খুবই গূহ্য রহস্য, তাইনা। অনেকেরই শিববাবার স্মরণ স্থায়ীভাবে থাকে না। বাবা বোঝান সর্বদা শিববাবাকে স্মরণ করো। শিববাবা তোমাদের সঙ্গে মিলিত হতে আসেন। শুধুমাত্র তোমাদের আপন হয়েছেন। শিববাবা এনার মধ্যে এসে জ্ঞান প্রদান করেন। তিনিও হলেন নিরাকার আত্মা, তোমরাও হলে আত্মা। একমাত্র বাবা ই বাচ্চাদেরকে বলেন মামেকম্ স্মরণ করো। যদিও বুদ্ধি দ্বারা স্মরণ করতে হবে। আমরা বাবার কাছে এসেছি। বাবা এই পতিত দেহে এসেছেন। আমরা সামনে এলেই নিশ্চয় করিয়ে দেন, শিববাবা আমরা আপনার আপন হয়েছি। মুরলীতেও এই কথা শোনো যে - মামেকম্ স্মরণ করো তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে।

তোমরা জানো তিনিই হলেন পতিত-পাবন পিতা। প্রকৃত সত্য সঙ্গুরু। এখন পাণ্ডবদের অর্থাৎ তোমাদের হল পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে প্রীত বুদ্ধি। বাকিদের তো অন্যদের সঙ্গে যুক্ত বিপরীত বুদ্ধি আছে। যারা শিববাবার আপন হয় তাদের খুশীর পারদ উর্ধ্বে থাকা উচিত। সময় যত কাছে আসবে, ততই খুশীর অনুভূতি থাকবে। আমাদের ৮৪ জন্ম পূর্ণ হচ্ছে। এখন এই হল অন্তিম জন্ম। আমরা ফিরে যাই নিজের ধামে। এই সিঁড়ির চিত্র খুবই ভালো, এতে ক্রিয়ার আছে। অতএব বাচ্চাদের বুদ্ধি সারা দিন চলা উচিত। চিত্রকার দের অনেক বেশি বিচার সাগর মন্বন করতে হবে, যারা হেড তাদের চিন্তন চলা উচিত। তোমরা তো চ্যালেঞ্জ করো - সত্যযুগী শ্রেষ্ঠাচারী দৈবী রাজ্যে ৯ লক্ষ থাকবে। কেউ বলে এর কি প্রমাণ আছে ? তখন বলা এই কথা তো বুঝতে হবে, তাইনা। সত্যযুগে বৃক্ষ হবে ছোট। ধর্ম থাকবে একটি তাই মানুষের

সংখ্যাও হবে কম। সিঁড়িতে সম্পূর্ণ নলেজ এসে যায়। যেমন কুম্ভকর্ণের ছবিটি আছে। এমন তৈরি করা উচিত - বি.কে.রা জ্ঞান অমৃত পান করাচ্ছে, তারা বিষ (বিকার) চাইছে। বাবা মুরলীতে সব রকমের ডাইরেকশন দিতে থাকেন। প্রত্যেকটি চিত্রের বিষয় বস্তু খুবই ভালো। লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র তুলে বলো - এই ভারত স্বর্গ ছিল, এক ধর্ম ছিল তাই সেখানে মানুষের সংখ্যা কত হবে। এখন কত বিশাল হয়েছে এই বৃক্ষ। এখন বিনাশ হবে। পুরানো সৃষ্টিকে পরিবর্তন করেন একমাত্র পিতা। ৪-৫ টি চিত্র আছে মুখ্য - যার দ্বারা জ্ঞানের তীর বিদ্ধ হবে। ড্রামা অনুসারে দিন-প্রতিদিন জ্ঞানের পয়েন্টস গুহ্য হতে থাকে। সূত্রাং চিত্র গুলিও চেঞ্জ হবে। বাচ্চাদের বুদ্ধিতেও চেঞ্জ হবে। পূর্বে এই কথা বুঝতে না যে শিববাবা হলেন বিন্দু স্বরূপ। এমন তো বলবে না যে প্রথমে কেন জানানো হয় নি। বাবা বলেন - সব কথা প্রথমে তো বোঝানো যাবে না। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর অতএব জ্ঞান প্রদান করতেই থাকবেন। কারেকশনও হতে থাকবে। প্রথমেই বলা হবে না। তাহলে সব আর্টিফিশিয়াল হয়ে যাবে। হঠাৎ কোনো কিছু হবে তখন বলবে ড্রামা। এমন বলবে না এইরকম হওয়া উচিত নয়। মাম্মাকে তো শেষ পর্যন্ত থাকা উচিত ছিল, তাহলে মাম্মা চলে গেল কেন। ড্রামাতে যা হয় সব রাইট। বাবাও যা বলেন সেসবই ড্রামা অনুসারে বলেন। ড্রামাতে আমার পার্ট এইরকম। বাবাও ড্রামার উপরে রাখেন। মানুষ বলে ঈশ্বরের ভবিতব্য। ঈশ্বর বলেন ড্রামার ভবিতব্য। ঈশ্বর বলেন অথবা রাক্ষাসাবা বলেন, ড্রামাতে ছিল। কোনও উল্টো কর্ম হলে, ড্রামাতে ছিল, তখন সোজা হয়ে যাবে। উত্তরণ কলা নিশ্চয়ই। আরোহণের সময় কখনও নড়চড় হয়ে যায়। এইসব হল মায়ার ঝড়। যতক্ষণ মায়ী আছে বিকল্প অবশ্যই আসবে। সত্য যুগে মায়ী নেই তাই বিকল্পের কথাও নেই। সত্য যুগে কখনও কর্ম, বিকর্ম হয় না। অল্প কিছু দিন আছে, খুশীর অনুভূতি থাকে। এই হল আমাদের অন্তিম জন্ম। এখন অমরলোকে যাওয়ার জন্য শিববাবার কাছে অমরকথা শুনি। এইসব কথা তোমরাই বোঝো। তারা কোথায় অমরনাথে গিয়ে ধাক্কা খেতে থাকে। এই কথা বোঝে না যে, পার্বতীকে কে কাহিনী শুনিয়েছে ? সেখানে তো শিবের চিত্র দেখায়। আচ্ছা, শিব বসে আছেন কিসের উপরে ? শিব আর শঙ্কর দেখায়। শিব কি শঙ্করের মধ্যে বসে কাহিনী শুনিয়েছেন ? কিছুই বোধ নেই, ভক্তি মার্গের মানুষ এখনও তীর্থে যায়। কাহিনী খুব বড় নয়। আসলে হল মন্মানাভব। শুধুমাত্র বীজকে স্মরণ করো। ড্রামার চক্রকে স্মরণ করো। যে জ্ঞান বাবার কাছে আছে সেই জ্ঞান আমাদের আত্মার মধ্যেও আছে। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, আমরা আত্মারাও মাস্টার জ্ঞানের সাগর হই। নেশা বৃদ্ধি হওয়া উচিত। তিনি আমাদেরকে অর্থাৎ আত্মারূপী ভাইদের শোনান। শোনাবেন অবশ্যই শরীরের দ্বারা। এতে কোনোরকম সংশয় আসা উচিত নয়। বাবাকে স্মরণ করতে করতে সম্পূর্ণ জ্ঞান বুদ্ধিতে এসে যায়। বাবার স্মরণ দ্বারা ই বিকর্ম বিনাশ হবে, আসক্তি দূর হবে। কারো নাম মাত্রই ভালোবাসা থাকে। আমাদেরও তাই। আমরা সুখধাম যাই। এইখানে তো সবাই যেন মৃত স্বরূপ, তাদের প্রতি আসক্তি রেখে কি হবে। শান্তিধামে গিয়ে পরে সুখধামে এসে রাজত্ব করবো। একেই বলা হয় পুরানো দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য। বাবা বলেন - এই চোখ দিয়ে যা কিছু দেখে সেসব শেষ হয়ে যাবে। বিনাশের পরে স্বর্গকে দেখবে। এখন বাচ্চারা, তোমাদেরকে খুব মিষ্টি মধুর হওয়া উচিত। যোগ যুক্ত থেকে কোনও কথা বলবে তো তাদের আকর্ষণ অনুভব হবে। এই জ্ঞান এমনই বাকি সবকিছু বিস্মৃত হয়ে যায়। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) জ্ঞান মার্গে নিজের অবস্থা খুব মজবুত বানাতে হবে। বিদেহী স্বরূপ হতে হবে। এক পিতার সঙ্গে প্রকৃত সত্য প্রীতি রাখতে হবে।

২) ড্রামার ভবিতব্যকে স্বীকার করে অটল থাকতে হবে। ড্রামাতে যা হয়েছে সব সঠিক। কখনও নড়চড় হবে না, কোনও কথায় সংশয় প্রকাশ করবে না।

বরদানঃ:- দাতা হয়ে প্রতিটি সেকেন্ড, প্রতিটি সংকল্পে দান করতে থাকা উদারচিত্ত, মহাদানী ভব তোমরা দাতার সন্তান, দাতা, প্রাপ্তকারী নয়। প্রতিটি সেকেন্ডে, প্রতিটি সংকল্পে দান করবে, যখন এমন দাতা স্বরূপ হয়ে যাবে তখন বলা হবে উদারচিত্ত, মহাদানী। এমন মহাদানী হলে মহান শক্তির প্রাপ্তি স্বতঃই হয়। কিন্তু দানের জন্য নিজের ভান্ডার ভরপুর চাই। যা নেওয়ার তা তো সব নিয়েই নিয়েছ, এখন বাকি আছে শুধু দান। তাই দান করতে থাকো, দান করলে ভান্ডার আরও ভরপুর হয়ে যাবে।

স্নোগানঃ:- প্রত্যেকটি সার্বজেন্তে ফুল মার্জ্র জমা করতে হলে গান্ধীর্যের গুণ ধারণ করো।

মাতেশ্বরী দেবীর অমূল্য মহাবাক্য -

১) "নিরাকার পরমাত্মার রিজার্ভ করা তন হল ব্রহ্মা-তন"

এই কথা তো নিজেদের সম্পূর্ণ নিশ্চয় আছে যে পরমাত্মা তাঁর সাকার ব্রহ্মা তনের দ্বারা এসে পড়াচ্ছেন, এই পয়েন্টে অনেকে প্রশ্ন করে যে, অমৃতবেলার সময়ে নিরাকার পরমাত্মা যখন তাঁর সাকার দেহে প্রবেশ করেন তখন সেই সময়ে দেহে কি কি পরিবর্তন হয় ? তারা জিজ্ঞাসা করে সেই সময় তোমরা কি বসে তাঁকে দেখো যে পরমাত্মা কীভাবে আসেন ? এখন এই পয়েন্টে বোঝানো হয় পরমাত্মার প্রবেশ হওয়ার সময় এমন নয় যে সেই শরীরে নয়ন বা হাবভাবের কিছু পরিবর্তন হয়, না। কিন্তু আমরা যখন ধ্যানে যাই তখন নয়ন, হাবভাবের পরিবর্তন হয়ে যায়। কিন্তু এই সাকার ব্রহ্মার পাটই হল গুপ্ত। যখন পরমাত্মা ব্রহ্মাবাবার দেহে আসেন তখন কেউ জানতে পারেনা, তাঁর এই তনটি হল রিজার্ভ তন। তাই সেকেন্ডে আসেন, সেকেন্ডে চলে যান, এখন এই রহস্যটি বুঝতে হবে। যদিও এমন কিছুই নেই যে কোনো পয়েন্ট বুঝতে না পারলে পড়াশোনাই ছেড়ে দেবে। এই পড়া তো দিন দিন গূহ্য এবং ক্লিয়ারও হতে থাকবে। পুরো কোর্স একবারে তো কেউ পড়তে পারবে না তাইনা ! তেমন করেই তোমাদের বোঝানো হয়। আর যে ধর্ম পিতারা আসেন তাদের মধ্যেও সেই সেই পবিত্র আত্মারা এসে নিজ পাট প্লে করে তারপরে সেই আত্মাদের সুখ দুঃখের খেলায় আসতে হয়। তারা ফিরে যেতে পারে না। কিন্তু যখন নিরাকার সুপ্রিম সোল আসেন, তিনি হলেন সুখ দুঃখ থেকে নির্লিপ্ত, তখন তিনি শুধুমাত্র নিজের পাট প্লে করে থাকেন, তারপর ফিরে যান। সুতরাং এই বিশেষ পয়েন্টটি আমাদের বুদ্ধি সহযোগে বুঝতে হবে।

২) "আত্মার ও পরমাত্মার মধ্যে গুণের ও শক্তির পার্থক্য আছে"

আত্মা ও পরমাত্মার পার্থক্যের বিষয়ে বোঝানো হয় যে, আত্মা ও পরমাত্মার রূপ এক, জ্যোতি স্বরূপ। আত্মা ও পরমাত্মার আত্মার সাইজ একই, কিন্তু আত্মা ও পরমাত্মার কেবল গুণের শক্তির তফাৎ অবশ্যই আছে। এই যে এত গুণ আছে সেসব মহিমাই হল পরমাত্মার। পরমাত্মা হলেন দুঃখ সুখ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, সর্বশক্তিমান, সর্ব গুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ, তাঁরই সম্পূর্ণ শক্তি কাজ করছে। তাঁকে ছাড়া মনুষ্য আত্মাদের শক্তি কার্যকরী হয় না। একমাত্র পরমাত্মার সম্পূর্ণ পাট প্লে হয়, যদিও পরমাত্মা পাট প্লে করতে আসেন, তবুও তিনি নিজে সম্পূর্ণ পৃথক থাকেন। কিন্তু আত্মা পাট প্লে করতে এলে পাটধারী রূপে আসে। পরমাত্মা পাট করতে এসেও কর্ম বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক থাকেন। আত্মা পাট প্লে করতে এসেও কর্ম বন্ধনের বশে আবদ্ধ হয়ে যায়। এই হল আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে পার্থক্য। আত্মা। ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent

4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - মাতা-পিতাকে ফলো করে সিংহাসনাসীন হও, এতে কোনো কষ্ট নেই, কেবল বাবাকে স্মরণ করে আর পবিত্র হও"

*প্রশ্নঃ - দীননাথ বাবা তাঁর বাচ্চাদের ভাগ্য গড়বার জন্য কোন্ রায় দেন ?

*উত্তরঃ - বাচ্চারা, শিববাবা তোমাদের কাছ থেকে কিছুই চান না। তোমরা থাও-দাও, পড়াশোনা করো - এখান থেকে রিফ্রেশ হয়ে যাও, কিন্তু এক মুষ্টি খুদেরও গায়ন রয়েছে। ২১ জন্মের জন্য সমৃদ্ধশালী হতে হলে গরীবের এক পয়সাও বড়লোকের ১০০ টাকার সমান, সেইজন্য বাবা যখন ডাইরেক্ট আসেন, তখন সবকিছু সফল করে নাও।

*গীতঃ- তুমিই মাতা পিতা তুমিই...

ওম্ শান্তি । গীতের অর্থ তো বাচ্চারা সঠিক ভাবে বুঝেছে। তারা আহ্বান হয়ত করে, কিন্তু বোঝে না। তোমরা জানো যে তিনি হলেন আমাদের বাবা। বাস্তবে তিনি কেবল তোমাদের বাবাই নন, সকলের বাবা তিনি। এটাও বুঝতে হবে। যত যত আত্মারা রয়েছে, অবশ্যই সেই সকল আত্মাদের বাবা হলেন পরমাত্মা। বাবা - বাবা বলতে থাকলে অবশ্যই অবিনাশী উত্তরাধিকারের কথা স্মরণে আসবে। বাবাকে স্মরণ করলেই বিকর্ম বিনাশ হবে। বাবা বাচ্চাদেরকে বলেন তোমাদের আত্মা পতিত হয়ে গেছে, এখন তাদেরকে পবিত্র বানাতে হবে। বাবা আছেন যখন তখন সকলের নির্বিকারী হওয়া উচিত। কোনো সময় সবাই নির্বিকারী ছিল। স্বয়ং বাবা বোঝাচ্ছেন যে, যখন শ্রী লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল তখন সবাই নির্বিকারী ছিল। এত সব যে মনুষ্য আত্মাদেরকে দেখছে, তারাই নির্বিকারী হবে, কেননা শরীর বিনাশ হয়ে যাবে বাকি আত্মারা গিয়ে নিরাকারী দুনিয়াতে থাকে। সেখানে বিকারের তো নামটুকুও নেই। সেখান থেকেই সব আত্মারা আসে - এই দুনিয়াতে ভূমিকা পালন করতে। সবার প্রথমে ভারতবাসী আসে। ভারতে সবার প্রথমে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল আর সব ধর্মের লোকেরা নিরাকারী দুনিয়াতে ছিল। এই সময় সবাই সাকারী দুনিয়াতে রয়েছে। এখন বাচ্চারা, তোমাদেরকে বাবা নির্বিকারী বানান, নির্বিকারী দেবী-দেবতা বানানোর জন্য। যখন তোমরা দেবী-দেবতা হয়ে যাও তখন নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য নতুন দুনিয়ার প্রয়োজন। পুরানো দুনিয়ার অবসান হয়ে যাওয়া দরকার। শাস্ত্রে মহাভারতের যুদ্ধও দেখানো হয়েছে। দেখানো হয়েছে যে, ৫ পাল্লব রয়ে যায়, তারপর তারাও পাহাড়ে গিয়ে গলে যায়। কেউই আর বাঁচেনি। আত্মা তবে এতো আত্মারা কোথায় গেল ? আত্মার তো বিনাশ হয় না। তখন বলবে নিরাকারী, নির্বিকারী দুনিয়াতে গেছে। বাবা বিকারী দুনিয়ার থেকে নিরাকারী, নির্বিকারী দুনিয়াতে নিয়ে যান। তোমরা জানো যে, বাবার কাছ থেকে অবশ্যই বর্ষা পাওয়া উচিত। এখন দুঃখ বেড়ে গেছে। এই সময় আমাদের সুখ শান্তি দুটোই চাই। ভগবানের কাছে সবাই চায় - হে ভগবান আমাদের সুখ দাও, শান্তি দাও। প্রতিটি মানুষ পুরুষার্থ (পরিশ্রম) ধনের জন্যই করে। টাকা পয়সা আছে তো সুখ আছে। তোমাদেরকে বেহদের বাবা তো অনেক টাকা পয়সা দেন, সত্যযুগে তোমরা কতইনা ধনবান ছিলে। হীরে জহরতের মহল ছিল। তোমরা বাচ্চারা জানো যে, আমরা বেহদের বাবার থেকে অসীম স্বর্গের বর্ষা নিতে এসেছি। সমগ্র দুনিয়া তো আসবে না। বাবা ভারতেই আসেন। ভারতবাসীই এই সময় নরকবাসী, বাবা এরপর স্বর্গবাসী বানান। ভক্তিতে দুঃখের কারণে বাবাকে জন্ম জন্মান্তর ধরে স্মরণ করেছে। হে পরমপিতা পরমাত্মা, হে কল্যাণকারী দুঃখ হরণকারী, সুখ প্রদানকারী ! তাঁকে স্মরণ করে যখন তাহলে নিশ্চয়ই তিনি এসে থাকেন। বিনা কারণে স্মরণ করে নাকি। মানুষ মনে করে ভগবান বাবা এসে ভক্তদেরকে ফল দেবেন। সেটা তো সবাইকেই দেবেন, তাই না ? বাবা তো সকলের !

তোমরা জানো যে, আমরা সুখধামে যাব। বাকি সবাই শান্তিধামে যাবে। যখন সুখধামে থাকে তখন সুখ-শান্তি সমস্ত সৃষ্টিতে বিরাজ করে। বাবার তো বাচ্চাদের প্রতি ভালোবাসা থাকে তাই না! এও গাওয়া হয় - তুমিই মাতা-পিতা... জৈবিক মাতা-পিতা থাকা সত্ত্বেও গায় তুমি মাতা - পিতা...তোমার কৃপাতেই অগাধ সুখ। লৌকিক মাতা-পিতার জন্য তো এইভাবে গায় না। তারাও তো বাচ্চাদেরকে লালন পালন করে, পরিশ্রম করে, যা কিছু সম্পত্তি থাকে দিয়ে দেয়। বিবাহ দেয়। তথাপি অগাধ সুখ পারলৌকিক মাতা-পিতাই দেন। এখন তোমরা হলে ঈশ্বরীয় ধর্মের সন্তান। তারা সবাই হল আসুরিক ধর্মের সন্তান। সত্যযুগে কখনোই কেউ ধর্মের সন্তান করে না। সেখানে তো কেবল সুখই সুখ। দুঃখের নামটুকুও নেই। বাবা বলেন - আমি এসেছি ২১ প্রজন্মের জন্য তোমাদেরকে গহন সুখ দিতে।

এখন তোমরা জানো বেহদের বাবার কাছ থেকে আমরা স্বর্গের অগাধ সুখ পাচ্ছি। এই দুঃখের সব বন্ধন সমাপ্ত হয়ে যাবে। সত্যযুগে হল সুখের সম্বন্ধ। কলিযুগে হল দুঃখের বন্ধন। বাবা সুখের সম্বন্ধে নিয়ে যান। তাঁকে বলাই হয় - দুঃখ হর্তা সুখ কর্তা। বাবা এসে বাচ্চাদের সেবা করেন। বাবা বলেন - আমি হলাম ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট। তোমরা আমাকে অর্ধ কল্প ধরে স্মরণ করেছো, হে বাবা এসে আমাদেরকে গভীর সুখ দাও। এখন আমি দিতে এসেছি, তখন শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে তোমাদের। এই মৃত্যু লোকের সব কিছুই বিনাশ হয়ে যাবে। অমর লোক স্থাপন হতে চলেছে। অমরপুরীতে যাওয়ার জন্য তোমরা অমরনাথ বাবার কাছ থেকে অমরকথা শুনছো। সেখানে তো কেউ মরে না। তারা কেউ বলবে না যে অমুকে মারা গেছে। আত্মা বলে আমি এই জরাজীর্ণ শরীরকে ত্যাগ করে নতুন নিষ্ছি। সেটা তো ভালোই, তাই না ? সেখানে কোনো অসুখ বিসুখ হয় না। মৃত্যুলোকের নাম নেই। আমি এসেছি তোমাদেরকে অমরপুরীর মালিক বানাতে। সেখানে তোমরা যখন রাজত্ব করবে, তখন মৃত্যু লোকের কোনো কিছুই মনে পড়বে না। নীচে নামতে নামতে আমরা কী হবো, সেটাও মনে থাকে না। নইলে তো সুখই উধাও হয়ে যাবে। এখানে তো তোমাদের সমগ্র চক্র বুদ্ধিতে থাকে। অবশ্যই স্বর্গ ছিল, এখন হল নরক, তবেই তো বাবাকে আহ্বান করে। তোমরা আত্মারা হলাম শান্তিধামের বাসিন্দা। এখানে এসে তোমরা পার্ট প্লে করে থাকো। এখান থেকে তোমরা সংস্কার নিয়ে যাবে পরমধাম গৃহে। তারপর সেখান থেকে এসে নতুন শরীর ধারণ করে রাজত্ব করবে। এখন তোমাদেরকে নিরাকারী, আকারী আর সাকারী দুনিয়ার সমাচার শোনাচ্ছি। সত্যযুগে কি এ'সব জানতে পারবে নাকি ? সেখানে তো কেবল রাজত্ব করবে। ড্রামাকে এখন তোমরা জানো। তোমাদের আত্মা জানে যে, সত্যযুগের জন্য আমরা পুরুষার্থ করছি। স্বর্গে যাওয়ার উপযুক্ত অবশ্যই তৈরী হবো। নিজেরও কল্যাণ আর অন্যদেরও কল্যাণ করবো। তারপর তাদের আশীর্বাদই তোমাদের মাথায় বর্ষিত হতে থাকবে। তোমাদের প্ল্যান দেখো কেমন ! এই সময় সকলের নিজের নিজের প্ল্যান রয়েছে। বাবারও প্ল্যান রয়েছে। তারা তো ড্যাম ইত্যাদি বানায়, বিদ্যুতের পিছনেও কোটি কোটি টাকা খরচ করে। বাবা বোঝান এ সব হল আসুরিক প্ল্যান। আমাদের হল ঈশ্বরীয় প্ল্যান। এখন কাদের প্ল্যান জিতবে ? তারা তো নিজেদের মধ্যেই লড়াই করতে লেগে পড়বে। সবার প্ল্যান মাটিতে মিশে যাবে। তারা তো কোনো স্বর্গ স্থাপন করে না। তারা যা কিছু করে দুঃখের জন্য। বাবার তো প্ল্যান হল স্বর্গ রচনা করবার। নরকবাসী মানুষ নরকে থাকার জন্যই প্ল্যান বানায়। বাবার প্ল্যান স্বর্গ রচনা করবার জন্য চলছে। তাহলে তোমাদের কতখানি খুশী হওয়ার কথা ! গায়ও তোমার কৃপায় অগাধ সুখ। সেটা তো পুরুষার্থ করে নিতে হবে, তাই না ! বাবা বলেন যতখানি চাও নিয়ে নাও। বিশ্বের মালিক রাজা-রানী হতে চাইলে হও অথবা দাস-দাসী হতে চাইলে হও। যতখানি পুরুষার্থ করবে। বাবা কেবল বলেন এক তো পবিত্র হও আর প্রত্যেককে বাবার পরিচয় দিতে থাকো। অল্ফ'কে স্মরণ করো তাহলে বে বাদশাহী তোমার। বাবাকে স্মরণ করলেই মায়া ভীষণ বিঘ্ন সৃষ্টি করে। বুদ্ধিযোগ ছিল করে দেয়। বাবা বলেন, যতো আমাকে স্মরণ করবে ততই পাপ ভঙ্গ্য হবে আর উচ্চ পদও প্রাপ্ত করতে পারবে। সেইজন্য ভারতের প্রাচীন রাজযোগ প্রসিদ্ধ। বাবাকে লিবারেটরও বলা হয়। ২১ জন্মের জন্য বাবা তোমাদেরকে দুঃখের থেকে লিবারেট করেন। ভারতবাসী সুখধামে থাকবে, বাকি সবাই শান্তিধামে থাকবে। নিরাকারী দুনিয়া আর সাকারী দুনিয়ার প্ল্যান দেখানোর সাথে সাথেই বুঝে যাবে, অন্য ধর্মের যারা তারা স্বর্গে আসতে পারবে না। স্বর্গে তো হলই দেবী-দেবতারা। এই ড্রামার নলেজ বাবা ছাড়া আর কেউই দিতে পারে না। বাচ্চারা আসেই বাবার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে। গহন সুখ তো সত্যযুগেই রয়েছে। পরে তো রাবণ রাজ্য হয়ে যায়। তাতে হয় গহন দুঃখ। এখন তোমরা বুঝতে পারো যে, বাবা আমাদেরকে সত্যিকারের কথা শুনিয়ে অমরলোক যাওয়ার যোগ্য বানান। এখন তোমরা এমন কর্ম করো তবেই তো ২১ জন্মের জন্য ধনবান হয়ে যাও। বলাও হয় ধনবান ভব, পুত্রবান ভব... সেখানে একটি পুত্র সন্তান, একটি কন্যা সন্তান অবশ্যই হবে। আয়ুষ্সহান ভব, তোমাদের আয়ুও ১৫০ বছর হবে। অকালে মৃত্যু কখনোই হয় না। এ'কথা বাবা'ই বোঝান। তোমরা অর্ধ কল্প আমাকে ডেকে এসেছো। সন্ন্যাসীরা এই রকম বলবে নাকি। তারা কীকরে জানবে ? বাবা বসে কতো ভালবাসার সাথে বোঝান। বাচ্চারা, এই এক জন্ম যদি পবিত্র হবে তবে ২১ জন্ম পবিত্র দুনিয়ার মালিক হবে। পবিত্রতাতেই সুখ রয়েছে। তোমরা পবিত্র দৈবী ধর্মের ছিলে। এখন অপবিত্র হয়ে দুঃখের মধ্যে পড়েছো। স্বর্গে নির্বিকারী ছিল, এখন বিকারী হওয়ায় নরকে দুঃখী হয়ে গেছে। বাবা তো পুরুষার্থ করাবেন, তাই না ! স্বর্গে মহারাজা মহারানী হও। তোমাদের বাবা মাষ্টাও তো হচ্ছেন, তাই না ? তাহলে তোমরাও পুরুষার্থ করো। এতে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। বাবা তো কাউকেই পায়ে পড়তে দেন না।

বাবা বোঝান আমি তোমাদেরকে সোনা হীরের মহল দিয়েছিলেন। স্বর্গের মালিক বানিয়েছিলাম। তারপর অর্ধ কল্প ভক্তি মাগে মাথা ঠুকে গেছো, টাকা পয়সাও দিয়ে এসেছো। সেইসব সোনা হীরের মহল কোথায় গেল ? তোমরা স্বর্গ থেকে নামতে নামতে নরকে এসে পড়েছো। এখন তোমাদেরকে এরপর আবার স্বর্গে নিয়ে যাই। তোমাদেরকে কোনো কষ্ট দিই না। কেবল আমাকে স্মরণ করো আর পবিত্র হও। টাকা পয়সা দিতে না পারলেও ক্ষতি নেই। খাও - দাও, পড়াশোনা

করো, রিফ্রেশ হয়ে এখান থেকে যাও। বাবা তো কেবল পড়ান। পড়াশোনার পয়সা বাবা নেন না। বাচ্চারা বলে বাবা আমরা তো দেবোই, নইলে ওখানে আমরা মহল ইত্যাদি পাবো কীকরে? ভক্তি মার্গেও তোমরা ঈশ্বরার্থে গরীবদেরকে দান করতে, ফলও ঈশ্বরই দেবেন। গরীবরা তো দেবে না। কিন্তু সেটা প্রাপ্ত হয় এক জন্মের জন্য। এখন তো বাবা তুমি ডাইরেক্ট এসেছো। আমরা এই সামান্য অর্থকড়ি দিচ্ছি, তুমি আমাদেরকে ২১ জন্মের জন্য স্বর্গে দিও। বাবা সবাইকে সমৃদ্ধশালী বানিয়ে দেন। তোমরা টাকা পয়সা দিলে তোমাদের থাকার জন্যই বাড়িঘর বানাই। নাহলে এ'সব কীভাবে তৈরী হবে? বাচ্চারাই তো এই সব বাড়ি ঘর বানাচ্ছে, তাই না! শিববাবা বলেন আমি তো এতে থাকব না। শিববাবা তো হলেন নিরাকার দাতা। তোমরা দিয়ে থাকো, তোমাদেরকে ২১ জন্মের ফল দিয়ে থাকি। আমি তো তোমাদের স্বর্গে আসব না। আমাকে নরকে আসতে হয়, তোমাদেরকে নরক থেকে বের করবার জন্য। তোমাদের গুরুরা তো আরও চোরাবালিতে ছেড়ে দেয়। তারা কোনো সন্মতি প্রদান করেন না। এখন বাবা এসেছেন পবিত্র দুনিয়াতে নিয়ে যাওয়ার জন্য, তখন আর এই বাবাকে স্মরণ করে না। বাবা বলেন - কোনো টাকা পয়সাও দিও না, কেবল আমাকে স্মরণ করো, তাহলে পাপ নাশ হবে আর আমার কাছে চলে আসবে। এই বাড়িঘর সব বাচ্চারা তোমাদের জন্যই বানানো হয়েছে। এখানে এক মুঠি খুদের গায়ন আছে না? গরীবরা তাদের সাহস অনুসারে যতটুকু দেয়, ততটা তাদেরও প্রাপ্তি হয়। যতখানি বড়লোকের পদ ততখানিই গরীবের। উভয়েরই এক হয়ে যায়। গরীবের কাছে আছে ১০০ টাকা, তার থেকে ১ টাকা দেওয়া আর বড়লোকের অনেক আছে তার থেকে ১০০ টাকা দেওয়া, দুয়েরই ফল এক হবে। সেইজন্য বাবাকে দীননাথ বলা হয়। সবথেকে গরীব হল ভারত। তাদেরকেই আমি এসে সমৃদ্ধশালী বানাই। গরীবকেই তো দান করা হয়, তাই না? কতখানি ক্লিয়ার করে বাবা বোঝান। বাচ্চারা এখন মৃত্যু সম্মুখে উপস্থিত। এখন তাড়াতাড়ি করো। স্মরণকে তীব্র করো। মোস্ট সুইট বাবাকে যত স্মরণ করবে ততই বর্সা প্রাপ্ত হবে। তোমরা অনেক ধনবান হবে। বাবা তোমাদেরকে এমন বলেন না যে, মাথা নত করে প্রণাম করো, মেলা বা আখড়ায় যাও, না। ঘরে বসেই বাবা আর বর্সাকে স্মরণ করো, ব্যস। বাবা হলেন বিন্দু। তাঁকে পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয়। সুপ্রীম সোল হলেন সকলের থেকে উচ্চ থেকেও উচ্চ। বাবা বলেন আমিও হলাম বিন্দু, তোমরাও হলে বিন্দু কেবল ভক্তি মার্গের জন্য আমার বড় রূপ বানিয়ে রেখেছে। নাহলে পূজা কীভাবে করবে? তাঁকে বলাও হয় শিব বাবা। কারা বলেছে? এখন তোমরা বলো যে, শিব বাবা আমাদেরকে বর্সা দিচ্ছেন। আশ্চর্যের বিষয় না! ৮৪ র চক্র আবর্তিত হতে থাকে। অনেকবার তোমরা বর্সা নিয়েছিলে আর নিতেও থাকবে। কতো সুন্দর ভাবে বাবা বসে বোঝাচ্ছেন। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) মৃত্যু সামনে উপস্থিত, সেইজন্য এখন স্মরণকে তীব্র করো। সত্যযুগী দুনিয়াতে উচ্চ পদ পাওয়ার জন্য সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে।

২) নিজের আর অন্যদের কল্যাণ করে আশীর্বাদ নিতে হবে। পবিত্র দুনিয়াতে যাওয়ার জন্য পবিত্র অবশ্যই হতে হবে।

বরদানঃ:- নব জীবনের স্মৃতির দ্বারা কর্মেন্দ্রিয়ের উপরে বিজয় প্রাপ্তকারী মরজীবা ভব
যে বাচ্চারা সম্পূর্ণ মরজীবা হয়ে গেছে তাদের কর্মেন্দ্রিয়ের আকর্ষণই থাকতে পারে না। মরজীবা হয়েছে অর্থাৎ সব তরফ থেকে মরে গেছে, পুরানো আয়ু সমাপ্ত হয়েছে। যখন নতুন জন্ম হয়েছে, তো নতুন জন্ম, নতুন জীবনে কর্মেন্দ্রিয়ের বশ কীকরে হতে পারবে। ব্রহ্মাকুমার-কুমারী নব জীবনে কর্মেন্দ্রিয়ের বশ হওয়া কী জিনিস - এই নলেজেরও তারা উর্ধ্ব। শূদ্র ভাবের এতটুকুও শ্বাস অর্থাৎ সংস্কার যেন কোথাও আটকে না থাকে।

স্লোগানঃ:- অমৃতবেলায় অন্তরে পরমাত্ম স্নেহকে সমায়িত করে নাও, আর কোনো স্নেহ আকর্ষণ করতে পারবে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium

Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"সফলতার চুম্বক - 'মিলিত হওয়া আর মোল্ড হওয়া'"

সবার স্নেহ, স্নেহের সাগরে মিশে গেছে। এভাবেই সদা স্নেহে সমাহিত হয়ে অন্যদেরও স্নেহের অনুভব করাতে থাক। বাপদাদা সব বাচ্চাদের এক-সমান ভাবের মিলন-সম্মেলন দেখে অনুরঞ্জিত হচ্ছেন। যারা এখানে উড়ে আসছে, উড়তি কলার বরদান সদা আপনা থেকেই তাদের প্রাপ্ত হতে থাকবে। আগত সব বাচ্চাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখে বাপদাদা সব বাচ্চাকে স্নেহ-পুষ্প বর্ষিত করছেন। তোমাদের সৌহার্দের এক সমান সঙ্কল্পের মিলন আর পরে বাবার সমান সংস্কারের মিলন - এই মিলনই বাবার মিলন। এটাই বাবা সমান হওয়া। সঙ্গতিপূর্ণ সঙ্কল্প এবং সংস্কারের সম্প্রীতি - এই সমন্বয় সাধন করাই নিরহঙ্কার হয়ে নিমিত্ত হওয়া। তোমরা কাছে আসছ আরও কাছে এসে যাবে। সেবার সফলতার লক্ষণ দেখে বাবা উৎফুল্ল হচ্ছেন। স্নেহী হয়ে সদা স্নেহের তরঙ্গ বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তোমরা স্নেহ মিলনে এসেছ। কিন্তু সব বিষয়ে চ্যারিটি বিগিন্স অ্যাট হোম। স্ব হ'ল আমাদের সবচাইতে আপন এবং প্রিয় হোম। অতএব, প্রথম শুরু করো স্ব-এর প্রতি, তারপর ব্রাহ্মণ পরিবারের প্রতি, তার পরে বিশ্বের প্রতি। প্রতিটা সঙ্কল্পে স্নেহ, প্রকৃত নিঃস্বার্থ স্নেহ, হৃদয়ের স্নেহ, প্রতিটা সঙ্কল্পে সহানুভূতি, প্রতিটা সঙ্কল্পে উদারচেতা, দাতাভাবের ন্যাচারাল নেচার যেন হয়ে যায় - এ' হ'ল স্নেহ মিলন, সঙ্কল্প মিলন, বিচার মিলন, সংস্কার মিলন। সকলের কার্য-সহযোগের আগে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আত্মাদের সহযোগ সদা সহজে আর আপনা থেকেই বিশ্বকে সহযোগী বানিয়েই নেয়, সেইজন্য সফলতা কাছে আসছে তথা অব্যাহত রয়েছে। সদ্ভাব আর পরিণত হওয়া অর্থাৎ মোল্ড হওয়া - এটাই সফলতার চুম্বক। খুব সহজেই এই চুম্বকের মাধ্যমে আকৃষ্ট হয়ে সব আত্মা সমাগত প্রায়।

মিটিংয়ের জন্য আসা তোমরা সব বাচ্চাকে বাপদাদা স্নেহের অভিনন্দন জানাচ্ছেন। তোমরা কাছে আছ আর সাদা কাছে থাকবে। না শুধু বাবার বরং নিজেদের মধ্যেও নৈকট্যের ভিশান (দৃশ্য) বাপদাদাকে দেখিয়েছ। বিশ্বকে ভিশান দেখানোর পূর্বে বাপদাদা দেখেছেন। এখানে আগত সব বাচ্চার অ্যাকশন (কর্ম) দেখে, কী অ্যাকশন করতে হবে, কী হওয়ার আছে, তা' তারা সহজেই বুঝে যাবে। তোমাদের অ্যাকশনই অ্যাকশন-প্ল্যান। আচ্ছা !

সব প্ল্যান তোমরা ভালো বানিয়েছ। তাছাড়াও, যখন এই কার্য আরম্ভ হয়েছিল, সে'সময় বাপদাদার বিশেষ সঙ্কেত ছিল বর্গিকরণ করার অর্থাৎ সব গোষ্ঠীর সবাইকে তৈরি করার আর তিনি এখনো সেই একই বিষয়ে বলছেন - এমন লক্ষ্য রাখ যাতে এই মহান কার্যে কোনও পেশা বা ক্ষেত্রের যেন থেকে না যায়। এমনকি, যদি সময়ের কারণে বেশি করতে নাও পার, তবুও এই প্রচেষ্টা বা এই লক্ষ্য রাখ - স্যাম্পল অবশ্যই প্রস্তুত হতে হবে। বাকি তো পরে এই কার্যকে আরও বাড়াতে থাকবে। তো যথায় সময় হিসেবে সবকিছু করতে থাক। যতই হোক, সমাপ্তি সমীপে নিয়ে আসার জন্য সকলের সহযোগ প্রয়োজন। কিন্তু সারা দুনিয়ার এত আত্মাকে তো একই সময়ে সম্পর্কে তোমরা নিয়ে আসতে পারবে না, সেইজন্য তোমরা গর্বের সাথে যেন বলতে পার, আমরা সব আত্মাকে সব পেশা বা ক্ষেত্রের আধারে সহযোগী বানিয়েছি। তখন এই লক্ষ্য সবাইকে সন্তুষ্ট করতে সমর্থ হবে। কোনো ক্ষেত্রের মানুষেরই যেন এই অভিযোগ না থেকে যায় যে, আমরা তো জানিই না তোমরা কী করছ ? বীজ বপন কর। বাদবাকি বৃদ্ধি তোমরা যেমন সময় পাবে, যেভাবে করতে পারবে সে'ভাবে কর। এই বিষয়ে ভারী হ'য়ো না, কীভাবে করবে, কতটা করবে ! যতটা হওয়ার আছে ততটা হয়েই যাবে। তোমরা যতটা করেছ ততটাই সফলতার কাছাকাছি এসেছ। স্যাম্পল তো প্রস্তুত করতে পার তোমরা, তাই না ?

তাছাড়া, ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টকে (ভারত সরকার) সমীপে নিয়ে আসার যে শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প নেওয়া হয়েছে, কিন্তু সময়ই সকলের বুদ্ধিকে সমীপে নিয়ে আসছে। সেইজন্য সব ব্রাহ্মণ আত্মা এই বিশেষ কার্যার্থে শুরু থেকে অন্ত পর্যন্ত বিশেষ শুদ্ধ সঙ্কল্পে স্থির যে, "সফলতা নিশ্চিত"। এই শুদ্ধ সঙ্কল্প দ্বারা বাবা সমান হওয়ার ভাইব্রেশন বানিয়ে সমন্বয় সাধন ক'রে, বিজয় নিশ্চিত - এই দৃঢ়তার সাথে অগ্রচালিত হও। কিন্তু যখন কোনো বড় কার্য করা হয়ে থাকে তো লোকে প্রথমে কী করে ? যেমন তোমরা দেখেছ স্থূল কাজে কোনও বোঝা উঠাতে হলে লোকে সবাই মিলে সহযোগের আঙুল দেয় আর একে অপরের মনোবল-উৎসাহ বাড়ানোর বোল বলতে থাকে। দেখেছ - না ? এইভাবেই নিমিত্ত যে কেউই হোক, কিন্তু সদা এই বিশেষ কার্যের জন্য সকলের স্নেহ, সকলের সহযোগ, সকলের শক্তির উৎসাহ-উদ্দীপনার ভাইব্রেশন কুম্ভকর্ণকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলবে। এই বিশেষ কার্যের জন্য এই বিশেষ অ্যাটেনশন আবশ্যিক। সফলতার সাধন হিসেবে বিশেষভাবে জরুরি

স্ব-এর, ব্রাহ্মণ আর বিশ্বের সকল আত্মার সহযোগ নেওয়া। এর মধ্যে যদি সামান্যতম তারতম্য ঘটে তাহলে তা সফলতার প্রতিবন্ধকতার নিমিত্ত হয়ে যায়। সেইজন্য বাপদাদা সব বাচ্চার মনোবলের আওয়াজ শুনে সেই সময় অনুরঞ্জিত হচ্ছিলেন এবং সংগঠনের বিশেষ স্নেহের কারণে তিনি স্নেহের রিটার্ন দিতেই এসেছেন। তোমরা খুব ভালো আর আগেও অনেকবার ভালোর থেকে ভালো হয়েছ আর এখন হয়ে আছ। সেইজন্য ডবল বিদেশি বাচ্চাদের, যারা দূর থেকে এভাররেডি হয়ে ওড়ার নিমিত্ত, সেই বিশেষ বাচ্চাদের বাপদাদা কন্ঠহার বানিয়ে তাঁর হৃদয়ে সমাহিত করেন। আচ্ছা !

কুমারীরা তো হলই কানহাইয়া'র। শুধু একটি শব্দ স্মরণে রাখ - সবকিছুতে এক, একমত, একরস, এক বাবা। ভারতের বাচ্চাদেরও বাপদাদা হৃদয় থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। তোমরা লক্ষ্য অনুযায়ী তোমাদের লক্ষণ তথা গুণ প্র্যাকটিক্যাল নিয়ে এসেছ। বুঝেছ ? বাবা কা'কে বলবেন আর কা'কে না বলবেন ! সেই কারণে সবাইকে বলছেন ! (দাদীকে) যারা নিমিত্ত হয়, তাদের তো খেয়াল থাকেই, এটাই সহানুভূতির লক্ষণ। আচ্ছা !

"মিটিংয়ে আগত সব ভাই-বোনকে বাপদাদা স্টেজে ডেকেছেন"

বুদ্ধিকে তোমরা ভালোই উপযোগী করেছ। বাপদাদা প্রত্যেক বাচ্চার সেবার স্নেহ সম্পর্কে জানেন। সেবায় এগিয়ে যাওয়ার কালে সর্বত্র কতটা সফলতা হবে, সেই বিষয়ে শুধু একটু অনুমান করে নিও। বাকি তো সেবার নিষ্ঠা তোমাদের ভালোই আছে। দিন-রাত এক করে সেবার জন্য ছুটে বেড়াচ্ছ। বাপদাদা তো পরিশ্রমও ভালোবাসা হিসেবে দেখেন। পরিশ্রম করনি, বরং তোমাদের ভালোবাসা দেখিয়েছ। আচ্ছা ! উৎসাহ-উদ্দীপনার ভালো সাথী পেয়েছ তোমরা। এ' এক বিশাল কার্য আর তোমাদের আছে এক বিশাল হৃদয়, সেইজন্য যেখানে চেতনা অসীম সেখানে সফলতা আছেই। বাপদাদা সব বাচ্চার সেবার একাগ্রতা ও নিষ্ঠা দেখে রোজ খুশির গীত গান। তিনি অনেক বড় গীত শুনিয়েছেন - "বাঃ, বাচ্চারা বাঃ !" আচ্ছা ! আসার মধ্যে কতো গুপ্ত বিষয় ছিল, তোমরা তো গুপ্ত সব বিষয় বুঝতে পার, তাই না ! রহস্য জানে আর বাবা জানেন। (দাদী বাপদাদাকে ভোগ স্বীকার করাতে চাইলেন) আজ বাবা দৃষ্টি দ্বারাই স্বীকার করবেন। আচ্ছা !

সবার বুদ্ধি খুব ভালো কাজ করছে আর একে অপরের কাছাকাছি আসছে, তাই না ! তাইতো সফলতা অতি নিকটে। নৈকট্য সফলতাকে কাছে নিয়ে আসবে। ক্লান্ত হয়ে পড়নি তো ? অনেক কাজ দেওয়া হয়েছে ? কিন্তু অর্ধেক কাজ তো বাবা করেন। সবার উদ্যম ভালো। দৃঢ়তাও তো আছে, তাই না ! সামীপ্য কতো সমীপে আছে ? যদি চুম্বক (বাবা) রেখে দাও তবে সামীপ্য সবার গলায় মালা পরাবে। এ'রকম অনুভব হয় ? আচ্ছা ! সবকিছু ভালোর থেকেও ভালো।

দাদীদের প্রতি উচ্চারিত অব্যক্ত মহাবাক্যঃ- (31-03-88)

বাবা বাচ্চাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন, বাচ্চারা বাবার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। একে অন্যকে ধন্যবাদ দিতে দিতে এগিয়ে যাচ্ছ, এটাই বিধি এগিয়ে যাওয়ার। এই বিধিতেই তোমাদের সংগঠন ভালো। একে অন্যকে তোমরা "হাঁ জী" বলে "ধন্যবাদ" বলে আরও এগিয়ে গেছ, এই বিধিকে যদি সবাই ফলো করে তাহলে ফরিস্তা হয়ে যাবে। বাপদাদা ছোট মালাকে দেখে প্রসন্ন হন। এখন মালা হয়েছে, গলার মালা প্রস্তুত হচ্ছে। গলার মালা প্রস্তুতিতে রত রয়েছে তোমরা। এখন অ্যাটেনশন প্রয়োজন। সেবায় অ্যাটেনশন বেশি চলে যায় ব'লে কখনো কখনো নিজের উপরে কম হয়ে যায়। কখনো কখনো 'বিস্তার'-এ 'সার' মার্জ হয়ে যায়, ইমার্জ (প্রত্যক্ষ) রূপে থাকে না। তোমরাই বলো যে এখন তো এটা হওয়ারই আছে। কখনো এমন দিন আসবে যখন তোমরা বলবে - যা হওয়া উচিত, সেটাই হচ্ছে। দীপমালা তো প্রথমে এখানেই তৈরি হবে। বাপদাদা তোমাদের প্রত্যেককে উৎসাহ-উদ্দীপনা বাড়ানোর এক্সাম্পল মনে করেন। তোমাদের ইউনিটিই যজ্ঞের দুর্গ। তোমরা সংখ্যায় ১০ হও অথবা ১২, কিন্তু দুর্গের প্রাচীর তোমরা। তাহলে বাপদাদা কতো খুশি হবেন ! বাপদাদা তো আছেনই, তবুও নিমিত্ত তো তোমরা। যদি দ্বিতীয়, তৃতীয় গ্রুপ এরকমই সংগঠন হয়ে যেত, তাহলে চমৎকার হতে পারে। এখন এ'রকম গ্রুপ তৈরি করো। যেমন প্রথম গ্রুপের জন্য সবাই বলে যে এঁদের নিজেদের মধ্যে স্নেহ আছে। স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন, সে'তো থাকবেই কিন্তু 'রিগার্ড' আছে, 'ভালোবাসা' আছে, 'হাঁ জী' আছে। প্রয়োজনের সময় নিজে নিজেকে মোল্ড করে নেয়, সেইজন্য এই দুর্গের প্রাচীর মজবুত, আর সেইজন্যই তোমরা এগিয়ে যাচ্ছ। ফাউন্ডেশনকে দেখে আনন্দ হয়, তাই না ! যেমন এই সীজনের প্রথম ফল দেখতে পাওয়া গেল, এই রকম শক্তিশালী গ্রুপ যদি তৈরি হয়ে যায়, তবে সেবা তোমাদের পিছনে পিছনেই আসতে থাকবে। ড্রামায় বিজয় মালা স্থিরীকৃত হয়ে আছে। সুতরাং অবশ্যই একে অপরের কাছাকাছি আসবে, তবে তো মালা তৈরি হবে। যদি একটা দানা এক দিকে থাকে, আরেকটা দানা তার থেকে দূরে হয় তাহলে মালা তৈরি হবে না। সব দানা যুক্ত হতে থাকবে, কাছাকাছি আসতে থাকবে তবেই মালা তৈরি হবে। তোমরা

তো ভালো এক্সাম্পল। আচ্ছা !

এখন তো মিলনের কোটা পূরণ করতে হবে। তোমাদের বলা হয়েছিল, বাবা রথকে একটু সকাশ দিয়ে চালাচ্ছেন। নয়তো, এটা সাধারণ ব্যাপার নয়। বাবাকে তো সবকিছু দেখতে হয়, তাই না। তবুও সব শক্তির এনার্জি সঞ্চিত আছে, সেইজন্য রথও এত সহযোগ দিচ্ছে। যদি শক্তি সঞ্চয় না হতো তাহলে এতটা সেবা দুষ্কর হয়ে যেত। ড্রামাতে এটাও প্রত্যেক আত্মার পার্ট। শ্রেষ্ঠ কর্মের যে পুঁজি সঞ্চয় হয় তা' প্রয়োজনের সময় কাজে লাগে। কতো আত্মার আশীর্বাদও প্রাপ্ত হয়, সেটাও সঞ্চিত হয়। কোনো না কোনও বিশেষ পুণ্যের পুঁজি জমা থাকার কারণে এই আত্মার পার্ট বিশেষ। বিনা অন্তরায়ে রথ চলবে, এও ড্রামার পার্ট। ছ'মাস কিছু কম ছিল না ! আচ্ছা ! সবাইকে খুশি করবে।

অব্যক্ত মুরলী থেকে বাছাই করা কিছু অমূল্য মহাবাক্য (প্রশ্ন-উত্তর)

প্রশ্ন:- কোন এক শব্দের অর্থ-স্বরূপে স্থিত হওয়াতেই সবারকম দুর্বলতা সমাপ্ত হয়ে যাবে ?

উত্তর:- শুধুমাত্র পুরুষার্থী শব্দের অর্থ-স্বরূপে স্থিত হয়ে যাও। পুরুষ অর্থাৎ এই রথের রথী, প্রকৃতির মালিক। এই এক শব্দের অর্থ-স্বরূপে স্থিত হলে সব দুর্বলতা সমাপ্ত হয়ে যাবে। পুরুষ প্রকৃতির অধিকারী নাকি অধীন। রথী রথকে চালায় নাকি রথের অধীন হয় !

প্রশ্ন:- আদিকালের রাজ্য অধিকারী হওয়ার জন্য কোন ধরনের সংস্কার এখন থেকে ধারণ করা উচিত ?

উত্তর:- নিজেদের আদি অবিনাশী সংস্কার এখন থেকে ধারণ করো। যদি বহুকালের যুদ্ধের সংস্কার থাকে অর্থাৎ যদি যুদ্ধ করতেই তোমার সময় অতিবাহিত করো, আজ জয় কাল হার। এই মুহূর্তে জয়, এই মুহূর্তে হার, সদাসর্বদার বিজয়ী হওয়ার সংস্কার যদি তৈরি না হয় তাহলে ক্ষত্রিয় বলা হবে নাকি ব্রাহ্মণ ! যে ব্রাহ্মণ সে দেবতা হয়, ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয় কুলে চলে যায়।

প্রশ্ন:- বিশ্ব পরিবর্তক হওয়ার আগে কোন ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন ?

উত্তর:- বিশ্ব পরিবর্তক হওয়ার আগে নিজের সংস্কার পরিবর্তন করার শক্তি প্রয়োজন। দৃষ্টি আর বৃত্তির পরিবর্তন প্রয়োজন। তুমি দ্রষ্টা এই দৃষ্টি দ্বারা দেখ। দিব্য নেত্র দ্বারা দেখ, নাকি চর্ম চক্ষে দেখ ? দিব্য নেত্র দ্বারা যদি দেখ তবে স্বতঃ দিব্য রূপই দেখবে। চামড়ার চোখ চামড়াকে দেখে, চামড়া সম্পর্কেই ভাবে - এই কাজ ফুরিস্তা বা ব্রাহ্মণের নয়।

প্রশ্ন:- নিজেদের মধ্যে ভাই-বোনের সম্বন্ধে হয়েও কোন দিব্য নেত্র দ্বারা অবশ্যই দেখা উচিত যাতে দৃষ্টি বা বৃত্তি কখনো চঞ্চল হতে পারে না ?

উত্তর:- প্রত্যেক শরীরধারী আত্মাকে শক্তি রূপে, জগৎ মাতা রূপে, দেবীরূপে দেখাই দিব্য নেত্র দ্বারা দেখা। শক্তির সামনে কেউ আসুরিক বৃত্তিতে আসলে তাহলে ভস্ম হয়ে যায়, অতএব, 'আমাদের বোন বা টিচার' এই হিসেবে দেখ না, বরং তারা শিবশক্তি। মাতারা বোনেরা সদা নিজেদের শিবশক্তি স্বরূপে স্থিত হতে হবে। আমার বিশেষ ভাই, বিশেষ স্টুডেন্ট নয়, তারা মহাবীর আর তারা শিবশক্তি।

প্রশ্ন:- মহাবীরের বিশেষত্ব কী দেখানো হয় ?

উত্তর:- তাদের হৃদয়ে সদা এক রাম থাকেন। মহাবীর রামের, তো শক্তিও শিবের। কোনো শরীরধারীকে দেখে মস্তকের দিকে আত্মাকে দেখ। আত্মার সাথে কথা বলবে নাকি শরীরের সাথে ? নজর মস্তকমণির দিকেই যাওয়া উচিত।

প্রশ্ন:- কোন শব্দকে অগোছালোভাবে ইউজ না করে শুধু সতর্ক হবে, সেটা কোন সতর্কতা ?

উত্তর:- পুরুষার্থী শব্দকে অযত্নে ইউজ না করে শুধু এই সতর্কতা বজায় রাখ যে সব বিষয়ে দৃঢ় সঙ্কল্পধারী হতে হবে।

যেটাই করতে হবে সেটা শ্রেষ্ঠ কমই করতে হবে। শ্রেষ্ঠই হতে হবে। ওম্ শান্তি।

বরদান:- বিকারের বংশের অংশমাত্রকেও সমাপ্ত করে সর্ব সমর্পণ বা ট্রাস্টি ভব যারা পুরানো সংস্কারের প্রপাটি সময়ের জন্য সরিয়ে রাখে, মায়া কোনো না কোনো ভাবে তাদের ধরে ফেলে। এমনকি, পুরানো রেজিস্টারের ছোট টুকরো দ্বারাও পাকড়াও হয়ে যাবে, মায়া অতি প্রতাপশালী, তার ক্যাচিং পাওয়ার কিছু কম নয়, সেইজন্য বিকারের বংশের অংশমাত্রও সমাপ্ত করো। সামান্য একটু কোণেও পুরানো ভান্ডারের কোনো লক্ষণ না থাকা - একে বলা হয় সর্ব সমর্পণ, ট্রাস্টি বা যজ্ঞের স্নেহী সহযোগী।

স্নোগান:- কারও বিশেষত্বের কারণে তার প্রতি বিশেষ স্নেহ হয়ে যাওয়া - এও আকর্ষণ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - যোগ অগ্নির দ্বারা পাপ ভস্ম করে সম্পূর্ণ সতোপ্রধান হতে হবে, কোনও পাপ কর্ম করা উচিত নয়"

- *প্রশ্নঃ - সত্যযুগে উচ্চপদ কিসের আধারে প্রাপ্ত হয় ? এখানের কোন নিয়ম তোমাদের সকলকে শোনানো উচিত ?
- *উত্তরঃ - সত্যযুগে পবিত্রতার আধারে উচ্চ পদ প্রাপ্ত হয়। যে পবিত্রতার ধারণা অল্প করে সে সত্যযুগে দেবীতে আসে আর পদও কম পায়। এখানে যখন কেউ আসে তখন তাদের নিয়ম বলো -- দান করলে গ্রহণ-মুক্ত হবে। ৫ বিকারকে দান করে দাও তবেই ১৬ কলা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। বাচ্চারা, তোমরা তোমাদের মনকে(হৃদয়) জিজ্ঞাসা করো যে আমাদের মধ্যে কোনও বিকার নেই তো ?

ওম্ শান্তি । আত্মিক পিতা তাঁর আত্মা-রূপী সন্তানদের বোঝান যে মানুষকে কিভাবে বোঝাবে যে এখন স্বর্গের স্থাপনা হচ্ছে। ৫ হাজার বছর পূর্বেও ভারতে স্বর্গ ছিল। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল, বিচার করা উচিত, সেইসময় কত মানুষ ছিল! সত্যযুগের আদিতে খুব বেশি হলে ৯-১০ লাখ হবে। শুরুতে বৃক্ষ ছোটই হয়। এইসময় যখন কলিযুগের শেষ, তখন বৃক্ষ কত বড় হয়ে গেছে, এখন এর বিনাশও অবশ্যই হবে। বাচ্চারা বোঝে যে এ হলো সেই মহাভারতের যুদ্ধ। এইসময়েই গীতার ভগবান রাজযোগ শিখিয়েছেন এবং দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করেছেন। সঙ্গমেই অনেক ধর্মের বিনাশ, এক ধর্মের স্থাপনা হয়েছিল। বাচ্চারা এও জানে যে আজ থেকে ৫ হাজার বছর পূর্বে ভারত স্বর্গ ছিল, আর কোনো ধর্ম ছিল না। এইরকম নতুন দুনিয়া স্থাপন করতে বাবা সঙ্গমে আসেন। এখন তা স্থাপিত হচ্ছে। পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যাবে, সত্যযুগে একই ভারত ভূখন্ড ছিল আর কোনো ভূখন্ড ছিল না। এখন তো অনেক খন্ড। ভারত ভূখন্ডও রয়েছে কিন্তু তাতে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম নেই। তা প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। পুনরায় এখন পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করছেন। বাকি সব ধর্মের বিনাশ হয়ে যায়। এ তো স্মরণে রাখতে হয় যে সত্যযুগ-ত্রৈতায় আর কোনো রাজ্য থাকে না, আর সব ধর্ম এখন এসেছে। কত দুঃখ, অশান্তি, মারামারি হয়। ভয়ানক মহাভারতের লড়াইও এটাই। একদিকে ইউরোপবাসী যাদবেরাও রয়েছে। ৫ হাজার বছর পূর্বেও এরা মিসাইল আবিষ্কার করেছিল। কৌরব-পান্ডবও ছিল। পান্ডবদের দিকে স্বয়ং পরমপিতা পরমাত্মা সহায়তাকারী হিসেবে ছিলেন। সকলকে এটাই বলেছিলেন যে গৃহস্থী জীবনে থেকেও আমায় অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের পাপ বৃদ্ধি পাবে না আর পূর্বের বিকর্মও বিনাশ হবে। এখনও বাবা বোঝান, তোমরাই ভারতবাসী সত্যযুগে যারা সতোপ্রধান ছিলে, এটাই সেইসময়, ৮৪ জন্ম নিতে-নিতে এখন তোমাদের আত্মা তমোপ্রধান হয়ে গেছে। এখন সতোপ্রধান হবে কিভাবে! সতোপ্রধান তখনই হবে যখন আমায় অর্থাৎ পতিত-পাবন বাবাকে স্মরণ করবে। এই যোগাগ্নিতেই পাপ ভস্মীভূত হবে আর আত্মা সতোপ্রধান হয়ে যাবে। আর পুনরায় স্বর্গে ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবে। এছাড়া এই পুরোনো দুনিয়াকে বিনাশপ্রাপ্ত তো হতেই হবে। ভারত সত্যযুগে শ্রেষ্ঠাচারী ছিল আর সৃষ্টির আদিতে অতি অল্পসংখ্যক মানুষ ছিল। ভারত স্বর্গ ছিল আর অন্য কোনো ভূ-ভাগ ছিল না। আর এখন অন্যান্য ধর্ম বৃদ্ধি পেতে-পেতে বৃক্ষ কত বড় হয়ে গেছে আর তমোপ্রধান জরাগ্রস্ত হয়ে গেছে। এখন এই তমোপ্রধান বৃক্ষের বিনাশ আর নতুন দেবী-দেবতা ধর্মের বৃক্ষের স্থাপনা অবশ্যই হওয়া উচিত। সঙ্গমেই হবে, এখন তোমরা সঙ্গমে রয়েছে। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের চারাগাছ রোপন করা হচ্ছে। পতিত মানুষদের বাবা পবিত্র করছেন, তারাই পুনরায় দেবতা হবে। যে প্রথম স্থানাধিকারী ছিল সে-ই ৮৪ জন্ম নিয়েছে। সে-ই পুনরায় প্রথম স্থানে আসবে। সর্বপ্রথমে দেবী-দেবতাদের পার্ট ছিল। তারাই প্রথমে আলাদা হয়েছে। পুনরায় তাদেরই পার্ট হওয়া উচিত, তাই না! সত্যযুগে থাকেই সর্বগুণসম্পন্ন.... এখন হলো বিকারী দুনিয়া, রাত-দিনের পার্থক্য। এখন বিকারী দুনিয়াকে নির্বিকারী দুনিয়া কে করবে! আবাহনও করে, হে পতিত-পাবনকারী এসো। এখন তিনি এসেছেন। বাবা বলেন -- আমি তোমাদের নির্বিকারী করছি। এই বিকারী দুনিয়ার বিনাশের জন্য লড়াই তো হবেই। ওরা এখন বলে, এক মত কিভাবে হবে কারণ এখন তো অনেক মত, তাই না! এত অধিকসংখ্যক মতের মধ্যে এক মত স্থাপন কে করবে! বাবা বোঝান -- এখন অদ্বিতীয় মতের স্থাপনা হচ্ছে। বাকি সব বিনাশ প্রাপ্ত হয়ে যাবে। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মাবলম্বীরা যারা পবিত্র ছিল তারাই এখন ৮৪ জন্ম ভোগ করে পতিত হয়েছে। তারপর বাবা এসে ভারতবাসীদের পুনরায় স্বর্গের উত্তরাধিকার দিচ্ছেন অর্থাৎ অসুর থেকে দেবতা তৈরী করছেন। তোমরা যেকোনো কাউকে বোঝাতে পারো যে বাবা বলেন আমায় স্মরণ করো তবেই তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হয়ে যাবে। এখন তোমরা জ্ঞান-চিতায় বসো। চিতায় বসে তোমরা পবিত্র হয়ে যাও। তারপর দ্বাপর থেকে রাবণ-রাজ্য হওয়ার কারণে কাম-চিতায় বসে-বসে দুনিয়া ভ্রষ্টাচারী হয়ে গেছে। আজ থেকে ৫ হাজার বছর পূর্বে দেবী-দেবতা ছিল। অল্পসংখ্যক মানুষ ছিল। এখন তো কত আসুরীয় হয়ে গেছে। আরো ধর্ম

যুক্ত হয়ে বৃষ্ণ বড় হয়ে গেছে। বাবা বোঝান যে বৃষ্ণ এখন জরাজীর্ণ অবস্থাপ্রাপ্ত করেছে। এখন পুনরায় আমাকে অদ্বৈত মতের রাজ্য স্থাপন করতে হবে। ভারতবাসীরা বলেও যে এক ধর্মে এক মতই হোক। এই ভারতবাসীরাই ভুলে গেছে যে সত্যযুগে এক ধর্মই ছিল। এখানে তো অনেক ধর্ম। এখন বাবা এসে পুনরায় এক ধর্মের স্থাপনা করছেন। তোমরা বাচ্চারা রাজযোগ শিখছে। অবশ্যই ভগবানই রাজযোগ শেখাবেন। তা কেউই জানে না। যখন কেউ প্রদর্শনীর উদ্ঘাটন করতে আসে তখন তাকেও বোঝানো উচিত -- তুমি কিসের উদ্ঘাটন করছো। বাবা এই ভারতকে স্বর্গে পরিনত করছেন। বাকি নরকবাসীরা সকলেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। বিনাশের পূর্বে যারা উত্তরাধিকার নেবে তারা এসে বোঝা। বি.কে.-দের এই যে আশ্রম রয়েছে এ হলো কোয়ারিটাইন(সঙ্গরোধ বা পৃথক করা) ক্লাস। এখানে ৭ দিন ক্লাস করতে হবে যাতে ৫ বিকার দূর হয়ে যায়। দেবতাদের মধ্যে এই ৫ বিকার থাকে না। এখন এখানে ৫ বিকারকে দান করতে হবে তবেই গ্রহণ মুক্ত হবে। করলে দান করলে তবেই মুক্ত হবে গ্রহণ। তখন তোমরা পুনরায় ১৬ কলা-সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। ভারত সত্যযুগে ১৬ কলা-সম্পূর্ণ ছিল, এখন তো কোনো কলাই নেই। সকলেই কাঙ্গাল হয়ে গেছে। কেউ ওপেনিং করতে এলে, বলো, এখানের নিয়ম হলো, বাবা বলেন -- ৫ বিকারকে দান করো তবেই গ্রহণ মুক্ত হবে। তোমরা ১৬ কলা-সম্পূর্ণ দেবতা হয়ে যাবে। পবিত্রতা অনুসারে পদ পাবে। এছাড়া যদি কিছু না কিছু কলা কম হয়ে যায় তখন জন্মও দেবীতে নেবে। বিকারের দান দেওয়া তো ভাল, তাই না! পূর্বে চন্দ্রগ্রহণ হলে ব্রাহ্মণেরা দান গ্রহণ করতো। এখন তো ব্রাহ্মণেরা ধনী ব্যক্তি হয়ে গেছে। বেচারি গরীবরা তো ভিক্ষা চাইতে থাকে, পুরোনো বস্ত্রাদি নিয়ে থাকে। বাস্তবে ব্রাহ্মণ কখনো পুরোনো বস্ত্র নেয় না, তাদেরকে নতুন দেওয়া হয়ে থাকে। তাহলে এখন তোমরা বুঝতে পারো যে ভারত ১৬ কলা-সম্পূর্ণ ছিল। এখন আয়রন এজেন্ড হয়ে গেছে। ৫ বিকারের গ্রহণ লেগে রয়েছে। এখন তোমরা ৫ বিকারের যে দান দিয়ে এই অস্তিম জন্ম পবিত্র থাকবে তাতেই নতুন দুনিয়ার মালিক হবে। স্বর্গে অতি অল্প ছিল, পরে বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন তো বিনাশও সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাবা বলেন -- ৫ বিকারের দান দাও তবেই গ্রহণ মুক্ত হয়ে যাবে। এখন তোমাদের শ্রেষ্ঠাচারী হয়ে স্বর্গের সূর্যবংশীয় রাজ্য প্রাপ্ত করতে হবে, তাহলে ব্রহ্মচার ত্যাগ করতে হবে। ৫ বিকারকে দান করে দাও। নিজের হৃদয়কে(মনকে) জিজ্ঞাসা করো যে আমরা সর্বগুণসম্পন্ন, সম্পূর্ণ নির্বিকারী হয়েছি? নারদের উদাহরণ রয়েছে, তাই না! একটি বিকারও যদি থাকে তবে লক্ষ্মীকে বরণ করবে কিভাবে? প্রচেষ্টা করতে থাকো, খাদে আগুন লাগাতে থাকো। সোনা যখন গলানো হয়, গলতে-গলতে আগুন যদি ঠান্ডা হয়ে যায় তখন খাদ নিষ্কাশিত হয় না, সেইজন্য আগুনে সম্পূর্ণরূপে গলাতে থাকো। তারপর যখন দেখে নোংরা(খাদ) আলাদা হয়ে গেছে তখন কার্বে ঢালা হয়। এখন বাবা স্বয়ং বলেন -- কোনও বিকারে যেও না। তীব্রবেগে পুরুষার্থ করো। প্রথমে তো পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করো। বাবা তুমি পবিত্র করতে এসেছো, আমরা কখনো বিকারে যাবো না। দেহী-অভিমানী হতে হবে। বাবা আমাদের আত্মাদের বোঝান। তিনি পরম আত্মা। তোমরা জানো যে আমরা পতিত। আত্মাতেই সংস্কার থাকে। আমি তোমাদের বাবা তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের সঙ্গে কথা বলি। এভাবে কেউ বলতে পারে না -- আমি তোমাদের পিতা পরমাত্মা। আমি এসেছি পবিত্র তৈরী করতে। তোমরা সর্বপ্রথমে সতোগ্রহণ ছিলে, তারপর সত্য, রজো, তমোতে এসেছো। তমোগ্রহণ হয়েছে। এইসময় ৫ তন্ত্রও তমোগ্রহণ সেইজন্য দুঃখ দেয়। প্রত্যেক বস্তুই দুঃখ দেয়। এই তন্ত্রই যখন সতোগ্রহণ হয়ে যায় -- তখন সুখ দেয়। তার নামই হলো -- সুখধাম। এ হলো দুঃখধাম। সুখধাম হলো অসীম জগতের বাবা উত্তরাধিকার। দুঃখধাম হলো রাবণের বর্সা, এখন যত শ্রীমতে চলবে ততই উচ্চ হয়ে উঠবে। পুনরায় প্রসিদ্ধ হয়ে যাবে যে প্রতি কল্পে এ এরকমই পুরুষার্থ করবে। এ প্রতি কল্পের শর্ত। যে অধিকমাত্রায় পুরুষার্থ করেছে সে নিজের রাজ্য-ভাগ্য নিচ্ছে। সঠিকভাবে পুরুষার্থ না করলে থার্ড গ্রেডে চলে যাবে। প্রজাতে গিয়েও না জানি কি হবে। লৌকিক বাবাও বলে, তুমি আমাদের নামের গ্লানি করে দাও, ঘর থেকে বেরিয়ে যাও। অসীম জগতের বাবা বলেন -- তোমাদের মায়ার থাপ্পড় এমনভাবে লাগবে যে সূর্যবংশীয়-চন্দ্রবংশীয়তে আসবেই না। নিজেই নিজেকে চড় মারবে। বাবা তো বলেন, উত্তরাধিকারী হও। রাজতিলক নিতে চাইলে আমায় স্মরণ করো আর অন্যদেরকেও স্মরণ করাও তবেই তোমরা রাজা হবে। নম্বর ওয়ান তো হয়, তাই না! কোনো ব্যারিস্টার এক-একটি কেসে লক্ষ-লক্ষ টাকা উপার্জন করে আর দেখো কারো-কারোর পরার জন্য কোটও নেই। পুরুষার্থই আধার, তাই না! তোমরাও পুরুষার্থ করলে উচ্চ পদ পাবে। মানব থেকে দেবতা হতে হবে। চাইলে মালিক হও, চাইলে প্রজা হও। প্রজাতেও চাকর-বাকর হবে। স্টুডেন্টের চাল-চলনেই টিচার বুঝে যায়। আশ্চর্য হলো এই যে প্রথমে যারা আসে তাদের থেকে পরে আগতরা তীব্র যায় কারণ এখন দিন-দিন রিফাইন পয়েন্টস্ প্রাপ্ত হতে থাকে। চারাবৃষ্ণ রোপন করতেই থাকে। প্রথমে আগতদের অনেকেই ভাগিন্দি হয়ে গেছে অর্থাৎ চলে গেছে। নতুন অ্যাড হতে থাকে। নতুন নতুন পয়েন্টস্ প্রাপ্ত হতে থাকে। অনেক যুক্তি দিয়ে বোঝানো হয়। বাবা বলেন -- অতি গোপন রমণীয় কথা শোনাই, যারফলে তোমরা তৎক্ষণাৎ নিশ্চয়বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে যাও। যতক্ষণ পর্যন্ত আমার পাট আছে, তোমাদের পড়াতে থাকবো। এও ড্রামায় নির্ধারিত। যখন কর্মভীতি অবস্থা প্রাপ্ত করবে তখন পড়া সম্পূর্ণ হবে। বাচ্চারাও বুঝে যাবে। পরে পরীক্ষার ফলাফল জানা যায়, তাই না! এই পড়ার নম্বর ওয়ান সাবজেক্ট হলো -- পবিত্রতার। যতক্ষণ না পর্যন্ত বাবার

স্মরণে থাকবে, বাবার সার্ভিস না করবে ততক্ষণ আরাম করা উচিত নয়। তোমাদের লড়াইও মায়ার সঙ্গে। রাবণকে যদিও জ্বালায় কিন্তু জানে না যে সে কে? খুব দশহরা পালন করে। এখন তোমাদের আশ্চর্য লাগে -- ভগবান রামের ভগবতী সীতা চুরি করে নিয়ে গেছে। তারপর বানরদের সৈন্যবাহিনীকে নেওয়া হয়েছে। এরকম কখনো হতে পারে কি? কিছুই বোঝে না। যখন প্রদর্শনীতে আসে তখন সর্বপ্রথমে বলা উচিত -- ভারতে এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল, তখন কত মানুষ ছিল? ৫ হাজার বছরের কথা। এখন হলো কলিযুগ, সেই ভয়ানক মহাভারতের যুদ্ধও। বাবা এসে রাজযোগ শেখান। বিনাশও হবে। এখানে এক ধর্ম, এক মত অথবা শাস্তি কিভাবে হতে পারে! এক মত হওয়ার জন্য যতই মাথা চাপড়ায় ততই লড়াই করে। বাবা বলেন -- এখন আমি ওদের সকলকে লড়িয়ে দিয়ে মাখন তোমাদের দিয়ে দিই। বাবা বোঝান -- যে করবে সে-ই পাবে। কোন-কোন বাচ্চারা বাবার থেকেও উঁচু হয়ে যেতে পারে। তোমরা আমার থেকেও ধনী, বিশ্বের মালিক হবে। আমি হবে না। বাচ্চারা, আমি তোমাদের নিষ্কাম সেবা করি। আমি দাতা। এরকম কেউ মনে কোরো না যে আমরা শিববাবাকে ৫ টাকা দিয়েছি। কিন্তু শিববাবার থেকে স্বর্গে নেয় ৫ পদম(পদ্মগুণ)। তাহলে এটা কি দেওয়া হলো। যদি মনে করে যে আমরা দিই, এ তো শিববাবাকে অত্যন্ত ইনসাল্ট করা হলো। বাবা তোমাদের কত উচ্চ (পদমর্যাদার) বানান। তোমরা ৫ টাকা শিববাবার ভান্ডারায় দাও। বাবা তোমাদের ৫ কোটি দেন। কড়ি থেকে হীরে-তুল্য বানিয়ে দেন। এরকম সংশয় কখনো এনো না যে আমরা শিববাবাকে দিয়েছি। ইনি কত ভোলানাথ (সরল)। এ'কথা কখনো খেয়ালে আসা উচিত নয় -- আমরা বাবাকে দিচ্ছি। না, শিববাবার থেকে আমরা ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার নিয়ে থাকি। শুদ্ধ ভাবনায় না দিলে তাহলে কি করে স্বীকার্য হবে। সমস্ত কথার বোধগম্যতা বুদ্ধিতে রাখা উচিত। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দান করে, উনি কি ক্ষুধার্ত নাকি? না, মনে করে আমরা পরজন্মে পাবো। এখন বাবা বসে থেকে আমাদের কর্ম, অকর্ম, বিকর্মের গতি বোঝান। এখানে যে কর্ম করবে তা বিকর্মই হবে কারণ রাবণ রাজ্য। সত্যযুগে কর্ম অকর্ম হয়ে যায়। আমি তোমাদের ওই দুনিয়ায় ট্রান্সফার করে দিই, যেখানে তোমাদের বিকর্ম হবেই না। অনেক বাচ্চা হয়ে যাবে তখন তোমাদের টাকাপয়সারই বা কি করবো। আমি কাঁচা ব্যবসায়ী নই, যা নেব তা আর কাজে আসবে না, আবার ভরপুর করেও দিতে হবে। আমি পাকা ব্যবসায়ী, বলে দেবো প্রয়োজন নেই। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) তীব্রবেগে পুরুষার্থ করে বিকারের খাদকে যোগের আগুনে গলিয়ে ফেলতে হবে। পবিত্রতার জন্য সম্পূর্ণ প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

২) কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের গতিকে বুদ্ধিতে রেখে নিজের সবকিছু নতুন দুনিয়ার জন্য ট্রান্সফার করে দিতে হবে।

বরদানঃ:- নিজের বুদ্ধিরূপী নেত্রকে ক্লিয়ার এবং কেয়ারফুল রাখা মাস্টার নলেজফুল, পাওয়ারফুল ভব জ্যোতিষী যেমন নিজের জ্যোতিষ বিদ্যার দ্বারা, গ্রহ-নক্ষত্র বিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা ভবিষ্যতে আগত বিপর্যয়কে জেনে যায় তেমনই তোমরা বাচ্চারাও আগে থেকেই মায়ার দ্বারা আগত পেপারকে পরখ করে পাস উইথ অনার হওয়ার জন্য নিজের বুদ্ধিরূপী নয়নকে স্বচ্ছ করো এবং কেয়ারফুল থাকো। দিনে-দিনে স্মরণের বা সাইলেন্সের শক্তিকে বাড়াও তাহলে আগে থেকেই জানতে পারবে যে আজ কিছু হবে। মাস্টার নলেজফুল, পাওয়ারফুল হও তাহলে কখনোই পরাজয় ঘটতে পারে না।

স্লোগানঃ:- পবিত্রতাই নবীনতা আর এটাই হল জ্ঞানের ফাউন্ডেশন।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent

1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - মহাবীর হও, মায়ার তুফানের সঙ্গে লড়াই করার পরিবর্তে অচল - অটল হও"

*প্রশ্ন:-

ব্রহ্মা বাবার সামনে অনেক সমস্যা আসা সত্ত্বেও তিনি কখনো ভেঙ্গে পড়েননি -- কেন ?

*উত্তর:-

বাবার এই নেশা ছিলো যে, আমাকে বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে। এ তো সবই পূর্ব কল্পের মতোই হচ্ছে, কিছুই নতুন নয়। বাবাই তো সবথেকে অধিক গালি খেয়েছিলেন। এরপর কৃষ্ণকেও মানুষ গালি দেয়। আমাদেরও যদি গালি খেতে হয়, তাহলে কি এমন বড় কথা। দুনিয়া তো আমাদের কথা জানেই না, তাহলে অবশ্যই তারা গালি দেবে, তাই কোনো বিষয়েই তিনি ভেঙ্গে পড়েন নি। এমনই তোমরা বাবাকে অনুসরণ করো।

*গীত:-

ভোলানাথের মতো অনুপম আর কেউ নেই....

ওম্ শান্তি। এ হলো ভক্তিমার্গের মানুষদের গান। জ্ঞান মার্গে গীত ইত্যাদি গাওয়া হয় না, না গান বানানো হয়, আর না তার প্রয়োজন আছে, কেননা এমন মহিমা আছে যে... বাবার থেকে সেকেণ্ডে জীবনমুক্তির উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। এতে গীত ইত্যাদির কোনো কথাই নেই। তোমরা জানো যে, আমরা অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে অসীমের উত্তরাধিকার পাই। ভক্তিমার্গের যে নিয়ম - রীতি আছে, তা এখানে হতে পারে না। বাচ্চারা অনেক কবিতা লেখে, তাও অন্যদের শোনানোর জন্য। তাও তোমরা যতক্ষণ না বোঝাবে, ততক্ষণ কেউ বুঝতে পারবে না। এখন তোমরা বাচ্চারা বাবাকে পেয়েছো, তাই তোমাদের খুশীর পারদ চড়া উচিত। বাবা তোমাদের ৮৪ জন্মের চক্রের জ্ঞানও শুনিয়েছেন। তোমাদের খুশী হওয়া উচিত যে, এখন আমরা স্বদর্শন চক্রধারী হয়েছি। বাবার থেকে এখন বিষ্ণুপুত্রীর মালিক হচ্ছি। নিশ্চয়বুদ্ধিই বিজয়ন্ত্রী হয়। যাদের নিশ্চয়তা আছে তারা সত্যযুগে যাবেই। তাই বাচ্চাদের সর্বদা খুশীতে থাকা উচিত, তোমরা বাবাকে অনুসরণ করো। বাচ্চারা জানে যে, নিরাকার বাবা যখন থেকে এই তনে প্রবেশ করেছেন, তখন এনার সঙ্গেও নানা হাস্যামা হয়েছে। ভাইদের ঝগড়া, শহরে ঝগড়া, এমনকি সম্পূর্ণ সিন্ধুতেও ঝগড়া চলেছিল। বাচ্চারা বড় হলে বলবে, শীঘ্র বিয়ে করো। বিয়ে ছাড়া কিভাবে সংসার চলবে। বাবা গীতা পাঠ মিস করতেন না, যখন জানতে পারলেন যে, গীতার ভগবান শিব, তখন গীতা পাঠও ত্যাগ করলেন। তখন নেশা লেগে গেলো যে, আমি তো বিশ্বের মালিক হবো। এ তো শিব ভগবান উবাচঃ, তখন ওই গীতা পাঠ ছেড়ে দিলেন, তারপর পবিত্রতার উপরও অনেক হাস্যামা হয়েছিলো। ভাই, কাকা, মামা ইত্যাদি অনেক ছিলো। এতে তো বাহাদুরী চাই, তাই না। তোমরা হলেই মহাবীর, মহাবীরনী। তোমাদের ওই এক ছাড়া আর কারোর পরোয়া নেই। পুরুষ হলো রচয়িতা। রচয়িতা যদি নিজে পবিত্র হয়, তাহলে রচনাকেও পবিত্র হতে হবে। পবিত্র হংস আর অপবিত্র বক কিভাবে একত্রে থাকতে পারে। ক্রিয়েটর তো চট করে হুকুম করবে যে, আমার মতে চলতে হলে চলো, না হলে বেড়িয়ে যাও। তোমরা জানো যে, তাঁর লৌকিক কন্যা বিয়ে করেছিলো, কিন্তু সে যখন জ্ঞান পেয়েছিলো, তখন বলেছিলো, বাহ। বাবা বলেন, তোমরা পবিত্র হও, তাহলে আমরা কেন হবো না। পতিকের উত্তর দিয়ে দিয়েছিলো যে, আমি বিষ দেবো না। ব্যস, এই বিষয়েই অনেকেরই ঝগড়া চলেছে। বড় বড় ঘর থেকে কন্যারা বেড়িয়ে এসেছিলো, কারোর পরোয়া করে নি। যার ভাগ্যে নেই, সে বুঝতেও পারবে না। পবিত্র থাকতে হলে থাকো, না হলে নিজের প্রবন্ধ করো। এই সাহসও তো থাকা চাই, তাই না। বাবার সামনে কতো সমস্যা, হাস্যামা এসেছিলো। বাবাকে কখনো ভেঙ্গে যেতে দেখেছো! আমেরিকা পর্যন্ত খবরের কাগজে বেড়িয়ে গিয়েছিলো। কিছুই নতুন নয়। এ তো পূর্ব কল্পের মতো হয়ে আসছে, এতে ভয়ের কি আছে। আমাদের তো বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। নিজের রচনাকে বাঁচতে হবে। বাবা জানেন যে, সমগ্র সৃষ্টি এই সময় পতিত। আমাকেই সবাইকে পবিত্র বানাতে হবে। বাবাকেই সবাই বলে, হে পতিত - পাবন, উদ্ধারকর্তা, এসো। তাই তাঁরই দয়া আসে। বাবা তো দয়ালু, তাই না। বাবা তাই বোঝান - বাচ্চারা, কোনো বিষয়েই ভয় পেও না। ভয় পেলে এতো উঁচু পদ প্রাপ্ত করতে পারবে না। মাতাদের উপরই অত্যাচার হয়। এর নমুনাও আছে। দ্রৌপদীকে নগ্ন করেছে। বাবা তোমাদের ২১ জন্মের জন্য নগ্ন হওয়ার হাত থেকে বাঁচান। দুনিয়া এইসব কথা জানে না। সদগতিদাতা তো আমিই, তাই না। যতক্ষণ না মানুষ দুর্গতি প্রাপ্ত করে, ততক্ষণ আমি কিভাবে এসে সদগতি প্রাপ্ত করাবো। এই সৃষ্টিও পতিত - তমোপ্রধান হতে হবে। প্রতিটি জিনিস অবশ্যই নতুন থেকে পুরানো হয়। পুরানো ঘরকে ত্যাগ করতেই হয়। নতুন দুনিয়া হলো গোল্ডেন এজ আর পুরানো দুনিয়া হলো আয়রন এজ। সর্বদা তো নতুন থাকতে পারে না। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, এ হলো সৃষ্টিচক্র। আবার নতুন করে দেবী - দেবতার রাজ্য স্থাপন হচ্ছে। বাবা বলেন, আমি আবার নতুন করে তোমাদের গীতা জ্ঞান শোনাই। এখানে রাবণ রাজ্যে দুঃখই

আছে । রামরাজ্য কাকে বলা হয় এও কেউ জানে না, আর বোঝেও না । বাবা বলেন, আমি স্বর্গ অথবা রামরাজ্যের স্থাপনা করতে এসেছি । বাম্ভারা, তোমরা অনেকবার রাজ্য প্রাপ্ত করেছো আবার হারিয়েছো । একথা সবার বুদ্ধিতে আছে । ২১ জন্ম সত্যযুগে থাকে, একে বলা হয় ২১ পিঁড়ি অর্থাৎ যখন বৃদ্ধ হয়, তখনই শরীর ত্যাগ করে । কখনোই অকালে মৃত্যু হয় না । এখন তোমরা ত্রিকালদর্শী হয়ে গেছো । তোমরা এখন জানো, আমরা জন্ম - জন্মান্তর ধরে ভক্তি করি । রাবণ রাজ্যেরও দেখো কতো আড়ম্বর । এ হলো শেষের দিকের আড়ম্বর । রামরাজ্য সত্যযুগে হবে --- ওখানে এইসব বিমান, ইত্যাদি সব ছিলো, সেইসব আবার তলিয়ে গেছিলো । আবার এই সময় বের হয়েছে । আবার এইসব অনেকে শিখছে । যারা শিখছে তারা এই সংস্কার নিয়ে যাবে । তারাই এসে বিমান তৈরী করবে । এইসব তোমাদের ভবিষ্যতে সুখ দান করবে । এই বিমান ইত্যাদি ভারতবাসীরাও বানাতে পারে । নতুন কোনো কথা নয় । বুদ্ধি তো আছে, তাই না । এই সায়েন্স তোমাদের আবার কাজে আসবে । এখন এই সায়েন্স তোমাদের দুঃখের জন্য, আবার ওখানে তা সুখের জন্য হবে । ওখানে তো প্রতিটি জিনিসই নতুন হবে । এখন তো নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হচ্ছে । বাবাই নতুন দুনিয়ার রাজধানী স্থাপনা করছেন । বাম্ভাদের তাই মহাবীর হতে হবে । দুনিয়াতে তো একথা কেউই জানে না যে, ভগবান এসেছেন ।

বাবা বলেন - গৃহস্থ জীবনে থেকে কমল পুষ্প সমান পবিত্র থাকো । যদিও তোমাদের অনেকেই গালি দেবে, তবুও তোমাদের ভয় পাওয়ার কোনো কথা নেই। এনাকেও অনেক গালি দেওয়া হয়েছে । কৃষ্ণও গালি খেয়েছিলো, এমন দেখানো হয় । এখন কৃষ্ণ তো গালি খেতেই পারে না । গালি তো কলিযুগে দেওয়া হয় তোমাদের যে রূপই আছে, আবার পরের কল্পে এই সময় এমনই হবে । মাঝে এমন হবে না । জন্মের পর জন্ম চিত্র এবং চরিত্র পরিবর্তন হতে থাকে । এক আত্মা ৮৪ জন্মে একরকম চিত্র পেতে পারে না । আত্মা সত্য, রজঃ এবং তমঃতে আসতে থাকে আর চিত্রও পরিবর্তন হতে থাকে । এই ড্রামা বানানোই আছে । ৮৪ জন্মে যে যে চিত্র এবং চরিত্র জন্ম নিয়েছে, তারাই আবার নেবে । এখন তোমরা জানো এঁদের চিত্রের পরিবর্তন হয়ে পরের জন্মে এঁরাই লক্ষ্মী - নারায়ণ হবে । তোমাদের বুদ্ধির তালা এখন খুলে গিয়েছে । এ হলো এখন নতুন কথা । বাবাও নতুন আর কথাও নতুন । এই বিষয় কেউ শীঘ্র বুঝতে পারবে না । ভাগ্যে থাকলে তবেই কিছু বুঝতে পারবে । মহাবীররা কখনো তুফান দেখে ভয় পায় না । সেই অবস্থা পরের দিকে হবে, তাই মহিমা আছে যে, অতীন্দ্রিয় সুখের কথা জিজ্ঞেস করতে হলে গোপ - গোপিনীদের জিজ্ঞেস করো । বাবা এসেছেনই তোমাদের মতো বাম্ভাদের স্বর্গের উপযুক্ত বানাতে । পূর্ব কল্পের মতো এই নরকের বিনাশ তো হতেই হবে । সত্যযুগে তো একই ধর্ম থাকবে । মানুষ চায়ও একত্ব আসুক । এক ধর্ম হওয়া উচিত । এও মানুষ জানে না যে, রাম রাজ্য আর রাবণ রাজ্য আলাদা - আলাদা । এখানে বিকার ছাড়া জন্ম হয় না । বিকারের আবর্জনা আছে তো । এখন বাবার প্রতি নিশ্চয়তা থাকলে শ্রীমৎ অনুযায়ী সম্পূর্ণভাবে চলতে হবে, তাই না । প্রত্যেকেরই নাড়ী দেখা হয় । সেই অনুসারে রায় দেওয়া হয় । বাবাও বাম্ভাদের বলেন, যদি বিয়ে করার ইচ্ছা হয়, তাহলে গিয়ে করো । অনেক মিত্র পরিজন আছে যারা বিয়ে করিয়ে দেবে । তাই প্রত্যেকেরই নাড়ী দেখা হয় । বাবাকে জিজ্ঞেস করে - আমরা এই অবস্থায় আছি, আমরা পবিত্র থাকতে চাই, আমাদের সম্বন্ধী আমাদের ঘর থেকে বের করতে চায় । এখন কি করবো ? একথা জিজ্ঞেস করো যে পবিত্র থাকতে হবে যদি না থাকতে পারো তাহলে গিয়ে বিয়ে করো । আচ্ছা, কারোর যদি বিয়ের সম্বন্ধ হয়, তাহলে তোমরা তাদের খুশী করে দাও, এতে অসুবিধার কিছু নেই। কোনো যুগল যখন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তখন কনেকে বলে থাকে -- এই পতি তোমাদের গুরু । আচ্ছা, সেই সময় তোমরা ওদের দিয়ে লিখিয়ে নিও । তুমি তো মানো যে, আমি তোমার গুরু, ঈশ্বর, তাহলে লেখো । আচ্ছা আমি এখন তোমাকে হুকুম দিচ্ছি, পবিত্র থাকতে হবে । এতে তো সাহস চাই, তাই না । লক্ষ্য অনেক বড় । দুইজন একত্রে কিভাবে থাকে, এ সবাইকে দেখাতে হবে । প্রাপ্তি অনেক বড় । আগুন তখনই লাগে যখন প্রাপ্তির খবর জানা থাকে না । বাবা বলেন - যখন এতো বড় প্রাপ্তি হয়, তখন এক জন্ম পবিত্র থাকো, এ আর কি এমন বড় কথা । আমি তোমাদের পতি, ঈশ্বর । আমার আশ্রয় অনুসারে পবিত্র থাকতে হবে । বাবা যুক্তি বলে দেন । ভারতে এই নিয়ম, স্ত্রীকে বলে দেয়, তোমার পতি ঈশ্বর, তার আশ্রয় অনুসারে চলতে হবে । পতির পা টিপে দিতে হবে কেননা মনে করে, লক্ষ্মী নারায়ণের পা টিপে দিয়েছিলেন । এই অভ্যাস কোথা থেকে এসেছে ? এই মিথ্যা চিত্র থেকে । সত্যযুগে তো এমন কথা থাকে না । নারায়ণ কি কখনো পরিশ্রান্ত হন যে লক্ষ্মী তাঁর পা টিপে দেবেন ? পরিশ্রমের কোনো কথাই থাকতে পারে না । এ তো দুঃখের কথা হয়ে গেলো । ওখানে দুঃখ কিভাবে আসবে । তাই কতো মিথ্যা কথা লিখে দিয়েছে । বাবার ছোটবেলা থেকেই বৈরাগ্য ছিলো, তাই তিনি ভক্তি করতেন ।

বাবা বাম্ভাদের খুব ভালো যুক্তি বলে দেন । কোনো বাম্ভাকে তার সম্বন্ধী বিরক্ত করলে, বাবা বলেন -- আচ্ছা, বিয়ে করে নাও । স্ত্রী তোমার হয়ে গেলো । এরপর কেউ কিছুই বলতে পারবে না । নিজেরা মিলেমিশে পবিত্র থাকো, সঙ্গী তো হয়ে গেলে । বিলেতে বৃদ্ধ হয়ে গেলে দেখাশোনার জন্য সঙ্গী রেখে দেয় । সিভিল ম্যারেজ করে । বিকারে যাবে না । তোমরা

এখন জানো, আমরা এক বাবার সন্তান, নিজেদের মধ্যে ভাই - বোন হয়ে গেলাম । দাদুর কাছ থেকে তোমরা উত্তরাধিকার নাও । বাবাকে পতিত দুনিয়াতেই ডেকে থাকে, হে পতিত পাবন, সব সীতাদের রাম । মানুষ রাম - রাম জপ করে, সীতাকে তো স্মরণ করেই না । তাঁর থেকে বড় তো লক্ষ্মী কিন্তু স্মরণ তো এক বাবাকেই করে । লক্ষ্মী - নারায়ণকে তবুও তো জানে কিন্তু শিবকে কেউই জানে না । আত্মা বিন্দু, আত্মার বাবাও তো বিন্দু হবে, তাই না । আত্মার মধ্যে সমস্ত জ্ঞান আছে । তাঁকে বলা হয় জ্ঞানের সাগর । তোমরা আত্মারাও জ্ঞানের সাগর হও । জ্ঞানের সাগর বসে তোমাদের মতো আত্মাদের বোঝাচ্ছেন । আত্মা হলো চৈতন্য । তোমাদের আত্মা জ্ঞানের সাগর তৈরী হচ্ছে । তোমাদের মধ্যে সম্পূর্ণ সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান আছে । মিষ্টি বাচ্চাদের সাহস রাখা উচিত । আমাদের তো বাবার শ্রীমতে চলা উচিত, তাই না । অসীম জগতের পিতা যখন অসীম জগতের সন্তানদের স্বর্গের মালিক বানান, তখন বাবা বলেন, তোমরাও নিজের রচনাকে নিজের হাতে রাখো । সন্তান যদি কথা না শোনে, তাহলে সে সন্তান নয় । সে তো কুপুত্র হয়ে গেলো । আঙুকারী, আদেশ অনুসারে চলা বাচ্চা হলে বাবার উত্তরাধিকারের অধিকারী হতে পারে । অসীম এই ব্রহ্মাণ্ডের পিতাও বলেন, আমার শ্রীমতে চললে তোমরা এমন শ্রেষ্ঠ হতে পারবে । না হলে প্রজাতে চলে যাবে । বাবা তোমাদের নর থেকে নারায়ণ বানাতে এসেছেন । এই হলো প্রকৃত সত্যনারায়ণের কথা । তোমরা এখানে রাজত্ব প্রাপ্ত করতে এসেছো । এখন মাশ্চা - বাবা, রাজা - রানী হচ্ছেন, তোমরাও সাহস করো । বাবা তো অবশ্যই তোমাদের নিজের সমান বানাতে । কেবল প্রজা হওয়াতেই খুশী হওয়া উচিত নয় । তোমাদের পুরুষার্থ করতে হবে -- আমরা বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নেবো, বলিহারি যাবো । তোমরা যদি তাঁকে ওয়ারিস বানাও, তিনিও তোমাদের ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার প্রদান করবেন । বাবাও বাচ্চাদের কাছে বলিহারি যান । বাচ্চারা বলে, বাবা এই তন - মন - ধন সব তোমার । তুমি যেমন বাবাও তেমনই বাচ্চাও । স্বমেব মাতাশ্চ পিতা স্বমেব । এক বাবার মহিমা কতো বড় । দুনিয়াতে এই কথা কেউই জানে না । সম্পূর্ণ কথা এই ভারতেরই । বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, এ হলো সেই পাঁচ হাজার বছর পূর্বের লড়াই । এখন স্বর্গের স্থাপনা হচ্ছে । বাচ্চাদের তাই সর্বদা খুব খুশীতে থাকা উচিত । ভগবান তোমাদের দত্তক নিয়েছেন, তাই তোমাদের খুশী হওয়া উচিত । বাচ্চারা, বাবা এখন তোমাদের শৃঙ্গার করছেন । তিনি পড়ানও - অসীম জগতের পিতা হলেন জ্ঞানের সাগর । তিনি তোমাদের সম্পূর্ণ সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের রহস্য বোঝান । যে বাবাকেই জানে না, সে হলো নাস্তিক । তোমরা বাবা আর রচনাকে জানো, তাই তোমরা হলে আস্তিক । লক্ষ্মী - নারায়ণ আস্তিক নাকি নাস্তিক ? তোমরা কি বলবে ? তোমরা নিজেরাই বলা সত্যযুগে পরমাত্মাকে কেউ স্মরণই করে না । ওখানে সুখ থাকে, সুখে কেউই পরমাত্মার স্মরণ করে না, কেননা পরমাত্মাকে জানেই না । এই সময় তোমরা আস্তিক হয়ে উত্তরাধিকার পাচ্ছে । তারপর ওখানে তোমরা স্মরণই করবে না । এখানে স্মরণ করে কিন্তু ওনাকে জানে না, তাই নাস্তিক বলা হয় । ওখানে জানেও না, তাই স্মরণও করে না । ওরা এও জানে না যে, এই উত্তরাধিকার আমরা শিব বাবার থেকে পেয়েছি, কিন্তু ওদের নাস্তিক বলা হবে না কারণ তারা পবিত্র । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) শ্রীমতে চলার সম্পূর্ণ সাহস রাখতে হবে । কোনো বিষয়ে ভয় পাবে না বা অখুশি হবে না ।

২) নিজের রচনাকে নিজের হাতে রাখতে হবে । তাদেরকে বিকার থেকে বাঁচাতে হবে । পবিত্র থাকার রায় দিতে হবে ।

বরদানঃ:- এই শরীরকে ঈশ্বরীয় সেবার সম্পদ মনে করে কার্যে লাগিয়ে নষ্টমোহ ভব যেমন অন্য কারোর কোনো সম্পদ হলে সেই সম্পদের উপর নিজের অধিকার থাকে না, মমতাও থাকে না । এই শরীরও তেমনই ঈশ্বরীয় সেবার জন্য এক সম্পদ । এই সম্পদ আধ্যাত্মিক পিতা দিয়েছেন, তাই অবশ্যই সেই আধ্যাত্মিক পিতার স্মরণ থাকবে । সম্পদ মনে করলে আত্মিকতা আসবে, আপন মনে করার মমতা থাকবে না । এই হলো নিরন্তর যোগী, নষ্টমোহ হওয়ার সহজ উপায় । তাই এখন এই আধ্যাত্মিকতার স্থিতিতে প্রত্যক্ষ করো ।

স্নোগানঃ:- বাণপ্রস্থ স্থিতিতে যেতে হলে দৃষ্টি - বৃত্তিতেও পবিত্রতার আন্ডারলাইন করো ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - রক্তের সম্পর্কেই দুঃখ আছে, তোমাদের সেই সম্পর্ক ত্যাগ করে নিজেদের মধ্যে আত্মিক ভালোবাসা রাখতে হবে, এই সম্পর্কই সুখ আর আনন্দের আধার"

*প্রশ্নঃ - বিজয় মালায় স্থান পাওয়ার জন্য বিশেষভাবে কোন পুরুষার্থ করা উচিত ?

*উত্তরঃ - বিজয় মালায় স্থান পাওয়ার জন্য বিশেষভাবে পবিত্র হওয়ার পুরুষার্থ করো। যখন পাক্ষা সন্ন্যাসী অর্থাৎ নির্বিকারী হতে পারবে তখনই বিজয় মালার দানা হতে পারবে। যে কোনো কর্মবন্ধনের হিসেব-নিকেশ থাকলে, উত্তরাধিকার (বিজয় মালায় যাওয়ার) থেকে বঞ্চিত হবে, এবং প্রজাতে চলে যাবে।

*গীতঃ- জলসামুদ্রে জ্বলে উঠল জ্যোতি সেই জ্যোতিতে জ্বলে মরই পিপীলিকার বিধি....

ওম্ শান্তি । দেখ আমরা মহিমা করে থাকি আমাদের বাবার। অহম্ আত্মা, তাহলে অবশ্যই আমাদের ফাদারকে প্রত্যক্ষ করা হবে তাইনা। সন শোজ ফাদার। সুতরাং আমি আত্মা, তোমরাও বলবে আমরা আত্মা, আমাদের সবার ফাদার এক পরমাত্মা যিনি সবার পিতা। এটা তো সবাই মানবে। এমনটা বলবে না যে আমরা আত্মাদের পিতা আলাদা-আলাদা। সবারই ফাদার এক। এখন আমরা ঔনার সন্তান হওয়ার কারণে ঔনার বৃত্তি সম্পর্কে জানি। আমরা এমনটা বলতে পারি না যে পরমাত্মা সর্বব্যাপী। তাহলে তো সবার মধ্যেই পরমাত্মা আছে। ফাদারকে স্মরণ করে বাচ্চারা খুশি অনুভব করে কেননা ফাদারের কাছে যা কিছু আছে তার উত্তরাধিকার বাচ্চারাই পেয়ে থাকে। আমরা এখন পরমাত্মার উত্তরাধিকারী, ঔনার কাছে কি আছে ? উনি আনন্দের সাগর, জ্ঞানের সাগর, প্রেমের সাগর। আমরা সেটা জানি তাইতো ঔনার মহিমা করে থাকি। অন্যরা এগুলো বলবে না। মহিমা করেও কেউ-কেউ বলে থাকে তিনি কেমন, এটা তো জানাই নেই। বাকিরা সবাই বলে থাকে পরমাত্মা সর্বব্যাপী। কিন্তু আমরা ঔনার সন্তানরা নিজেদের নিরাকার অবিনশ্বর পিতার মহিমা বর্ণনা করে থাকি যে তিনি আনন্দের সাগর, জ্ঞানের সাগর, প্রেমের ভান্ডার। কিন্তু কেউ-কেউ প্রশ্ন করবে তোমরা বলে থাক যে ওখানে নিরাকার দুনিয়াতে দুঃখ সুখ থেকে ভিন্ন অবস্থা থাকে। ওখানে সুখ অথবা আনন্দ অথবা প্রেম কোথা থেকে আসে? এটাই এখন বোঝার বিষয়। এই যারা আনন্দ, সুখ অথবা প্রেম বলছে, এটা তো হচ্ছে সুখের অবস্থা কিন্তু ওখানে শান্তির দেশে আনন্দ, প্রেম অথবা জ্ঞান কোথা থেকে আসে ? ঐ সুখের সাগর যখন এই সাকার সৃষ্টিতে অবতীর্ণ হন তখনই সুখ প্রদান করে থাকেন। ওখানে তোমরা এমন পর্যায়ে থাকো যা সুখ এবং দুঃখের বাইরে। তোমাদের ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে এক হচ্ছে সুখ এবং দুঃখের বাইরের জগত, যাকে নিরাকার দুনিয়া বলা হয়। অপরটি হচ্ছে সুখের দুনিয়া যেখানে নিরন্তর সুখ আর আনন্দ থাকে যাকে বলা হয় স্বর্গ আর এটা হলো দুঃখের দুনিয়া যাকে নরক অথবা লৌহ যুগ বলা হয়। এখন এই আয়রন এজড ওয়ার্ল্ডে পরমপিতা পরমাত্মা যিনি সুখের সাগর, তিনি এসে এই দুনিয়াকে পরিবর্তন করে আনন্দ, সুখ, প্রেমের ভান্ডার করে তোলেন। যেখানে শুধুই সুখ আর সুখ। শুধুই প্রেম আর প্রেম। সেখানে জানোয়ারের মধ্যেও প্রেম থাকে। সেখানে বাঘে গরু একসাথে জল পান করে থাকে, এতোটাই তাদের মধ্যে প্রেম থাকে। সুতরাং পরমাত্মা এসে যে রাজধানী স্থাপন করেন, সেখানে সুখ আর আনন্দ আছে। নিরাকার জগতে সুখ আনন্দ, প্রেমের কোনও প্রশ্ন নেই। সেখানে নিরাকার আত্মাদের বাসস্থান। সেখানে সবার অবসর জীবন অথবা নির্বাণ অবস্থা। যেখানে দুঃখের কোনো অনুভূতি থাকে না। দুঃখ সুখের ভূমিকা এই সাকার দুনিয়াতে চলে। এই সৃষ্টিতেই যখন স্বর্গ থাকে তখন আত্মিক ভালোবাসা থাকে কেননা দুঃখ আসে রক্তের সম্পর্ক থেকে। সন্ন্যাসীদের মধ্যে তো রক্তের সম্পর্ক থাকে না সেইজন্য ওদের মধ্যে দুঃখের প্রশ্নই আসে না। ওরা বলে থাকে আমি সত্য চিত্ত আনন্দ স্বরূপ কেননা রক্তের সম্পর্ক ত্যাগ করে বেরিয়ে আসে। এখানেও তোমাদের মধ্যে কোনো ব্লাড কানেকশন নেই। এখানে তোমাদের সবার মধ্যে আত্মিক ভালোবাসা, যা পরমাত্মা শেখান।

বাবা বলেন তোমরা আমার প্রিয় সন্তানগণ। আমার আনন্দ, প্রেম, সুখ তোমাদের কেননা তোমরা ঐ দুনিয়া ছেড়ে ব্যবহারিক জীবনে আমার কোলে এসে বসেছ। এমনটা নয় যেমন ঐ গুরুরা দত্তক নেয় কিন্তু তারা ফিরে যায় নিজের ঘরে। তাদের প্রিয় পুত্র বলা হয় না। ওরা গুরুর প্রজার মতো। বাকি যারা সন্ন্যাস নিয়ে দত্তক নিয়ে থাকে তাদের প্রিয় পুত্র বলা হয় কারণ গুরুর বিদায়ের পর তারাই গদিতে বসে। বাচ্চা আর প্রজার মধ্যে রাত-দিনের পার্থক্য থাকে। ওরা উত্তরাধিকারী হয়ে উত্তরাধিকার গ্রহণ করে থাকে। যেমন তোমরা রক্ত সম্পর্ক ত্যাগ করে এসে এই নিরাকার বা সাকারের কোলে বসার সাথে-সাথেই উত্তরাধিকার পেয়ে গেছ। এখানেও যত জ্ঞান ধারণ করবে তত বেশি আনন্দ পাবে।

এডুকেশনকে বলা হয় আনন্দ। যত বেশি শিক্ষা গ্রহণ করবে, ততই ঐ রাজধানীতে প্রজার সুখ প্রাপ্ত করবে। এই ঈশ্বরীয় জ্ঞান আনন্দ প্রদান করে তাইনা, যার মাধ্যমে চূড়ান্ত শান্তি আর সুখ পাওয়া যায় এই অটল অখন্ড সুখ শান্তিময় স্বরাজ্য হলো ঈশ্বরীয় সম্পদ, যা বাচ্চারা পেয়ে থাকে।

তারপর যে যতটা জ্ঞান ধারণ করতে পারবে, ততই বাবার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবে। যেমন তোমাদের কাছে অনেক কৌতূহলী হয়ে আসে তারা হলো, তোমাদের প্রিয় প্রজা। বাচ্চা নয় কেননা আসা যাওয়া করে থাকে, বাচ্চাও হয়ে থাকতে পারে কেননা প্রজা থেকেও কেউ উত্তরাধিকারী হয়ে যায়। জ্ঞান অর্জন করতে-করতে যখন দেখে এখানে তো অতীব সুখ আর শান্তি, ঐ দুনিয়াতে (পুরানো) তো দুঃখ সুতরাং কোল গ্রহণ করে। খুব তাড়াতাড়ি কেউ বাচ্চা হয়ে যায় না। তোমরাও প্রথমে আসা যাওয়া করতে তারপর শুনতে-শুনতে ঈশ্বরের কোল গ্রহণ করেছে, সুতরাং উত্তরাধিকারী হয়ে গেলে। সন্ন্যাসীদের সাথেও এমনটা হয়। শুনতে-শুনতে যখন বুঝতে পারে যে সন্ন্যাস গ্রহণ করলে সুখ শান্তি পাওয়া যায় তখন সন্ন্যাস গ্রহণ করে থাকে। এখানেও শুনতে-শুনতে যখন স্বাদ পেয়ে যায় তখন প্রিয় সন্তান হয়ে ওঠে সুতরাং জন্ম-জন্মান্তরের জন্য উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়ে থাকে। তারপর সে দৈবী কূলে বংশানুক্রমে আসতে থাকে। প্রজা তো সঙ্গে সঙ্গে থাকে না তারা তাদের কর্মবন্ধনের কারণে কোথায়-কোথায় চলে যায়।

যেমন গানে বলা হয়েছে জলসামরে জ্বলে উঠেছে জ্যোতি আছতি দেওয়ার জন্য। সুতরাং বলিপ্রদত্তরাও জ্যোতির উপর নৃত্য করতে করতে মরে যায়। কেউ আবার চক্রর কেটে চলে যায়। এই শরীরও এক জ্যোতি যার ভিতরে সর্বশক্তিমান পিতার প্রবেশ ঘটে। তোমরাও পতঙ্গ হয়ে এসেছ, আসা যাওয়া করতে-করতে যখন রহস্য বুঝে গেছো তখন বসে পড়েছ। আসে তো হাজার লক্ষ, তোমাদের কাছেও শুনতে থাকে। ওরা যত শুনবে ততই শান্তি আর আনন্দের বরদান নিয়ে যাবে কেননা অবিনাশী ফাদারের শিক্ষার কখনোই বিনাশ হয়না। একে বলে অবিনাশী জ্ঞান ধন। এর বিনাশ হবে না। সুতরাং অল্পবিস্তরও যে শুনে থাকবে সেও প্রজাতে অবশ্যই যাবে। ওখানে প্রজারাও অতীব সুখী হয়। শাস্ত্রত সুখ ওখানে কেননা সবাই দেহী-অভিমানী স্থিতিতে থাকে। এখানে দেহ-অভিমানের কারণে সবাই দুঃখ ভোগ করে থাকে। সত্যযুগ স্বর্গ সুতরাং ওখানে দুঃখের লেশ মাত্র নেই। জানোয়াররাও কত সুখ শান্তিতে বসবাস করে থাকে সুতরাং প্রজাদের মধ্যেও কত সুখ আর ভালোবাসা থাকে। সবাই তো উত্তরাধিকারী হতে পারে না। এখানে তো ১০৮ জন পাক্ষা সন্ন্যাসীই বিজয় মালার দানায় স্থান পাবে। সেটাও এখনও তৈরি হয়নি, তৈরি হওয়ার পথে। সাথে-সাথে প্রজাও তৈরি হচ্ছে। ওরা বাইরে থেকে (সেন্টারের) শুনতে থাকে। ঘরে বসে যোগ করে। যোগ করতে করতে তারা এখানকার সদস্য হয়ে যায় আর প্রজা থেকে উত্তরাধিকারী হয়ে ওঠে। যতক্ষণ পর্যন্ত কর্মবন্ধনের হিসেব আছে ততক্ষণ পর্যন্ত বাইরে থেকেই যোগযুক্ত হয়, নির্বিকারী হয়ে ওঠে। সুতরাং ঘরে থেকে যে বিকারহীন হতে চেষ্টা করে অবশ্যই ঝগড়া শুরু হয় কেননা....কাম বাসনা হলো মহাশত্রু। কাম বাসনাকে জয় করে, যখন বিষ দেওয়া বন্ধ করে দাও সুতরাং ঝগড়া শুরু হয়ে যায়।

বাবা বলেন বাচ্চারা, মৃত্যু সামনে উপস্থিত। সম্পূর্ণ দুনিয়াকে বিনাশ হতে হবে। যেমন বৃদ্ধকে বলা হয় মৃত্যু সামনে, পরমাত্মাকে স্মরণ কর। বাবাও বলেন বাচ্চারা নির্বিকারী হও। পরমাত্মাকে স্মরণ কর। যেমন তীর্থে গেলে কাম ক্রোধ সব বন্ধ করে দেয়। পথে কামবাসনা চরিতার্থ তো করে না। সে তো সম্পূর্ণ পথ অমরনাথ কি জয় জয় করতে-করতে যায় কিন্তু ফিরে আসার পর আবারও ঐ বিকারের বশীভূত হয়ে গুঁতো খেতে থাকে। তোমাদের তো ফিরতে হয়না। কাম, ক্রোধে আসা উচিত নয়। বিকারগ্রস্ত হলেই পদ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। পবিত্র হতে পারবে না। যে পবিত্র হবে সেই বিজয় মালায় যাওয়ার যোগ্য হবে। যে অসফল হবে সে চন্দ্রবংশীয় ঘরানায় চলে যাবে।

এসবই পরমপিতা তোমাদের বসে পড়ান। তিনিই জ্ঞানের সাগর তাই না। ওখানে নিরাকার দুনিয়াতে বসে আত্মাদের তো জ্ঞান শোনাবেন না। এখানে এসেই তোমাদের জ্ঞান প্রদান করেন। তিনি বলেন তোমরা আমার সন্তান। আমি যেমন পবিত্র তেমনি তোমরাও পবিত্র হও। তবেই তোমরা সত্যযুগে সুখময়, প্রেমময় রাজত্ব করতে পারবে, যাকে বৈকুণ্ঠ বলা হয়। এখন এই দুনিয়া পরিবর্তন হচ্ছে লৌহ যুগ থেকে স্বর্ণযুগ হতে চলেছে। তারপর স্বর্ণযুগ থেকে রৌপ্যযুগে পরিবর্তন হবে। রৌপ্যযুগ থেকে তাম্র যুগ, তারপর আবার তাম্র যুগ থেকে লৌহ যুগে পরিবর্তন হবে। এভাবেই দুনিয়ার পরিবর্তন হতে থাকে। সুতরাং এখন এই দুনিয়ার পরিবর্তন হতে চলেছে। কে পরিবর্তন করছেন? স্বয়ং ঈশ্বর, তোমরা যাঁর প্রিয় সন্তান হয়েছ। প্রজাও তৈরি হচ্ছে কিন্তু বাচ্চা বাচ্চাই, প্রজা প্রজা। যে সন্ন্যাস গ্রহণ করে সে উত্তরাধিকারী হয়ে যায়। তাকে রয়াল ঘরানায় অবশ্যই যেতে হবে। কিন্তু জ্ঞান যদি সেভাবে ধারণ না করে থাকে তবে পদ পাবে না। যে ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন করবে সেই নবাব হবে। যারা আসা যাওয়া করবে তারা প্রজা কূলে যাবে। যত পবিত্র হবে ততই সুখ ভোগ করবে। প্রিয়

তো ওরাও হয় কিন্তু সম্পূর্ণ প্রিয় তখনই হবে যখন বাবার বাচ্চা হবে। বুঝেছ।

সন্ধ্যাসীও অনেক রকম আছে। এক আছে যারা ঘর পরিবার ছেড়ে চলে যায়, দ্বিতীয় হলো যারা ঘর পরিবারে থেকেও বিকারগ্রস্ত হয়না। তারা ফলোয়ার্সদের বসে শান্ত্র ইত্যাদি শুনিতে থাকে। আত্মার জ্ঞান প্রদান করে থাকে, ওদেরও শিষ্য থাকে।

কিন্তু ওদের শিষ্য প্রিয় সন্তান হতে পারে না কেননা ওরাতো গৃহস্থ, সন্তানাদি থাকে। সুতরাং নিজের কাছে বসাতে পারেনা। না স্বয়ং সন্ধ্যাস নিতে পারে, না অন্যদেরও সন্ধ্যাস করাতে পারে। ওদের শিষ্যও ঘর-পরিবারে থাকে। ওদের কাছে আসা যাওয়া করতে থাকে। ওরা শুধুমাত্র জ্ঞান প্রদান করে অথবা মন্ত্র দিয়ে থাকে। ওদের তো উত্তরাধিকার তৈরি হয়না সুতরাং বৃদ্ধি কিভাবে হবে। শুধু জ্ঞান প্রদান করে আর শরীর ত্যাগ করে চলে যায়।

দেখো, এক মালা হচ্ছে ১০৮ এর দ্বিতীয়টা এর থেকে বড় ১৬ হাজার ১০৮ এর মালা। সেটা চন্দ্রবংশীয় ঘরানার রম্যাল প্রিন্স প্রিন্সেসদের মালা। সুতরাং যারা যথার্থ রীতিতে জ্ঞান ধারণ করবে না, পবিত্র হবে না তারা দন্ড ভোগ করে চন্দ্রবংশীয় ঘরানার মালায় স্থান পাবে। অসংখ্য প্রিন্স প্রিন্সেস হবে।

এই রহস্য তোমরা এখন শুনে থাকো, জেনে থাকো। ওখানে এই জ্ঞানের কথা লুপ্ত হয়ে যায়। এই জ্ঞান শুধুমাত্র এই সঙ্গম যুগে পাওয়া যায় যখন দৈবী ধর্মের স্থাপনা হয়। যা শোনানো হয় তারপরও যদি কর্মেন্দ্রিয়ের উপর জয়লাভ না হয় তবে সে চন্দ্রবংশীয় ঘরানার মালায় চলে যাবে। যে জিতবে সে সূর্যবংশীয় ঘরানায় যাবে। সেখানেও নম্বরানুসারে আছে। শরীরও অবস্থা অনুসারে প্রাপ্ত হবে। দেখো, মাঝে কত ভীত পুরুষার্থ করে গেছেন সুতরাং তিনি স্কলারশিপও প্রাপ্ত করেছেন। মনিটর হয়ে গেছেন। ওনাকে সম্পূর্ণ জ্ঞানের কলস প্রদান করা হয়েছে, ওনাকে আমিও মাতা বলে থাকি কেননা আমিও সম্পূর্ণ তন মন ধন ওনার চরণে স্বাহা করেছি, লৌকিক সন্তানকে দিইনি, কেননা সে তো রক্ত সম্পর্কের। এখানে তো তোমরা আত্মিক সন্তান, তোমরা সবকিছু ত্যাগ করে এখানে এসেছ, সেইজন্য তোমাদের প্রতি আরও বেশি ভালোবাসা রয়েছে। আত্মিক ভালোবাসা সবচেয়ে শক্তিশালী। সন্ধ্যাসীরা তো ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যায়। এখানে সব দিয়ে স্বাহা করেছি। পরমাত্মা স্বয়ং প্র্যাকটিক্যাল অভিনয় করে দেখান।

তোমরা যে কোনো প্রশ্নের উত্তর এখানে পেতে পার। পরমাত্মা স্বয়ং এসে বলে থাকেন। তিনি হলেন জাদুকর, ওনার এই জাদুকরের ভূমিকা এখন চলছে। তোমরা বাবার অতি প্রিয় বাচ্চারা, বাবা কখনোই তোমাদের অখুশী করতে পারেন না। অখুশী হলে বাচ্চারাও ক্রোধ করতে শিখে যায়। এখানে সবার প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা থাকে। স্বর্গেও কত ভালোবাসা থাকে। ওখানে সবাই সত্যোপধান।

এখানে আসা ভিজিটার্স আসে, তাদেরও সেবা করা হয়। কারণ তাদের প্রতিও পীস আর হ্যাপিনেস বর্ষিত হয়। তারাও তো প্রিয় প্রজা হতে যাচ্ছে। মা বাবা বাচ্চারা সবাই তাদের সার্ভিসে লেগে পড়ে। যদিও দেবী-দেবতা হতে যাচ্ছে কিন্তু এখানে ঐ পদের অহঙ্কার থাকে না। সবাই ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট হয়ে সার্ভিস করতে হাজির হয়ে যায়। গডও ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট হয়ে নিজের প্রিয় সন্তান আর প্রজার সার্ভিস করে থাকেন। ওঁনার সন্তানদের প্রতিই খুশি থাকেন। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি নয়নের মণি, কল্পে-কল্পে হারিয়ে যাওয়া বাচ্চারা যারা পুনরায় এসে মিলিত হয়েছে, সেই বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে ভালোবাসা, স্মরণ আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) যেমন বাপদাদা কখনও বাচ্চাদের অখুশী করেন না, তেমনই বাচ্চারা তোমাদেরও কাউকে অখুশী করা উচিত নয়, নিজেদের মধ্যে আন্তরিক ভালোবাসার সাথে থাকতে হবে। কখনও ক্রোধ করা উচিত নয়।

২) পীস আর ব্লিসের বরদান নেওয়ার জন্য জ্যোতির কাছে সম্পূর্ণ রূপে সমর্পিত হও। পঠন-পাঠনের দ্বারা সুপ্রিম পীস আর হ্যাপিনেসের ঈশ্বরীয় অধিকার নিতে হবে।

- *বরদান:-* সংগঠনে সহযোগ শক্তির দ্বারা বিজয়ী হতে সমর্থ সকলের শুভচিন্তক ভব
যদি সংগঠনে প্রত্যেকে একে অপরের সহযোগী, শুভচিন্তক হয়ে থাকে তবে সহযোগিতার শক্তিতে
পরিবেষ্টিত হয়ে অনেক অসাধ্য সাধন করা যায়। নিজেদের মধ্যে একে অপরের সহযোগী শুভচিন্তক হয়ে
থাকলে মায়ার সাহস হবে না এই পরিবেষ্টিত পরিবেশের ভিতরে প্রবেশ করার । কিন্তু সংগঠনে
সহযোগিতার শক্তি তখনই আসবে যখন এই দূত সঞ্চল্ল করবে, যত সহ্য করতে হয় করবো, কিন্তু সম্মুখীন
হয়েই দেখাবো, বিজয়ী হয়ে দেখাবো ।
- *স্লোগান:-* কোনও ইচ্ছাই, আচ্ছা অর্থাৎ ভালো হতে দেবে না, সেইজন্যই ইচ্ছা মাত্র অবিদ্যা হয়ে ওঠে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাম্বারা - যোগবলের দ্বারা বিকার রূপী রাবণের উপরে বিজয় প্রাপ্ত করে সত্যিকারের দশহরা পালন করো"

*প্রশ্নঃ - রামায়ণ এবং মহাভারতের মধ্যে কি কানেকশন রয়েছে ? দশহরা কোন্ বিষয়কে সূচিত করে ?

*উত্তরঃ - দশহরা হওয়া অর্থাৎ রাবণের বিনাশ হওয়া এবং সীতাদের মুক্তিলাভ। কিন্তু দশহরা পালন করলে রাবণের থেকে মুক্তিলাভ তো হয় না। যখন মহাভারত সংঘটিত হয় তখন সমস্ত সীতাদের মুক্তি হয়। মহাভারতের যুদ্ধের দ্বারা রাবণরাজ্য বিনাশ হয়। সুতরাং রামায়ণ, মহাভারত এবং গীতার মধ্যে গভীর কানেকশন রয়েছে।

*গীতঃ- ম্যাহেফিল মে জ্বল উঠি শমা.... (আসরে জ্বলে উঠলো দীপশিখা)

ওম শান্তি। বাবা বলেন, তোমরা হলে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়, তোমাদেরকে এখন দেবতা সম্প্রদায় বলা যাবে না। তোমরা এখন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়, এরপরে দেবতা সম্প্রদায় হবে। এই যে রামায়ণ রয়েছে, আজ (দশহরার দিন) যেন তাদের রামায়ণ শেষ হতে চলেছে, কিন্তু শেষ হয় না। যদি রাবণ মরে যায় তাহলে রামায়ণের কাহিনী শেষ হওয়া উচিত কিন্তু শেষ হয় না। মহাভারতের মাধ্যমে মুক্তি হয়। এখন এটাও বোঝার বিষয়, রামায়ণ কি এবং মহাভারত কি ? দুনিয়া তো এই বিষয়গুলো জানে না। রামায়ণ এবং মহাভারত, উভয়ের মধ্যে কানেকশন রয়েছে। মহাভারতের যুদ্ধের দ্বারা রাবণ রাজ্যের সমাপ্তি হয়। তারপর, এই দশহরা ইত্যাদি উদযাপন করার প্রয়োজন হবে না। গীতা এবং মহাভারতও রাবণ রাজ্যের বিনাশ করে। এখন তো টাইম আছে, প্রস্তুতিও হচ্ছে - সেগুলি হলো হিংসাত্মক, তোমাদের হলো অহিংস। গীতা হলো তোমাদের, তোমরা গীতার জ্ঞান শোনো। এর মাধ্যমে কি হবে ? রাবণরাজ্য বিনাশ হবে। যদিও তারা রাবণকে হত্যা করে, কিন্তু রামরাজ্য তো হয় না। রামায়ণ এবং মহাভারত তো আছে, তাই না ! মহাভারত আছে রাবণকে ধ্বংস করার জন্য। এটা খুব গভীরভাবে বোঝার বিষয়, এতে বিশাল বুদ্ধির প্রয়োজন। বাবা বোঝান, মহাভারতের যুদ্ধের দ্বারা রাবণরাজ্য বিনাশ হয়। এমন নয় যে, কেবল রাবণকে হত্যা করলে রাবণরাজ্য ধ্বংস হয়ে যায় ! এর জন্য তো সঙ্গমযুগের প্রয়োজন, এখন হলো সঙ্গমযুগ। এখন তোমরা প্রস্তুতি করছো, রাবণের উপরে বিজয় প্রাপ্তির জন্য। এতে জ্ঞানের অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োজন, শারীরিক অস্ত্র নয়। যেমন রাবণ এবং রামের যুদ্ধ হয়েছে দেখিয়েছে, 'এসব শাস্ত্র হলো ভক্তিমার্গের। এখন তোমরা রাবণ রাজ্যের উপরে বিজয় প্রাপ্ত করো যোগবলের দ্বারা। এটা হলো গুপ্ত বিষয়। ৫ বিকার রূপী রাবণের উপরে তোমাদের বিজয় হয়। কিসের মাধ্যমে ? গীতার মাধ্যমে। বাবা তোমাদেরকে গীতা শোনাচ্ছেন। এটা তো ভাগবৎ নয়। ভাগবতে কৃষ্ণের চরিত্র দেখানো হয়েছে। কৃষ্ণের চরিত্র কিছু তো নেই। তোমরা জানো যে, যখন বিনাশ হবে, মহাভারতের যুদ্ধ সংঘটিত হবে, এর দ্বারাই রাবণরাজ্য বিনাশ হয়ে যাবে। সিঁড়ির চিত্রেও দেখানো হয়েছে। যখন রাবণের রাজ্য শুরু হয়েছে, তখন থেকে ভক্তিমার্গ শুরু হয়েছে। এটা কেবল তোমরাই জানো। গীতার কানেকশন আছে মহাভারতের যুদ্ধের সঙ্গে। তোমরা গীতা শুনে রাজস্ব প্রাপ্ত করো এবং যুদ্ধ সংঘটিত হয় পৃথিবীর সাফাইয়ের জন্য। এছাড়া ভাগবতে চরিত্র ইত্যাদি সব বানানো। শিব পুরাণে কিছুই নেই, নাহলে গীতার নাম হওয়া উচিত শিব পুরাণ। শিববাবা বসে জ্ঞান দেন - সবথেকে শ্রেষ্ঠ হলো গীতা। গীতা সব শাস্ত্রের থেকে ছোটো, অন্য সকল শাস্ত্র বেশ বড় বানিয়েছে। মানুষের জীবন কাহিনীও অনেক বড়-বড় বানিয়েছে। নেহেরুর শরীর ত্যাগের পর, তাঁর জীবন কাহিনীর কত বড় ভলিউম বানিয়েছে। গীতা হল শিব বাবার, তাঁর ভলিউম তবে তো অনেক বড় বানানো উচিত। কিন্তু গীতা কতো ছোটো, কারণ বাবা কেবল একটাই কথা বলেন - আমাকে স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে এবং চক্রকে বোঝো। এইজন্যই গীতা ছোটো বানিয়েছে। এই জ্ঞান হলো শেখার জন্য। তোমরা জানো যে, লোকেরা গীতার লকেট তৈরি করে, তাতে খুব ছোটো অক্ষরে লেখা থাকে। এখন বাবাও তোমাদের গলায় লকেট পরাচ্ছেন - ত্রিমূর্তির এবং রাজত্বের। বাবা বলেন গীতা হলো দুটি শব্দ - অঙ্ক এবং বে। এটা হলো মনমনাভব'র গুপ্ত মন্ত্রের লকেট, আমাকে স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে। তোমাদের কাজ হলো যোগবলের দ্বারা বিজয় প্রাপ্ত করা, তারপর তোমাদের জন্য সাফাইও প্রয়োজন। বাবা বোঝান যে, তোমাদের যোগবলের দ্বারাই রাবণ রাজ্যের বিনাশ হবে। রাবণরাজ্য কখন শুরু হয়েছে, এটাও কেউ জানে না। এই জ্ঞান খুবই সহজ। সেকেন্ডের বিষয়, তাই না ! ৮৪ জন্মের সিঁড়ির চিত্রে এতগুলো জন্ম নিয়েছে, কত সহজ ! বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, জ্ঞান শোনানোর জন্যই আসেন। তোমরা সমস্ত মুরলীর কাগজ যদি একসাথে করো তাহলে অনেক হয়ে যাবে। বাবা ডিটেলে বোঝান। তিনি সংক্ষেপে বলেন - অঙ্ককে (বাবা) স্মরণ করো, এছাড়া বাকি সময় কিসে খরচ করো ? তোমাদের মাথার উপরে পাপের অনেক বোঝা রয়েছে, স্মরণের দ্বারাই নামবে, এতে পরিশ্রম লাগে। ক্ষণে ক্ষণে তোমরা

ভুলে যাও। তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে থাকো, তাহলে কখনো বাধা-বিঘ্ন আসবে না। দেহ-অভিমानी হলে বাধা-বিঘ্ন আসে। দেহী-অভিমानी হও অন্তিম। তারপর অর্ধেক কল্প কোনো বাধা-বিঘ্ন থাকবে না। এটা কত গভীর বোঝার বিষয়। শুরু থেকে বাবা কত কিছু শুনিয়েছেন, তা সত্বেও তিনি বলেন কেবল অল্ফ (বাবা) এবং বে (বাদশাহী) - কে স্মরণ করো। ব্যস্। বৃষ্ণেরই বিস্তার হয়। বীজ তো অনেক ছোটো হয়, গাছ বের হয় বিশাল। আজ তো দশহরা। এখন বাবা বোঝাচ্ছেন - রামায়ণের মহাভারতের সঙ্গে কি সম্পর্ক রয়েছে? রামায়ণ তো ভক্তিমার্গের। অর্ধেক কল্প ধরে চলে আসছে, অর্থাৎ এখন রাবণরাজ্য চলছে। তারপর যখন মহাভারতের যুদ্ধ আসবে তখন রাবণরাজ্য বিনাশ হয়ে রামরাজ্য শুরু হবে। রামায়ণ এবং মহাভারতের মধ্যে কি পার্থক্য রয়েছে? রামরাজ্যের স্থাপন এবং রাবণরাজ্যের বিনাশ হবে। গীতা শুনে তোমরা বিশ্বের মালিক হওয়ার যোগ্য হয়ে ওঠো। গীতা এবং মহাভারতও এই সময়ের জন্য, রাবণরাজ্য বিনাশ হওয়ার জন্য। এছাড়া তারা যে যুদ্ধ দেখিয়েছে সে'সব ভুল। এই যুদ্ধ হলো ৫ বিকারের উপরে বিজয় প্রাপ্তির জন্য। বাবা তোমাদের গীতার দুটি শব্দ শোনাচ্ছেন - মনমনাভব-মধ্যাজীভব। গীতার শুরুতে এবং শেষে এই দুটি শব্দ দেখা যায়। বাচ্চারা বোঝে যে - এখন সত্যিকারের গীতার এপিসোড চলছে। কিন্তু কাউকে বললে তো বলবে কৃষ্ণ কোথায়? বাবার বোঝানো এবং ভক্তিমার্গের শাস্ত্রের মধ্যে কত পার্থক্য রয়েছে! এটা কেউ জানে না যে - এই রামায়ণ কি? মহাভারত কি? মহাভারতের যুদ্ধের পরেই স্বর্গের দরজা খুলে যায়। কিন্তু মানুষ এটা বুঝবে না, এইজন্য তোমরা বাবা'রই পরিচয় দাও। বাবা বলেন মামেকম্ স্মরণ করো, এ'কথা বাবা সমগ্র দুনিয়ার জন্য বলেন। কেবল গীতাকেই ভুলভাবে প্রচার করেছে। সমস্ত ভাষায় গীতার প্রচার আছে। তোমাদের রাজ্যে কেবল একটাই ভাষা হবে। ওখানে কোনো শাস্ত্র-পুস্তক ইত্যাদি থাকবে না। ওখানে ভক্তিমার্গের কোনো বিষয় থাকবে না। ভারতের সম্পর্ক রয়েছে রামায়ণ, মহাভারত এবং গীতার সঙ্গে। ভগবান তো বাচ্চাদের গীতা শোনান, যার মাধ্যমে তোমরা স্বর্গের মালিক হও। মহাভারতের যুদ্ধ অবশ্যই হবে, যাতে পতিত দুনিয়া বিনাশ হয়ে যায়। গীতার মাধ্যমে তোমরা পবিত্র হও। পতিত-পাবন ভগবান অন্তিমের আসেন। তিনি বলেন কাম হলো মহাশত্রু, এর উপরে বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে। কাম বিকারের দ্বারা কখনও পরাজিত হবে না, এর দ্বারা অনেক লোকসান হয়। বিকারের কারণে অনেক বড়-বড় নামকরা ব্যক্তি, মিনিস্টার ইত্যাদিও নিজেদের নাম বদনাম করে ফেলে। কাম বিকারের কারণে অনেকে খারাপ হয়ে যায়। এইজন্য বাবা বোঝান - বাবার কাছে অনেক তরুণ বাচ্চারাও আসে, এইরকম অনেকে আছে যারা ব্রহ্মচর্য পালন করে, সারাজীবন বিয়ে করে না। এইরকম অনেক ফিমেলসও আছে। সল্ল্যাসীরা কখনো বিকারে লিপ্ত হয় না, কিন্তু এর মাধ্যমে কোনো প্রাপ্তি হয় না। এখানে তো বিষয় হলো পবিত্র হয়ে জন্ম-জন্মান্তরের জন্য স্বর্গের মালিক হওয়া। জন্ম-জন্মান্তরের পাপের বোঝা মাথার উপরে রয়েছে। যখন এই পাপের বোঝা কেটে যাবে তখন স্বর্গে যেতে পারবে। এখানে মানুষ পাপ করতে থাকে। সম্ভবত, এক জন্ম কেউ সল্ল্যাসী হয়, কিন্তু বিকারের দ্বারাই তো জন্ম নেয়। রাবণরাজ্যে বিকার ছাড়া জন্ম হয় না। কেউ কেউ জিজ্ঞেস করে, ওখানে জন্ম কিভাবে হবে? যোগবল কাকে বলে? এ'সব জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই। ওখানে হলোই সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া। রাবণ রাজ্যই থাকে না, তাই প্রশ্ন উঠতে পারে না। সবকিছু সাক্ষাৎকার হবে। যখন কেউ বৃদ্ধ হয়ে যায় তখন সাক্ষাৎকার হয় কিভাবে শিশু হয়ে জন্মগ্রহণ করবে, মাতৃগর্ভে প্রবেশ করবে। এটা জানে না যে সে অমুক ঘরে যাবে। কেবল এটা জানে যে, আবার ছোটো শিশু হয়ে জন্ম নিতে চলেছে। ময়ূর এবং ময়ূরীর উদাহরণ আছে - চক্ষু রসের দ্বারা গর্ভ ধারণ হয় (ময়ূরের চক্ষুরস দ্বারা)। পেঁপে গাছগুলিও একটা মেল এবং একটা ফিমেল পেঁপে গাছ লাগানো হয়, গাছ দুটি পাশাপাশি থাকলে ফল দেয়। এটাও ওয়াল্ডার! যখন জড় বস্তুতেও এইরকম হয় তাহলে চৈতন্য রূপে সত্যযুগে কি না হতে পারে! এই সমস্ত ডিটেল ভবিষ্যতে বুঝতে পেরে যাবে। মুখ্য বিষয় হলো তোমরা বাবাকে স্মরণ করে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে উত্তরাধিকার তো নিয়ে নাও। তারপর ওখানের রীতিনীতি যা হবে দেখতে পাবে। তোমরা যোগবলের দ্বারা বিশ্বের মালিক হও, তাহলে বাচ্চা কেন জন্ম হতে পারে না! অনেকে এইরকম প্রশ্ন করে, যখন কোনো প্রশ্নের সঠিক উত্তর পায় না তখন ভেঙে পড়ে। সামান্য বিষয়েও সংশয় এসে যায়। শাস্ত্রে এমন কোনো বিষয় নেই। শাস্ত্র হলো ভক্তিমার্গের। পরমপিতা পরমাত্মা এসে ব্রাহ্মণ ধর্ম, সূর্যবংশী এবং চন্দ্রবংশী ধর্মের স্থাপন করেন। ব্রাহ্মণরা হলো সঙ্গমযুগী। বাবাকে সঙ্গমযুগে আসতে হয়। আহ্বানও করে, হে পতিত-পাবন এসো। বিদেশের লোকেরা বলে, হে লিট্রের (মুক্তিদাতা), দুঃখ থেকে লিবারেট (মুক্ত) করো। দুঃখ কে দেয় - এটাও তারা জানে না। তোমরা জানো রাবণ রাজ্যের বিনাশ হতে চলেছে। বাবা তোমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন। যখন পড়াশোনা সম্পূর্ণ হয় তখন বিনাশ হয়, যার নাম মহাভারত রাখা হয়েছে। মহাভারতের মাধ্যমে রাবণরাজ্য বিনাশ হয়। দশহরায় কেবল রাবণ দহন হয়, ওটা হলো সীমিত জগতের (হদের) কথা। এ হলো অসীমের (বেহদের) কথা। এই সমগ্র দুনিয়া বিনাশ হয়ে যাবে। এত ছোটো-ছোটো বাচ্চারা কত বড় নলেজ প্রাপ্ত করছে! ওই পার্থিব নলেজ তেলের মতো, এই জ্ঞান হলো বিশুদ্ধ ঘি। রাত-দিনের পার্থক্য রয়েছে, তাই না! রাবণ রাজ্যে তোমাদের তেল খেতে হয়। আগে কত সস্তায় বিশুদ্ধ ঘি পাওয়া যেত, তারপর ব্যবহৃত হয়ে যাওয়ার কারণে তেল খেতে হয়। এই গ্যাস, বিদ্যুৎ ইত্যাদি আগে কিছুই ছিল না। গত কয়েক বছরে কত কিছু বদলে গেছে। এখন তোমরা জানো

সবকিছু বিনাশ হতে চলেছে। শিববাবা আমাদের লক্ষ্মী-নারায়ণের মতো হওয়ার জন্য পড়াচ্ছেন। এই নেশা তো এই বাবার অনেক রয়েছে। বাচ্চাদেরকে মায়া ভুলিয়ে দেয়। যখন বলো যে, আমরা বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিতে এসেছি তাহলে নেশা চড়ে না কেন ? সুইট হোম, সুইট রাজধানী ভুলে যাও। বাবা জানেন যারা যারা হাড় দিয়ে সার্ভিস করে তারাই মহান-রাজকুমার হবে। তোমাদের এই নেশা কেন থাকে না ? কারণ স্মরণে থাকো না, সার্ভিসে সম্পূর্ণ নিযুক্ত থাকো না। কখনো সার্ভিসের প্রতি প্রচুর উৎসাহ থাকে, কখনো অলস হয়ে যাও। এটা প্রত্যেকে নিজেকে জিজ্ঞাসা করো - এইরকম হয় কিনা ! কখনো কখনো ভুলও হয়ে যায়, এইজন্য বাবা বোঝাচ্ছেন। খুব মিষ্টি করে কথা বলতে হবে, সবাইকে খুশি করতে হবে। কারও যেন উত্তেজনা না আসে। বাবা তো ভালোবাসার সাগর। মানুষ এখন গো জবাই (বধ) বন্ধ করার জন্য কতো প্রচেষ্টা করছে। বাবা বলেন সবথেকে বড় বধ হলো কাম কাটারী চালানো, আগে এটা বন্ধ করো। এছাড়া সেসব তো বন্ধ হওয়ার নয়, যতই চেষ্টা করতে থাকুক। এই কাম কাটারী, উভয়ই চালানো উচিত নয়। কোথায় মানুষের কথা, আর কোথায় বাবার কথা ! যে কাম বিকারকে জয় করবে, সে-ই পবিত্র দুনিয়ার মালিক হবে।

আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবার সমান ভালোবাসার সাগর হতে হবে। কখনো উত্তেজনায় আসা উচিত নয়। খুব মিষ্টি করে কথা বলতে হবে। সবাইকে খুশি করতে হবে।

২) প্রতিটি হাড় দিয়ে সার্ভিস করতে হবে। নেশায় থাকতে হবে, এখন আমরা এই পুরানো শরীর ত্যাগ করে গিয়ে প্রিন্স-প্রিন্সেস হবো।

বরদানঃ:- সেবার প্রতি ভালোবাসার দ্বারা লৌকিকে অলৌকিক প্রবৃত্তিতে পরিবর্তনকারী নিরন্তর সেবাধারী ভব সেবাধারীর কর্তব্য হলো ক্রমাগত সেবায় নিয়োজিত থাকা - মনসা সেবা হোক অথবা বাচা বা কর্মণা সেবা হোক। সেবাধারী কখনো সেবাকে নিজের থেকে আলাদা মনে করে না। যাদের বুদ্ধিতে সর্বদা সেবার নেশা থাকে তাদের লৌকিক প্রবৃত্তি পরিবর্তন হয়ে ঐশ্বরীয় প্রবৃত্তি হয়ে যায়। সেবাধারী ঘরকে ঘর মনে করে না বরং, সেবাস্থান মনে করে চলে। সেবাধারীর মুখ্য গুণ হলো ত্যাগ। ত্যাগ মনোভাবকারী প্রবৃত্তিতে তপস্বীমূর্তি হয়ে থাকে, যার দ্বারা স্বাভাবিকভাবেই সেবা হয়।

স্লোগানঃ:- নিজের সংস্কারকে যদি দিব্য বানাতে চাও, তাহলে মন-বুদ্ধিকে বাবার কাছে সমর্পণ করে দাও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent

3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - কর্ম করাকালীন নিজেকে প্রেমিকা নিশ্চয় করে একমাত্র প্রিয়তমকে স্মরণ করো, স্মরণের দ্বারা-ই তোমরা পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ায় যাবে”

*প্রশ্নঃ - মহাভারতের যুদ্ধের সময়ে বাচ্চারা, বাবার কোন্ হুকুম (আজ্ঞা) আদেশ তোমাদের প্রাপ্ত হয়েছে ?

*উত্তরঃ - বাচ্চারা, বাবার হুকুম বা আদেশ হল - দেহী-অভিমানী হও। সবাইকে এই বার্তা দাও যে, এখন বাবা এবং রাজধানীকে (স্বর্গকে) স্মরণ করো। নিজের আচার আচরণ সংশোধন করো। অত্যন্ত মধুর হও। কাউকে দুঃখ দিও না। স্মরণে থাকার অভ্যাস হও এবং স্বদর্শন চক্রধারী হও। এগিয়ে চলার পুরুষার্থ করো।

ওম্ শান্তি। আত্মারূপী বাচ্চারা বসে আছে বাবার স্মরণে। এমন তো কোনো সংসঙ্গ নেই, যেখানে কেউ বসে বলবে যে সব সন্তানেরা বসে আছে পিতার স্মরণে। এ হল একমাত্র স্থান। বাচ্চারা জানে বাবা নির্দেশ (ডাইরেকশন) দিয়েছেন যে, যত দিন বাঁচবে তত দিন বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। এই কথা পারলৌকিক পিতা বলেন - হে বাচ্চারা। সব বাচ্চারাই শুনছে। বাচ্চারা শুধুমাত্র তোমাদের নয় বরং সবাইকে বলছেন। বাচ্চারা, বাবার স্মরণে থাকো তাহলে তোমাদের জন্ম-জন্মান্তরের যা পাপ আছে, যার কারণে আত্মায় মরিচা (দাগ) পড়েছে, সেসব দূর হয়ে যাবে আর তোমাদের আত্মা সতোপ্রধান হয়ে যাবে। তোমাদের আত্মা আসলে ছিলই সতোপ্রধান পরবর্তীকালে পার্ট প্লে করতে করতে তমোপ্রধান হয়ে গেছে। এই মহাবাক্য বাবা ব্যতীত কেউ বলতে পারবে না। লৌকিক পিতার দুই চার জন সন্তান থাকবে। তাদেরকে বলা হবে রাম-রাম বলা বা পতিত-পাবন সীতারাম বলা অথবা শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করো। এমন বলা হবে না হে বাচ্চারা, এখন আমি পিতা আমাকে স্মরণ করো। বাবা তো ঘরে আছেন। স্মরণের তো কথা নেই। অসীমের পিতা বলেন জীবের আত্মাদেরকে। আত্মারাই বাবার সামনে বসে আছে। আত্মাদের পিতা একবারই আসেন, ৫ হাজার বছর পরে আত্মাদের ও পরমাত্মার মিলন হয়। বাবা বলেন আমি কল্প কল্প এসে এই পার্ট পড়াই। হে বাচ্চারা, তোমরা আমাকে স্মরণ করে এসেছো - হে পতিত-পাবন এসো। আমি নিশ্চয়ই আসি। নাহলে স্মরণ করবে কতদিন! সীমা তো নিশ্চয়ই হবে তাইনা! মানুষ এই কথা জানেনা যে কলিযুগের সীমা কবে পূর্ণ হয়। এই কথাও বাবাকেই বলতে হয়। বাবা ব্যতীত তো কেউ বলবে না যে হে বাচ্চারা, আমাকে স্মরণ করো। মুখ্য কথা হল স্মরণের। রচনার চক্রকেও স্মরণ করা বড় কথা নয়। শুধু বাবাকে স্মরণ করতেই পরিশ্রম লাগে। বাবা বলেন - অর্ধকল্প হল ভক্তিমার্গ, অর্ধকল্প হল জ্ঞান মার্গ। জ্ঞানের প্রালঙ্ক, তোমরা অর্ধকল্প প্রাপ্ত কর তারপরে অর্ধকল্প ভক্তির প্রালঙ্ক। ওই হল সুখের প্রালঙ্ক, এই হল দুঃখের প্রালঙ্ক। দুঃখ আর সুখের এই খেলা পূর্ব নির্দিষ্ট আছে। নতুন দুনিয়ায় সুখ, পুরানো দুনিয়ায় আছে দুঃখ। মানুষ এইসব কথা জানেনা। বলেও থাকে আমাদের দুঃখ হরণ করো, সুখ প্রদান করো। অর্ধকল্প রাবণের রাজত্ব চলে। এই কথাও কেউ জানেনা যে এক বাবা ব্যতীত অন্য কেউ দুঃখ দূর করতে পারে না। শরীরের অসুখ ইত্যাদি ডাক্তার ঠিক করে, সেসব তো হল অল্পকালের জন্য। এ হল স্থায়ী, অর্ধকল্পের জন্য। নতুন দুনিয়াকে স্বর্গ বলা হয়। নিশ্চয়ই সেখানে সবাই সুখী হবে। তখন এত সংখ্যায় আত্মারা কোথায় থাকবে? এই কথা কারো বুদ্ধিতে আসে না। তোমরা জানো এই হল নতুন পড়াশোনা, যিনি পড়াচ্ছেন তিনিও নতুন। ভগবানুবাচ, আমি তোমাদের রাজার রাজা করি। এই কথাও সঠিক যে সত্যযুগে একটি ধর্ম থাকে তাহলে নিশ্চয়ই বাকি ধর্ম গুলি বিনাশ হয়ে যাবে। নতুন দুনিয়া ও পুরানো দুনিয়া কাকে বলা হয়, সত্য যুগে কে থাকে - এইকথাও এখন তোমরা জানো। সত্য যুগে এক আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের রাজ্য ছিল। গতকালের ই তো কথা। এই কাহিনী হল - ৫ হাজার বছরের। বাবা বলে দেন ৫ হাজার বছর পূর্বে ভারতে এই দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল। তারা ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে এখন পতিত হয়েছে তাই এখন আহবান করে যে এসে পবিত্র বানাও। নিরাকারী দুনিয়ায় তো সব পবিত্র আত্মারা থাকে। তারপরে নীচে এসে পার্ট প্লে করে তখন সতো রজো তমো তে আসে। সতোপ্রধানকে নির্বিকারী বলা হয়। তমোপ্রধান নিজেকে বিকারী বলে। তারা বোঝে দেবী-দেবতারা নির্বিকারী ছিল, আমরা বিকারী হয়েছি তাই বাবা বলেন - দেবতাদের যারা পূজারী আছে তাদের এই জ্ঞান সেকেন্ডে বুদ্ধিতে বসবে কারণ তারা হল দেবতা ধর্মের। এখন তোমরা জানো আমরা যারা পূজা ছিলাম, তারাই এখন পূজারী হয়েছি। যেমন খ্রীস্টানরা খ্রীষ্টের পূজা করে কারণ সেই ধর্মের। তোমরাও দেবতাদের পূজা কর অর্থাৎ সেই ধর্মের বলেই তাইনা। দেবতারা ছিল নির্বিকারী, তারা ই এখন বিকারী হয়েছে। বিকারের জন্য কত অত্যাচার হয়।

বাবা বলেন - আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে এবং তোমরা সদা সুখী হবে। এখানে হল সদা দুঃখী।

এখানে আছে অল্পকালের সুখ। সেখানে তো সবাই সুখী থাকবে। তবুও পদ মর্যাদায় তফাৎ আছে তাইনা। সুখের রাজধানী আছে, দুঃখেরও রাজধানী আছে। বাবা যখন আসেন তখন বিকারী রাজাদের রাজত্ব শেষ হয়ে যায় কারণ এখানকার প্রালঙ্ক পূর্ণ হয়েছে। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। বাবা বলেন যেমন আমি শান্তির সাগর, প্রেমের সাগর, তোমাদেরকেও অমন বানাই। এই মহিমা একমাত্র বাবার। কোনো মানুষের মহিমা নয়। তোমরা বাচ্চারা জানো বাবা হলেন পবিত্রতার সাগর। আমরা আত্মারাও যখন পরমধামে থাকি তখন আমরা হই পবিত্র। এই ঈশ্বরীয় নলেজ বাচ্চারা তোমাদের কাছেই আছে অন্য কেউ জানেনা। যেমন ঈশ্বর হলেন জ্ঞানের সাগর, তিনি স্বর্গের অধিকার প্রদান করেন। তাঁকে বাচ্চাদের নিজ সম অবশ্যই বানাতে হয়। প্রথমে তোমাদের কাছে বাবার পরিচয় ছিলনা। এখন তোমরা জানো পরমাত্মা যাঁর এ'তো মহিমা তিনি আমাদের এমন উচ্চ বানান, তাই নিজেদেরকে এমন উচ্চে পরিণত হওয়া উচিত। যেমন বলা হয় না - এনার দিব্যগুণ খুব ভালো, যেন দেবতা স্বরূপ....। কারো স্বভাব শান্ত হয়, সে কাউকে কটু কথা বলে না তখন তাকে ভালো মানুষ বলা হয়। কিন্তু সে বাবাকে বা সৃষ্টি চক্রের বিষয়ে জানেনা। বাচ্চারা, এখন বাবা এসে তোমাদেরকে অমরলোকের মালিক করেন। নতুন দুনিয়ার মালিক বাবা ব্যতীত কেউ করতে পারে না। এই হল পুরানো দুনিয়া, ওই হল নতুন দুনিয়া। সেখানে দেবী-দেবতাদের রাজধানী থাকে। কলিযুগে সেই রাজধানী নেই। অন্য রাজধানী গুলি আছে। এখন আবার অনেক রাজধানীর বিনাশ হয়ে একটি রাজধানী স্থাপন হবে। অবশ্যই যখন রাজধানী থাকে না তখন বাবা এসে স্থাপনা করেন। তাও বাবা ব্যতীত কেউ করতে পারে না। বাচ্চারা, বাবার প্রতি তোমাদের কতখানি ভালোবাসা থাকা উচিত। বাবা যা বলবেন তাই নিশ্চয়ই করবো। এক তো বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো আর সার্ভিস করো, অন্যদেরকে পথ বলে দাও। দেবী-দেবতা ধর্মের যারা থাকবে তারা প্রভাবিত হবে নিশ্চয়ই। আমরা মহিমা করেই থাকি একমাত্র বাবার। বাবার গুণ আছে তাই বাবা ই এসে আমাদের গুণবান বানান। বাবা বলেন বাচ্চারা, খুব মধুর হও। ভালোবাসা সহকারে সবাইকে বোঝাও। ভগবানুবাচ মামেকম স্মরণ করো তাহলে আমি তোমাদের স্বর্গের মালিক বানাবো। তোমাদেরকে এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে। পুরানো দুনিয়ার বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে আছে। পূর্বেও মহাভারী মহাভারতের যুদ্ধ হয়েছিল। ভগবান রাজ যোগের শিক্ষা প্রদান করেছিলেন। এখন অনেক ধর্ম আছে। সত্য যুগে একটি ধর্ম ছিল, যা এখন প্রায় লুপ্ত হয়েছে। এখন বাবা এসে অনেক ধর্মের বিনাশ করিয়ে, একটি ধর্মের স্থাপনা করেন। বাবা বোঝান আমি এই যন্তুর রচয়িতা, অমরপুরীতে যাওয়ার জন্য তোমাদেরকে অমরকথা শোনাই। অমর লোক যেতে হবে তাই মৃত্যুলোকের বিনাশ তো অবশ্যই হবে। বাবা হলেন নতুন দুনিয়ার রচয়িতা। সুতরাং বাবাকে নিশ্চয়ই এখানে আসতে হবে। এখন তো বিনাশ জ্বালা সম্মুখে উপস্থিত। তখন বুঝবে তোমরা ঠিকই বলা এই হল সেই মহাভারতের যুদ্ধ। এই যুদ্ধ খুব বিখ্যাত, অতএব এই সময় নিশ্চয়ই ভগবানও আছেন। ভগবান কীভাবে আসেন, এই কথা তো তোমরা বোঝাতে পারো। তোমরা সবাইকে বলা যে আমাদের তো ডাইরেক্ট ভগবান বোঝান। তিনি বলেন তোমরা আমাকে স্মরণ করো। সত্যযুগে তো সবাই হয় সতোপ্রধান, এখন তমোপ্রধান আছে। এখন পুনরায় সতোপ্রধান হও তবে মুক্তি-জীবনমুক্তিতে যাও।

বাবা বলেন - শুধুমাত্র আমার স্মরণের দ্বারাই তোমরা সতোপ্রধান হয়ে সতোপ্রধান দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে। আমরা হলাম আত্মিক পান্ডা, যাত্রা করি - মন্মনাভবের। বাবা এসে ব্রাহ্মণ ধর্ম, সূর্যবংশী চন্দ্রবংশী ধর্মের স্থাপনা করেন। বাবা বলেন - আমাকে স্মরণ না করলে জন্ম জন্মান্তরের পাপের বোঝা নামবে না। এই হল সবচেয়ে বড় চিন্তা। কর্ম করতে, ব্যবসা ইত্যাদি করতে করতে আমার প্রেমিকারা আমাকে তোমাদের প্রেমিককে স্মরণ করো। প্রত্যেককে নিজের সম্পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। বাবাকে স্মরণ করো। কোনোরকম পতিত কর্ম করবে না। ঘরে-ঘরে বাবার বার্তা দিতে থাকো ভারত স্বর্গ ছিল। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। এখন হয়েছে নরক। নরকের বিনাশের জন্য এই হল সেই মহাভারতের যুদ্ধ। এখন দেহী-অভিমানী হও। বাবার আদেশ হল - মানো বা না মানো। আমরা তো তোমাদের খবর দিতে এসেছি। বাবার আদেশ - সবাইকে খবর দাও। বাবাকে জিজ্ঞাসা করে - কি সার্ভিস করি, বাবা বলেন - সংবাদ প্রচার করতে থাকো। বাবাকে স্মরণ করো, রাজধানীকে স্মরণ করো। অন্তিম সময়ে যেমন মতই তেমনই গতি প্রাপ্ত হবে। মন্দিরে যাও, গীতা পাঠশালায় যাও। ভবিষ্যতে তোমাদের আরো অনেকের সঙ্গে দেখা হবে। দেবী দেবতা ধর্মের মানুষদের উপরে তুলতে হবে তোমাদের।

বাবা বোঝান খুব মধুর হও। আচার আচরণ খারাপ হলে পদ ব্রষ্ট হয়ে যাবে। কাউকে দুঃখ দেবে না, সময় খুব কম আছে। প্রিয়তম বাবাকে স্মরণ করো, যার দ্বারা স্বর্গের রাজত্ব প্রাপ্ত হয়। কারো মুরলী যদি না চলে তবে সিঁড়ির চিত্রের সামনে বসে এই চিন্তন করো - এমন এমন ভাবে আমরা জন্ম গ্রহণ করি, এমন করে চক্র আবর্তিত হয়.... তাহলে আপনা আপনি বাণী প্রথর হবে। যে কথা অন্তরে আসে, সেসব বাইরে নিশ্চয়ই বেরিয়ে আসবে। স্মরণ করলে আমরা পবিত্র হবো এবং নতুন

দুনিয়ায় রাজত্ব করবো। আমাদের এখন হল উত্তরণ কলা। তাই মনে খুশী থাকা উচিত। আমরা মুক্তিধাম গিয়ে তারপরে জীবনমুক্তিতে আসবো। খুব ভারী এই উপার্জন। ব্যবসা ইত্যাদি যা করছো করো - শুধুমাত্র বুদ্ধি দ্বারা স্মরণ করো। স্মরণে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া উচিত। স্ব দর্শন চক্রধারী হতে হবে। আচার আচরণ থারাপ থাকলে ধারণ হবে না। কাউকে বোঝাতে পারবে না। এগিয়ে যাওয়ার পুরুষার্থ করা উচিত। কখনো পেছোবে না। প্রদর্শনীতে সার্ভিস করলে অনেক খুশী অনুভব হবে। শুধু বলতে হবে বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো। দেহধারীদের স্মরণ করলে বিকর্ম সৃষ্টি হবে। স্বর্গের অধিকার আমি ই প্রদান করি। আমি সকলের পিতা। আমি ই এসে তোমাদের মুক্তি-জীবনমুক্তিতে নিয়ে যাই। প্রদর্শনী মেলায় সার্ভিস করার অনেক শখ থাকা উচিত। সার্ভিসে মনোযোগ দেওয়া উচিত। বাচ্চাদের আপনা থেকেই চিন্তন আসা উচিত। আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) এক বাবার সঙ্গে সম্পূর্ণ ভালোবাসা রাখবে। সবাইকে সত্য পথ বলে দিতে হবে। ব্যবসা ইত্যাদি করতে করতে নিজের পুরোপুরি খেয়াল রাখতে হবে। একের স্মরণে থাকতে হবে।

২) সার্ভিস করার প্রচুর শখ রাখতে হবে। নিজের আচার আচরণ ঠিক করতে হবে, স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে।

বরদান:- করন-করাবনহার (তিনিই করাচ্ছেন) এই স্মৃতির দ্বারা সহজযোগের অনুভবকারী সফলতা মূর্তি ভব যে কোনো কাজ করার সময়ে এই স্মৃতি যেন থাকে যে, এই কাজের নিমিত্ত বানিয়েছেন সেই ব্যাকবোনকে। ব্যাকবোন ব্যতীত কোনও কর্মে সফলতা প্রাপ্ত হতে পারে না, তাই কোনও কর্ম করাকালীন শুধুমাত্র এই সঙ্কল্প করো আমি নিমিত্ত, করাচ্ছেন স্বয়ং সর্ব সমর্থ বাবা। এই কথা স্মৃতিতে রেখে কর্ম করো তাহলে সহজ যোগের অনুভূতি হতে থাকবে। পরে এই সহজযোগ সহজ রাজত্ব করাবে। এখানকার সংস্কার সেখানে নিয়ে যাবে।

স্নোগান:- ইচ্ছে গুলি হল ছায়ার মতন, ইচ্ছে গুলিকে পিঠ দেখালে সেগুলিই তোমার পিছনে পিছনে আসবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent

4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের বুদ্ধিকে জ্ঞান মন্ডনে বিজি রাখো, তাহলে সব দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে, সদা খুশী বজায় থাকবে"

*প্রশ্ন:- যারা নিজেকে যজ্ঞের সার্ভেন্ট মনে করে তাদের লক্ষণ বলা ?

*উত্তর:- শিববাবা এই ব্রহ্মা মুখের দ্বারা যা কিছু বলবেন, তাকে তারা সাথে সাথে মেনে নেবে। তিনি যা বলবেন - তাকে মানা, একেই শ্রীমৎ বলা হয়। শ্রী শ্রী শিববাবার মতানুসারে চলেই তোমরা শ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠো। শ্রেষ্ঠ হওয়া অর্থাৎ বিজয় মালাতে আসা।

*গীত:- ওম নমঃ শিবায়..

ওম শান্তি । শালগ্রামদের প্রতি শিব ভগবানুবাচ। রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাবা বোঝাচ্ছেন । এখন তোমরা বাচ্চারা জেনে গেছো যে, আমাদেরকে এখানে আত্মা মনে করে বসতে হবে। সমগ্র দুনিয়াতে একজনও এমন মানুষ নেই যে নিজেকে আত্মা মনে করে । আত্মা কী, এটাই তো জানে না, তবে পরমাত্মাকে কীভাবে জানবে ? বাবার দ্বারাই তোমরা জানতে বুঝতে পারো যে মূল জিনিসটা কী ? মানুষ কিছুই না জানার কারণে কতো দুঃখী। তোমরা বাচ্চারা জানো এই ড্রামা বা সৃষ্টি রূপী বৃক্ষের আয়ু হল ৫ হাজার বছর। যেমন আমার বীজ হয়, সেটা যদি চেতন হত তাহলে বোঝাতে পারতো যে, আমি হলাম বীজ, আমার থেকে এই বৃক্ষটি কীভাবে বেরিয়েছে। কিন্তু সেটা হল জড়। চেতন্য বৃক্ষ হল একটিই। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই সমগ্র বৃক্ষের নলেজ তোমরা পেয়েছো, নন্দ্রর ক্রমান্বয়ে পুরুষার্থ অনুসারে তোমরা বুঝতে পারো। বাবা বলেন, আমি হলাম এই মনুষ্য সৃষ্টির বীজ, সৎ চিং আনন্দ স্বরূপ আমি। আমাকে জ্ঞানের সাগর বলা হয় । এ হল নিরাকারের মহিমা । তোমরা জানো যে, বাবার এই মহিমা হল সবার থেকে একেবারে পৃথক। মানুষ তো বাবার মহিমাকে একেবারেই জানে না। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ ইত্যাদি দেবতা হলেও তাদের মধ্যেও এই নলেজ নেই। এই ড্রামার জ্ঞান তোমরা পেয়েছো। তোমরা জানো যে এই সৃষ্টির চক্র কীভাবে আবর্তিত হয়, তারপর আমরা দেবতা হলে তখন আমাদের এই জ্ঞান আর থাকবে না। ওয়াল্ডার (আশ্চর্যের) না ? তোমরা এই ড্রামার অ্যাক্টর্স, তাই না ? রচয়িতা আর রচনার জ্ঞান তোমাদের আছে। না শূদ্র বর্ণের না দেবতা বর্ণের এই জ্ঞান থাকে। এমন নয় যে জ্ঞান পরম্পরা অনুসারে চলে। যেমন উৎসব অনুষ্ঠানের বিষয়ে বলে পরম্পরাগত ভাবে চলে আসছে। এখন তোমরা জানো যে সত্যযুগে কেউ উৎসব অনুষ্ঠান গুলির বিষয়ে জানেই না, তারা তো অবুঝ। সেখানে কিছুই স্মরণ থাকবে না। সেখানে তো রাজস্ব করে থাকে। তোমাদের প্রত্যেকের বুদ্ধির তালা খুলে গেছে। মুখ্য ক্রিয়েটর, ডায়রেক্টর, প্রিন্সিপাল কে তোমরা জানো। তোমাদের কতো ভালো ভালো নলেজ প্রাপ্ত হয়। এইসব নলেজকে যারা জানবে না তারা হল অবুঝ। তোমরাও অবুঝ ছিলে, এখন দেবতা হতে যাচ্ছে। এই নলেজ যার বুদ্ধিতে প্রবাহিত হতে থাকবে তার অপার খুশী হতে থাকবে। তোমরা ছাড়া আর কেউই এই নলেজকে বুঝতে পারবে না। গড ফাদারকেই ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি, নলেজফুল বলা হয়। নলেজ কীসের ? সকল বেদ, শাস্ত্র ইত্যাদির নলেজ তাঁর রয়েছে। শাস্ত্র গুলিতে রচয়িতা আর রচনার নলেজ নেই, সেই কারণেই তো মুনি ঋষিরা বলে এসেছে আমরা রচয়িতা আর রচনাকে জানি না। বোঝাতে পারেন সেই একজনই, আর কেউ জানবে কীকরে ? এই নলেজ তোমরা বাচ্চাদেরকে আর কেউই দিতে পারে না । তোমাদেরকে এই জ্ঞানের প্রদাতা হলেন বাবা। তিনি কত বড় নলেজফুল ! তোমরা কতো বড় পদ প্রাপ্ত করো। কতখানি খুশী হওয়ার কথা। আমরা হলাম বেহদ বাবার সন্তান । জ্ঞানের দ্বারা বুদ্ধি ভরপুর থাকা উচিত। এমন কোনো জিনিস নেই যে তোমরা জানো না। এখন তোমরা মাস্টার নলেজফুল হচ্ছে। যে আত্মা তমোপ্রধান হয়েছে, সে বাবাকে স্মরণ করতে করতে সতোপ্রধান হয়ে যাবে । নন্দ্রর অনুক্রমে আছে না ? কারো তমঃ থেকে রজঃ বুদ্ধি হবে, কারো রজঃ থেকে সতঃ হয়ে থাকবে। এখন সতোপ্রধান বুদ্ধি কারোরই নেই। সতোপ্রধান যখন হয়ে যাবে তখন তোমাদের কর্মজীবিত অবস্থা হয়ে যাবে। তখন তো নতুন দুনিয়া চাই - রাজস্ব করবার জন্য। এই যজ্ঞ যখন সম্পূর্ণ হয় তখন তাতে পুরানো দুনিয়ার আহুতি পড়তে থাকে। তখন ঈশ্বরীয় পড়াশোনাও সম্পূর্ণ হয়ে যাবে - নন্দ্রর ক্রমান্বয়ে পুরুষার্থ অনুসারে । যেমন স্কুলে স্টুডেন্ট মনে করে যে, আমরা এই পরীক্ষা পাশ করে এরপর ওই ক্লাসে ট্রান্সফার হয়ে যাব। তোমাদেরও যখন কর্মজীবিত অবস্থা হবে, তখন এই মৃত্যুলোকের থেকে ট্রান্সফার হয়ে অমরপুরীতে চলে যাবে। তোমরা এখন জানো - এখন এখান থেকে ট্রান্সফার হতে হবে। পবিত্র হয়ে অমরলোকে চলে যাবে। আসলে আমরা শান্তিধামের অধিবাসী ছিলাম, তারপর পার্ট প্লে করতে করতে অমরলোক থেকে মৃত্যুলোকে এসে পৌঁছেছি। অতএব এই সমগ্র নলেজ বুদ্ধিতে থাকার ফলে খুশীতে থাকবে। জ্ঞান ছাড়া আর কিছু বুদ্ধিতে আসবে না। এখন

আমরা পড়াশোনা করে নতুন দুনিয়ার মালিক হবো, এটাও বোঝানো উচিত। এখানে হলই পতিতরা। দেবতা তো কেউ নেই। মানব থেকে দেবতা কে বানাবে ? বাবাই বানাতে পারেন। এখন তোমরা বোঝাতে পারো যে, অবশ্যই স্বর্গ ছিল, যেখানে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। তার স্থাপনা কে করেছিল ? হেভেনলি গড ফাদার প্যারাডাইস স্থাপন করেছিলেন। যেখানে দেবী-দেবতারা রাজত্ব করবেন, আর অন্য কোনো ধর্ম থাকবে না। এ হল বিশাল বড় বেহদের নাটক। তোমরা তো চৈতন্য, তাই না ! তোমরা জানো যে, এই বৃক্ষের বীজ উপরে রয়েছে। বাবা ইম্প্যারিশবেল অবিনাশী। তোমরাও ইম্প্যারিশবেল। এখন সম্পূর্ণ বৃক্ষ জরাজীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে। এই সময় সব মানুষ কাঁটার মতো হয়ে গেছে। কাঁটার জঙ্গল যেমন হয়। সবাই একে অপরকে দুঃখ দিয়ে থাকে। বাবাই হলেন বাগানের মালিক। তাঁকে মাঝিও বলা হয়। তোমরাও বোট চালাতে শিখছো। সকলের তরী কীভাবে পার হবে, তোমাদেরকে বসে সেটা বোঝাচ্ছি। তরনী কোনো শরীর নয়। তরনী হল আত্মা ও শরীর এই দুই এর সমষ্টি। গানও রয়েছে আমার তরী পার করে দাও। এখন আত্মাও যেমন পতিত, শরীরও পতিত। এখন পার হবে কীভাবে আর যাবেই বা কোথায় ? এখন তোমরা মূল লোক, সূক্ষ্ম লোক... সত্যযুগকে নিয়ে কলিযুগ পর্যন্ত সব রহস্যকে জেনে গেছো। তাও তোমাদের বুদ্ধিতে এ'সব কেন থাকে না ? তোমরা ভুলে কেন যাও ? সর্বদা বুদ্ধিতে যদি এগুলো প্রবাহিত হতে থাকে, তাহলে তোমরা আনন্দে থাকবে। দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

তোমরা জানো যে, বাবা এসেছেন, আমাদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। যে নলেজ বাবার কাছে রয়েছে, তিনি তা আমাদেরকে দিচ্ছেন। এ' সব হল একেবারে নতুন কথা, যা বাবা ছাড়া আর কেউই বোঝাতে পারবে না। নিরাকার বাবা সাকারের দ্বারা শোনাচ্ছেন। তোমরাও এই শরীরের দ্বারা শুনছো। তো বাবা, বাচ্চারা তোমাদেরকে নিজ সব বানাচ্ছেন। যা বাবার মহিমা তা তোমাদেরও হওয়া উচিত। তফাৎ কিছুই নেই। কেবল বাবা বলেন - আমি জনম-মরণে আসি না, তোমরা জনম-মরণে আসো। তোমরা আমাকে বলে থাকো জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর... তাহলে নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে জ্ঞান প্রদান করি, প্রতি কল্পে প্রদান করি। তোমরা বুঝে গেছো ৮৪ র চক্র অতিক্রম করে এখন অস্তিম এসে পৌঁছেছি। এরপর বাবা আমাদেরকে এক নম্বরে (জন্মে) নিয়ে যান। এটাই তো হল নলেজ। নলেজ হল সোর্স অফ ইনকাম। যে যত পড়বে, তার তেমন ইনকাম হবে। এটা যেমন নলেজ তেমন সওদাগরিও। তোমরা নোংরা আবর্জনা দাও বাবাকে। যখন কেউ মারা যায় তখন সব কিছু ডোম-কে যেমন দিয়ে দেয়, এখানে তোমরা বেঁচে থাকতেই দিয়ে দাও। বাস্তবে এ'সব হল এখনকারই বিষয়। বাবা বলেন - তোমাদের কাছে যা কিছু আছে, মৃত্যুর পূর্বে দিয়ে দাও। তোমরা ট্রাস্টি হয়ে যাও। এখন তো তোমাদের কাছে যা কিছু রয়েছে, অস্তিম মুহূর্তে স্মরণে আসবে। কোনো বিত্তবান মানুষ জ্ঞান নিতে চাইবে না। তাদের এই সাহকারীও তো এই এক জন্মেরই, তাই না ! শরীর তো ত্যাগ হয়ে যাবে। জানতেও পারবে না যে, কর্ম অনুসারে কোথায় গিয়ে জন্ম নেবে। তোমরা তো জানো যে, আমরা এখন যতখানি পুরুষার্থ করবো, ততখানিই প্রালব্ধ পাবো। এই সময় সকলে শারীরিক সার্ভিস করছে। রুহানী সার্ভিসের বিষয়ে কেউ কিছুই জানে না। সুপ্রিম রুহ এসে তোমাদেরকে নলেজ বোঝান। তিনি হলেন সুখের সাগর, দুঃখ হরণকারী, সুখ প্রদানকারী। ওঁনার শিব জয়ন্তীও পালন করা হয়। কিন্তু বুদ্ধিতে আসে না। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে এই জ্ঞান আছে যে, বাবা আমাদেরকে ৫ হাজার বছর পর পর এসে বোঝাবেন। সত্যযুগে এই জ্ঞান থাকবে না, কলিযুগে তাহলে আবার কীভাবে আসবে। দুনিয়াতে এটা কেউই জানে না যে, লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির আমরা কেন বানাই। এরা কে ছিলেন, তাদেরকে এই রাজত্ব কে দিয়েছিলেন ! এ হল কর্মেরই ফল ! বাবা বসে এখন তোমাদেরকে কর্ম, অকর্ম, বিকর্মের গতি বোঝাচ্ছেন। ভগবানুবাচ আছে না ! গীতার থেকেই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হয়। সেখানে জন সংখ্যা খুব কম থাকে। তাহলে বাকি সবাই নিশ্চয়ই মুক্তি প্রাপ্ত হবে। মহাভারতের কাহিনীও লেখা হয়েছে, অনেক উপদ্রব সৃষ্টি হবে। ন্যাচারাল ক্যালামিটিস আসবে। পুরানো দুনিয়ার অবসান হবে। এইসব হল সেই বম্বস, মিসাইল, এটাই হল সেই বিনাশের সময় যখন ভগবান এসে রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ রচনা করেছিলেন, যার থেকে জ্বালা নির্গত হবে। ভগবান যজ্ঞ রচনা করেন সুখ-শান্তির জন্য, এই দুঃখ অশান্তির অবশ্যই বিনাশ হওয়া উচিত। এই ঈশ্বরীয় জ্ঞান যজ্ঞে সমগ্র সৃষ্টি স্বাধা হয়ে যাবে। এই সব কথা তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে।

আমরা হলাম ব্রাহ্মণ। এই শিব বাবার যজ্ঞে আমরা ব্রাহ্মণরা হলাম সার্ভেন্ট। আমরা হলাম সত্যিকারের মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ। বাচ্চারা তোমাদের বাবা মুখ থেকে যা যা উচ্চারণ করছেন সেটা মানা উচিত। শ্রীমতের উপরেই আমাদেরকে চলতে হবে। এটাও তোমরা জানো যে, শ্রী শ্রী শিববাবার মত অনুসারে আমরা শ্রেষ্ঠ হয়ে মালার দানা হবো। মালার দানা বলা হয় সিজরা অর্থাৎ বংশলতিকাকে। বংশলতিকা হয় তারপর সেটা বড় হতে থাকে। বাবা নিজে বংশলতিকা বানিয়েছেন। এটাও হল বংশলতিকা, উপরে হল নিরাকারী শিব বাবা, তারপরে হল আত্মারা। নিরাকারী বংশলতিকা তারপর সাকারী হয়। সবার প্রথম নম্বরে হল প্রজাপিতা, ওটা হল প্রাকৃতিক এটা হল রুহানী। রুহানী বাবা এসে প্রজাপিতা

ব্রহ্মার দ্বারা রচনা করেন। বলেও থাকে, পতিত দুনিয়াকে এসে পবিত্র বানাও। প্রলয় তো কখনো হয় না। ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি রিপোর্ট হয়। পুরানো দুনিয়া তখন নতুন দুনিয়া হয়ে যায়। এখন তোমরা পুরুষার্থ করছো নতুন দুনিয়ার জন্য। এই বেহদের নলেজ বাবাই এসে দেন। হৃদ অর্থাৎ জাগতিক সম্পদের উত্তরাধিকার পাওয়া সম্ভবেও অসীম জগতের পিতাকে স্মরণ করে। হে ভগবান! বলে থাকে না? যখন কারো মৃত্যু হয় বলে - গড ফাদারকে স্মরণ করো। তাহলে দু'জন পিতা এটাই প্রমাণিত হল তো? সব আত্মারা হল ব্রাদার্স। আত্মাই আহ্বান করে হে দুঃখ হতা সুখ কতা, হে লিবারেটর এসো, আমাদেরকে আমাদের নিকেতনে ফিরে যাওয়ার জন্য গাইড করো। গৃহের কথা আমাদের স্মরণে আছে, কিন্তু যেতে পারব না, কেননা মায়া পাখা ভেঙে দিয়েছে। কেউই ঘরে ফিরে যেতে পারব না। এখন তোমাদেরকে নিজেদের জ্যোতি নিজেই জাগাতে হবে। বাবাকে স্মরণ করতে থাকলে ঘৃণা পড়তে থাকবে। জ্যোতি একেবারে নিভে যেতে পারে না। কেউ মারা গেলে প্রদীপ জ্বলিয়ে রাখে। এই বিষয়ে সতর্ক থাকে যাতে এতে ঘৃণা যেন কমে না যায়, অন্ধকার যেন না হয়ে যায়। এখন তো তোমাদেরকে যোগ বলের দ্বারা ঘৃণা দিয়ে যেতে হবে, তাহলে তিমির অন্ধকার থেকে আলোকিত, দীপমালিকা হয়ে যায়। দীপমালা সত্যযুগে হবে। এখানে নয়। এইসব যে উৎসব পালন করা হয়, তার রহস্যও তোমরা বুঝেছো। তারা তো কিছুই বোঝে না। তবুও বোঝানো হয়ে থাকে যে, এই রাখী ইত্যাদি হল পবিত্রতাতে থাকার জন্য। মানুষকে জ্ঞানের ইঞ্জেকশন এমন যুক্তির সাথে লাগানো উচিত যাতে তারা ফিল করে যে, হ্যাঁ, আমরা তো সত্যিই ব্রষ্টাচারী। বাবাই আমাদেরকে শ্রেষ্ঠাচারী বানান। বাবা বলেন - মন্মানভব - তাহলে তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে। যুক্তির সাহায্যে তীর লাগানো উচিত, কথা বলবার মতো পাওয়ার থাকা চাই। এখন তোমরা সর্বশক্তিমান বাবার থেকে শক্তি পেয়ে মায়ার উপরে বিজয় প্রাপ্ত করে থাকো। তখন তোমাদের রাজ্য-ভাগ্য প্রাপ্ত হতে পারে। বাবা ছাড়া আর কেউই জয়ী করাতে পারে না। বাবা বলেন দেখো বাচ্চারা, তোমাদেরকে আমি কি থেকে কি বানিয়ে তুলি। এখন এইরকম বাবাকে অবশ্যই স্মরণ করা উচিত, তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে। বাবা বলেন - মামেকম স্মরণ করো, তাহলে অন্তিম কালে যেমন মতি তেমনই গতি হয়ে যাবে। যেমন চিন্তন করা হয় তেমনই হয়ে যায়। তাই বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করতে করতে তোমরাও সেইরূপ হয়ে যাবে। স্মরণের দ্বারা বিকর্মও বিনাশ হবে আর তারপর নিজ নিকেতনে ফিরে চলে যাবে। এই নলেজ হল সোর্স অফ ইনকাম। হেল্থ ওয়েল্থ থাকলে হ্যাপিও থাকে। সেখানে আয়ুও কতো দীর্ঘ হয়। যোগেশ্বর কৃষ্ণকে বলা হবে না, যোগেশ্বর হলে তোমরা। ঈশ্বর তোমাদেরকে যোগ শেখাচ্ছেন। এটা হল রাজযোগ। যোগযুক্ত হয়ে তোমরা রাজ্য ভাগ্য পেয়ে থাকো। ঈশ্বর তোমাদেরকে যোগ শিখিয়ে রাজত্বের বর্সা দেন। তোমাদেরকে রাজত্ব কে দিয়েছিল? বাবা দিয়েছিলেন। বাবা বলেন - অল্টকে স্মরণ করো, তাহলে পাপ কেটে যাবে। এটা তো খুবই সহজ। তোমাদের বুদ্ধিতে কতো জ্ঞান রয়েছে। ভগবানের সন্তান তোমরা হলে মাস্টার গড। বাবার কাছে কি বসে থাকলে হবে নাকি। আমাদেরকে তো পার্ট প্লে করতে হবে। এতে দেহী-অভিমাত্রী হতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবা যে জ্ঞান প্রদান করেন, তারই সর্বদা মন্বন করতে হবে। যুক্ত সহকারে কথা বলতে হবে। খুব ভালোবাসার সাথে বোঝাতে হবে।

২) নিজের কাছে যা কিছু আছে তাকে বেঁচে থাকতে থাকতেই বাবাকে দিয়ে ট্রাস্টি হয়ে একমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে হবে।

বরদানঃ:- নিজের সর্বশ্রেষ্ঠ পজিশনের নেশার দ্বারা অনেক আত্মাদের কল্যাণকারী অথরিটি স্বরূপ ভব আমরা হলাম অলমাইটি অথরিটির সন্তান - এটা হল সর্বশ্রেষ্ঠ পজিশন। এই পজিশনের নেশাতে থাকো, তাহলে মায়ার অধীনতা সমাপ্ত হয়ে যাবে। এই অথরিটির স্বরূপ হয়ে উঠলে যে কোনো আত্মার কল্যাণ করতে পারবে। যারা সর্বদা এই নেশাতে থাকে, তারা সদা কালের রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত করে থাকে। এই অথরিটি যদি সদা বজায় রাখো তবে বিশ্ব তোমাদের সামনে নত মস্তক হবে। তোমরা কারো সামনে নত হবে না।

স্লোগানঃ:- করাবনহার বাবার স্মৃতির দ্বারা আমিস্ব ভাবকে সমাপ্ত করো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"তিন সম্বন্ধের দ্বারা সহজ আর শ্রেষ্ঠ ভাবে পালিত হওয়া"

আজ বিশ্ব-স্নেহী বাপদাদা চারিদিকের বাবা-স্নেহী বিশেষ বাচ্চাদের দেখছেন। বাবার স্নেহ আর বাচ্চাদের স্নেহ দুইই পরস্পরের থেকে বেশিই আছে। স্নেহ মনকে আর তনকে অলৌকিক পাখা লাগিয়ে কাছাকাছি নিয়ে আসে। স্নেহ এমন রুহানী আকর্ষণ যা বাচ্চাদের বাবার দিকে আকর্ষণ করে মিলন উদযাপনের নিমিত্ত হয়। মিলন মেলা হয় হৃদয় দ্বারা, অথবা সাকার শরীর দ্বারা - এই দুই অনুভব স্নেহের আকর্ষণেই হয়। রুহানী পরমাত্ম-স্নেহই তোমরা সব ব্রাহ্মণকে দিব্য জন্ম দিয়েছে। আজ এই মুহূর্তে রুহানী স্নেহের সার্চ লাইট দ্বারা চারিদিকের ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের স্নেহময়ী মূর্তি দেখছেন। চারিদিকের অনেক বাচ্চার হৃদয়ের স্নেহের গীত, হৃদয়-মিত বাপদাদা শুনছেন। বাপদাদা সব স্নেহী বাচ্চাদের, হতে পারে তারা কাছে আছে, অথবা দূরে থাকলেও হৃদয়ের কাছে আছে, স্নেহের রিটার্নে বাবা বরদান দিচ্ছেন - "সদা ভাগ্যবান ভব ! সদা মন-মোহক ভব। সদা খুশীর আহার দ্বারা নিরোগী ভব ! সদা খুশির ভাণ্ডারে সম্পন্ন ভব।"

রুহানী স্নেহ দিব্য জন্ম দিয়েছে, এখন বরদাতা বাপদাদার দ্বারা দিব্য লালন পালন হচ্ছে। সবারই পালন এক দ্বারা, একই সময়, একরকম লাভ হচ্ছে। কিন্তু প্রাপ্ত প্রতিপালনের ধারণা নম্বরানুক্রমিক বানিয়ে দেয়। কার্যতঃ, বিশেষ তিন সম্বন্ধের পালিত হওয়া অতিশয় শ্রেষ্ঠও আর সহজও। বাপদাদার থেকে তোমরা তোমাদের উত্তরাধিকার লাভ করো, তারপরে উত্তরাধিকারের স্মৃতি দ্বারা তোমাদের লালনপালন হয় - এতে কঠিন কিছু নেই। কিন্তু ধারণার দুর্বলতা হেতু কিছু কিছু বাচ্চার সময় সময়ে সহজকে কঠিন বানানোর অভ্যাস হয়ে গেছে। পরিশ্রম করার সংস্কার সহজে কিছু অনুভব করার ক্ষেত্রে শক্তিহীন করে দেয় আর শক্তিহীন হওয়ার কারণে, দুর্বল ধারণা হেতু পরবশ হয়ে যায়। এমন পরবশ বাচ্চাদের জীবনের কার্য-কলাপ দেখে তাদের প্রতি বাপদাদার করুণার উদ্বেক হয়, কারণ বাবার রুহানী স্নেহের লক্ষণ এটাই - যে কোনও বাচ্চার দুর্বলতা বা ত্রুটি বাবা দেখতে পারেন না। তোমাদের নিজ পরিবারের খামতি তোমাদের নিজেদের অক্ষমতা, সেইজন্য বাবা বিমুখ হন না, বরং তাঁর করুণা হয়। বাপদাদা কখনো কখনো বাচ্চাদের আদি থেকে এখন পর্যন্ত জন্মপত্রিকা দেখেন। কিছু কিছু বাচ্চার জন্মপত্রিকায় করুণা ব্যতীত অন্য কিছু নেই আর কিছু কিছু বাচ্চার জন্মপত্রিকা আশ্বস্ত করে। আদি থেকে এখন পর্যন্ত জন্মপত্রিকা চেক করো। নিজেকে নিজে দেখে জানতে পার, তিন সম্বন্ধের পালনের ধারণা সহজ আর শ্রেষ্ঠ কিনা। কারণ সহজ জীবনে চলা দূরকন্মের হয় - এক হয় বরদান দ্বারা সহজ জীবন আরেক হয় লাগামছাড়া, ডোন্ট কেয়ার ভাবে সহজে জীবন অতিবাহিত করা। বরদান দ্বারা বা অধ্যাত্ম পালনে যে আত্মারা সহজ জীবনে চলে তারা কেয়ারফুল হবে, ডোন্টকেয়ার হবে না। কারণ অ্যাটেনশনের টেনশন হয় না। এমন কেয়ারফুল আত্মাদের সময়, সাধন আর সার্কমস্ট্যান্স অনুযায়ী ব্রাহ্মণ পরিবারের সাথে বাবার বিশেষ সহায়তা সহযোগ দেয়, সেইজন্য সব সহজ অনুভব হয়। সুতরাং চেক করো - এই সব বিষয় আমার সহযোগী ? এই সব বিষয়ের সহযোগী সহযোগী বানিয়ে দেয়। নয়তো কখনো তুচ্ছ সার্কমস্ট্যান্স, সাধন, সময়, সাথী যদিও বা সব পিঁপড়ের মতো, কিন্তু ছোট পিঁপড়ে মহারথীকেও মূর্ছিত করে দেয়। মূর্ছিত অর্থাৎ বরদান-প্রাপ্ত সহজ পালনের শ্রেষ্ঠ স্থিতি থেকে নীচে ফেলে দেয়। শক্তিহীন হওয়া আর পরিশ্রম করে যাওয়া - এই দুইই মূর্ছিত হওয়ার লক্ষণ। সুতরাং এই বিধিতে নিজের জন্মপত্রিকা চেক করো। বুঝে কী করতে হবে ? আচ্ছা ! i

সদা তিন সম্বন্ধের পরিপালনে যারা প্রতিপালিত হয়, সদা সন্তুষ্টমণি হয়ে সন্তুষ্ট থাকে এবং সন্তুষ্টতার ঝলকানি ছড়িয়ে দেয়, সদা ফাস্ট পুরুষার্থী হয়ে নিজেকে ফাস্ট জন্মে ফাস্ট অধিকার প্রাপ্ত করায়, এমন ভাগ্যবান বাচ্চাদের বরদাতা বাবার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

পাটিদের সাথে সাক্ষাৎ - দূর-দূর থেকে সবাই এসেছে। সবচেয়ে দূর থেকে তো বাপদাদা আসেন। তোমার বলবে - এখানে আসতে তোমাদের পরিশ্রম লাগে। অসীম দুনিয়ায় থেকে সীমিত পরিসরে প্রবেশ হওয়া, বাপদাদার জন্য তো এটাও অভিনব ব্যাপার হয়ে যায়, তবুও তাঁকে লোন নিতেই হয়। তোমরা সবাই টিকিট নাও আর বাবা লোন নেন। সবার বরদান লাভ করেছে ? যদিও তোমরা ৭ - ৮ দিক থেকে এসেছ, কিন্তু প্রত্যেক জোনের কোনো না কোনো প্রতিনিধি এখানে উপস্থিত আছেই, বিদেশ থেকেও আছে, এদেশ থেকেও আছে। তাহলে এই গ্রুপ তো ইন্টারন্যাশনাল হয়ে গেল, তাই না ?

তামিলনাড়ু গ্রুপ :- সবচাইতে বড় গ্রুপ তামিলনাড়ু। তামিলনাড়ুর বিশেষত্ব কি ? তারা স্নেহের ভাইব্রেশন ক্যাচ করে। বাবার জন্য তাদের স্নেহ অবিনাশী লিষ্ট হয়ে যায়। তোমাদের কোনটা পছন্দ সিঁড়ি নাকি লিষ্ট ? সিঁড়ির প্রয়োজন পরিশ্রম, লিষ্ট সহজ। সুতরাং স্নেহের ব্যাপারে কখনো অসতর্ক হয়োনা, নয়তো লিষ্ট জাম হয়ে যাবে, কারণ যদি লাইট বন্ধ হয়ে যায় তাহলে তোমরা তো অনুমান করতেই পার লিষ্টের কী অবস্থা হবে ? লাইট বন্ধ হয়ে গেলে বা কানেকশন কেটে গেলে, সুখের যে অনুভূতি হওয়া উচিত তা হয় না। সুতরাং স্নেহে অসতর্কতা থাকলে বাবার থেকে কারেন্ট প্রাপ্ত হবে না, তখন লিষ্ট কাজ করবে না। স্নেহ ভালো, নিরন্তর ভালো করতে থাক। সুতরাং এই লিষ্টের গিষ্ট সাথে নিয়ে যেও।

মহীশূর :- মহীশূরের বিশেষত্ব কী ? মহীশূর নিবাসী বাচ্চাদের বাপদাদা গিষ্ট দিচ্ছেন - "সঙ্গমযুগের সুন্দর মৌসুমী ফল"। সঙ্গমযুগের ফল কী ? ঋতুতে যে ফল হয় তা' মিষ্টি হয়। যা মৌসুমী ফল নয় তা' যতই সুন্দর হোক, কিন্তু ভালো হয় না। সুতরাং মহীশূর নিবাসী বাচ্চাদের সঙ্গমযুগের মৌসুমী ফল হলো "প্রত্যক্ষফল"। এই মুহূর্তে শ্রেষ্ঠ কর্ম কর আর পর মুহূর্তে প্রত্যক্ষফল লাভ হয়, সেইজন্য সদা নিজেদের এই নেশার স্মৃতিতে রাখ - আমরা সঙ্গমযুগের আবহের প্রত্যক্ষফল খাই আর তা' প্রাপ্ত করে থাকি। যেমনই হোক, তোমরা ভালোই বৃদ্ধি করছ। তামিলনাড়ুতেও খুব ভালো বৃদ্ধি হচ্ছে।

ইস্টার্ন জোন গ্রুপ :- ইস্ট থেকে কী বের হয় ? সূর্য উদিত হয়, তাই না ! তাইতো, ইস্টার্ন জোনের তাদেরকে বাপদাদা এক বিশেষ পুষ্প দিচ্ছেন। তা' হলো তোমাদের বিশেষত্বের আধারে - "সূর্যমুখী" যা সদাই সূর্যের সকাশে প্রস্ফুটিত থাকে। সূর্যের দিকে মুখ থাকে, সেইজন্য সূর্যমুখী বলা হয়ে থাকে, আর তাদের রূপও যদি দেখ তো দেখবে সূর্যের কিরণ যেমন হয়, সেরকম চারিদিকে তার পাতা সূর্যকিরণ সম বৃত্তাকার (সার্কেল) হয়। সুতরাং সদা জ্ঞান-সূর্য বাপদাদার সমুখে যে থাকে, সে কখনো জ্ঞান-সূর্য থেকে দূরে হবে না। সদা সমীপ এবং সদা সামনে। একে বলে, সূর্যমুখী ফুল। অতএব, এমন সূর্যমুখী পুষ্পের সমান সদা জ্ঞান-সূর্যের প্রকাশ দ্বারা নিজেও জ্বলজ্বল করে আর অন্যদেরও বলমলে করে তোলে - এই বিশেষত্ব ইস্টার্ন জোনের। সেই হিসেবে দেখ জ্ঞান-সূর্য ইস্টার্ন জোন থেকে প্রকাশিত হয়েছেন। যতই হোক, প্রতিষ্ট তো হয়েছেন, তাই না ! সুতরাং যারা ইস্টার্ন জোনের তারা সবাইকে তাদের নিজের রাজ্য, দিনে নিয়ে যায়, আলোতে নিয়ে যায়।

বেনারস গ্রুপ :- বেনারসের বিশেষত্ব কী ? তোমরা সবাইকে অধ্যাত্ম রসে পরিপূর্ণ করো। তোমরা বিনা রসের নও, রস নেই তাও নও। বরং তোমরা সবার মধ্যে অধ্যাত্ম রস ভরে, সবাইকে পরমাত্ম-স্নেহের, প্রেমের রস অনুভব করাও, কেননা যখন বাবার প্রেমের রসে তোমরা পরিপূর্ণ হও তখন অন্য সব রস শুষ্ক লাগে। তোমরা আত্মাদের মধ্যে পরমাত্ম-প্রেমের রস ভরে দাও, কারণ ওখানে তাদের অনেক ভক্তিরস থাকে। যারা ভক্তিরসের তাদের তোমরা পরমাত্ম-রসের অনুভব করাও। বেশি রস কিসের মধ্যে সদা থাকে ? বেনারস থেকে আগতরা শুনাও। রসগোল্লায়। দেখ, নামই প্রথমে রস দিয়ে শুরু হয়। তোমরা তো সদা জ্ঞানের রসগোল্লা খাও আর অন্যদের খাওয়াও। তাইতো সদা অমৃতবেলায় তোমরা প্রথমে মন আর মুখ রসগোল্লা দিয়ে মিষ্টি করো আর মন দ্বারা ও মুখ দ্বারা অন্যদেরও মিষ্টি বানাও। সেইজন্য বাবা বেনারসকে মিষ্টি রসগোল্লা দিচ্ছেন।

মুম্বাই (বম্বে) গ্রুপ :- আগে থেকেই বম্বে বরদান প্রাপ্ত হয়েছে - নর্দেসাবর অর্থাৎ যারা সবাইকে বিত্তবান বানায়। নরদেসাবরের অর্থই হলো যারা সদা ধনে সম্পন্ন থাকে। যারা বম্বে থেকে তাদের বিশেষত্ব হলো - "গরিব-নিবাজ বাবার বাচ্চারা, গরিবদের বিত্তবান বানায়" সেইজন্য তোমরা নিজেরাও সদা ভাণ্ডারে সম্পন্ন আর অন্যদেরও সম্পন্ন বানাও। সেই কারণে তোমাদের বিশেষত্ব হলো - গরিব নিবাজ বাবার সহযোগী সাথী। তাইতো বম্বে থেকে আগতদের বাবা টাইটেল দিচ্ছেন। মিষ্টি নয়, টাইটেল।

কুলু-মানালি গ্রুপ :- কুলু মানালির বিশেষত্ব কী ? কুলুতে দেবতাদের যে মেলা হয় তা' আর অন্য কোথাও হয় না। সেইজন্য কুলু-মানালিকে দেবতাদের মিলন স্থান বলা হয়ে থাকে। তো দেবতার অর্থই হলো "দিব্যগুণধারী"। দিব্যগুণের ধারণার স্মারক দেবতা রূপ। সেইজন্য এই ভূমি দেবতাদের প্রতি ভালোবাসার, মিলনের সিংহল, তাইতো বাপদাদা এমন ভূমিবাসী বাচ্চাদের বিশেষ দিব্যগুণের পুষ্পস্তবক গিষ্টে দিচ্ছেন। এই দিব্যগুণের পুষ্পস্তবক দ্বারা তোমরা চারিদিকে আত্মা আর পরমাত্মার মেলা করতে থাকবে। তারা দেবতাদের মেলা করে আর তোমরা দিব্যগুণের পুষ্পস্তবক দ্বারা আত্মা-পরমাত্মার মেলা উদযাপন করছ, কিন্তু আরও ধুমধামের সাথে মেলা উদযাপন করো যাতে সবাই দেখতে পায়। দেবতাদের মেলা তো দেবতাদের ছিল, কিন্তু এই মেলা তো সর্বশ্রেষ্ঠ মেলা, সেইজন্য দিব্যগুণের সুগন্ধি পুষ্পস্তবকের গিষ্ট সদা নিজের সাথে রাখ।

মিটিংয়ে আগতদের সাথে :- মিটিংয়ে তোমরা কিসের জন্য এসেছ ? সবকিছু সেট করতে। প্রোগ্রামের সেটিং, স্পিকারের সেটিং। তোমরা মিটিং করে সবকিছু সেটিং করার জন্য এখানে এসেছ। ঠিক যেমন স্পিচের জন্য সবকিছু সেট করেছ বা প্রোগ্রাম বানিয়েছ, একইভাবে, স্পিকার অথবা অবজার্ভার যেই আসুন, তাঁদের এখন থেকে শ্রেষ্ঠ ভাইব্রেশন দাও যাতে তারা শুধু অল্প সময়ের জন্য যেন স্পিচের স্টেজ সেট না করে, বরং সদা নিজের শ্রেষ্ঠ স্টেজে যেন সেট হয়ে যায়, সেইজন্য বাপদাদা মিটিংয়ে আগতদের অবিনাশী সেটিংয়ের মেশিন গিফ্টে দিয়ে থাকেন যার দ্বারা তোমরা সদা সবকিছু সেট করতে পার।

আজকাল তো মেশিনারির যুগ, তাই না ! মানুষের মাধ্যমে যে কাজে অনেক সময় লাগে, তা' মেশিনারির দ্বারা সহজ আর তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। সুতরাং এখন নিজের সেটিংয়ের জন্য মেশিনারি এমনভাবে প্রয়োগে আন যাতে অতি শিঘ্রাতিশীঘ্র সেটিং হতে থাকে। কারণ তোমাদের স্বর্ণালী দুনিয়া এবং সুখময় দুনিয়ার প্ল্যান অনুসারে সবারই তো সীট সেট করতে হবে, তাই না ! প্রজাদেরও সেট করতে হবে এবং প্রজাদের প্রজাদেরও সেট করতে হবে। রাজা-রানী তো সেট হচ্ছে, কিন্তু রয়্যাল ফ্যামিলি আছে, বিত্তবান ফ্যামিলিও আছে, তারপর প্রজা, দাসদাসী আছে - কতো সেটিং করতে হবে ! সুতরাং যারা মিটিংয়ে আছ তারা সেটিংয়ের মেশিনারি বিশেষভাবে ফাস্ট বানাও। ফাস্ট বানানো অর্থাৎ নিজেকে ফাস্ট পুরুষাথী বানানো। এটা তার সুইচ। মেশিনের তো সুইচ হয়, তাই না ! সুতরাং ফাস্ট মেশিনারির সুইচ হ'ল ফাস্ট পুরুষাথী হওয়া অর্থাৎ ফাস্ট সেটিংয়ের মেশিনারি অন করা। অনেক বড় দায়িত্ব। সুতরাং এখন নিজের রাজধানীর সেটিংয়ের মেশিনারিকে ফাস্ট কর।

ডবল বিদেশি গ্রুপ :- ডবল বিদেশি বাচ্চারা এখন স্যাটেলাইটের পরিকল্পনা করছে। বাবাকে প্রত্যক্ষ করানোর সাধনায় খুব ভালোভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, সেইজন্য বাপদাদা 'ডবল লাইট হওয়ায় নিরন্তর সেট থাকার' গিফ্ট দিচ্ছেন। সদা নিজের ডবল লাইটের স্থিতিতে যারা সেট থাকে, এমন ডবল বিদেশি বাচ্চাদের বাপদাদা দিলারাম তাঁর হৃদয়ের স্নেহ গিফ্টে দিচ্ছেন।

আমেরিকা নিবাসী বাচ্চারা বিশেষ স্মরণ করছে। বিশ্ব সেবার জন্য খুব ভালো উৎসাহ-উদীপনার সাথে বিশ্বে ভালোভাবে সেবা করার সাধন ভালো তৈরি হয়েছে। ইউ. এন.-ও সেবার সাথী হয়েছে। সেবার ফাউন্ডেশন ভারত, সেইজন্য ভারতেরও বিশেষ সার্ভিসেবল সাথী (জগদীশ জী) সেখানে গেছেন। ভারত হ'ল ফাউন্ডেশন আর প্রত্যক্ষতার নিমিত্ত বিদেশ। প্রত্যক্ষতার আওয়াজ দূর থেকে জয়ডঙ্কা বাজিয়ে ভারতে আসবে। বাচ্চাদের ভাইব্রেশন এসে পৌছাচ্ছে। কার্যতঃ, লন্ডন নিবাসীও সাথী, অস্ট্রেলিয়ার বাচ্চারাও বিশেষ সেবার সাথী, আফ্রিকাও কম নয়। সব দেশের সহযোগিতা ভালো। বাপদাদা দেশ-বিদেশের নিমিত্ত হওয়া প্রত্যেক সেবাধারী বাচ্চাদের নিজের নিজের বিশেষত্ব অনুসারে বিশেষ স্মরণ-স্নেহ দিচ্ছেন। প্রত্যেকের মহিমা নিজস্ব। বাপদাদা যদি প্রত্যেকের মহিমা বর্ণন করেন তাহলে কতো হবে ! কিন্তু বাপদাদার হৃদয়ে প্রত্যেক বাচ্চার বিশেষত্বের মহিমা সমাহিত হয়ে আছে।

মধুবন নিবাসী সেবাধারীও সাহসের সাথে সেবায় সহায়তা করে। সেইজন্য যেমন বাবার জন্য গাওয়া হয়ে থাকে - "সাহসী বাচ্চা, সহায় বাবা", ঠিক একইভাবে যে সেবাই চলে বা যখন সীজন চলে, তখন মধুবন নিবাসীও সাহসের স্তম্ভ হয় এবং যারা মধুবনের তাদের মানসিক ইচ্ছাতে তোমরা তোমাদের সবার থাকার, খাওয়ার, শোয়ার, স্নানের সহায়তা পাও, সেইজন্য বাপদাদা সব মধুবন নিবাসী বাচ্চাদের সাহসের অভিনন্দন জানাচ্ছেন। আচ্ছা।

বরদানঃ- নিজের সতোগুণী দৃষ্টির দ্বারা অন্য আত্মাদের দৃষ্টি, বৃত্তির পরিবর্তনকারী সাক্ষাৎকার মূর্তি ভব কথিত আছে দৃষ্টি দ্বারা সৃষ্টি পরিবর্তন হয়। সুতরাং তোমাদের দৃষ্টি এমন সতোগুণী হোক যাতে যে কোনও তমোগুণী বা রজোগুণী আত্মার দৃষ্টি, বৃত্তি আর তাদের স্থিতি যেন পরিবর্তন হয়। যে কেউই তোমাদের সামনে আসবে তাদেরকে তোমাদের দৃষ্টির দ্বারা তিন লোকের, তাদের পুরো জীবন কাহিনী যেন জানা হয়ে যায়। এটাই হ'ল দৃষ্টি দ্বারা নিহাল করা অর্থাৎ তোমাদের দৃষ্টির দ্বারা কাউকে উর্ধ্ব নিয়ে যাওয়া। অস্তিমে যখন গুণের দ্বারা সার্ভিস হবে না তখন এই সার্ভিস চলবে।

স্নোগানঃ- পবিত্রতার প্র্যাকটিক্যাল স্বরূপ সত্যতা অর্থাৎ দিব্যতা।

সূচনাঃ- আজ মাসের তৃতীয় রবিবার, অন্তর্রাষ্ট্রীয় যোগ দিবস, বাবার সব বাচ্চারা সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিট থেকে ৭:৩০ মিনিট পর্যন্ত ব্রুকুটি আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে নিজের ঝিলমিলি নক্ষত্রকে দিব্য নেত্রের দৃষ্টিতে লাইট-মাইট হাউজ হয়ে প্রকৃতি সহ পুরো বিশ্বকে সার্চলাইট দেওয়ার সেবা করুন। Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading

8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবা কত দূর থেকে তোমাদের পড়াতে আসেন, পড়ানোর বেতনও নেন না, তাহলে কত প্রেমপূর্বক পড়াশোনা করা উচিত"

*প্রশ্ন:- আধ্যাত্মিক গভর্নমেন্ট সমগ্র দুনিয়ার জন্য অবৈতনিক (ফ্রি) স্কুল খুলেছে -- কেন ?

*উত্তর:- কারণ সকলেই অনাথ, দরিদ্র হয়ে গেছে। বাবা এইরকম গরীব বাচ্চাদের থেকে কি আর বেতন নেবেন। এই অস্তিম জন্মে বাবা এমন পড়া পড়ান যার ফলে তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাও। নতুন নতুন যে বাচ্চারা পড়ার জন্য আসে তাদেরও কোনো লোকসান হয় না। যদিও পরে এসেছে কিন্তু অল্প পরিশ্রম করে পুরোনোদের থেকেও আগে চলে যেতে পারে।

*গীত:- জাগো সজনীরা জাগো.....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আত্মা-রূপী বাচ্চারা এই গান শুনেছে। আধ্যাত্মিক বাবা বলেছেন, এখানে তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের আত্ম-অভিমানী হয়ে বসতে হবে। পরমপিতা পরমাত্মা আর বাচ্চারা এখন এসে মিলিত হয়েছে। একে বলা হয় এই সৃষ্টিতে আত্মা আর পরমপিতা পরমাত্মার মেলা। এই মেলা একবারই হয়। আধাকল্প সত্যযুগ-ত্রৈতায় কেউ ডাকেই না। বাচ্চারা, তোমরা সুখী থাকো, যে সুখ এখন তোমরা পাচ্ছে। তোমরা প্রথমে সত্যোপদ্রাণ ছিলে, এখন তমোপ্রদ্রাণ পতিত হয়ে পড়েছো, পুনরায় বাবা পবিত্র বানিয়ে দেন। যখন পূজারী হও তখন দুঃখী হয়ে যাও। ৫ বিকারের কারণেই দুঃখ হয়। যেমন-যেমনভাবে সিঁড়িতে নামতে থাকো ততই দুঃখী হতে থাকো। বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো যে দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়বে। এই পুরোনো দুনিয়ার এখন বিনাশ হয়ে যাবে। তোমাদের বুদ্ধি জানে -- বাবা হলেন নিরাকার, তিনি শিক্ষক হয়ে আমাদের শালগ্রামেদের পড়ান। বলে বাচ্চারা, আমি পুনরায় তোমাদের বিশ্বের মালিক বানাতে আসি। ৫ হাজার বছর পূর্বেও তোমরা স্বর্গের মালিক ছিলে, স্মরণে তো রয়েছে না! সঙ্গমেই তোমাদের বানিয়েছিলাম। এখন পুনরায় তোমাদের মানুষ থেকে দেবতা, বৈকুণ্ঠ, স্বর্গের মালিক বানাতে এসেছি। তোমাদের এই উত্তরাধিকার দিয়েছিলাম, তারপর তোমাদের ৮৪ জন্ম নিতে হয়েছে। এখন তোমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন আমি এসেছি, পুনরায় তোমাদের প্রথম নম্বর থেকে শুরু করতে হবে। আমি তোমাদের বাবা, তোমাদের পড়াশোনাও করাই। এখন বাবা কি পড়ানোর ফী বাচ্চাদের থেকে নেবেন ? বাচ্চাদের থেকে ফী কিকরে নেবে! এক পয়সাও নিই না। কতদূর পরমধাম থেকে আসি তোমাদের পড়াতে। এই চাকরী করতে রোজ আসি। কারোর চাকরী যদি দূরে হয় তখন রোজ আসা-যাওয়া করতে হয়, তাই না! তোমরা জানো, বাবা জ্ঞানের সাগর, যিনি তোমাদের সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান প্রদান করেন। ভগবানুবাচ -- আমি নিরাকার পরমাত্মা, কৃষ্ণ নয়। তোমরা যে কৃষ্ণকে ভগবান মনে করো, তিনি ভগবান হতে পারেন না। তিনি তো সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নিয়েছেন। ভগবানের নিজস্ব শরীর নেই। যেমন তোমরা আত্মা, তেমনই তিনিও আত্মা। কিন্তু কেবল আত্মা বললে সে তো সকলের সঙ্গে মিলে যাবে তাই আমরা পরম আত্মা বলা হয়। ড্রামা প্ল্যান অনুসারে আত্মা-রূপী আমার নাম শিব। আমি হই -- নিরাকার। আমরা ডাকেই -- শিববাবা। আসলে আমার নাম একটাই। এছাড়া আমার বিভিন্ন নাম রেখে দিয়েছে। আমার নাম কোনো রুদ্র নয়। না কৃষ্ণ কোনো যশস্ত রচনা করেছে। এ'সবই হলো মিথ্যা। আমিই এসে তোমাদের সত্য বলি। তোমাদের সত্যিকারের লক্ষ্মী-নারায়ণে পরিণত করতে আমি এসেছি। আমার ঘর অনেক দূরে। এখানে এসে এই শরীর দ্বারা তোমাদের পড়াই। সারাদিন এনার মধ্যে বসে থাকি না। পরিক্রমা করতেই থাকি। আমার গ্লানি করার কারণে তোমরা অনেক দুঃখী হও, মহাপতিত হয়ে গেছো। ব্রহ্মাকে কেউ আদিত্য বলে, কেউ অ্যাডম বলে, কেউ মহাবীর বলে, তোমরা প্রজাপিতা বেলো। তোমরা আমরা আধাকল্প স্মরণ করেছো, সেইজন্য আমরা এই পরদেশে আসতে হয়েছে। সকলেই পতিত, দুঃখী, অনাথ। সনাথ, ধনী কেউই নয়। অনাথদের পড়ানোর জন্য গভর্নমেন্টও ফী নেয় না। এ তো অনেক বড় আধ্যাত্মিক গভর্নমেন্ট। অসীম জগতের পিতাকে কেউ জানেই না। কত জপ-তপ, দান-পুণ্যাদি করে। জিজ্ঞাসা করা হয় -- এ'সব কেন করো? তখন বলবে এতে ভগবানের কাছে পৌঁছে যাব। কোনো জপ-তপ করে পৌঁছবে, নাকি কোনো শাস্ত্র পড়লে! বাবা বলেন -- এইরকম তো হয় না। ভক্তি করতে-করতে তোমরা আরোই পতিত হয়ে গেছো। পাথনা ভেঙ্গে গেছে। তোমরা উড়তে পারবে না যতক্ষণ না তোমাদের মধ্যে জ্ঞান-মৃত পড়ছে। ঘি বা পেট্রোল শেষ হয়ে যাওয়ায় জ্যোতি নিভে গেছে। পুনরায় আমি এসে ভরে দিই।

তোমরা জানো -- বাবা এসেছেন। এখানে তোমরা খুশিতে থাকো। ঘরে গেলেই তোমরা ভুলে যাও। তোমাদের থেকে এই

পড়ার ফী নিই না। তোমরা বলবে যে এই এক মুঠো চাল দিই। এই এক মুঠো চাল তো তোমরা ভক্তিমার্গ থেকে দিয়ে আসছো, যার রিটার্ন তোমরা পরজন্মে পেয়ে থাকো। এখন তো তোমরা জানো -- বাবা সম্মুখে বসে রয়েছে, ফ্রি-তে পড়ায় কারণ জানেন যে এদের কাছে আছেই বা কি! তাহলে বাবা কি তোমাদের থেকে কিছু নেবেন নাকি। ওই পড়ায় তো কত খরচপত্র করতে হয়। কত পরীক্ষা পাশ করতে হয়। আমি তো একটাই পড়া পড়াই। স্কুলে যারা আসা-যাওয়া করে তাদেরকে অ্যাড করতে থাকি। হ্যাঁ, যারা দেরী করে আসে, তাদের একটু পরিশ্রম করতে হয়, তার বদলে দেরী করে আসে যারা, তারা ভাল-ভাল পয়েন্টস্ পায়। যারা তাড়াতাড়ি পড়ে তাদের কোনো লোকসান হয় না। নতুন নতুন ভালো পয়েন্টস্ পেলে পুরোনোদের থেকেও ভীত বেগে যায়। বাবা বলেন -- শুরুতে যারা এসেছে তাদের কতজন ভাগিন্টি (পালিয়ে) গেছে। ভালই হয়েছে যে তোমরা দেরীতে এসেছো সেইজন্যই তোমরা আবার গুপ্ত থেকেও গুপ্ত পয়েন্টস্ পাও। বাবা বলেন -- শরীর-বৃত্তিয়ার জন্য পড়াশোনাও করো। শরীর নির্বাহের জন্য কাজ-কর্মও অবশ্যই করো, কেবল আমাকে স্মরণ করো আর চক্রকে স্মরণ করো। এ'কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয়। এও তো বোঝ, তাই না! যে এখন আমাদের ৮৪ জন্ম শেষ হতে চলেছে। বাবা বোঝান যে আমায় স্মরণ করো তবেই তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে। স্মরণ তো তোমরা বাবাকেও করো, পতিকেও করো। এখন আমি তোমাদের পতিদেরও পতি, বাবারও বাবা, শিক্ষকও। আমি তোমাদের সবকিছুই। তোমাদের সুখ প্রদান করি। ওই পতিত সম্বন্ধীয় ইত্যাদিরা তো তোমাদের দুঃখই দেবে। সত্যযুগে কেউ কাউকে দুঃখ দেয় না। এখন আমি এসেছি সত্যযুগের রাজ্য-ভাগ্য দিতে। তোমরা জানো যে এই সঙ্গমেই আমরা বাবার থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করি। এখন যত তোমরা পড়বে। পড়াও অতি সহজ। এ হলোই সহজ জ্ঞান, সহজ যোগ। মৃত্যুও সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি এসেছি তোমাদের সবাইকে নিয়ে যেতে সেইজন্য আমায় কালেরও কাল বলা হয়। এও বলা হয়ে থাকে যে একে কাল গ্রাস করেছে। কাল শরীরকে গ্রাস করে, আল্লাকে তো গ্রাস করতে পারে না। আল্লা তো এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে ভূমিকা পালন করে। এখন তোমরা জানো যে এক ধাক্কায় এ'সব শেষ হয়ে যাবে। মৃত্যু এমনভাবে হবে যে কেউ কারোর জন্য কান্নাকাটি করবে না। সকলকে ফিরে যেতেই হবে। কাঁদে তখনই যখন আবার দুঃখের দুনিয়াতেই পুনর্জন্ম নেয়। তোমরা বাবাকে আহ্বানও করো এইজন্যই যে বাবা আমাদের তোমার সাথে নিয়ে যাও। তাই বাবা এসেছেন, সকল মনুষ্যমাত্রকেই সঙ্গে করে নিয়ে যান। বিনাশ হলে সকলেই মারা যাবে। থাকবে না কেউই। গভর্নমেন্ট নিজের প্ল্যান তৈরী করেছে। মনুষ্য-সৃষ্টি তো বৃদ্ধি হতেই থাকে। ছোট-ছোট শাখা-প্রশাখায়ও কত পাতা বেরিয়ে আসে। বৃক্ষ তো বৃদ্ধি পাবেই। কিন্তু তাদের আয়ুও অবশ্যই রয়েছে। কল্পবৃক্ষের আয়ু কখনো লক্ষ-লক্ষ বছর হতে পারে নাকি! এখন বাবা তোমাদের পড়াচ্ছেন পূজ্য দেবী-দেবতা বানানোর জন্য। সর্বপ্রথমে বাবাকে তোমরাই পাও, অন্য ধর্মাবলম্বীরা আসেই পরে। সত্যযুগে তোমরা আসো। পড়াইও তোমাদের। কেবল বলি পবিত্র দুনিয়ায় যেতে হলে বিকারে যেও না। তবুও তোমরা কেন মানো না, বিষ ছাড়া কি তোমরা থাকতে পারো না? আমার মতে না চললে উচ্চপদ লাভ করতে পারবে না। তোমাদের আশাই রয়েছে কৃষ্ণপূরীতে যাওয়ার। তাহলে কৃষ্ণের রাজধানীতে যাবে না প্রজায়? কৃষ্ণের সঙ্গে খেলাধুলো প্রিন্স-প্রিন্সেসরাই করবে। প্রজারা কি করবে নাকি! এই মাশ্বা-বাবাও পড়ছেন। তোমরা জানো, এই রাধা-কৃষ্ণ সময়স্বরের পর লক্ষ্মী-নারায়ণ হবে। রাজস্ব যারা করবে তাদেরই মালা তৈরী হবে, তাই না! আট দানায় এসো, আচ্ছা ৮ নয় তো ১০৮-এ তো এসো। কমপক্ষে ১৬১০৮-এ তো এসো। এ হলোই রাজযোগ। বাবার শ্রীমতে চলা উচিত। ঘরের মানুষদেরও বোঝাও। বাবা তোমাদের বোঝান, অন্যদের বোঝানোর জন্য। পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ হবেই। মহাভারতের লড়াইও প্রসিদ্ধ যখন ভগবান এসেছিলেন। ভগবান এসেই রাজযোগ শিখিয়েছিলেন, স্বর্গের স্থাপনা আর নরকের বিনাশ হয়েছে, এ হলো সেই সময়। তারপর রাজধানী স্থাপিত হয়ে যাবে। সত্যযুগে অন্য ধর্ম হয়ই না। ভারত মাথার মুকুট ছিল, কত সমৃদ্ধশালী ছিল, খ্রীস্টানরা সব এখান থেকেই ধনবান হয়েছে। সোমনাথের মন্দির থেকেও কত ধন-সম্পদ নিয়ে গেছে, উটে ভরে-ভরে। এ তো একটি মন্দিরের কথা। ভারতে প্রচুর মন্দির ছিল। বাবা সমগ্র বৃক্ষের রহস্য বোঝান। আমি বীজ উপরে রয়েছে। এ তো উল্টো বৃক্ষ, তাই না! আমি নলেজফুল। তোমরা আমায় আহ্বান করেই থাকো পতিত-পাবন এসো। আবার বলেও নাম-রূপ থেকে আলাদা। রাবণ সকলকে সম্পূর্ণ অবুঝ বানিয়ে দিয়েছে। এখন তোমাদের স্মৃতিতে এসেছে যে আমাদের বাবা কে! এই চক্র কিভাবে আবর্তিত হয়! সকলের বিচারবুদ্ধি তো একইরকমের হয় না। একের বিচারবুদ্ধি অন্যের সঙ্গে মেলে না। একের চেহারা অন্যের সঙ্গে মেলে না। বাচ্চারা, তাই এখন তোমাদের বাবার হতে হবে, তাই না! তিনি বাবাও, শিক্ষকও আবার সঙ্করও। তোমরা জানো যে ইনিও কিছু নেন না। বিনা কড়ি(অর্থ) খরচা করে তোমরা ২১ জন্মের জন্য রাজস্ব পেয়ে যাও। তোমরা ভক্তিমার্গে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কিছু দিলে তা পরজন্মে তোমরা পেতে। এখন তো আমি ডাইরেক্ট এসে ভারতকে স্বর্গে পরিণত করি। এতে যা কিছু খরচপত্র লাগে তা বাচ্চাদের থেকেই লাগানো হয়। বাচ্চাদেরই বলবে খরচা করতে। এই ব্রহ্মাকে ভালভাবেই পাকড়াও করেছে খরচপত্র করার জন্য। এরমধ্যে প্রবেশ করে এঁনাকে দিয়ে সবকিছু করিয়েছেন। ইনি তো তৎক্ষণাৎ সমর্পিত (স্বাধা) হয়ে গেছেন। সবকিছু যা এঁনার কাছে ছিল তা দিয়ে দিয়েছেন। বাবা বলেন -- বেগার হয়ে যাও তবেই এরকম প্রিন্স বানিয়ে দেবো,

সাক্ষাৎকার করিয়ে দেন। তোমরা এখন বুঝতে পেরেছো -- এখন এসব কি করবো। বিনাশ তো হতেই হবে। বাবা বলেন -- বাঁদরদের মতন মুঠো বন্ধ কোরো না, খুলে দাও। তৎক্ষণাৎ খুলে দেয়। তা নাহলে এত বাচ্চাদের খরচপত্র কিভাবে চলতো! বাচ্চা বাদশাহ আর শিব বাবা হয়ে গেলেন পরামর্শদাতা এই রকম হয়ে গেল যেন। পয়সার জন্য একজনকেই (দাদা লেখরাজকে) ধরলেন। বাচ্চারা, তোমাদেরও ভাট্টী তৈরী হতো। স্কুলও তৈরী হয়েছিল। এখন তোমরা হুশিয়ার অর্থাৎ সমঝদার হয়ে অন্যদেরও পড়াও। তোমরা কতজনের কল্যাণ করো। বাবা হলেনই কল্যাণকারী, সকলকে নরক থেকে বের করে স্বর্গে নিয়ে যান। এখন যত পুরুষার্থ করবে ততই উচ্চপদ লাভ করবে। প্রজাদের জন্যও প্রদর্শনী ইত্যাদির যুক্তি আরও বেরোতে থাকবে। অগণিত প্রজা হতে থাকবে। রাজা-রানী তো অল্পসংখ্যকই হয়। প্রজা তো কোটি-কোটির আন্দাজে হয়, তাই না! রাজা-রানী তো একজনই। ওখানে লড়াই-ঝগড়া ইত্যাদি হয়ই না। বাচ্চারা জানে -- এখন তো মৃত্যু সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যত যোগে থাকবে ততই পাপাত্মা থেকে পুণ্যাত্মা হয়ে যাবে আর কোনো উপায় নেই। সুসন্তানের মা-বাবাকে ফলো করে। বাবা পবিত্র হয়, আর বাচ্চা যদি না হয় তবে তো সে কুসন্তান হয়ে গেল, তাই না! এতে তো নষ্টোমোহ হতে হয়। আমার তো এক শিববাবা আর কেউ নেই। উত্তরাধিকারও তাঁর থেকেই পাবে। এখন বাবার থেকে উত্তরাধিকার পাবে নতুন দুনিয়ার, তাই অপবিত্র হয়ো না। পবিত্র হওয়া ব্যতীত নতুন দুনিয়ায় যেতে পারবে না। জন্ম-জন্মান্তর পাপ করেছে, তার সাজা ভোগ করতে হবে। যেন ৬৩ জন্মের পাপের সাজা প্রাপ্ত হচ্ছে। গর্ভজেলেও সাজা ভোগ করে। সত্যযুগে কোনো জেল ইত্যাদি থাকে না। সেটা তো হলোই স্বর্গ। এখন বাবা সাধারণ শরীরে এসেছেন, সেইজন্য বাবাকে চেনে না। বাবার সাথে যোগ-যুক্ত হলেই আত্মা পবিত্র হবে। বাবা বলেন -- আমি পতিত দুনিয়া, পতিত শরীরে আসি, তারপর এঁাকে পবিত্র করি। তদ্ব্যতম্। তোমরাও পবিত্র হও। তোমরা বাবার হয়েছে। প্রজাপিতা ব্রহ্মারও সন্তান সেইজন্য বাপদাদা বলা হয়। বাবা বোঝান -- এখন সময় অতি অল্প। শরীরের কোনো ভরসা নেই। বাবাকে স্মরণ করতে থাকো, স্বদর্শন-চক্রধারী হও। সারাদিন যেন এই খেয়ালই থাকে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) পুরোপুরি নষ্টোমোহ হতে হবে। একমাত্র শিববাবা অন্য আর কেউ-ই নয় -- এই পাঠ পাকা করতে হবে। সুসন্তান হয়ে মাতা-পিতাকে ফলো করতে হবে।

২) বিনা কড়ি অর্থাৎ পয়সা খরচ করে পঠন-পাঠনের দ্বারা ২১ জন্মের জন্য রাজস্ব পাওয়া যায়, সেইজন্য অতি মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা করতে হবে। স্বদর্শন-চক্রধারী হতে হবে।

বরদানঃ:- সর্ব খাজানায় ভরপুর হয়ে নিজের চেহারার দ্বারা সেবা দানকারী প্রকৃত সেবাধারী ভব যে বাচ্চারা সর্ব খাজানায় সদা সম্পন্ন বা ভরপুর থাকে তাদের নয়ন বা মস্তকের দ্বারা ঈশ্বরীয় নেশার সাক্ষাৎ হয়। তাদের চেহারাই সেবা করে। যার কাছে বেশি অথবা কম জমাপুঞ্জী থাকে সেও তাদের চেহারায় দেখা যায়। যেমন কেউ উচ্চকুলের হলে তখন তাদের চেহারায় সেই ঔজ্জ্বল্য এবং আভিজাত্য দেখতে পাওয়া যায়। তেমনই তোমাদের চেহারাও প্রতিটি কর্ম, প্রতিটি সঙ্কল্পকে যেন সুস্পষ্ট করে - তবেই বলা হবে প্রকৃত সেবাধারী।

স্লোগানঃ:- সময় এবং সঙ্কল্পের ভান্ডারকে সঞ্চয় করে জমার খাতা বৃদ্ধি করো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - অসীম জগতের পিতা এসেছেন তোমাদের মতো বাচ্চাদের নিজের সঙ্গে করে নিয়ে যেতে, তাই এখন বাবার হয়ে তাঁর শ্রীমতে চলতে থাকো"

*প্রশ্নঃ - বাবা তাঁর নিজের বাচ্চাদের উচ্চ ভাগ্য বানানোর জন্য কোন্ শ্রেষ্ঠ মত দেন ?

*উত্তরঃ - মিষ্টি বাচ্চারা, মৃত্যুর পূর্বে যতটা সম্ভব স্মরণে থাকার পুরুষার্থ করে নাও, এতেই তোমাদের উপার্জন । আমার সন্তান হয়ে ভুল করেও কোনো পাপ কর্ম করো না । মায়ার যতই বড় আসুক না কেন, কিন্তু কখনোই পতিত হয়ো না ।

ওম্ শান্তি । শিব ভগবান উবাচঃ । বাচ্চারা, তোমরা তো বুঝতে পারবে যে, শিব বাবা আমাদের বোঝাচ্ছেন । তোমরা হলে সঙ্গমযুগী । তোমরা শিব বাবার সম্মুখে বসে আছো । কলিযুগী মানুষ শিব বাবার জড় মন্দিরে গিয়ে বসে । তফাৎ তো বুঝতে পারো, তাই না । বুদ্ধির তালা কিছু তো খোলো । তোমরা বুঝতে পারো, আমরা চৈতন্য শিব বাবার সম্মুখে বসে আছি । বাবা আমাদের সঙ্গে সম্মুখে বার্তালাপ করছেন । শিব বাবা ব্রহ্মার দ্বারা রাজযোগ শেখাচ্ছেন, আর অন্যদিকে দেখো, মানুষ শিব বাবার পূজা করছে । অমরনাথ, কাশীতে যাচ্ছে তাঁকে খুঁজতে । তবুও তোমরা এ কথা প্রতি মুহূর্তে ভুলে যাও যে, আমরা শিব বাবার কাছে বসে আছি, যাঁকে পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয় । তাঁর কতো মহিমা । তোমরা তাকে 'বাবা - বাবা' বলে ডাকো । তোমরা জানো যে, আমরা শিব বাবার মতে চলে বিশ্বের মালিক হওয়ার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি । ওরা মন্দির, তীর্থাদিতে ধাক্কা খেতে থাকে, আর তোমরা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছো । দেখো, এতে কতো তফাৎ । তোমাদের তুলনায় ওরা কতো বুদ্ধি । শিব বাবা বলেন, আমি তোমাদের অনুগত সেবক । আমি তোমাদের উত্তরাধিকার প্রদান করতে এসেছি । ওরা গড় ফাদারকে ডাকতে থাকে । এখানে তো তোমরা গড় ফাদারের সম্মুখে বসে আছো । এখানে তোমাদের বুদ্ধিতে বসে, তাহলে ঘরে গেলে আবার কেন ভুলে যাও ? এখানে হলো তোমাদের দিন, ওখানে ওদের জন্য রাত । ওরা চিৎকার করতে থাকে, আর তোমরা সম্মুখে বসে থাকো আর বলো, তোমার কাছেই বসবো, তোমার কাছেই শুনবো, কিন্তু ঘরে গিয়ে আবার ভুলে যাও । মায়ী বড় প্রবল । শিব বাবার সন্তান হয়ে পূজারী থেকে পূজ্য হওয়ার পুরুষার্থও করে, আবার বাইরে গিয়ে পূজারী হয়ে যায় । শিব বাবার জড় মন্দিরে যেতে থাকে ।

এখানে বাবা বোঝান - বাচ্চারা, শ্রীমতে চললেই তোমরা শ্রেষ্ঠ হতে পারবে । মূখ্য হলো পবিত্রতা । ওখানে ওরা জড় চিত্রের সামনে গিয়ে কাশী কলবট খায় । এখানে তোমরা তো চৈতন্যের কাছে বসে আছো । এখানে কাশী কলবট খাওয়ার কোনো ব্যাপারই নেই । এখানে হলো জীবন্মুত হয়ে যাওয়া । বাবা বলেন - তোমরা শ্রীমতে চলো । এখান থেকে বাইরে গেলেই বাবাকে ভুলে যায় । কখনো চিঠি ইত্যাদিও লেখে না । কেউ তো এমনও আছে, যাকে কখনো দেখাই যায়নি । তারা ছটফট করতে করতে চিঠি লেখে, আর যারা একসাথে সম্মুখে যায়, তারা বাইরে এসে আবার একদম ভুলে যায় । তোমাদের তো শিব বাবার কাছে বলিহারি যেতে হবে, তাই না । ভক্তিমার্গে শিব বাবার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য কাশী কলবট (ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করতো) খেতো, কিন্তু ওভাবে তো ওরা মিলিত হতে পারতো না । বাবা এখন চৈতন্যে এসে বলছেন - বাচ্চারা, তোমরা আমার হও । আমি তোমাদের নিয়ে যেতে এসেছি । পবিত্র হওয়া ব্যতীত তোমরা তো যেতে পারবে না । তোমাদের পবিত্র বানাতে আমাকেই আসতে হয় । সর্বের সদগতিদাতা বাবা তোমাদের পাশে বসে আছেন । তিনি তোমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন, যা গীতার ভগবান শিখিয়েছিলেন । ওরা তো কৃষ্ণকে ভগবান বলে দিয়েছে । তোমরা জানো যে, গীতার ভগবান হলেন শিব বাবা । তোমরা চিঠিও এভাবে লিখে থাকো -- শিব বাবা, কেয়ার অফ ব্রহ্মা বাবা । বাবা তোমাদের সম্মুখে বসে বোঝান । তবুও তোমাদের নেশা চড়ে না । আহা ! শিব বাবা তোমাদের দওক নিয়েছেন । তোমাদের তিনি ধর্মের সন্তান করেছেন কিন্তু সবাইকে তো তিনি এখানে রাখবেন না । তাঁর হাজার সন্তান আছে । সবাইকে তিনি এখানে কিভাবে রাখবেন, এতো জায়গা কোথায় ! বাবা বলেন -- তোমাদের নিজেদের ঘরেই থাকতে হবে । কেবল বাবাকে স্মরণ করতে হবে । সবথেকে মিষ্টি যে অসীম জগতের বাবা, তোমরা তাঁর সন্তান হয়েছো ।

বাবা বোঝান - বাচ্চারা, তোমরা কাম চিতায় বসে জ্বলে মরেছো । এখন তোমরা জ্ঞান চিতায় বসে দেবতা হও । মানুষ দেবতাদের পূজা করে, অথচ কিছুই বুঝতে পারে না । এও ড্রামার ভবিতব্য বলা হবে । তোমরা এখন চৈতন্য শিব বাবার পাশে বসে আছো । এমন গায়নও আছে যে - শিব বাবা ব্রহ্মার দ্বারা বিষ্ণুপুরীর স্থাপনা করেন । বাবা বোঝান যে -

বাচ্চারা, কোনো পাপ কর্ম করো না । দেহবোধে এসো না । তোমাদের তো চলতে ফিরতে সাজনকে (প্রেমিক) স্মরণ করতে হবে । যাঁকে তোমরা অর্ধেক কল্প ধরে স্মরণ করতে, তিনি এখন তোমাদের সেবায় উপস্থিত । তিনি হলেন আত্মিক সোস্যাল ওয়ার্কার । তোমাদের তিনি আত্মিক সেবা শেখান । সোস্যাল ওয়ার্কারের হেডও তো হয়, তাই না । এ হলো আধ্যাত্মিক । ওরা হলো মনুষ্য সমাজের দেহের সেবাধারী । এখন দেখো ওরাও বলে গো হত্যা বন্ধ করো । তোমরা লিখতে পারো --একে অপরের ওপরে কাম কাটারি চালানো, এ হলো সবথেকে বড় অপরাধ । প্রথমে তো এসব বন্ধ করো । যার জন্য ভগবান বলেছেন -- কাম হলো মহাশত্রু, আদি - মধ্য - অন্ত দুঃখ দেয় । তোমরা গীতার ভগবানকে ভুলে গেছো । বাবা তো আশ্চর্য হয়ে যান । এক তো মানুষ অমরনাথ, পাহাড়ে ধাক্কা খেতে থাকে, তারা মনে করে পার্বতীকে ওখানে অমরকথা শোনানো হয়েছিলো । এখন একজন পার্বতীকে শোনালে কি হবে ! বাবা বোঝান, এরা সবাই হলো পার্বতী । সবাইকে তিনি অমর কথা শোনাচ্ছেন । বাবা বলেন -- বাচ্চারা, তোমরা ৮৪ জন্ম নিতে নিতে এখন মৃত্যুলোকে এসে পৌঁছেছো । আত্মা, লক্ষ্মী - নারায়ণ কোথায় গেলেন, তাঁরা কি আবার জন্মেছেন, নাকি জ্যোতিতে মিলিয়ে গেছেন ? সূর্যবংশী রাজা - রানী, প্রজা, তারা সব কোথায় গেলেন ? অবশ্যই তারা সতাপ্রধান থেকে ৮৪ জন্ম নিতে নিতে তমোপ্রধান হয়ে গেছেন । তোমরা তো বুদ্ধিতে পারছো, তাই না । এই ব্রহ্মার দ্বারা শিব বাবা বসে বোঝান । বাচ্চারা, আমি এখন তোমাদের ভাগ্য বানাতে এসেছি, তবুও তোমরা সেই ভাগ্যে গণ্ডি কেন টানো ! কিছু তো বোঝো । আমি তোমাদের স্বর্গের মালিক বানাতে এসেছি । তোমরা কি আমার মতে চলবে না ? তাহলে ঘরে গিয়ে কেন স্মরণ করতে ভুলে যাও । বাবা বার বার বোঝান বাচ্চারা, তোমরা এখন সঙ্গমযুগী । ওরা হলো কলিযুগী । তোমরা হলে পূজ্য আর ওরা পূজারী । তোমাদের বিভ্রান্তি এখন বন্ধ হয়েছে । যদিও ওরা তোমাদের নাস্তিক মনে করে, তোমরাও ওদের নাস্তিক বলো । ওরা বলে, তোমরা ভক্তি করো না, তাই নাস্তিক । তোমরা বলো, তোমরা বাবাকে জানো না, তাই তোমরা নাস্তিক । তোমরা বলো, আমরা হলাম আস্তিক । বাবাকে জেনে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি । তোমরা জানো না তাই ধাক্কা খেতে থাকো । কুসুমলাতেও কতো লোক যায়, আবার দান - পুণ্য করে । বাবা এখন বলেন, তোমরা এইসব কথা ছাড়ো । তোমরা জ্ঞানের সাগরকে পেয়েছো, তাহলে আর কোথায় যাবে ? ইনি হলেন জ্ঞান নদী । জ্ঞান সাগরের কাছে তোমাদের জ্ঞান স্নান করাতে নিয়ে আসে । কতো ভালো ভালো বাচ্চা বাবার কাছে এসে আবার ফিরে গিয়ে পতিত হয়ে যায় । কেউ কেউ আবার বাবার মতে চলে । তারা জিগ্গেস করে বাবা, বিনাশী ধন কিভাবে সফল করবো । তখন তাদের বোঝানো হয় -- ডুবন্ত নৌকা থেকে যেটুকু পাওয়া যায় তাই ভালো । ভারতের সেবাতে লাগিয়ে তা সফল করো, কোনো সেন্টার খোলো । এই চিত্রও কতো বানানো হতে থাকে । বাবার কাছে এমন - এমন বাচ্চা আছে যারা বলে - যখন প্রয়োজন পড়বে তখন বাবা, আমাদের মনে করো, আমরা সাহায্য করার জন্য হাজির থাকবো । যন্ত্রের ভালো - ভালো কাজের জন্য দরকার

হলে আমাদের বলো । বাবা বলেন - আমি কাউকে বলি না, যা করার তাই করো । আমি তো দাতা । আমি তো ভারতকে স্বর্গ বানাতে এসেছি, তোমরাও সেই স্বর্গে যাবে । যতো করবে, তত পাবে কিন্তু যে জন্ম - জন্মান্তরের পাপের বোঝা মাথার উপরে আছে, তা দূর করতে হবে । না হলে এর অনেক সাজা । স্বর্গে তো যাবে কিন্তু সাজা ভোগ করা বাকি থাকলে উচ্চ পদ পেতে পারবে না । এই গায়ন তো রয়েছে - বাবার ধন হলো অফুরন্ত, অটেল, উপচে পড়ছে । কোনো কিছুরই এনার পরোয়া নেই । বাবা বলেন - হিন্দি আপনিই ভরে যাবে ।

বাচ্চারা, তোমাদের শ্রীমৎ অনুযায়ী চলতে হবে, এতেই কল্যাণ । কখনোই অকল্যাণ মনে করো না । মনে করো, দিল্লী যাওয়ার সময় রাস্তায় যদি পা ভেঙ্গেও যায়, এতেও মনে করবে কল্যাণ আছে । আত্মা তো আর ভেঙ্গে যায় নি, পা ভেঙ্গে গেছে এতে ক্ষতি নেই । আমি তো তোমাদের আত্মার সঙ্গে কথা বলি । বাবা বোঝান যে, এ হলো রাবণ রাজ্য, তাই মানুষ জ্বালায় । আমরা কি ছিলাম আর বাবা আমাদের কি থেকে কি বানিয়ে দিয়েছে । দুনিয়ার পরিস্থিতি দেখো কি । বাবা এখন তোমাদের স্বর্গের মালিক বানাচ্ছেন, তাই তাঁর মতে চলা উচিত । তোমাদের কোনো পাপ কাজ করা উচিত নয় । গৃহস্থ জীবনে থেকে পবিত্র থাকো । ব্যস, এই সত্যনারায়ণের কথা শুনতে থাকো । এই কথা কতো লম্বা । সম্পূর্ণ সাগরকে যদি কালি বানাও, তাও এ শেষ করা যাবে না । তাই বাবার মতে তো চলতে হবে, তাই না । তোমরা জানো, আমরা ভগবানের শ্রীমতে চলে রাজত্বের পদ পাই, মনুষ্য থেকে দেবতা হই । মৃত্যু তো সামনে উপস্থিত । হঠাৎ করে মানুষের হার্ট ফেল হয়, দুর্ঘটনায় মৃত্যুও হয় । বাবা বলেন - মৃত্যুর পূর্বে তোমরা খুব পুরুষার্থ করো । বাবাকে স্মরণ করতে করতে তোমরা তোমাদের উপার্জন করে নাও । অসীম জগতের পিতার হয়ে যদি কোনো পাপ কর্ম করো তাহলে একের শত গুণ দণ্ড ভোগ করতে হবে । আবার লজ্জাও করবে যে, লোকে কি বলবে ? শিব বাবা বলেন - আমি ধর্মরাজের দ্বারা তোমাদের কড়া সাজা ভোগ করাই । তখন সেই সময় তো বলবেনই না যে, এ

আমার বাচ্চা । এ হলো কড়া নিয়ম । জজের বাচ্চা পাপ করলেও তো কিছুই করা যাবে না । সাজা ভোগ করতেই হবে । তাই বাবা রোজ বোঝান - বাচ্চারা, পাপ কাজ কখনোই করো না । সবথেকে বড় পাপ হলো বিকারের । যদিও বড় অনেকই আসবে, বাইরে তো পাপ কাজ লেগেই আছে । একথা আর জিজ্ঞেস করো না । এ হলো বেশ্যালয় । মনে করো কোনো বড় মানুষকে তোমরা বোঝালে, আর সে স্টুডেন্ট হয়ে গেলো, তখন বলবে, এর ব্রহ্মাকুমারীর জাদু লেগেছে । বড় - বড় মানুষ এসে লেখেও, বরাবর আপনারা সত্যি কথা বলছেন । গীতার ভগবান বরাবর শিব, নাকি শ্রীকৃষ্ণ । আচ্ছা, এরপর বাড়িতে ফিরে গিয়েই সব ভুলে যায় । এখানে খুব পরিশ্রম করতে হয় ।

বাবা বোঝান -- মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা ভুলে যেও না । মায়া বড় প্রবল । বাবার স্মরণ হলো পারদের মতো, চট করে ভুলে যায় । বাবা বলেন - যদিও তোমরা গৃহস্থ জীবনে থাকো কিন্তু পবিত্র থাকো । পুরুষার্থ তো করতে হবে তাই না । বাবা তো এক একজন বাচ্চাকে খুব আদর করে বলেন - এখন আমার সন্তান হয়ে আর কোনো পাপ কাজ ক'রো না । বাবাকে তো জেনে গেছো, তাই না । এই সৃষ্টিচক্রের রহস্যও তোমাদের বুদ্ধিতে আছে । বিদ্বান, পণ্ডিত, আচার্য তো নিজেকে 'শিবোহম' বলে পূজো করায় অনেক সন্ন্যাসীরা হরিদ্বারে গিয়ে থাকে । তারা সারাদিন বলতে থাকে, শিব কাশী বিশ্বনাথ গঙ্গা । বাবা কতো ভালোভাবে বসে তোমাদের বোঝান । এমন মহিমাও আছে যে, অকালমূর্তি । অকাল সিংহাসন কোনো অবিনাশী সিংহাসন নয় । অকালমূর্তি বাবার এই রথ হলো আসন । তোমাদের যেমন এই দেহ হলো রথ । বাবাও বলেন, আমি এই রথ নিয়েছি ক্রকুটিতে একদিকে চেলা আর একদিকে গুরু বসে আছে । অবশ্যই এর পাশে এসে বসবো তাই না । আমিও হলাম বিন্দু । এতো বড় কিছু নই ।

মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা, এ হলো তোমাদের সত্যি - সত্যি স্মরণের চৈতন্য যাত্রা । বাপদাদা দুজনেই একত্রিত হয়ে আছেন । বাপদাদার অর্থ কেউই বুঝতে পারে না । টেলিগ্রামে সই করা হয় 'বাপদাদা' । কেউই বুঝতে পারে না । আরে, শিববাবা তোমাদের বাবা । প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো দাদা হলেন, তাই না । তাহলে 'বাপদাদা' হলো, তাই না । বাবা এখন বলছেন - আমি এসেছি এনার দ্বারা তোমাদের উত্তরাধিকার প্রদান করতে । শিববাবা তোমাদেরও । প্রজাপিতা ব্রহ্মাও সকলের বাবা হয়ে গেলেন । উত্তরাধিকার শিববাবার থেকেই পাওয়া যায় । তাহলে সই তো এভাবেই করবেন । তাঁদের বাপদাদা বলা হয় । শিববাবা বলেন, তোমরা আমাকে (মামেকম) স্মরণ করো, তাও বুদ্ধিতে বসে না । প্রদর্শনীতে হাজার মানুষ আসে । তাদের মধ্যে ৮ বা ১০ জন বোঝার জন্য আসে । তাদের মধ্যেও পরবর্তীকালে ধীরে - ধীরে এক - দুইজন অবশিষ্ট থাকে । কোটিতে কয়েকজন, এমন গায়ন আছে । তাহলে কতো প্রদর্শনী করা দরকার যাতে কোটিতে কয়েকজন বের হবে কেউ তো আবার চার - পাঁচ বছর এসে আবার হারিয়ে যায় । বাবাকে তালুক দিয়ে দেয় । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণে স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে নমস্কার জানাচ্ছেন ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) শিব বাবার কাছে সম্পূর্ণ সমর্পণ করতে হবে অর্থাৎ জীবন্মৃত হতে হবে । শ্রীমৎ অনুযায়ী চলতে হবে ।

২) শিব বাবার সন্তান যখন হয়েছে তখন কোনো পাপ কর্ম করা চলবে না । পবিত্র হয়ে নিজের কল্যাণ করতে হবে ।

বরদানঃ:- বিধাতার সঙ্গে সঙ্গে বরদাতা হয়ে সর্ব আত্মাকে শক্তিতে ভরপুর করে দয়ালু আত্মা ভব
যদি কোনো আত্মা ইচ্ছুক হয়, কিন্তু সাহস না থাকার কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও প্রাপ্তি না করতে পারে, এমন আত্মাদের জন্য বিধাতা অর্থাৎ জ্ঞান দাতা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দয়ালু হয়ে বরদাতা হও, তাদের নিজের শুভ ভাবনার অতিরিক্ত শক্তি প্রদান করো, কিন্তু এমন বরদানী মূর্তি তখনই হতে পারবে, যখন তোমাদের প্রতিটি সঙ্কল্প বাবার প্রতি সমর্পিত হবে । প্রতিটি সময়, প্রতিটি সঙ্কল্প, প্রতিটি কর্মে বলিহারি যাও, যাতে যে প্রতিজ্ঞা করেছে তার পালন যেন করতে পারো ।

স্নোগানঃ:- নিজের সত্য স্বরূপের স্মৃতি থাকলে সত্যতার শক্তি এসে যাবে ।

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদেরকে যোগবলের দ্বারা শত্রু রাবণের উপরে জয়লাভ করতে হবে, মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার জন্য দৈবীগুণ ধারণ করতে হবে"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা সবাই বাবার শ্রীমতে একভাবে চলেনা - কেন ?

*উত্তরঃ - কারণ যিনি বাবা,তাকে সবাই একভাবে চিনতে পারেনি। যখন সম্পূর্ণ রূপে তাকে চিনতে পারবে তখনই শ্রীমত অনুসারে চলবে। ২— শত্রুরূপে মায়া এসে শ্রীমতে বিঘ্ন ঘটায় সেইজন্য বাচ্চারা মাঝে মাঝেই নিজের মতে চলে। তারপর বলে থাকে বাবা মায়ার তুফান আসে, তোমাকে স্মরণ করতে তখন ভুলে যাই। বাবা বলেন বাচ্চারা - মায়া রাবণকে ভয় পেয়ে না। তীর পুরুষার্থ করো তবে মায়াও ক্লান্ত হয়ে পড়বে।

*গীতঃ- না সে আমাদের থেকে দূরে সরে যাবে, না আমরা যাব.....

ওম্ শান্তি । তোমরা সিঙ্গল (একক) আত্মা। প্রত্যেকে বলবে ওম্ শান্তি। ইনি হলেন ডবল, এনাকে দুই বার বলতে হয় ওম্ শান্তি, ওম্ শান্তি। বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান — তোমরা এখানে যুদ্ধের ময়দানে বসে আছ। এমনটা নয় যে যেমন লৌকিকে মানুষ নিজেদের মধ্যে লড়াই করে। এইরকম তো ঘরে-ঘরে লড়াই ঝগড়া করে থাকে। অধিকাংশের কথা বলা হচ্ছে। প্রথম নম্বর হচ্ছে দেহ-অভিমান, দ্বিতীয় হলো কামবাসনা। এখন তোমরা স্মরণ শক্তির দ্বারা ৫ বিকার রূপী রাবণকে পরাস্ত করে জয়ী হয়ে ওঠো। স্মরণ শক্তির দ্বারা তোমরা নীচে নামবে না (অধঃপতন)। তোমাদের যুদ্ধ এক রাবণের সাথেই। লৌকিকে অনেক রকমের কথা হয়। এখানে একটাই কথা। তোমাদের যুদ্ধ রাবণের সাথে। কে তোমাদের শেখাচ্ছেন ? পতিত-পাবন ভগবান। তিনিই পতিত থেকে পাবন করে তোলেন। পবিত্র অর্থাৎ দেবতা, তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে ওঠো। কোনো মানুষ বোঝেনা যে রাবণের দ্বারাই তোমরা পতিত হয়েছে। বাবা বুঝিয়েছেন এই সময় সম্পূর্ণ দুনিয়া রাবণ রাজ্য। রামরাজ্য হয় সত্যযুগ, ত্রেতায়। সুতরাং সম্পূর্ণ দুনিয়াই বলবে। কিন্তু ওখানে এতো জনসংখ্যা থাকে না। তোমরা বিশ্বের রাজ্য অধিগ্রহণ করছ যোগবলের দ্বারা। এমনটা নয় যে এখানে বসেই বাবাকে স্মরণ করবে বা স্বদর্শন চক্র ঘোরাবে। প্রতিটি মুহূর্তে এটা বুদ্ধিতে থাকা উচিত, আমরা অর্ধকল্প স্বর্গে রাজত্ব করেছি তারপর রাবণের অভিশাপে নীচে নেমেছি। নীচে নেমে আসতে সময় তো লাগবে। ৮৪ সিঁড়ি নীচে নামতে হয়। উত্তরণের কলায় সিঁড়ি তো থাকে না, যদি থাকত তবে সেকেন্ডে জীবনমুক্তি কিভাবে বলা যেত ? কোথায় তোমাদের ২৫০০ বছর লাগে নীচে নামতে আর কোথায় তোমরা অল্প কিছু বছরের মধ্যেই উত্তরণের কলায় উঠতে থাকো। তোমাদের হলো যোগবল। ওদের বাহুবল। দ্বাপর থেকে নীচে নামতে হয় আর বাহুবলও শুরু হয়ে যায়। সত্যযুগে মারামারি করার কোনও প্রশ্নই নেই। কৃষ্ণকে দেখানো হয়েছে খুঁটির সাথে বাঁধা। এমন কোনো কিছু ঘটেনি। ওখানে বাচ্চারা কখনও চঞ্চল হয়না। কৃষ্ণ তো সর্বগুণসম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ। কৃষ্ণকে কত স্মরণ করে। ভালো জিনিস তো স্মরণে আসে তাইনা। যেমন দুনিয়াতে ৭ম আশ্চর্য আছে যা মানুষ স্মরণ করে থাকে, দেখতে যায়। আবুতে অতীব সুন্দর কি এমন জিনিস আছে যা মানুষ দেখতে যায় ? ধর্মীয় মানুষ আসেই মন্দির দেখতে। ভক্তি মার্গে কত মন্দির। সত্যযুগে ত্রেতায় কোনো মন্দির নেই। মন্দির পরে তৈরি করা হয়, স্মৃতিচারণের জন্য। সত্যযুগে কোনো উত্সব ইত্যাদি পালন করা হয় না। দীপাবলিও এমনভাবে হয়না। তবে হ্যাঁ, সিংহাসনে বসলে রাজ্যাভিষেক পালন করা হয়। ওখানে সবার জ্যোতি আগ্রত অবস্থায় থাকে (দেহী-অভিমানী, আত্মিক স্থিতি)।

তোমাদের কাছে একটা গান আছে- নবযুগ এসেছে ...এটা শুধু তোমরাই জানো যে আমরা নবযুগ অর্থাৎ সত্যযুগে দেবী-দেবতা হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি। ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন যথার্থ রীতিতে করা উচিত। জ্ঞান অমৃত পান করতে হবে। এই নলেজ হলো সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তকে জানার। এখানে কোনো ভাষা শেখানো হয়না। শুধুমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে হবে আর স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে হবে, এটুকুই। এখানে তোমরা বসে আছ, স্বদর্শন চক্রধারী। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে-আমাদের ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন পুরানো শরীর, পুরানো সম্বন্ধ ত্যাগ করে নতুন নিতে হবে। বিষ্ণুপুরীর মালিক হওয়ার জন্য বাবা পুরুষার্থ করাচ্ছেন। দুনিয়াতে বাকী সবাই হল আসুরিক সম্প্রদায়। ভগবানুবাচ - এখন গীতার যুগ চলছে। এখন কল্প-কল্পের সঙ্গম যুগ। বাবা বলেন - আমি এই কল্পের সঙ্গম যুগে আসি। আমিই সেই গীতার ভগবান। এখানে আসি নতুন দুনিয়া স্বর্গ রচনা করতে, আমি দ্বাপরে কীভাবে যাব। এটাই মস্ত বড় ভুল। কিছু ছোট কিছু বড় ভুল হয়, কিন্তু এটা সবচেয়ে বড় ভুল। শিব ভগবান তো পুনর্জন্ম রহিত, তাঁর পরিবর্তে ৮৪ জন্ম

গ্রহণকারীর নাম লেখা হয়েছে। তোমরা জানো যে শ্রী কৃষ্ণ তো এমনটা বলতে পারেন না যে মামেকম্ স্মরণ করো। সব ধর্মাবলম্বীরা তাকে (কৃষ্ণকে) কি মানবে ! শিব তো নিরাকার। তোমরা শিব শক্তি সেনা। শিববাবার সাথে যোগযুক্ত হয়ে শক্তি নিয়ে থাকো। এখানে পুরুষ-মহিলার কোনো বিষয় নেই। তোমরা আত্মারা সবাই হলে ভাই-ভাই। সবাই বাবার কাছ থেকে শক্তি নিচ্ছে। উত্তরাধিকার তো বাবাই দেবেন, তাই না ! বাবা হলেন সর্বশক্তিমান। এই লক্ষ্মী-নারায়ণকেও সর্বশক্তিমান বলা হয়, কেননা সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক হয়। ওরা এই রাজ্য কীভাবে পেয়েছে ? এখন শুধুমাত্র ভারতই নয় সম্পূর্ণ দুনিয়া রাবণ রাজ্য। কোনো রাজত্ব থাকলে বোঝা যায় যে, এর বড়ো কেউ এই রাজত্ব করেছে, যা পরম্পরা ধরে চলে আসছে। এ'সবই সত্যযুগের প্রথমে চলেছিল তবে নিশ্চয়ই পূর্ব জন্মে এমনই পুরুষার্থ করেছিল। পতিত রাজত্ব প্রাপ্ত হয় দান-পুণ্য করার জন্য। এখানে এই সঙ্গম যুগে জ্ঞান আর যোগবল দ্বারা ২১ জন্মের জন্য রাজ্য পেয়ে থাকো। তোমরা জানো এই পুরানো দুনিয়া সম্পূর্ণ বিনাশ হয়ে যাবে। এই শরীরও থাকবে না, সেইজন্য নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবা-বাবা বলতে শেখো। যেমন শরীরধারী বাচ্চাকে শেখানো হয় সেও তখন তার লৌকিক পিতাকে স্মরণ করে। এখন আত্মিক পিতা তোমরা বাচ্চাদের বলছেন হে বাচ্চারা, এটা নতুন কথা। বাবা বলেন - এখন আমি আত্মিক পিতাকে স্মরণ করো কেননা ঘরে ফিরে যেতে হবে। আত্মা তো অবিনাশী, শরীর বিনাশী, সুতরাং শক্তিশালী কে হলো ? শরীর আত্মার উপর নির্ভর করেই চালিত হয়। আত্মা চলে গেলে শরীরকে অগ্নি দ্বারা জ্বালিয়ে দিতে হয়। আত্মা হলো অবিনাশী। বিন্দু স্বরূপ। ঐ আত্মাকে কেউ-ই জানে না। যদিও কারো সাক্ষাত্কার হয় তাতে কি! তার তো জানাই নেই যে আত্মা বিন্দু স্বরূপ, আর তার মধ্যে ৮৪ জন্মের অবিনাশী পার্ট সঞ্চিত হয়ে আছে। এসবই তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। রাজযোগ শেখান একমাত্র বাবা। বাকি ব্যারিস্টার, উকিল, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি যারা চলে যায়। এখানে মানুষ থেকে দেবতা হতে হবে। ওরাও মানুষ কিন্তু ওদের দেবতা বলা হয়। দেবতা অর্থাৎ দৈবীগুণ ধারণকারী। তোমাদেরও পুরুষার্থ করে দৈবীগুণ ধারণ করতে হবে। এটাই প্রধান লক্ষ্য। তোমরা জানো এই দেবতাদের মধ্যে কোন্ কোন্ গুণ গুলো আছে ! আমাদেরও এমনটাই হতে হবে। প্রজাও তৈরি হবে। প্রজা তো অসংখ্য হবে। রাজা রানী হতেই পরিশ্রম করতে হয়। যে অধিক পুরুষার্থ করবে সে-ই রাজা-রানী হবে, যে অনেককে নলেজ দান করবে প্রত্যেকেই নিজের অবস্থান অন্তর্দর্শন দিয়ে বুঝতে পারবে। আত্মা বলে - আমাকে অসীম জগতের পিতার সন্তান হতেই হবে। ওঁনার কাছেই বলিহারি হব, আত্মসমর্পণ করব। যা কিছু আমার কাছে আছে সব নিবেদন করব। ঈশ্বরকে তো দিয়ে থাকে, তাই না ! তুমি এলে আমরা সমর্পিত হব। তার বিনিময়ে নতুন তন-মন-ধন নেব। নতুন মন কীভাবে নেব ? আত্মাকে নতুন (পবিত্র) করব। তারপর শরীরও নতুন নেব। রাজধানীও নেবে ? এখন তোমরা নিতে চলেছ, তাই না ! আত্মা বলে বাবা এই শরীর সমেত তোমার হয়ে গেছি। বাবা আমরা তোমার আশ্রয়ে আসি। এখানে সবাই রাবণ রাজ্যে দুঃখী, সেইজন্য এর থেকে মুক্ত করে নিজেদের রাজধানীতে নিয়ে চলো। শিববাবাকে পেয়ে গেছি আর কি চাই! তোমরা জান শিববাবার শ্রীমত দ্বারা স্বর্গ স্থাপনা হয়। আসুরি রাবণের মত দ্বারা নরক তৈরি হয়। এখন আবারও শ্রীমত অনুসারে স্বর্গ নির্মাণ করতে হবে। যারা কল্প পূর্বে এসেছিল অবশ্যই তারা আসবে। শ্রীমৎ দ্বারা উচ্চ উত্তরণ হবে। রাবণের মতে চললে নীচে (অধঃপতন) নামতে হবে। তোমাদের এখন উত্তরণের কলা, বাকিরা সবাই নিম্নগামীরা কলায়। কতো ধর্ম। সত্যযুগে একটাই দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল। এখন প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। (বোটানিক্যাল গার্ডেনের বট বৃক্ষের দৃষ্টান্ত)।

তোমরা জানো দেবী-দেবতা ধর্মের চিহ্ন তো আছে। অবশ্যই দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল। ৫ হাজার বছরের কথা। তোমরা প্রমাণ করে বলতে পারো এটা ৫ হাজার বছরের চক্র। এতে ৪ টি যুগ আছে। প্রত্যেক যুগের আয়ু ১২৫০ বছর। ওরা তো লক্ষ বছর বলে দিয়েছে। অনেক পার্থক্য থাকার কারণে কারো বুদ্ধিতে বসে না। ওরা মনে করে যেমন আরও অন্যান্য সংস্থা আছে এটাও ঠিক বি.কে.দের সংস্থা। এরা গীতার কথা বলে। গীতা তো কৃষ্ণ ভগবানের, কিন্তু এখানে তো দাদা জহুরি বসে আছেন সুতরাং বিভ্রান্ত তো হবেই না! বাবা বলেন - আমি যেই হই, যেমন হই এই সময় পর্যন্ত কেউ আমাকে জানেনা। শেষে গিয়ে যথার্থ রীতিতে জানবে। এখানেও নম্বরানুসারে যেতে হবে, তবেই তো শ্রীমৎ অনুসারে চলা বড় কঠিন বলে মনে করে। ভালো-ভালো বাচ্চারাও শ্রীমত অনুসারে চলেনা। রাবণ চলতে দেয় না। নিজের মতে চলে থাকে। সামান্য কিছু আছে যারা শ্রীমৎ অনুসারে চলে। এগিয়ে যেতে যেতে সম্পূর্ণ রূপে বাবাকে জানলে তখন শ্রীমত অনুসারে চলবে। আমি যা এবং যেমন, পরে গিয়ে বুঝতে পারবে। এখন জানার চেষ্টা করছে। সম্পূর্ণ জেনে গেলে আর কি চাই। থাকতেও হবে ঘর-পরিবারে কিন্তু শত্রু রূপী মায়া এমনই যে শ্রীমত অনুসারে চলা থেকে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। বাচ্চারা বলে বাবা ভীষণ মায়ার তুফান আসে। মায়া তোমার স্মরণ ভুলিয়ে দেয়। তবে হ্যাঁ তীব্র পুরুষার্থ করতে-করতে শেষে মায়াও ক্লান্ত হয়ে পড়বে। মালাও মুখ্য ৮ রত্নের। ৮ রত্নের-জুড়ি। নবম রত্ন শিববাবাকে মাঝখানে রাখা হয়। কেউ লাল রঙের তৈরি করে, তো কেউ সাদা রঙের। শিববাবা তো বিন্দু। বিন্দু লাল হয়না। বিন্দু তো সাদাই হয়। অতি সূক্ষ্ম রূপ। দিব্য দৃষ্টি ছাড়া কেউ-ই দেখতে পারবেনা। ডাক্তার ইত্যাদি কত চেষ্টা করে দেখার। কিন্তু দেখতে পায়না কেননা অব্যক্ত

বস্তু না সেইজন্য জিজ্ঞাসা করে - তোমরা বল আমরা আত্মা, আত্মা আত্মাকে কবে দেখেছ ? নিজেকেই দেখতে পাওনা তবে বাবাকে কিভাবে দেখবে ? আত্মাকে জানতে হবে কিভাবে তার মধ্যে পার্ট সঞ্চিত হয়ে আছে। এ বিষয়ে কেউ-ই কিছু জানেনা। ৮৪ -র পরিবর্তে ৮৪ লক্ষ বলে থাকে। বাবা এসেই বাচ্চাদের কাছে সব বিষয়ে বুঝিয়ে থাকেন। আজকের ভারত কেমন, ভবিষ্যতের ভারত কেমন হবে ! মহাভারতের লড়াইও আছে। তিনি এসে গীতা জ্ঞান দিয়েছেন, এটা রুদ্র যজ্ঞও। সব ধর্মের বিনাশ, এক ধর্মের স্থাপনা হতে চলেছে।

এ' হলো শিববাবার ভান্ডারা, যেখান থেকে তোমরা পবিত্র ভোজন গ্রহণ করে থাকো। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীরা এই ভোজন তৈরি করে, সেইজন্যই তাদের অপরাধ অপার মহিমা। এই ভোজন গ্রহণ করে তোমরা সবাই পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হয়ে ওঠো, সেইজন্যই পবিত্র ভোজন গ্রহণ করা ভালো। তোমরা যত উষ্ণে উঠতে পারবে ততই শুদ্ধ ভোজন পাবে। যোগযুক্ত হয়ে ভোজন তৈরী করলে অধিক শক্তি পাওয়া যায়, যত এগিয়ে যাবে এই রকম অনেককে দেখতে পাবে। সার্ভিসেবল বাচ্চা যারা সেন্টারে থাকে, তারা নিজের হাতেই ভোজন তৈরী করে যদি গ্রহণ করে তবে অধিক শক্তিশালী হতে পারে। যেমন পতিব্রতা স্ত্রী, তার স্বামী ছাড়া আর কাউকে স্মরণ করেনা। তেমনই বাচ্চারা তোমরাও স্মরণে থেকে ভোজন তৈরি করে খাও তবে অধিক শক্তি পাবে। বাবার স্মরণে থেকে তোমরা বিশ্বের বাদশাহী নিয়ে থাকো। বাবা পরামর্শ তো দিয়ে থাকেন কিন্তু কারো বুদ্ধিতেই আসে না। এগিয়ে যেতে-যেতে হতে পারে - বলবে আমরা নিজের হাতে যোগযুক্ত হয়ে ভোজন তৈরি করলে, সবার কল্যাণ হবে।

বাবা বাচ্চাদেরকে সকল প্রকারের মত দিয়ে থাকেন ! ত্রিমূর্তির চিত্র সামনে রাখো। উত্তরাধিকার শিববাবার কাছ থেকে নিতে হবে। কিছু না কিছু যুক্তি রচনা করো। বাবা(ব্রহ্মা) নিজের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন — ভক্তি মার্গে আমি নারায়ণের চিত্রকে খুব ভালোবাসতাম। ওঁনাকে স্মরণ করলে চোখে জল এসে যেত। কেননা ঐ সময় বৈরাগ্য এসেছিল। ছোটবেলা থেকেই বৃত্তি বৈরাগ্যের প্রতিই ছিল। এসবই হলো অসীমের বিষয়। আবারও বলেন মন্মনাভব। যোগযুক্ত হয়ে থাকলেই তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে পারবে। স্মরণে থাকার জন্য উৎসাহ থাকতে হবে। তোমরা শ্রীমৎ পেয়ে থাকো, বাবা বলেন স্মরণ করো। আমি সৃষ্টির রচয়িতা সুতরাং তোমরাও তো নতুন দুনিয়ার মালিক হবে তাইনা। নয়তো দন্দও ভোগ করবে আর পদও ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। মৃত্যুর আগে বাচ্চাদের এই উৎসাহ থাকা উচিত যে আমরা সতোপ্রধান কীভাবে হবো। বাবাকে স্মরণ অবশ্যই করতে হবে। এটাই হলো সবচেয়ে বড় উৎসাহ বা নেশা। আত্মা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মিক পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) যোগযুক্ত হয়ে নিজের হাতে ভোজন তৈরী করে খেতে হবে। পবিত্র দুনিয়াতে যাওয়ার জন্য পবিত্র ভোজন গ্রহণ করতে হবে। ওতেই শক্তি আছে।

২) নতুন তন-মন-ধন প্রাপ্ত করার জন্য পুরানো সবকিছুই বাবাকে অর্পণ করে দিতে হবে। এই শরীর সমেত বাবার প্রতি সমর্পিত হতে হবে।

বরদানঃ:- নিজের শ্রেষ্ঠ ব্যবহারের দ্বারা সর্ব আত্মাদের সুখ প্রদানকারী মহান আত্মা ভব যে মহান আত্মা হয় তার প্রতিটি ব্যবহার সর্ব আত্মাদের সুখ প্রদান করে থাকে। সে সুখ দেয় আর সুখ নিয়ে থাকে। সুতরাং চেক করো মহান আত্মা রূপে সারাদিনে সবাইকে সুখ প্রদান করে পুণ্যের কাজ করেছে ? পুণ্য অর্থাৎ কাউকে এমন জিনিস দেওয়া যাতে ঐ আত্মার থেকে আশীর্বাদ আসে। সুতরাং চেক করো যে প্রত্যেক আত্মার থেকে আশীর্বাদ আসছে। আমি কাউকে দুঃখ দিইনি বা নিইনি তো ! তবেই বলা হবে মহান আত্মা।

স্নোগানঃ:- কোনো কিছু করার পর ভাবা - এটাই হলো অনুতাপের রূপ।

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের মতো সৌভাগ্যবান কেউ নয়, কারণ বাবা, যাঁকে সারা দুনিয়া আহ্বান করছে তিনি তোমাদের পড়াচ্ছেন, তোমরা তাঁর সঙ্গে কথা বলছো"

*প্রশ্নঃ - যে বাচ্চারা বিচার সাগর মন্ডন করতে পারে, তাদের লক্ষণ কি হবে ?

*উত্তরঃ - তাদের বুদ্ধিতে সারাদিন এই চিন্তন চলতে থাকে যে, কীভাবে সবাইকে রাস্তা বলে দেওয়া যায় ! কীভাবে কারও কল্যাণ করা যায় ! তারা সার্ভিসের জন্য নতুন নতুন প্ল্যান বানাতে থাকে। তাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ জ্ঞান চলতে থাকে। তারা নিজেদের সময় নষ্ট করে না।

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদের সামনে নিরাকার পরমপিতা পরামাত্মা কথা বলছেন, এটা কেবল বাচ্চাই জানে। ভগবানকে উচ্চ বলা হয়। ঔঁনার নিবাসস্থানও উচ্চ। ঔঁনার নিবাসস্থান তো খুব বিখ্যাত। বাচ্চারা তোমরা জানো, আমরা হলাম মূলবতনের নিবাসী। মানুষ এসকল বিষয় জানে না। গড ফাদার বলছেন। তোমরা বাচ্চারা ছাড়া এমন কোনো মানুষ নেই যে জানে নিরাকার ভগবান বলছেন। নিরাকার হওয়ার কারণে কারো বুদ্ধিতে আসে না যে, ভগবান কীভাবে বলতে পারেন। এটা না জানার কারণে গীতাতে কৃষ্ণের নাম রেখে দিয়েছে। এখন বাচ্চাদের সামনে তিনি বলছেন। সম্মুখে না থাকলে তো শুনতে পারবে না। দূর থেকে যদিও শোনে কিন্তু নিশ্চয় হয় না। শোনে তো ভগবানের কথা। তোমরা যথার্থ রীতিতে জানো। ভগবান তো শিববাবা। প্রাক্তিক্যালে জানো, বাবা আমাদের জ্ঞান শোনাচ্ছেন। তোমাদের বুদ্ধি দ্রুত উপরে চলে যায়। শিববাবা উচ্চ থেকে উচ্চ স্থানে থাকেন। যেমন কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি, রানী ইত্যাদি যখন আসেন, জানো যে এনারা অমুক জায়গার নিবাসী, এখন এখানে এসেছেন। তোমরা বাচ্চারাও জানো বাবা এসেছেন - আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য। আমরাও বাবার সঙ্গে ঘরে ফিরে যাব। আমরা পরমধামের নিবাসী। তোমাদের এখন বাবা এবং ঘর স্মরণে আসে। বাবা, তিনিই হলেন সৃষ্টির রচয়িতা। বাচ্চারা, বাবা এসে তোমাদের মূলবতন, সূক্ষ্মবতন এবং স্থূলবতনের রহস্য বুঝিয়েছেন। যাদের বুদ্ধিতে আছে কেবল তারা'ই বুঝতে পারবে, বরাবর আমরা পুরুষার্থ করছি - ভবিষ্যতের ২১ জন্মের জন্য, বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছি। পুরুষার্থ তো করতেই হবে। পুরুষার্থকে কখনোই ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। স্কুলের বাচ্চারা জানে, পরীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত আমাদের পড়াশোনা করতে হবে। এইম অবজেক্ট থাকে, আমরা সর্বোচ্চ পরীক্ষা পাশ করবো। তারা একটা কলেজ ছেড়ে দ্বিতীয়, তৃতীয় উচ্চতর কলেজে যায়। অর্থাৎ, পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হবে। কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির সন্তান হলে তো অবশ্যই উচ্চতর পরীক্ষা পাশ করার লক্ষ্য থাকে। তোমরা জানো, আমরা অনেক উচ্চতর বাবার সন্তান। দুনিয়াতে কেউ জানে না - আমরা সবাই শিববাবার সন্তান। তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ উঁচু থেকে উঁচু বাবার সন্তান। অনেক উচ্চতর পড়াশোনা করছো। জানো যে, এটা উচ্চ থেকে উচ্চতর অধ্যয়ন। বাবা পড়াচ্ছেন, তাই কত উৎসাহ এবং খুশিতে থাকা উচিত ! এ'কথা যে কাউকে বোঝাতে পারো, আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ বাবার সন্তান। আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ সদগুরু নির্দেশ অনুসরণ করছি। টিচার, গুরুর নির্দেশ অনুসরণ করে চলতে হয়, তাই না ! তাদের ফলোয়ার বলে। এখানে বাবার নির্দেশ অনুসরণ করে চলতে হবে, টিচারের নির্দেশও অনুসরণ করে চলতে হবে এবং গুরুর নির্দেশও অনুসরণ করে চলতে হবে। তোমরা জানো, উঁনি আমাদের বাবা, টিচার এবং সদগুরু। ঔঁনার নির্দেশ অবশ্যই অনুসরণ করে চলতে হবে। তিনি তো কেবল একজন - উঁচু থেকে উঁচু হলেন শিববাবা, তিনি বলছেন। বাবা বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করেন, শিববাবা কি কথা বলেন ? আচ্ছা, শঙ্কর কি কথা বলে ? ব্রহ্মা কথা বলে ? বিষ্ণু কথা বলে ? (কেউ একজন বললো শিব এবং ব্রহ্মা কথা বলেন - বিষ্ণু এবং শঙ্কর কথা বলে না) বিষ্ণুর দুটি রূপ লক্ষ্মী-নারায়ণ বলে থাকো, তাহলে তারা কি কথা বলে না ? তারা কি বোবা ? (তারা জ্ঞানের কথা বলে না) আমি জ্ঞানের কথাই বলছি না, তারা কথা বলে কিনা জিজ্ঞাসা করছি। বিষ্ণু, লক্ষ্মী-নারায়ণ কি কথা বলে ? শঙ্কর কথা বলে না - এটা ঠিক। বাকি তিনজন কেন কথা বলবে না ? বিষ্ণুর দুই রূপ লক্ষ্মী-নারায়ণ, সুতরাং তারা অবশ্যই কথা বলবে, তাই না ! মানুষ মনে করে শিববাবা তো নিরাকার, তাহলে তিনি কীভাবে কথা বলতে পারেন ! তোমরা বাচ্চারা জানো, শিববাবাও এনার (ব্রহ্মা) মধ্যে প্রবেশ করে কথা বলেন। ব্রহ্মাকেও কথা বলতে হয়, কারণ তিনি তো অ্যাডাপ্টেড। সল্যাসীরা সল্যাস গ্রহণের পর নিজেদের নাম পরিবর্তন করে। তোমরাও সল্যাস করেছো, তাই তোমাদেরও নাম পরিবর্তন করা উচিত। শুরুতে বাবা নাম রেখেছিলেন। কিন্তু দেখলেন যাদের নাম রেখেছিলেন তারাও মারা যায় - আশ্চর্য হয়ে শুনে, ভালো ভালো বলে, তারপর পালিয়ে যায়। এইজন্য বাবা কতজনের নাম রাখবেন ! আজকাল তো মায়াও অনেক শক্তিশালী। বুদ্ধি বলে যে, যখন লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল তখন এটিকে বিষ্ণুপুরী বলা হত। এই এইম অবজেক্ট বুদ্ধিতে রয়েছে। বিষ্ণুর দুই রূপ

লক্ষ্মী-নারায়ণ রাজত্ব করে, তাহলে তারা কথা বলবে না কেন ! বাবা এখানের কথা বলছেন না। মানুষ তো জিজ্ঞাসা করে, নিরাকার কীভাবে কথা বলতে পারেন ! তারা এটা জানেই না যে, নিরাকার কীভাবে আসেন। ওঁনাকে পতিত-পাবন বলা হয়। তিনি জ্ঞানেরও সাগর, চৈতন্যও এবং প্রেমেরও সাগর। কিন্তু ভালোবাসা তো অনুপ্রেরণার দ্বারা হয় না, তিনিও এঁনার মধ্যে প্রবেশ করে বাচ্চাদের ভালোবাসেন, তাই না ! তাই বলা, আমরা পরমপিতা পরমাত্মার কোলে আসি। বাবা কেবল তোমার সাথেই থাক, তোমার থেকেই শুনব... বুদ্ধি ওইদিকে চলে যায়, শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধিতে আসে না। বাবা বাচ্চাদের বসে বোঝাচ্ছেন। তোমাদের মতো সৌভাগ্যবান কেউ নয়। তোমরা জানো যে, তোমরা কত উঁচু পাটধারী। এটা তো নাটক, তাই না। এর আগে তো তোমরা কিছু জানতে না। এখন বাবা প্রবেশ করেছেন তাই ড্রামা প্ল্যান অনুসারে ওঁনার থেকে শুনছো। বাবা বলেন - মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা তোমরা জানো বাবা হলেন নিরাকার। তিনি আমাদের (আত্মাদের) বাবা। এ'কথা কোনও শাস্ত্র ইত্যাদিতে লেখা নেই। এখন তোমাদের বিশাল বুদ্ধি হয়ে গেছে। স্টুডেন্টরা যখন পড়ে, বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি এসে যায়। কিন্তু এটা কারও বুদ্ধিতে নেই - বাবা কোথায় আছেন ! যথার্থ রীতিতে তোমরা বাচ্চারা'ই বুমতে পারো এবং প্রাক্টিক্যাল এই খুশি আছে, বাবা পরমধাম থেকে আসেন, আমাদের পড়ান। সারাদিন নিজেদের মধ্যে এই আত্মিক বার্তালাপ হওয়া উচিত। এই জ্ঞান ছাড়া বাকি সব কথাই হলো বিনাশী। শরীর নির্বাহের জন্য তোমাদের কাজ-কর্ম ইত্যাদিও করতে হবে এবং একইসাথে এই রুহানী সার্ভিসও করতে হবে।

তোমরা জানো যে, বরাবর এই ভারত স্বর্গ ছিল। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল। দেবী-দেবতাদের যত চিত্র রয়েছে, তার যথার্থ জ্ঞান বুদ্ধিতে এসে গেছে। নন্দরওয়ান লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র নাও, বিচার করো - তারা বরাবর ভারতে রাজত্ব করেছে, তাহলে এক ধর্ম ছিল। রাত শেষ হয়ে দিন শুরু হলো অর্থাৎ কলিযুগ শেষ হয়ে সত্যযুগ শুরু হলো। কলিযুগ হলো রাত এবং সত্যযুগ হলো সকাল। বিচার সাগর মন্থন করতে হবে, যে ওনারা কীভাবে এই রাজ্য পেয়েছিলেন। যেমন বলা হয় সাগরে পাথর ছুঁড়লে ঢেউ উঠবে। সেইরকম তোমরাও পাথর নিক্ষেপ করো, মানুষকে বোঝাও। এটা খেয়াল করো, ভারতে তো দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল, তারা'ই আবার ভক্তিমার্গে মন্দির বানিয়েছে, তারপর সেগুলি লুট হয়ে গেছে। এগুলো কালকের বিষয়। এখন ভক্তিমার্গ, তাহলে অবশ্যই এর আগে জ্ঞানমার্গ ছিল। এইসমস্ত বিষয় এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। বাবাও এসে নিজের জীবন কাহিনী বলেন। তোমাদের এগুলো স্মরণ আসে না কেন ? বাবা এসে আমাদের এই সমস্ত নলেজ শোনাচ্ছেন, বোঝা উচিত তাই না ! যে কাউকেই এ'কথা শোনাও। এই চিত্র হল এম্ অবজেক্ট। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ তো সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা-রানী ছিলেন। ভারত স্বর্গ ছিল, তাই না ! এগুলো কালকের বিষয়। তারপর কীভাবে তারা তাদের রাজ্য হারালো। তোমরা বাচ্চারা যদিও এ'সব শোনো কিন্তু কখনো বুদ্ধিতে চিন্তন চলে না। বুদ্ধিতে স্মরণও আসে না। যদি স্মরণ আসে তাহলে অন্যদেরও বোঝাতে পারবে। এটা তো খুবই সহজ বিষয় ! তোমরা এখানে এসেছো লক্ষ্মী-নারায়ণের মতো হওয়ার জন্য। বোঝানো হয়েছে ৫ হাজার বছরের বিষয়। এর চেয়ে অনেক আগে কিছু হতে পারে না। সবথেকে পুরানো হলো এই ভারতের কাহিনী। বাস্তবে, এটাই সত্যিকারের কাহিনী হওয়া উচিত। এটাই সবথেকে মহান কাহিনী। তাঁদের রাজ্য ছিল কিন্তু এখন সেই রাজ্য নেই, কেউ এ'সম্পর্কে কিছুই জানে না। তোমাদের বুদ্ধিতে ক্রমানুসারে আসে। বাবা বলেন - আমাকে স্মরণ করো, এটাও কেউ সম্পূর্ণ রীতিতে স্মরণ করে না। বাবা বিন্দু, আমরাও বিন্দু - এটাও বুদ্ধিতে থাকে না। কারো কারো বুদ্ধিতে তো ভালোভাবে চলতে থাকে। কাউকে বসে বোঝালে তো ৪-৫ ঘন্টাও লেগে যায়। এটা খুব ওয়ান্ডারফুল বিষয় ! যেমন সত্য-নারায়ণের কথা বসে শোনে, তাই না ! ২-৩ ঘন্টা বসে শোনে, যাদের মনে আগ্রহ থাকে। এখানেও সেরকম, যাদের এই বিষয়ে অনেক আগ্রহ আছে তাদের অন্য কিছুর চিন্তন আসবে না। কেবল এই বিষয়গুলো বুমতে ভালো লাগে, এই কথাগুলো ভালো লাগে। তারা ভাবে যে, কেবল এই সার্ভিসেই যুক্ত হয়ে যাই, অন্যান্য সমস্ত কাজকর্ম ছেড়ে দিই। কিন্তু এভাবে তো কেউ বসে থাকতে পারে না। তোমরা বাচ্চারা তো এই সত্য-নারায়ণের কাহিনী শুনছো। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে কত ভালো বিষয় মন্থন হচ্ছে। আমরা এই সামগ্রী ডেলিভারি করার জন্য এভাররেডি হয়ে আছি। সামগ্রী সবসময় রেডি থাকা উচিত। তোমরা কাউকে এই চিত্র দেখিয়েও বোঝাতে পারো - লক্ষ্মী-নারায়ণ কীভাবে এই রাজ্য প্রাপ্ত করেছিল, কত বছর আগে তারা বিশ্বের মালিক ছিল ? সেই সময়ে সৃষ্টিতে কত সংখ্যক মানুষ ছিল, এখন কত আছে। কিছু না কিছু পাথর নিক্ষেপ করতে হবে, তবে বিচার সাগর মন্থন হতে থাকবে। যদি এই কুলের হয় তাহলে দ্রুত প্রভাবিত হবে। এই কুলের নাহলে কিছুই বুমবে না, চলে যাবে। নাড়ি দেখে দেখে বুমতে হবে। তোমরা এই মিষ্টি-মিষ্টি জ্ঞান ছাড়া আর কিছু বলবে না। যদি জ্ঞান ছাড়া আর কিছু বলে তাহলে বুমতে হবে এটা ইভিল, এর মধ্যে কোনো সার নেই। আমার কাছে এমন অনেক বাচ্চারা আছে যাদের শোনার অনেক আগ্রহ রয়েছে। বাবা বোঝাচ্ছেন - খারাপ (ইভিল) কথাবার্তা কখনো শোনা উচিত নয়। কল্যাণের কথাই শোনো। নইলে মিছি মিছিই নিজেদের অনেক ক্ষতি করে ফেলবে। বাবা তো এসে তোমাদের জ্ঞান'ই শোনাচ্ছেন। সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বোঝাচ্ছেন। তিনি বলছেন অন্য কোনো কথাবার্তা বলবে না। এ' সবে তোমরা অনেক সময় নষ্ট করে ফেলো।

অমুকে এইরকম, সে ওইকম করে... এ'কে ইভিল বলা হয়। দুনিয়ার কথা আলাদা, তোমাদের তো এক এক সেকেন্ড সময় অনেক মূল্যবান। তোমরা কখনো এরকম কথাবার্তা শুনবে না, বলবে না। তার চেয়ে বরং, তোমরা বেহদের বাবাকে স্মরণ করো, এতে তোমাদের অনেক উপার্জন হবে। যেখানে সেখানে গিয়ে বাবার পরিচয় দাও, এই রুহানী সার্ভিস করতে থাকো। সত্যিকারের মহাবীর হলে তোমরা। সারাদিন কেবল এই চিন্তন চলা উচিত - কেউ আসলে তাকে কীভাবে এই পথ বলে দেওয়া যায়। বাবা বলছেন - অল্ফ'কে (আমাকে) স্মরণ করো তাহলে বে বাদশাহী প্রাপ্ত হয়ে যাবে। কত সহজ বিষয় ! এরকমভাবে গিয়ে সার্ভিস করা উচিত। বাচ্চাদের সার্ভিসের প্রতি অনেক মনোযোগ দেওয়া উচিত। নিজের এবং অন্যের কল্যাণ করা উচিত। বাচ্চারা, বাবাও তোমাদের বোঝানোর জন্য এসেছেন, তাই না ! তোমরা বাচ্চারাও এসেছো পড়াশোনা করতে এবং তারপর অন্যদেরও পড়াতে। সময় নষ্ট করতে অথবা কেবল রুটি বানাতে তো আসোনি। সারাদিন বুদ্ধি সার্ভিসে চলা উচিত।

আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আল্লাদের পিতা ওঁনার আল্লা রুপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) যে বিষয় নিজের কাজের নয়, সেই বিষয় শোনার এবং বলার জন্য সময় নষ্ট করবে না। যতখানি সম্ভব পড়ার উপরে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে।

২) সর্বদা খুশি এবং উৎসাহে থাকতে হবে যে, আমাদের কে পড়াচ্ছেন ! পুরুষার্থকে কখনো ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। মুখ থেকে জ্ঞান রত্নই নির্গত করতে হবে।

বরদানঃ:- সত্যোপ্রধান স্থিতিতে স্থিত হয়ে সর্বদা সুখ শান্তির অনুভবকারী ডবল অহিংসক ভব সর্বদা নিজের সত্যোপ্রধান সংস্কারে স্থির থেকে সুখ-শান্তির অনুভব করা - এটাই প্রকৃত অহিংসা। হিংসা অর্থাৎ যার দ্বারা দুঃখ-অশান্তির প্রাপ্তি হয়। তাই চেক করো, সারাদিনে কোনো প্রকারের হিংসা করিনি তো ! যদি কোনো শব্দ দ্বারা কারো স্থিতিকে উপর-নীচে করে দাও, এটাও অহিংসা। ২ - যদি নিজের সত্যোপ্রধান সংস্কারকে দমন করে অন্য সংস্কারকে প্রাক্টিক্যালি রাখো তাহলে এটাও হিংসা। এইজন্য সূক্ষ্মতায় গিয়ে মহান আল্লার স্মৃতির দ্বারা ডবল অহিংসক হও।

স্লোগানঃ:- সত্যের সাথে অসত্য মিশ্র হলেই খুশি অদৃশ্য হয়ে যায়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent

4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - মায়াকে ভয় করবে না, মায়া যতই বিস্মৃত করার চেষ্টা করুক তোমরা কিন্তু ক্লান্ত হবে না, অমৃতবেলায় উঠে স্মরণে থাকার পুরোপুরি পুরুষার্থ করো”

*প্রশ্নঃ - পুরুষার্থে বেশি নম্বর কোন বাচ্চারা প্রাপ্ত করে ?

*উত্তরঃ - যে বাচ্চারা বাবার কাছে সম্পূর্ণ সমর্পণ করে অর্থাৎ নিজেকে বলিদান করে, তারা-ই সবচেয়ে এগিয়ে যায়। বাবার কাছে বাচ্চারা সমর্পিত হয় এবং বাচ্চাদের কাছে বাবা। তোমরা নিজের দেহ অভিমানের বিকার, পুরানো তন-মন-ধন বাবাকে দান কর আর বাবা তোমাদের বিশ্বের বাদশাহী দেন তাই বাবাকে দীনের নাথ বলা হয়। গরিব ভারতকেই দান করতে বাবা এসেছেন।

*গীতঃ- নয়নহীনকে পথ দেখাও প্রভু....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি-মিষ্টি, অতি মিষ্টি, এমনই বলা হবে তাইনা ! অসীমের পিতা এবং অসীম ভালোবাসা। বলেন মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা গীত শুনলো। পথ এক বাবাই দেখান। ভক্তিমার্গে পথ বলে দেওয়ার কেউ নেই। সেখানে ঠোঁড়ের খেতেই থাকে। এখন পথ খুঁজে পাওয়া গেছে তবুও মায়া বাবার সঙ্গে বুদ্ধিযোগ লাগাতে দেয় না। তারা বুঝতে পারে এক বাবাকে স্মরণ করলে আমাদের সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে, চিন্তার কোনো কথা থাকবে না, তবুও ভুলে যায়। বাবা বলেন - নিজেকে আত্মা মনে করে আমি পতিত-পাবন বাবাকে স্মরণ করো। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর তাইনা। তিনিই হলেন গীতা জ্ঞান দাতা। স্বর্গের বাদশাহী বা সদগতি প্রদান করেন। কৃষ্ণকে জ্ঞানের সাগর বলা হবে না। সাগর তো একটিই। এই পৃথিবীর চারিদিকে সাগরই সাগর। সমগ্র সাগর একটিই। পরে সাগরের বিভাজন হয়েছে। তোমরা বিশ্বের মালিক হও তখন সমস্ত সাগর, পৃথিবীর মালিক তোমরা হও। কেউ এমন বলতে পারে না এই ভাগটি আমার, আমাদের সীমায় প্রবেশ করবে না। এখানে তো সাগরেও টুকরো করে দিয়েছে। তোমরা বুঝেছো সারা বিশ্বই ভারত ছিল, যার মালিক তোমরা ছিলে। গীতও আছে বাবা তোমার কাছে আমরা বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত করি যা কেউ কেড়ে নিতে পারে না। এখানে দেখো জল নিয়েও বিরোধ। একে অপরকে জল প্রদান করতে লক্ষ লক্ষ টাকা দিতে হয়। বাচ্চারা তোমাদেরকে বিশ্বের রাজত্ব কল্প পূর্বের মতন প্রাপ্ত হচ্ছে। বাবা জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র দিয়েছেন। জ্ঞান দাতা হলেন পরমপিতা পরমাত্মা। এই সময় এসে জ্ঞান প্রদান করেন। সত্য যুগে লক্ষ্মী-নারায়ণের কাছে এই জ্ঞান থাকবে না। যদিও এমন বলবে পূর্ব জন্মের জ্ঞানের দ্বারা এই স্বরূপ ধারণ করেছি। তোমরাই ছিলে। তোমরা বলা বাবা তুমি সেই। তুমি আমাদের বিশ্বের মালিক বানিয়েছিলে। বাবা বলেন আমার মং কোনো বিশাল নয়। জাগতিক দুনিয়ার পড়াশোনা তো বিশাল আকারের হয়। এই পড়াশোনা তো খুব সহজ। রচয়িতা ও রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে জেনে তোমরা অন্যদের বলতে থাকো। কীভাবে ৮৪-র চক্র আবর্তিত হয়। এখন ফিরে যেতে হবে বাবার কাছে। এই কথাও বাবা বলেছেন - মায়ার ঝড় অনেক আসবে, সেসবে ভয় করবে না। সকালে উঠে বসবে, বুদ্ধি অন্য চিন্তায় চলে যাবে। দুই মিনিটও স্মরণে থাকতে পারবে না। বাবা বলেন ক্লান্ত হবে না। আত্মা এক মিনিট স্মরণে ছিলে, এবারে কাল বসবে, পরশু বসবে। মনে মনে এই কথাটি পাকা নিশ্চয়ই করো যে আমাদেরকে স্মরণ করতে হবে। যদি কেউ বিকার গ্রস্ত হয় তবে অনেক ঝড় তো আসবে। পবিত্রতা হল মুখ্য। আজ এই দুনিয়া হল পতিত বেশ্যালয়। কাল পবিত্র শিবালয় হবে। জানো যে এই হল পুরানো শরীর। বাবাকে স্মরণ করতে থাকলে যে কোনো সময়ে শরীর ত্যাগ করলেই স্বর্গে যাওয়ার উপযুক্ত হবে। বাবার কাছে কিছু জ্ঞান তো শুনেছো তাইনা। এমনও আছে যারা এখান থেকে পালিয়েছে তবুও পুনরায় এসে নিজের অধিকার প্রাপ্ত করছে। এই কথাও বোঝানো হয়েছে অন্তিম সময়ে যেমন মতি সেই অনুসারেই গতি হবে। যদি কেউ শরীর ত্যাগ করে, জ্ঞানের সংস্কার নিয়ে যায় তখন শৈশব থেকেই সেইদিকে টান থাকবে। যদিও ইন্দ্রিয় গুলি ছোট, কথাও বলবে না কিন্তু আকৃষ্ট হবে। শৈশব থেকেই সংস্কার ভালো থাকবে। সুখদায়ী হবে। আত্মাকেই বাবা শেখান, তাইনা। যেমন বাবা মিলিটারিদের দৃষ্টান্ত দেন। সংস্কার নিয়ে যায় তখন সেনায় ভর্তি হয়ে যায়। যেমন শাস্ত্র পাঠ করার সংস্কার নিয়ে গেলে ছোট থেকেই শাস্ত্র মুখস্থ হয়ে যায়। তাদের মহিমাও হয়। সুতরাং এখান থেকে যারা যায় ছোট থেকেই তাদের মহিমা হয়। আত্মাই জ্ঞান ধারণ করে তাইনা। যা কিছু বাকি থাকে সেসব হিসেব নিকেশ পূর্ণ করতে হয়। স্বর্গে তো আসবে তাইনা। বাবার কাছে এসে মালেকম্ সেলাম করবে। প্রজা তো অনেক অনেক তৈরী হবে। বাবার কাছে অধিকার প্রাপ্ত করবে। পরে বলবে - ওহো প্রভু তোমার লীলা....। এখন তোমরা বুঝেছো - ওহো বাবা তোমার লীলা ড্রামা প্ল্যান অনুসারে এমন। বাবা তোমার অ্যাক্ট সকল মানুষ মাত্রের চেয়ে পৃথক। যারা বাবার ভালো সার্ভিস করে তাদের পুরস্কারও ভালোই প্রাপ্ত হয়। বিজয় মালায় গাঁথা হয়। এ হল রুহানী জ্ঞান, যা আত্মা রূপী

বাবা, আত্মাদের প্রদান করেন। মানুষ সব শরীরের স্মরণেই থাকে, বলবে শিবানন্দ, গণেশ্বরানন্দ ইত্যাদি গণ এই জ্ঞান দিয়েছেন। এইখানে তো নিরাকার শিববাবা জ্ঞান প্রদান করেন। আমি হলাম সর্বোচ্চ। আমি আত্মার নাম শিব। শিব পরমাত্মায় নমঃ বলা হয়। পরে ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্করকে বলবে দেবতায় নমঃ.... এনারাও হলেন রচনা, তাদের কাছে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় না। তোমরা নিজেদের মধ্যে হলে ভাই-ভাই। ভাইকে স্মরণ করলে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে না। এই ব্রহ্মা বাবাও হলেন তোমাদের ভাই, উনিও স্টুডেন্ট তাইনা। পড়াশোনা করেছেন, এনার কাছে স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত হবে না। তিনি তো নিজেই অধিকার নিচ্ছেন শিববাবার কাছে। সর্বপ্রথমে ইনি শোনের। বাবাকে বলেন বাবা আমি তোমার প্রথম নম্নরের সন্তান। তোমার কাছে আমরা কল্প-কল্প স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করি। কল্প-কল্প আমি হই তোমার রথ। শিবের রথ ব্রহ্মা। ব্রহ্মার দ্বারা বিষ্ণুপুত্রীর স্থাপনা। তোমরা ব্রাহ্মণরাও সহযোগ কর পরে তোমরা মালিক হবে। এখন তোমরা জানো আমরা ৫ হাজার বছর পূর্বের মতন বাবার দ্বারা রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত করি, যারা কল্প পূর্বে রাজ্য ভাগ্য নিয়েছে, তারাই আসবে। প্রত্যেকের পুরুষার্থ দ্বারা প্রমাণিত হয় - কে কে মহারাজা-মহারানী হবে, কে কে প্রজা হবে। শেষ কালে তোমাদের সব সাক্ষাৎকার হবে। সম্পূর্ণ নির্ভর করছে পুরুষার্থের উপরে। সমর্পিত হতে হয়। বাবা বলেন - আমি হলাম দীনের নাথ। তোমরা গরিবরাই আমার কাছে সমর্পিত হও। দান সর্বদা গরিবদেরই করা হয়। যদি কেউ কলেজ নির্মাণ করে, তা কিন্তু গরিবকে দান করা হল না। তা ঈশ্বরের প্রতি দানও হল না, কিন্তু দান তো করলো তাইনা। কলেজ খুলে দিলে তার ফল প্রাপ্ত হয়। পরের জন্মে ভালো পড়াশোনা করবে। এই আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়। ভারতেই সবচেয়ে বেশি দান পূণ্য হয়। এইসময় তো অনেক দান করা হয়। তোমরা বাবাকে দান কর। বাবা তোমাদের দান করেন। তোমাদের কাছ থেকে দেহ অভিমানের বিকার নিয়ে তোমাদেরকে বিশ্বের বাদশাহী প্রদান করেন। এই সময় তোমরা তন-মন-ধন সব বাবাকে দান করে দাও। তারা মৃত্যুর সময় উইল লিখে যায়। অমুক আশ্রমে দান করো বা আর্থ সমাজ নেবে। বাস্তবে দান গরিবদের করা দরকার, যারা ক্ষুধার্ত। এখন ভারত হল গরিব তাইনা। স্বর্গে ভারত অনেক সমৃদ্ধশালী থাকে। তোমরা জানো সেখানে যত আনাজ ধন ইত্যাদি তোমাদের কাছে থাকে সেসব আর কারো কাছে থাকে না। সেখানে তো টাকা লাগে না। এক মুঠো চাল দান করে তার পরিবর্তে ২১ জন্মের জন্য মহল প্রাপ্ত হয়। সম্পত্তিও প্রাপ্ত হবে। এখন তত্ত্ব ইত্যাদি সব তমোপ্রধান হওয়ার কারণে দুঃখ দেয়, সেখানে তত্ত্ব ইত্যাদি সতোপ্রধান থাকে। তোমরা জানো - সত্য যুগে কে-কে আসবে। তারপরে দ্বাপরে অমুকেরা আসবে। কলিযুগের অন্তে ছোট-ছোট শাখা মঠ পন্থ ইত্যাদি বেরোতেই থাকে তাইনা। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে বৃক্ষ, ড্রামা ইত্যাদির নলেজ আছে। বাবার পাট্টও তোমরা জানো। মহাভারতের যুদ্ধে দেখানো হয় - ৫ পাণ্ডব বেঁচে থাকে। আচ্ছা, তারপরে কি হয়েছিল? নিশ্চয়ই যারা রাজযোগ শিখেছে তারা-ই গিয়ে রাজ্য করবে তাইনা। পূর্বে তোমরা কি কিছু জানতে? বাবাও গীতাপাঠ করতেন। নারায়ণের ভক্তি করতেন। গীতার প্রতি খুব ভালোবাসা শ্রদ্ধা ছিল। ট্রেনে যাত্রা করার সময়েও গীতাপাঠ করতেন। এখন দেখেন কিছুই বোঝেন নি, বাস্তবে জমেছে কেবল নুড়ি পাথর। ভক্তিমার্গে যা কিছু করেছে তাতেও উদ্ধার তো হয়নি। দুনিয়ায় অনেক কলহ বিবাদ। এখানেও তো সবাই পবিত্র হতে পারে না, তাই ঝগড়া হয়। বাবার শরণে এলেও অসুখ বিসুখ আরও উথলে বেরোবে। সন্তান ইত্যাদি স্মরণে আসবে, এতে নষ্ট মোহ হতে হয়। বুঝতে হবে আমরা মৃত। বাবার আপন হয়েছি অর্থাৎ দুনিয়ার জন্য মৃত স্বরূপ। তারপরে দেহের অনুভূতিও থাকে না। বাবা বলেন - দেহ সহ যে সম্বন্ধ গুলি আছে, সেসব ভুলে যেতে হবে। এই দুনিয়ায় যা দেখছো সেসব যেন কিছুই নয়। এই পুরানো শরীর ত্যাগ করতে হবে। আমাদের ঘরে ফিরতে হবে। ঘরে ফিরে গিয়ে পুনরায় এসে নতুন দেহ ধারণ করবো। এখন শ্যাম বর্ণ পরে সুন্দর হবো। ভারত এখন শ্যাম, পুনরায় সুন্দর হবে। এখন ভারত হল কাঁটার জঙ্গল। সবাই একে অপরকে কাঁটা বিদ্ধ করে। কোনো কথায় মাথা খারাপ হলে গালাগালি করে, লড়াই করে। বাচ্চারা, তোমাদেরকে ঘরেও খুব মিষ্টি হয়ে থাকতে হবে। নাহলে মানুষ বলবে এরা তো ৫ বিকার দান করেছে তাও ক্রোধ কেন করে। বোধহয় ক্রোধের দান করেনি। বাবা বলেন - বাচ্চারা, ঝুলিতে ৫ বিকারের দান করো তাহলে তোমাদের গ্রহণ দূর হবে। চন্দ্রমাতে গ্রহণ লাগে তাইনা। তোমরাও এখন সম্পূর্ণ হও। তাই বাবা বলেন এই বিকারগুলি দান করে দাও। তোমরা স্বর্গের বাদশাহী প্রাপ্ত কর। আত্মা, বাবার কাছে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে। আত্মা বলে এই পুরানো দুনিয়ায় কম সময় আছে। কর্মের বোঝা নামাতে হবে। চিন্তা ইত্যাদি সব অর্পণ করে দেওয়া উচিত। বাবা জানেন অনেক রকমের চিন্তা আসবে। ব্যবসা ইত্যাদির চিন্তা আসবে। ভক্তিমার্গে ভক্তি করার সময়ে গ্রাহক, ব্যবসা ইত্যাদি স্মরণে এলে নিজেকে নিজে চিমটি কাটে। এখন নারায়ণের স্মরণে বসে আছি তাহলে এইসব কথা স্মরণে আসছে কেন! ঠিক সেইরকম এইখানেও হয়। যখন এই রুহানী সার্ভিসে ভালোভাবে নিয়োজিত হয়ে যাবে তখন বোঝানো হয় - আচ্ছা ব্যবসা ইত্যাদি ত্যাগ করো। বাবার সার্ভিসে ব্যস্ত থাকো। বলাও হয় ত্যাগ করলেই মুক্তি। দেহ-অভিমানের ত্যাগ করো। শুধুমাত্র বাবাকে স্মরণ করো তাহলেই বানর থেকে মন্দিরের উপযুক্ত হয়ে যাবে। ভ্রমরী, কচ্ছপ ইত্যাদির উদাহরণ গুলি বাবা দেন যা ভক্তিমার্গে তারা দৃষ্টান্ত দেয়। এখন তোমরা জানো কারা হল কীট। তোমরা হলে ব্রাহ্মণী। তোমরা ভুঁ ভুঁ কর। এই দৃষ্টান্তটি এখনকার। তারা বলতে পারে না। উৎসব ইত্যাদি সবই এই সময়ের। সত্যযুগ ত্রেতায় কোনো উৎসব নেই। এই সব হল ভক্তি

মার্গের। দেখো কৃষ্ণ জয়ন্তী ছিল। মাটির কৃষ্ণ বানিয়ে, পূজা করে পরে নদীতে ভাসান দেয়। এখন তোমরা বুঝেছো যে এরা কি করে। এ হল অন্ধশ্রদ্ধা। তোমরা কাউকে বোঝাবে, তারা বুঝবে না। কারো অসুখ হলে বলবে দেখো তোমরা কৃষ্ণের পূজা করা বন্ধ করেছো তাই এই অসুখ হয়েছে। এমন অনেকে আশ্চর্যজনকভাবে শুনে, অন্যকে শোনায়ও তারপর ভাগন্ত হয়ে যায়। তাই ব্রাহ্মণদের মালা তৈরি হয় না। উঁচু থেকে উঁচুতে হল এই ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ। কিন্তু তাদের মালা তৈরি হতে পারে না। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে এই হল শিববাবার মালা, পরে আমরা গিয়ে সত্যযুগে ক্রমানুসারে বিষ্ণুর মালার মুক্তো হবো। তোমাদের এক একটি শব্দ এমন যে কেউ বুঝতে পারে না। বাবা পড়াতে থাকেন। বুদ্ধি হতেই থাকে। প্রদর্শনীতে অনেকে আসে। তারা বলে আমরা এসে বুঝবো তারপরে ঘরে ফিরলেই শেষ হয়ে যায়। সেখানকার সব সেখানেই থেকে যায়। তারা বলে ভগবানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার খুব ভালো পথ বলে দেয়। কিন্তু আমরা সেই পথে চলে, স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করি সে কথা বুদ্ধিতে আসে না। খুব ভালো সেবা করছে ব্রহ্মাকুমারীরা। শুধুমাত্র এইটুকুই, আরে তোমরাও তো বুঝে নাও। জাগতিক সেবা করতে থাকো। এখন এই রূহানী অর্থাৎ আত্মিক সেবা করো। সমাজের সেবা তো সব মানুষই করতে থাকে। ক্রী তে তো কেউ সেবা করে না। নাহলে থাকে কীভাবে। এখন তোমরা বাচ্চারা খুব ভালো সেবা কর। ভারতের জন্য তোমাদের দয়া হয়। আমাদের ভারত কি ছিল তারপরে রাবণ কিরূপ দুর্গতিতে এনেছে। এখন আমরা বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলে স্বর্গের অধিকার অবশ্যই নেবো।

এখন তোমরা জানো আমরা হলাম সঙ্গমযুগী, বাকি সবাই হল কলিযুগী। আমরা ওই পারে যাই। যারা বাবার স্মরণে ভালো ভাবে থাকবে তারা এমন বসে বসে স্মরণ করতে করতে শরীর ত্যাগ করবে। তখন আত্মা আর ফিরে আসবে না। বসে থেকে বাবার স্মরণে চলে গেছে। এখানে হঠযোগ ইত্যাদির কথা নেই। যেমন দেখা ধ্যান করতে বসে থেকেই চলে যায়, তেমনই তোমরাও বসে থেকেই এই শরীর ত্যাগ করবে। সূক্ষ্ম বতনে গিয়ে তারপরে বাবার কাছে চলে যাবে। যারা স্মরণের যাত্রা করার পরিশ্রম করবে তারা এমন করে শরীর ত্যাগ করবে। সাক্ষাৎকার হয়ে যায়। যেমন শুরুতে তোমাদের অনেক সাক্ষাৎকার হয়েছে তেমনই শেষ সময়েও তোমরা অনেক কিছু দেখবে। আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) মন্দির যোগ্য হওয়ার জন্য দেহ-অভিমান ত্যাগ করতে হবে। রূহানী সেবায় ব্যস্ত থাকতে হবে।

২) এখন ঘরে অর্থাৎ পরম ধামে ফেরার সময় তাই যা হিসেব নিকেশ আছে, ব্যবসা ইত্যাদির চিন্তা আছে, সেসব অর্পণ করে দিতে হবে। স্মরণের যাত্রা করতে পরিশ্রম করতে হবে।

বরদানঃ:- যোগযুক্ত স্থিতির দ্বারা সূক্ষ্ম এবং কঠিন বন্ধন গুলি ক্রস করে বন্ধনমুক্ত ভব যোগযুক্তের নিদর্শন হল - বন্ধনমুক্ত। যোগ যুক্ত হতে সবচেয়ে বড় অন্তিম বন্ধন হল - নিজেকে বুদ্ধিমান ভেবে নিয়ে শ্রীমৎকে নিজের বুদ্ধির কেরামতি ভেবে নেওয়া অর্থাৎ শ্রীমতে নিজের বুদ্ধি মিস্স করা, যাকে বুদ্ধির অভিমান বলা হয়। ২- যখন কেউ কোনোরকম দুর্বলতার ইঙ্গিত দেয় অথবা খারাপ কর্ম করে - যদি সেই সময় একটুও ব্যর্থ সঙ্কল্প চলে তবে সেও হল বন্ধন। যখন এই বন্ধন গুলি ক্রস করে হার-জিত, নিন্দা-স্তুতিতে সমান স্থিতি বানাবে তখন বলা হবে সম্পূর্ণ বন্ধনমুক্ত।

স্নোগানঃ:- প্রথমে চিন্তা ভাবনা করে তারপরে কর্ম করা - এই হল তুমি জ্ঞানী আত্মার গুণ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - রাবণের মত অনুসারে কোনো প্রকারেরই বিকর্ম ক'রো না, পতিতদেরকে পবিত্র বানানোর রাস্তা বলে দাও"

- *প্রশ্নঃ - জ্ঞানী সেন্সিবল বাচ্চারা কোন্ পুরুষার্থ করবার সময় একমাত্র শ্রীমতের প্রতি ধ্যান অবশ্যই রাখবে ?
- *উত্তরঃ - সেন্সিবল বাচ্চারা উচ্চ পদ পাওয়ার জন্য নিরন্তর স্মরণে থাকার পুরুষার্থ করবার সময় সর্বদা এই শ্রীমতের ধ্যান রাখবে যে, আমাদেরকে নিমিত্ত হয়ে আমাদের কল্যাণ করতে হবে। যারা অনেকের কল্যাণ করে, তাদের কল্যাণ স্বতঃতই হয়ে যায়।
- *গীতঃ- ভাগ্য জাগিয়ে এসেছি...

ওম্ শান্তি। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এখন নতুন দুনিয়া আর পুরানো দুনিয়া দুইই রয়েছে, কেননা বাচ্চারা জানে পুরানো দুনিয়ার বিনাশ এখন হতে চলেছে আর নতুন দুনিয়ার রচনা বাবাই করেন। বাচ্চারা জানে, শিব জয়ন্তীও পালন করে, রাত্রিও পালন করে। এই দুই এর অর্থ দুনিয়ার কোনও মানুষই জানে না। শিব জয়ন্তী অর্থাৎ শিবের জন্ম। এখন তো মানুষের জন্মদিন পালন করে, শিবের তো জন্মই হয় না। মানুষ বোঝেই না যে তিনি কীভাবে জন্ম নেন। শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ে তো বলাই হয় যে তার জন্ম হয়েছে। শিব জয়ন্তীর বিষয়ে কোনো বর্ণনাই নেই। গাওয়াও হয়ে থাকে, পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করেন। উপরে সূক্ষ্ম লোকে বসে বসেই কি তিনি প্রেরণা দিয়ে স্থাপনার কাজ করবেন ? এটা তো হওয়া সম্ভব নয়। মানুষ তো স্মরণ করেই পতিত-পাবন বাবাকে। যখন বাবা নিজে এসে বোঝাবেন তখন মানুষের বুদ্ধিতে বসবে। এটা ড্রামাতে থাকার কারণে বাবাকে আসতেই হয় সঙ্গমযুগে। তোমরা বাচ্চারা জানো যে বাবা এসেছেন, তবে সেটা খুবই কম জন বুঝতে পারে। ওপিনিয়ন লেখার সময় কেউই এটা লেখে না যে হ্যাঁ, পরমপিতা ব্রহ্মার দ্বারা ভারতকে পুনরায় শ্রেষ্ঠাচারী, সত্যযুগী দুনিয়া বানাচ্ছেন। যথার্থ ভাবে কেউই বোঝে না যে বাবা এসেছেন, স্বর্গের রাজত্বের উত্তরাধিকার দিচ্ছেন। রাজযোগ শেখাচ্ছেন। হাজার সংখ্যক আসে কিন্তু থেকে যায় খুবই কম সংখ্যক তাও আবার কমতে কমতে টিকে যায় অল্পই। মানুষের বুদ্ধি কতো তমোপ্রধান হয়ে গেছে যে এতো সহজ কথাও বুঝতে পারে না। বাবা বলেন মামেকম স্মরণ করো তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। এ হল যোগ অগ্নি, যার দ্বারা তোমরা সতোপ্রধান হয়ে যাবে। কোনো প্রকারের বিকর্ম করবে না। বিকর্ম করিয়ে থাকে রাবণ, রাবণের মত অনুসারে চলবে না। কাউকেই দুঃখ দেবে না। বাবা এসেছেন পতিতদেরকে পবিত্র বানাতে। বাবা বলেন, তোমাদের কর্তব্যও হল এটাই। দিন রাত এই চিন্তনই করো, আমরা পতিতদেরকে পবিত্র বানাবো কীভাবে ? রাস্তা তো খুবই সহজ। যোগবলের দ্বারাই তোমরা সতোপ্রধান হয়ে যাবে। এ হল অবিনাশী সার্জেনের ঔষধী। এ কোনো মন্ত্র টন্ত্র নয়। এ তো কেবল বাবাকে স্মরণ করতে হবে। কতো ক্লিয়ার করে তিনি বোঝান। প্রতি কল্পে তিনি এসব শিখিয়েছেন। গাওয়াও হয় জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য। কীসের বৈরাগ্য ? এই পুরানো ছিঃ ছিঃ দুনিয়ার। পুরানো দুনিয়াতে সব একেবারে পাপ আত্মা হয়ে গেছে। বলাও হয় পতিত-পাবন লিবারেটর এসো। কীসের থেকে লিবারেট করতে হবে ? দুঃখের থেকে। রাবণ রাজ্যের থেকে। রাবণকে ইংরেজীতে ইভিল (শয়তান) বলা হয়। তো বলা হয় শয়তানের রাজত্বের থেকে মুক্ত করে ঘরে নিয়ে চलो। আমাদের গাইড হয়ে ঘরে নিয়ে চलो। যেমন কেউ জেল থেকে ছাড়িয়ে অত্যন্ত আদরের সাথে বাড়িতে নিয়ে যায়। বেহদের বাবা সব বাচ্চাদেরকে যন্ত্র করে বলেন - তোমাদেরকে আমি জেল থেকে ছাড়াতে এসেছি। মেলা, প্রদর্শনী ইত্যাদিতেও এই রকম মডেল রূপে দেখানো হয়েছে। কীভাবে সবাই জেলে পড়ে রয়েছে, এতৎ সত্ত্বেও মানুষ খোড়াই কিছু বোঝে ? বাবা কতো সহজ ভাবে বুঝিয়ে স্বর্গের মালিক বানান। তিনি বলেন, আমাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের পাপ কেটে যাবে। তোমরা সত্যযুগের মালিক হয়ে যাবে। কতো সহজ বিষয়। যে কোনো ধর্মের মানুষই বুঝতে পারবে। তাদেরকে বলে দিতে হবে অমুক অমুক ধর্ম কখন স্থাপন হয় ? অন্তিমে সব আত্মারা নিজের নিজের সেকশনে চলে যাবে। তারপর শুরু হবে দেবী-দেবতা ধর্ম। ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা, এ'কথা লেখা রয়েছে। ত্রিমূর্তির চিত্র হল নম্বর ওয়ান। ত্রিমূর্তি আর গোলার (সৃষ্টিচক্র) চিত্রের উপরে ক্লিয়ারলি বোঝানো যেতে পারে। এও বোঝানো হয়েছে এক হল শান্তিধাম, দ্বিতীয় হল সুখধাম আর এটা হল দুঃখধাম। এই দুঃখধামের থেকে বৈরাগ্য আসা চাই। এখন ভক্তির রাত সম্পূর্ণ হয়েছে, সত্যযুগ, ত্রেতাযুগের দিন শুরু হবে।

বাবা বলেন - এখন পুরানো দুনিয়ার অবসান হবে, সেইজন্য এর থেকে বৈরাগ্য আসতে হবে। সেটা হল হদের বৈরাগ্য, এ হল বেহদের বৈরাগ্য। সল্যাসীরা কোনো নতুন দুনিয়ার নির্মাণ করে না, ক্রিয়েটর হলেন বাবা। তাঁকেই বলা হয় হেভেনলি

গড ফাদার, হেভেন স্থাপন করেন তিনি। দ্বিতীয় আর তো কেউ নেই। পড়াশোনা হল সত্যযুগী রাজধানী প্রাপ্ত করবার জন্য। জ্ঞানের সাগর এসে জ্ঞান প্রদান করেন। জ্ঞানের সাগর, পতিত-পাবন তাঁকেই বলা হয়। নলেজ কিসের জন্য ? ব্যারিস্টার, সার্জন হওয়ার জন্য নলেজ ? এর মধ্যেই সব নলেজ এসে যায় - ব্যারিস্টারী, ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি সবের মাখন হল গডলি নলেজ। তারা জাগতিক নলেজ পড়ে, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি হওয়া কোনো বড় ব্যাপার নয়। এ তো তোমরা জানো যে, সত্যযুগী নতুন দুনিয়ার যা কিছু রীতি নীতি সে সবই সেখানে চলবে। আমরা পূর্ব কল্পে যেমন মহল ইত্যাদি বানিয়েছিলাম, সে সবই আবার রিপিট করবো, তাকে বলাই হয় সত্যযুগ। সেখানকার রীতি নীতির বিষয়ে মানুষ জানেই না। সেখানে কীভাবে হীরে জহরতের প্রাসাদ মহল এ'সব তৈরী হয়। সেখানকার বিষয়ে গাওয়াও হয় ১৬ কলা সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ নির্বিকারী যেমন রীতি নীতি হবে সেই অনুসারেই রাজত্ব চলবে। সে সব ড্রামাতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আত্মারা নিজের নিজের পার্ট প্লে করবে। বাড়ি ঘর কীভাবে বানাবে, কীভাবে থাকবে, সে সব ফিক্সড রয়েছে। যেমন এই পুরানো দুনিয়ার চলে সেই রকমই সেই দুনিয়ারও চলবে। এখানে হল অসুর, ওখানে হল দেবতা। শাস্ত্রে এ'সব কিছুই লেখা নেই। জ্ঞান আর ভক্তি, গাওয়াও হয় - ব্রহ্মার দিন, ব্রহ্মার রাত। ব্রহ্মারই নাম নেয়, বিষ্ণুর নেয় না। ব্রহ্মাই বিষ্ণু হয়ে যায়। ব্রহ্মা - সরস্বতী বিষ্ণুর দুই রূপ লক্ষ্মী-নারায়ণ, সেইজন্য বাবা বুঝিয়েছেন যে, লক্ষ্মী-নারায়ণই ৮৪ জন্মের পরে এই রকম হয়। রাজযোগের তপস্যা এখানেই করে, সূক্ষ্ম লোকে করে না। যজ্ঞ ইত্যাদিও এখানে রচিত হয়। বাবা বোঝান যে, এ হল অস্তিম যজ্ঞ, এরপর সত্য ত্রেতাতে কোনো যজ্ঞ হয় না। নানান রকমের যজ্ঞ রচনা করে - বৃষ্টি হল না তো যজ্ঞ করবে, কোনো দুঃখ বিপদ এল তো যজ্ঞ করবে। ভাবে যজ্ঞ করলে বিপদ টলে যাবে। এ হল সব থেকে বড় যজ্ঞ, যে জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারা সমগ্র সৃষ্টির দুঃখ টলে যাবে। এ হল রাজস্ব অশ্বমেধ অবিনাশী জ্ঞান যজ্ঞ। সব কিছু এতে স্বাভাবিক হয়ে যাবে। কতো ভাবে বোঝানো হয়ে থাকে।

দিল্লিতে মন্ডপ বানিয়ে তোমরা মেলা করলে, সেটাও ভালো। মন্ডপ বানানোতে আর কতক্ষণ লাগে। হল নেওয়ার জন্য খুবই হয়রান হতে হয়, এর চেয়ে তো নিজেদের মন্ডপই নিয়ে নাও। ছোট ছোট গ্রামের জন্য ছোট ছোট মন্ডপ বানিয়ে নাও। গ্রামে গঞ্জে লাইট না থাকলে দিনেও প্রদর্শনী করতে পারো। নিজেদের জিনিসপত্র থাকলে ভাড়াই কেন নেবে ? বাবা ডাইরেকশন দিচ্ছেন - প্রদর্শনী কমিটিকে। ওয়াটার ফ্রু মন্ডপ বানিয়ে নাও। বৃষ্টি হলেও অসুবিধা হবে না। বাবা যখন দিল্লি গিয়েছিলেন তখন ঠান্ডার মধ্যে গিয়েও ভাষণ করতেন। শীতের জন্য তো সকলের গরম বস্ত্র রয়েছে। প্রদর্শনীর জন্য তো যত খুশী মন্ডপ বানাতে পারো। কেউ যাতে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে না পারে সেটা ইনসিওর করে নাও। সার্ভিস তো করতেই হবে, তাই না ! বোঝাতে হবে, বাবার সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে হবে। এখন তো আমরা বাবার সাথে রয়েছি। জ্ঞান সাগর বাবার কাছ থেকে আমরা জ্ঞান প্রাপ্ত করছি। সত্যযুগে জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। বাবা বলেন - আমি সন্নতি করবার জন্য এসেছি, তারপর রাবণের দ্বারা দুর্গতি হয়। সন্নতি দাতা তো হলেন একমাত্র বাবা। কতখানি ক্লিয়ারলি বোঝানো হয়। কিন্তু নিজেরা বোঝেনা, বলার তাই বলে দেয় যে, এসব কথা মানুষের জন্য খুব প্রয়োজনীয়। কিন্তু তাদের নিজেদের জন্য সময় নেই। বড় বড় ব্যক্তিত্বদেরকে গিয়েও তো কতো বোঝানো হয়। কেবলমাত্র এটা বোঝো যে - বাবা কীভাবে শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়া বানাচ্ছেন। শ্রেষ্ঠাচারী বানানো হল বাবার কাজ, তবেই মানুষ বাবাকে আহ্বান করে। গাইতে থাকে দুঃখ হরো, সুখ দাও। এটাও বোঝো যে, বাবা এলে আমরা বলিহার যাবো। শ্রীমৎ অনুসারে সম্পূর্ণ রূপে চলবো। তারপরেও বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলে না। মানুষের তো জানা নেই যে ভগবান কি জিনিস। বলে দেয় সর্বব্যাপী। আরে পতিত-পাবন ভগবান তো হলেন কেবল একজনই। তিনি সর্বব্যাপী কীকরে হবেন ? তাহলে তো সবাই ভগবান হয়ে যাবে। ভগবান কী কখনো ছোট বড় হতে পারেন ? প্রদর্শনীতে এটাও দেখানো হয়েছে - কেউ মাছ-মাংস খায়, কেউ ঝগড়া করে.... এগুলো করতে কী ভগবান বলেন ? সেই সময় তো মানুষ শুনে খুশী হয়ে চলে যায়, বাইরে যাওয়ার পর যে কে সেই। কেবল প্রজা তৈরী হয়। রাজা হওয়ার জন্য কতো পরিশ্রম করতে হয় ! হাত তুলতে বললে সবাই হাত তুলে দেয় - রাজা হওয়ার জন্য। তারপর ৫ - ৭ দিন পরে দেখো হওয়া। মায়া কতো জবরদস্ত, নিমেষের মধ্যে ফাঁসিয়ে দেয়। রাজধানী স্থাপন করা কতখানি ডিফিকাল্ট। ধর্ম স্থাপন করতে কোনো ডিফিকাল্টি নেই। সেখানে অসুরদের তো কোনো বিঘ্ন পড়ে না। এখানে বাচ্চারা যদি বলে বিবাহ করবে না, তাদের বাবা বলবে বিবাহ করতেই হবে। বিয়ে না করলে দুনিয়া চলবে কী করে ? আরে বিবাহ না করা তো ভালো কথা। বিবাহ না করলে সন্তানাদিও হবে না। বার্থ কন্ট্রোল হয়ে যাবে। বাবা বোঝান, এখন যেমন করবে তেমন পাবে। পরে গিয়ে খুব তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে যাবে। তোমরা বাচ্চারা জানো যে, কল্প পূর্বে যেমন স্থাপনা হয়েছিল তেমনই হবে। দিন যেভাবে অতিবাহিত হল কল্প পূর্বেও একই ভাবে অতিবাহিত হয়েছিল। রাতে শুয়ে শুয়ে মনে মনে চলতে থাকে - আজকে সারাদিন যেভাবে অতিবাহিত হল তা ড্রামা অনুসারেই হল, কাল যেভাবে যাবে ড্রামা অনুসারেই যাবে। তোমরা ছাড়া আর কারোরই জানা নেই যে এ হল ড্রামা। তার আদি - মধ্য - অন্ত কেমন ? কিছুই জানা নেই তাদের। তোমাদের জানা আছে - তোমরা পুরুষার্থ করছো আর বাকি সবাই

হল ঘোর অন্ধকারে। যা কিছু পাঁট চলছে সবই ড্রামা অনুসারে। আজ এখানে বসে আছে, কাল অসুস্থ হয়ে যায়, সেও বলা হবে ড্রামা অনুসারে ভোগ তো ভুগতেই হবে। কল্প কল্প ধরে এই রকমই হবে। ড্রামা বুদ্ধিতে রয়েছে, সেইজন্য কোনো কিছু চিন্তা হয় না। বিদ্বৎ সৃষ্টি হয়, কাজ দেবীতে হয় মনে করে কল্প পূর্বেও দেবী হয়েছিল নিশ্চয়ই। দেখে এমনই আভাস হয়। উঁচু পদ পাওয়ার জন্য অনেক পুরুষার্থ করতে হয়। দেখতে হবে যে আমি উপরে চড়ছি তো? বাবার সার্ভিস করছি নাকি এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছি? আমরা কি কারো কল্যাণ করছি? অনেকের কল্যাণ করলে আমাদেরও কল্যাণ হবে। পরীক্ষা যখন পুরো নেওয়া হয়ে যাবে, তখন জানতে পেরে যাবে যে আমরা কি পদ পাবো। কল্প কল্পান্তরের বাজী। তারপর অনেক অনুতাপ হবে যে, আমি এতটা সময় পুরুষার্থ করিনি কেন? বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলিনি কেন? বাবা কেবল বলেন মন্মনাভব, ব্যস্। তিনি কতো ভালোবাসার সাথে বলেন বাচ্চারা আমাকে স্মরণ করো। অন্যদেরকেও রাস্তা বলে দেওয়ার সার্ভিস করো। পুরুষার্থ করে উঁচু পদ প্রাপ্ত করি না কেন! তাদেরকে বলা হবে গুণানী সেন্সিবল বাচ্চা। যিনি পড়াচ্ছেন তিনিও বুঝে যান যে এ শ্রীমৎ অনুসারে চলে না, কারো কল্যাণ না করলে অবশ্যই পদও কম প্রাপ্ত হবে। যত বেশী অন্যদেরকে রাস্তা বলে দেবে, ততই উঁচু পদ পাবে। নিজের জন্য সার্ভিস করতে হবে। যেমন করবে তেমন পাবে। সুতরাং পুরুষার্থ করা উচিত যে আমিও এই রকম সার্ভিস করি। কোথাও প্রদর্শনী হলে তখন হাফ ছুটি নিয়েও অবশ্যই সার্ভিস করতে হবে। কেউ কেউ তো পুরো দিনের ছুটি নিয়েও সার্ভিস করে। বাবা বলেন - তোমাদের বাচ্চাদের যদি কিছু প্রয়োজন হয় পার্থিয়ে দাও। শরীর নির্বাহের জন্য চাইলে হাজার টাকাতেই করো কিস্তি চাইলে ১০ টাকাতেই করো। কারো কাছে অনেক টাকা থাকলে তারা লাখ লাখ খরচ করে। বাবা বলেন তুমি যদি ঘাসও কাটো, তখনও কেবল বাবাকে স্মরণ করো, তাহলে ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের মালিক হয়ে যাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) সব দৃষ্টিভঙ্গির থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ড্রামাকে বুদ্ধিতে যথার্থ ভাবে রাখতে হবে। যা হয়ে গেছে তা কল্প পূর্বের মতো।

২) রাত - দিন এই চিন্তাই করতে হবে যে, পতিতদেরকে পবিত্র বানানোর রাস্তা কীভাবে বলতে পারি। শ্রীমতের আধারেই নিজের আর অন্যদের কল্যাণ করতে হবে।

বরদান:- সার্ভিস বা পুরুষার্থে সফলতা প্রাপ্তকারী দ্বি মুকুটধারী ভব
সঙ্গমযুগে সদা নিজেকে দ্বি মুকুটধারী মনে করে চলো - একটি লাইট অর্থাৎ পিউরিটির মুকুট আর দ্বিতীয় হল দায়িত্বের মুকুট। পিউরিটি আর পাওয়ার - লাইট আর মাইটের ক্রাউন ধারণ যারা করবে তাদের মধ্যে ডবল ফোর্স সদা বজায় থাকে। এইরূপ ডবল ফোর্স সম্পন্ন আত্মারা সদা শক্তিশালী থাকে। তাদের সার্ভিস বা পুরুষার্থে সদা সফলতা প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

স্নোগান:- দিব্য গুণ গুলির আধারে মন-বচন আর কর্ম করাই হল দিব্যতা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent

2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"দিব্যতা হল সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণদের শৃঙ্গার"

আজ দিব্য বুদ্ধি বিধাতা, দিব্য দৃষ্টি দাতা তাঁর দিব্য জন্মধারী, দিব্য আত্মাদেরকে দেখছেন। বাপদাদা প্রতিটি বাচ্চার দিব্য জীবন অর্থাৎ দিব্য সংকল্প, দিব্য বোল, দিব্য কর্ম করে থাকা দিব্য মূর্তি বানিয়েছেন। দিব্যতা হল তোমরা সঙ্গমযুগী বাচ্চাদের শ্রেষ্ঠ শৃঙ্গার। এক হল সাধারণত্ব, দ্বিতীয় হল দিব্যতা। দিব্যতার লক্ষণ গুলি তো তোমরা সবাই জানো। দিব্য-জীবনধারী আত্মাকে দিব্য নয়ন দ্বারা অর্থাৎ দৃষ্টির দ্বারা সাধারণত্বের উর্ধ্বে দিব্য অনুভূতি করাবে। সম্মুখে আসার সাথে সাথেই সাধারণ আত্মা নিজের সাধারণত্বকে ভুলে যাবে। কেননা বর্তমান সময় অনুসারে বর্তমানের সাধারণ জীবনে মেজরিটি আত্মাই সন্তুষ্ট নয়। এর পরে গিয়ে শুনবে যে, এ কি কোনো জীবন হল, জীবনে কিছু নতুনত্ব চাই।

"অলৌকিকতা", "দিব্যতা" হল জীবনের বিশেষ আধার - এমন অনুভব করবে। কিছু চাই, কিছু চাই - এই 'চাওয়া'র তৃষ্ণার থেকে চতুর্দিকে খুঁজবে। যেমন স্থূল জলের জন্য পিপাসার্ত হয়ে মানব ছটফট করতে থাকে আর এক ফোঁটা জলের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে, ঠিক সেই রকমই দিব্যতার তৃষ্ণার্ত আত্মারা চারিদিকে আঁচলাটুকু নেওয়ার জন্য ছটফট করছে দেখতে পাওয়া যাবে। ছটফট করতে করতে কোথায় উপস্থিত হবে? তোমাদের কাছে। এই রকম দিব্যতাতে ভরপুর হয়েছ? সব সময় দিব্যতার অনুভব হয়? নাকি কখনো কখনো সাধারণ কখনো দিব্য? বাবা যখন দিব্য দৃষ্টি, দিব্য বুদ্ধির বরদান দিয়ে দিয়েছেন তখন সাধারণ বিষয় আসতে পারে না। দিব্য জন্মধারী ব্রাহ্মণ শরীরের দ্বারা সাধারণ কর্ম করতে পারে না। লোকেদের কাছে হয়ত দেখে মনে হবে সাধারণ কর্মই। অন্যদের মতোই তোমরা সব কাজকর্ম করছো, ব্যবসাপত্র করছো বা সরকারী চাকরী করছো, মায়েরা খাবার বানাচ্ছে। দেখতে সব সাধারণ কর্মই, কিন্তু সাধারণ কর্ম হলেও তোমাদের কর্ম হবে অন্য লোকেদের থেকে আলাদা, "অলৌকিক", দিব্য কর্ম যেন হয়। মহান প্রভেদ এই কারণেই বলেছি যে, দিব্য জন্মধারী ব্রাহ্মণ শরীরের দ্বারা সাধারণ কর্ম করবে না, তারা মনেও সাধারণ সংকল্প করতে পারে না, ধনকেও সাধারণ রীতিতে কাজে লাগাতে পারে না। কারণ তন-মন-ধন - তিনেরই ট্রাস্টি তোমরা, সেইজন্য মালিক বাবার শ্রীমৎ বিনা কার্যে লাগাতে পারে না। সব সময় বাবার শ্রীমৎ দিব্য কর্ম করবার জন্যই প্রাপ্ত হয়।

সেইজন্য চেক করো যে, সারা দিনে সাধারণ বোল আর কর্ম কতখানি সময় ছিল আর দিব্য অলৌকিক কতখানি সময় ছিল? কোনো কোনো বাচ্চা কখনো কখনো খুব ভোলা হয়ে যায়। চেক তো করে কিন্তু ভোলা-ভোলা ভাবে। মনে করে - সারাদিন তো কোনো বিশেষ ভুল তো করিনি, কোনো খারাপ কাজ তো করিনি, খারাপ কথা তো বলিনি। কিন্তু এটা চেক করেছে কি যে, দিব্য বা অলৌকিক কর্ম করেছে? কেননা সাধারণ বোল বা কর্ম জমা হয় না, না মুছে যায়, না জমার জন্য তৈরী হয়। বর্তমানের দিব্য সংকল্প বা দিব্য বোল এবং কর্ম ভবিষ্যতের জন্য জমা করে। জমার খাতায় বৃদ্ধি পায় না। সুতরাং জমা করবার জন্য হিসাবে ভোলা হয়ে যায় - আমি তো ওয়েস্ট করিনি ভেবেই খুশী হয়ে যায়। কিন্তু এতেই খুশী হয়ে গেলে চলবে না ওয়েস্ট করিনি কিন্তু বেস্ট কতটা বানিয়েছো? অনেক সময় বাচ্চারা বলে- আমি আজকে কাউকেই দুঃখ দিইনি। কিন্তু সুখ দিয়েছো কী? দুঃখ দাওনি এর দ্বারা বর্তমানকে ভালো বানিয়েছো। কিন্তু সুখ দিলে জমা হয়। সেটা করেছে কি? নাকি বর্তমানেই খুশী হয়ে গেছো? সুখদাতার বাচ্চারা সুখের খাতা জমা করে। কেবল এটা চেক করো না যে, দুঃখ দিইনি কিন্তু কতটা সুখ দিয়েছি? যারাই সম্পর্কে আসবে মাস্টার সুখদাতার দ্বারা প্রত্যেক কদমে সুখের অনুভূতি যাতে করে। একেই বলা হয় 'দিব্যতা বা অলৌকিকতা'। অতএব চেকিংও সাধারণের পরিবর্তে গূহ্য চেকিং করো। সব সময় এই স্মৃতি রাখো যে, এক জন্মে ২১ জন্মের খাতা জমা করতে হবে। তাই সব খাতা চেক করো - তনের দ্বারা কতখানি জমা করেছে? মনে দিব্য সংকল্পের দ্বারা কতখানি জমা করেছে? আর ধনকে শ্রীমৎ অনুসারে শ্রেষ্ঠ কার্যে নিয়োজিত করে কতখানি জমা করেছে? জমার খাতার দিকে বিশেষ অ্যাটেনশন দাও। কারণ তোমরা হলে বিশেষ আত্মা, তোমাদের জমা করবার সময় এই ছোট জন্মটি ছাড়া সমগ্র কল্পে আর কোনো সময়ই হয় না। অন্য আত্মাদের হিসাব হল আলাদা। কিন্তু তোমরা আত্মাদের জন্য - "এখন নয় তো কখনোই নয়"। তাহলে বুঝতে পেরেছো যে কী করতে হবে? এতে ভোলা হয়ো না। বাপদাদা রেজাল্ট দেখেছেন। কোন্ কোন্ বিষয়ে জমার খাতা খুবই কম, তা বিস্তারিত ভাবে পরে শোনাযো।

সকলে স্নেহে সব কিছু ভুলে গিয়ে এখানে পৌঁছে গেছে। বাপদাদাও বাচ্চাদের স্নেহ দেখে এক মুহূর্তের স্নেহের রিটার্ন অনেক মুহূর্তের প্রাপ্তির দিয়ে যেতেই থাকেন। তোমাদের সবাইকে এত বড় সংগঠনে আসার অনুমতি দেওয়ার জন্য কত বিষয়েই

না নিশ্চিত করানো হয়েছে। আগে তো পটরানী (মেঝেতে গদি বিছিয়ে শুতে হবে, floor-queen) হতে হবে। ৪ দিনই কেবল থাকতে পারবে। যাওয়া আর আসা। এ'সব কিছু শুনেও স্নেহের টানে পৌঁছে গেছো। এটাও নিজেদের লাক মনে করো যে, এতটাও পাচ্ছো। অন্তত জড় মূর্তিকে দর্শন করবার মতো তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাত কাটাতে হবে না। তিন পা পৃথিবী তো সবাই পেয়েছো তাই না ! ওখানেও আরামেই বসে আছো। যখন আরও বৃদ্ধি হতে থাকবে, তখন স্বতঃই বিধিরও পরিবর্তন হতে থাকবে। কিন্তু সর্বদা এই অনুভব করো যে, যা কিছু পাওয়া যাচ্ছে, তা খুবই ভালো। কেননা বৃদ্ধি তো হবেই আর পরিবর্তনও হবেই। তো সবাই আরামে থাকা - খাওয়া সব ঠিক মতো পাচ্ছো তো ? খাওয়া আর শোয়া - এই দুটো তো চাইই। মায়েদের তো খুব আনন্দ হয়, কারণ তৈরী খাবার পেয়ে যাচ্ছে। ওখানে তো বানাও, ভোগ লাগাও - তারপর খাও। এখানে তৈরী খাবার, ভোগ লাগানো খাবার পাওয়া যাচ্ছে। সেইজন্য মায়েদের তো ভালোই আরাম হয়ে যাচ্ছে। কুমারীরাও আরাম পেয়ে যাচ্ছে। কেননা তাদের জন্যও খাবার বানানোটাই অনেক বড় প্রলম্ব। এখানে তো আরামে তৈরী খাবার খেয়েছো তাই না ! সর্বদা এই রকমই ইজি থাকো। যার সংস্কার ইজি থাকার হয়, তাদের সকল কার্য সহজ অনুভব হওয়ার কারণে তারা ইজি থাকে। সংস্কার যদি টাইট হয় তখন সরকমস্ট্যান্ড (পরিস্থিতি) টাইট হয়ে যায়, সম্বন্ধে-সম্পর্কের যারা তারাও টাইট ব্যবহার করে। টাইট অর্থাৎ সংঘর্ষের মধ্যে থাকা। তাহলে সকলে ড্রামার সকল দৃশ্যকে দেখে দেখে আনন্দে থাকো তো, তাই না ? নাকি কখনো ভালো - মন্দ'র আকর্ষণে এসে যাও না তো ? না ভালোতে না মন্দে - কোনো কিছুর প্রতি আকৃষ্ট না হওয়া। সর্বদা আনন্দে থাকতে হবে। আচ্ছা।

সদা প্রতিটি কদমে দিব্যতা অনুভবকারী আর অন্যকেও করাতে পারা দিব্য মূর্তিদেরকে সদা নিজের জমার খাতাকে বৃদ্ধিকারী নলেজফুল আত্মাদেরকে, সদা সকল সমস্যাতে ইজি পার করতে পারে - এইরকম সুবুদ্ধিসম্পন্ন বাচ্চাদেরকে, অনেক আত্মাদের জীবন-পিপাসা তৃপ্তকারী মাস্টার জ্ঞান সাগর শ্রেষ্ঠ আত্মাদেরকে জ্ঞান সাগর বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

বম্বে গ্রুপ : - বম্বে নিবাসী বাচ্চারা তোমরা সর্ব খাজানাতে সম্পন্ন তো ? সদা নিজেকে আমি সম্পন্ন আত্মা - এই রকম অনুভব করো তাই না ? সম্পন্নতা হল সম্পূর্ণতার লক্ষণ। সম্পূর্ণতার চেকিং নিজের সম্পন্নতার দ্বারা করতে পারো, কেননা সম্পূর্ণতা মানে সকল খাজানাতে ফুল হওয়া। যেমন চন্দ্রমা যখন সম্পন্ন (পূর্ণ চন্দ্রকলা) হয়, সেটাই হল তার সম্পূর্ণতার লক্ষণ। এর থেকে বড় আর সে হবে না, ব্যস্ এতটাই তার সম্পূর্ণতা। এতটুকুও কম থাকে না, সম্পন্ন তখন। তো তোমরা সবাই জ্ঞান, যোগ, ধারণা, সেবা - সবতেই সম্পন্ন, একেই সম্পূর্ণতা বলা হয়। এর দ্বারা তোমরা জানতে পারবে যে, সম্পূর্ণতা সমীপে রয়েছে নাকি দূরে। সম্পন্ন হওয়া অর্থাৎ সম্পূর্ণতার সমীপে। তাহলে তোমরা সবাই সমীপে ? কতখানি সমীপে ? ৮ এর ? ১০০ র নাকি ১৬০০০ র ? ৮ এর সমীপে, তারপর ১০০ র সমীপে আর এরপর ১৬০০০ এর সমীপে। আমরা কোনটির সমীপে - এটাই চেক করতে হবে। বেশ ভালো। তবুও দুনিয়ার কোটি কোটি আত্মাদের মধ্যে তোমরা হলে অনেক অনেক ভাগ্যবান। তারা হতাশায় ছটফট করার দলে আর তোমরা হলে সম্পন্ন আত্মা। প্রাপ্তি স্বরূপ আত্মা তোমরা। এই খুশী তোমাদের আছে তো ? রোজ নিজের সাথে কথা বলা যে আমরা যদি আনন্দে না থাকি তাহলে আর কে থাকবে ? অতএব এই বরদান সদা স্মৃতিতে রাখবে যে, আমরা হলাম সমীপ তাই সম্পন্ন। এখন তো সমীপে মিলনও হয়ে গেছে। যেমন স্থূল ভাবে সমীপে থাকতে ভালো লাগে, তেমনই স্থিতিতে সদা সমীপে অর্থাৎ সদা সম্পন্ন হও। আচ্ছা।

গুজরাট - পুনা গ্রুপ : - সকলে দৃষ্টির দ্বারা শক্তি গুলির প্রাপ্তির অনুভূতি করবার অনুভাবী তো তোমরা, তাই না ? যেমন বাণীর দ্বারা শক্তির অনুভূতি করে থাকো। মুরলী যখন শোনো তখন তোমাদের মনে হয় না - শক্তি সঞ্চার হচ্ছে ? এই রকমই দৃষ্টির দ্বারা শক্তি গুলির প্রাপ্তির অনুভূতির অভ্যাসী হয়েছো নাকি বাণীর দ্বারা অনুভব হয়ে থাকে, দৃষ্টির দ্বারা কম ? দৃষ্টির দ্বারা শক্তি ক্যাচ করতে পারো ? কেননা ক্যাচ করবার অভ্যাসী হলে তখন অন্যদেরকেও নিজের দৃষ্টির দ্বারা অনুভব করাতে পারবে। পরে গিয়ে বাণীর দ্বারা সকলকে পরিচয় দেওয়ার সময়ও থাকবে না আর সেই পরিস্থিতিও থাকবে না। তখন কী করবে ? বরদানী দৃষ্টির দ্বারা, মহাদানী দৃষ্টির দ্বারা মহাদান, বরদান দেবে। দৃষ্টির দ্বারা শান্তির শক্তি, প্রেমের শক্তি - সুখ বা আনন্দের শক্তি সব প্রাপ্ত হয়ে থাকে। জড় মূর্তির সামনে যখন যায়, জড় মূর্তি তো কথা বলে না তাই না ? তা সত্ত্বেও ভক্ত আত্মাদের কিছু না কিছু প্রাপ্তি হয়ে থাকে, তবেই তো যায় তাই না ! কীভাবে প্রাপ্তি হয় ? তাদের দিব্যতার ভাইব্রেশনের দ্বারা আর দিব্য নয়নের দ্বারা দৃষ্টিকে দেখে ভাইব্রেশন নিয়ে থাকে। যে কোনো দেবতা বা দেবী মূর্তির বিশেষ অ্যাট্রেকশন নয়নেই থাকে। ফেস বা চেহারার দিকে অ্যাটেনশন যায়, কারণ ললাটের দ্বারা ভাইব্রেশন প্রাপ্ত হয়, নয়নের দ্বারা দিব্যতার অনুভূতি হয়। সেটা তো হল জড় মূর্তি। কিন্তু কার ? তোমরা চৈতন্য মূর্তির জড় মূর্তি

সেগুলি। এই নেশা কি তোমাদের থাকে যে এ হল আমাদের মূর্তি ? চৈতন্য অবস্থায় সেবা করেছিল, তবেই তো জড় মূর্তি তৈরী হয়েছে । তো দৃষ্টির দ্বারা শক্তি নেওয়া, এই প্র্যাক্টিস করো। শান্তির শক্তির অনুভূতি অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ । যেমন বর্তমান সময়ে সায়েন্সের শক্তির কতখানি প্রভাব রয়েছে ! প্রত্যেকে অনুভব করে, কিন্তু সায়েন্সের শক্তি কোথা থেকে এসেছে ? সাইলেন্সের শক্তির থেকেই না ? যখন সায়েন্সের শক্তি অল্প কালের জন্য প্রাপ্তি করাতে পারে, তবে সাইলেন্সের শক্তি কতখানি প্রাপ্তি করাবে ? অতএব বাবার দিব্য দৃষ্টির দ্বারা নিজের মধ্যে শক্তি জমা করো। তখন জমা হয়ে থাকলে সময় মতো দিতে পারবে। নিজের জন্যই জমা করলে আর কাজে লাগিয়ে দিলে অর্থাৎ উপার্জন করলে আর খেয়ে ফেললে। যে উপার্জন করল আর খেয়ে শেষ করে দিল, তার কখনোই জমা হয় না। আর যার জমার খাতা তৈরী হয় না সময় কালে সে ধোঁকা খেয়ে যায়। ধোঁকা খেলে তো দুঃখেরই প্রাপ্তি হবে। এমনি এমনি সাইলেন্সের শক্তি জমা হবে না, দৃষ্টির মহত্বের অনুভব না হলে লাস্ট সময়ে শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত করার ক্ষেত্রে ধোঁকা প্রাপ্তি হয়। তারপর দুঃখ হবে, অনুশোচনা হবে। সেইজন্য এখন থেকেই বাবার দৃষ্টির দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া শক্তি গুলিকে অনুভব করে জমা করতে থাকো। জমা করতে জানো তো ? জমা হয়েছে কিনা তার লক্ষণ কী হবে ? নেশা থাকবে। যেমন বিগুশালী মানুষের ওঠা বসা চলা ফেরার মধ্যে একপ্রকারের নেশা দেখতে পাওয়া যায়, যত বেশী নেশা ততই খুশী থাকে। আর এখানে হল রুহানী নেশা। এই নেশাতে থাকলে খুশী স্বতঃতই থাকবে। খুশীই হল জন্ম-সিদ্ধ অধিকার। সদা খুশীর ঝলকের দ্বারা অন্যদেরকেও রুহানী ঝলক দেখাতে পারার মতো হয়ে ওঠে। এই বরদানকে সদা স্মৃতিতে রাখবে। যা কিছুই হয়ে যাক - খুশীর বরদানকে হারিয়ে ফেলো না। সমস্যা আসবে আরও আসবে, কিন্তু খুশী যেন হারিয়ে না যায়। কেননা খুশী হল আমাদের জিনিস, সমস্যা হল পরিস্থিতি, অন্যদের থেকে আগত। নিজের জিনিসকে তো সব সময় সাথেই রাখে, তাই না ? পরের জিনিস তো আসবেও আর যাবে। পরিস্থিতি হল মায়ার, নিজের নয়। নিজের জিনিসকে হারায় না কেউ। সুতরাং খুশীকে হারিও না। যদি শরীরও চলে যায়, কিন্তু খুশী যেন না যায়। খুশীতে থেকে যদি শরীরও চলে যায়, আরও ভালো মিলবে। পুরানো যাবে নতুন পাবে, তো গুজরাত আর মহারাষ্ট্রের ভাই বোনেরা এই মহানতায় সব সময় থাকবে। খুশীতে মহান হবে। আচ্ছা।

অঙ্কপ্রদেশ - কর্ণাটক গ্রুপ : - এই ড্রামার মধ্যে বিশেষ ভূমিকা পালনকারী বিশেষ আত্মা আমরা - এইরূপ অনুভব করে থাকো ? যখন নিজেকে বিশেষ আত্মা মনে করো, তাহলে যিনি তোমাকে এইরূপ বানিয়েছেন সেই বাবার স্মরণ স্বতঃতই থাকে আর সহজও মনে হয়। কেননা 'সম্বন্ধ' হল স্মরণের আধার । যেখানে সম্বন্ধ থাকে সেখানে স্মরণ স্বতঃত সহজ হয়ে যায়। যখন সর্ব সম্বন্ধ এক বাবার সাথেই হয়ে গেছে তখন আর কেউই থাকে না। এক বাবা-ই হলেন সর্ব সম্বন্ধী - এই স্মৃতির দ্বারা সহজযোগী হয়ে গেলে। কখনো কঠিন বলে মনে হয় কি ? যখন মায়ার আঘাত নেমে আসে তখন কঠিন বলে মনে হয় কি ? মায়াকে চিরকালের জন্য বিদায় দিতে পারার মতো হয়ে ওঠে। যখন মায়াকে বিদায় দেবে তখন বাবার অভিনন্দন তোমাদেরকে অনেক দূর এগিয়ে দেবে। ভক্তি মার্গে কতো বার প্রার্থনা করেছো যে, আশীর্বাদ করো, ব্লেসিংস্ দাও। কিন্তু এখন বাবার থেকে ব্লেসিংস্ নেওয়ার সহজ উপায় তোমাদেরকে বলে দেওয়া হয়েছে - যত মায়াকে বিদায় দেবে ততই ব্লেসিংস্ স্বতঃতই প্রাপ্ত হবে। পরমাত্ম-আশীর্বাদ এক জন্ম নয় অনেক জন্মকে শ্রেষ্ঠ বানিয়ে দেয় । সর্বদা এটা স্মৃতিতে রাখবে যে, আমরা প্রতিটি কদমে বাবার, ব্রাহ্মণ পরিবারের আশীর্বাদ প্রাপ্ত করে সহজে উড়তে থাকবো। ড্রামাতে তোমরা হলে বিশেষ আত্মা, বিশেষ কর্ম করে অনেক জন্মের জন্য বিশেষ ভূমিকা পালনকারী আত্মা তোমরা। সাধারণ কর্ম নয় বিশেষ কর্ম, বিশেষ সংকল্প আর বোল যেন হয়। তো অঙ্কপ্রদেশের যারা রয়েছে, তোমরা বিশেষ এই সেবাই করো যে, নিজের শ্রেষ্ঠ কর্মের দ্বারা, নিজের শ্রেষ্ঠ পরিবর্তনের দ্বারা অনেক আত্মাদেরকে পরিবর্তন করো। নিজেকে আয়না বানাও আর তোমার আয়নাতে যেন বাবাকে দেখতে পাওয়া যায়। এইরকম বিশেষ সেবা করো। সুতরাং এটাই স্মরণে রাখবে যে, আমি হলাম দিব্য আয়না, আমি আয়নার দ্বারা বাবাকেই যেন দেখতে পাওয়া যায়। বুঝতে পেরেছো ? আচ্ছা।

বরদান:- সদা একরস স্থিতির সিংহাসনে বিরাজমান থেকে বাপদাদার দিলতখৎ নশীন (হৃদয়-সিংহাসন) ভব সবথেকে শ্রেষ্ঠ তখৎ হল বাপদাদার দিলতখৎ নশীন হওয়া। কিন্তু এই আসনে বসার জন্য অচল, অটল, একরস স্থিতির আসন চাই। যদি এই স্থিতির তখৎ-এ স্থিত না হতে পারো তবে বাপদাদার হৃদয় রূপী আসনে স্থিত হতে পারবে না। তার জন্য নিজের ভ্রুকুটির আসনে অকালমূর্তি হয়ে স্থিত হয়ে যাও, এই আসন থেকে বারে বারে টলোমলো না হলে তবে বাপদাদার হৃদয়ে বিরাজমান হতে পারবে।

স্লোগান:- শুভ চিন্তনের দ্বারা নেগেটিভকে পজেটিভে পরিবর্তন করো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent

1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এই পুরোনো দুনিয়ার এখন অন্তিম-চরণ, সেইজন্য সঙ্গমযুগে তোমাদের ভবিষ্য রাজত্বের জন্য সুযোগ্য হয়ে উঠতে হবে"

*প্রশ্ন:- বাচ্চাদের কোন্ শখ থাকলে তবেই সিংহাসনের অধিকারী হতে পারে ?

*উত্তর:- অলরাউন্ড(সর্ব বিষয়ে) সার্ভিস করার শখ থাকলে তবেই সিংহাসনের অধিকারী হতে পারবে, যারা অলরাউন্ড সার্ভিস করে তারা অনেককে সুখ দেয়, তারা তাদের ফলও প্রাপ্ত করে। বাচ্চারা সর্বদা প্রতিটি সার্ভিসে উপস্থিত থাকা উচিত। এমন হাশিয়ার হও যাতে মা-বাবাকে শো করতে পারো। মাম্মা-বাবা বলো তাহলে তাঁদের মতন হয়ে দেখাও।

*গীত:- এই পাপের দুনিয়া থেকে দূরে নিয়ে চলো.....

ওম্ শান্তি । কেবল মিষ্টি-মিষ্টি ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরাই জানে যে পাপের দুনিয়া আর পুণ্যের দুনিয়া কাকে বলা হয়। কাকে পতিত দুনিয়া, কাকে পবিত্র দুনিয়া বলা হয়ে থাকে। যদিও মানুষ বলে যে -- হে পতিত দুনিয়াকে পবিত্র সৃষ্টিকারী এসো, কিন্তু তাকে তারা জানে না। এও আত্মাই বলে -- হে পতিত-পাবন..... সকল মানুষমাত্রই ডাকতে থাকে। কিন্তু এটা কেউ জানে না যে পবিত্র দুনিয়া কাকে বলে। তা কবে এবং কিভাবে স্থাপিত হবে। এখন তোমরা নলেজফুল বাবার হয়ে গেছো, সেইজন্য নলেজফুল জ্ঞানসাগর বাবাকে কেবল তোমরাই জানো। আর কেউ একদমই জানে না যে পবিত্র দুনিয়া পরে পতিত কিভাবে হয়। পতিত দুনিয়া কিভাবে পবিত্র হয়ে যায়। পতিত দুনিয়ায় কারা থাকে আর পবিত্র দুনিয়ায় কারা থাকে। এ'সমস্ত কথা তোমরা এখন জেনেছো। পবিত্র দুনিয়া সত্যযুগকে বলা হয়। অবশ্যই পবিত্র দুনিয়া ভারতেও এক আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের রাজ্য ছিল, সেইজন্য সবচেয়ে প্রাচীন দেশ বলে ভারতের গায়ন-কীর্তন করা হয়ে থাকে। এখন তোমরা বোঝ যে পুনরায় পবিত্র দুনিয়ায় যাওয়ার জন্য পতিত-পাবন বাবা আমাদের যুক্তি বলে দিচ্ছেন। বাবা বলেন -- এক সেকেন্ডে যুক্তি বলে দিই। বাবা আসেনই নতুন দুনিয়ার রাজ্য-ভাগ্য প্রদান করতে। এ হলো অসীম জগতের পিতার অসীম জগতের উত্তরাধিকার। বাবা-ই এসে রাজযোগ শিখিয়ে থাকেন। আমরা রাজযোগ শিখছি। বাবা বলেন -- তোমরাই সতোপ্রধান ছিলে পুনরায় সতোপ্রধান হতে হবে। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল, হিন্দু ছিল না। ভারতেই সর্বপ্রথমে দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল। পুনরায় অবশ্যই পুনর্জন্ম নিয়েছে। যেমন খ্রীস্টানরাও পুনর্জন্ম নিয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। বৌদ্ধদের ধর্ম স্থাপনকারী বুদ্ধ, তিনি হয়ে গেলেন ধর্ম-স্থাপক। একজন বুদ্ধ থেকে কত অসংখ্য বৌদ্ধ বেরিয়েছে। খ্রীস্ট একজন। এখন দেখো কত খ্রীস্টান হয়ে গেছে। সব ধর্মই এই রকম হয়ে আসছে। এমনিতে যখন আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল তখন এ'সব আর কিছুই ছিল না। অন্যদের গুলো (ধর্ম) তো জানা আছে। খ্রীস্টান ধর্ম খ্রীস্ট, ইসলাম ধর্ম ইব্রাহিম স্থাপন করেছে। আচ্ছা, সত্যযুগে যে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল, তা কে স্থাপন করেছে? সত্যযুগে দেবী-দেবতাদের রাজত্ব চলেছে, তাই না! তাহলে অবশ্যই কেউ তো রাজ্য স্থাপন করেছে। সত্যযুগে দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল, তা বাবা এখন স্থাপন করেন সেইজন্যই তাঁকে সঙ্গমে আসতেই হয়। এখন সব মানুষমাত্রই পতিত দুনিয়ায় বসে রয়েছে। পুরোনো দুনিয়ায় কোটি-কোটি মানুষ। নতুন দুনিয়ায় তো এত মানুষ থাকতে পারে না। ওখানে এক ধর্ম ছিল। ইসলামী, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান ইত্যাদি কেউ ছিল না। সেই দেবতা ধর্ম এখন প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সে'সমস্ত কিভাবে ভগবান স্থাপন করেছিলেন, তা কেউ জানে না। দেবতা ধর্ম নামই ভুলে গেছে, হিন্দু ধর্ম বলে দেয়। এখন বাবা বোঝান যে বাবা আসেনই তখন, যখন পুরোনো দুনিয়াকে বদল করতে হয়। এখন এই পুরোনো দুনিয়ার সমাপ্তি। তা কেবল তোমরা ব্রাহ্মণরাই জানো। এই অতি ভীষণ যুদ্ধেই পুরোনো দুনিয়া সমাপ্ত হয়েছিল। গীতায় দেখানো হয়েছে, সব শেষ হয়ে গেছে। কেউই (জীবিত) থাকে নি। পঞ্চ পান্ডব জীবিত ছিল, তারাও পাহাড়ে গিয়ে পঁচে-গলে মারা গিয়েছিল। কিন্তু এরকম কোনকিছু হয় না। এ তো বাবা-ই স্থাপন করেন। প্রলয় বা জলমগ্ন তো হয় না। বাবাকে ডাকে, হে পতিত-পাবন এসো, আমাদের দুঃখ হরণ করে সুখ প্রদান করো কারণ এখন রাবণ-রাজ্য। রাম-রাজ্য চাই, তাহলে অবশ্যই এখন রাবণ-রাজ্য, তাই না! বাবা বোঝান, এখন রাম-রাজ্যের স্থাপনা এবং রাবণ-রাজ্যের বিনাশ হয়ে যায়। আমি যে যুক্তি শেখাই, যে শেখে সে নতুন দুনিয়ায় রাজ্য করে। এই জ্ঞানের কিছুই ওখানে থাকবে না। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে সমগ্র জ্ঞান রয়েছে। যার বুদ্ধিতে থাকে সে অন্যান্যদেরও বোঝায়। নম্বরের অনুক্রম তো রয়েছেই, তাই না! সার্ভিসেবল বাচ্চাদের বুদ্ধিতে জ্ঞান অবিরাম বর্ধিত হয়ে থাকে। অবশ্যই সত্যযুগে সর্বপ্রথমে দেবী-দেবতা ধর্মাবলম্বীরাই ছিল। এও তোমরাই জানো। বাবা সর্বপ্রথমে প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণদেরই রচনা করে থাকেন। এ হলো জ্ঞান-যজ্ঞ, তাই না! তাহলে অবশ্যই ব্রাহ্মণ

সম্প্রদায়ের প্রয়োজন। ব্রাহ্মণ অবশ্যই সঙ্গমেই হবে। আসুরীয় সম্প্রদায় হলো কলিযুগে, দৈবী সম্প্রদায় হলো সত্যযুগে। তাহলে অবশ্যই সঙ্গমেই দৈবী-সম্প্রদায়ের স্থাপনা হবে। যখন ডিগবাজি খায় (বাজোলি) তখন পা আর কেশ-শিখা মিলিত হয়। তোমরা ব্রাহ্মণ তখন স্মরণে আসে। বিরাট রূপের চিত্রও আবশ্যিক। এর বোঝানো অত্যন্ত ভাল। বলেও যে, বাবা আমরা তোমার ৬ মাসের বাচ্চা। আমরা ৪ দিনের বাচ্চা। কেউ বলে আমি এক দিনের বাচ্চা অর্থাৎ আজই বাবার হয়েছি। মুখ-বংশী হয়েছি। যারা জীবিত অবস্থায় বাবার হয়ে যায় তখন বলে, বাবা আমরা তোমার। ছোট বাচ্চা তো (এমন) বলতে পারে না। এই জ্ঞান হলো বড়দের জন্য। বলে থাকে যে, বাবা আমরা তোমার ছোট বাচ্চা। ছোট বাচ্চাদের চিত্রের উপর বোঝানো সহজ। দিনে-দিনে বোঝানো বিস্তার প্রাপ্ত করতে থাকে। এই চিত্রগুলির যুক্তি ড্রামা প্ল্যান অনুসারে ৫ হাজার বছর পূর্বের মতোই বেরিয়েছে। এতে এমন কোনো প্রশ্ন উঠতেই পারে না যে শুরুতে কেন বেরোয়নি, এখন কেন ? ড্রামানুসারে যে যুক্তি যখন বেরোবার তখনই বেরোবে। স্কুলে পড়ায় নম্বরের ক্রমানুসারেই স্থান প্রাপ্ত হয়। এরকম আবার হয় নাকি যে প্রথমেই বড় পরীক্ষা পাশ করে যাবে। প্রথমে কেবল বাবা(অঙ্ক) আর বাদশাহী(বে) পড়ানো হয়ে থাকে, তাই না! সে তো বাবার বাচ্চা হলেই বাবা স্বর্গের রাজত্ব দিয়ে দেন। বাবাকে বাবা বলার পর পুনরায় নিশ্চয় ভেঙে যায় নাকি! এখানে তো বাবা-বাবা বলতে-বলতে নিশ্চয় ভেঙে যায়। তোমরা জানো, ইনি তো অসীম জগতের বাবা। তোমরা অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছো, সে'জন্য ওঁনার শ্রীমতে চলতে হবে। বাবা বলেন -- আর সকল কথা ছেড়ে আমায় স্মরণ করো আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। চলতে-ফিরতে এ'কথা স্মরণে থাকলে খুশিও বজায় থাকবে। কিন্তু এই স্মরণ দাঁড়ায় না কেন ? তোমাদের তো গ্যারান্টি রয়েছে -- বাবা আমরা তোমার হয়ে যাবো তখন আমাদের আর কারোর প্রতি মমত্ব থাকবে না। আমরা তোমার মতানুসারেই চলব। বাবাও বলেন, শ্রীমতে না চললে ভুল হতে থাকবে। শ্রীমতে চললে খুশির পারদ উর্ধ্বমুখী হবে। আত্মা অতীন্দ্রিয় সুখ প্রাপ্ত করে তখন কত খুশি হয়। আত্মা জানে, পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের রাজ্য-ভাগ্য দিয়েছিলেন, যা ৮৪ জন্ম নিতে-নিতে হারিয়ে ফেলেছি, পুনরায় বাবা দিচ্ছেন। তবে তো অপার খুশিতে থাকা উচিত, তাই না! অন্তরের খুশিও দেখা যায়, তাই না! এই লক্ষ্মী-নারায়ণের চেহারাতেই দেখা যায়, তাই না! যদিও অজ্ঞানকালে কেউ-কেউ অত্যন্ত খুশিতে থাকে, ভালভাবে কথাবার্তাও বলে থাকে। মনুষ্য সৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কে ? এমনিতে সবচেয়ে উঁচু হলেন শিববাবা যাঁকে সকলে ফাদার বলে সম্বোধন করে থাকে। কিন্তু তাঁর পেশা কি তা জানে না। যখন বাবা আসেন তখন এসে নিজের পরিচয় দেন। বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো যে বাবার থেকে আমরা বৈকুণ্ঠের রাজত্ব পাই। খুশি হওয়া উচিত, তাই না ! আমরা নর থেকে নারায়ণ হয়ে যাই। যদিও কেউ-কেউ হাত তুলে দেয় কিন্তু বোঝে না কিছুই। যাদের নিশ্চয় আছে তারা এই খুশিতে থাকে যে আমরা এখন ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছি। এখন আমরা বাবার মতানুসারে চলে বিশ্বের মালিক হয়ে যাই। পড়া এই নেশা কতটা পরিমাণে থাকা উচিত। প্রেসিডেন্ট, গভর্নর ইত্যাদিদের নেশা তো থাকে, তাই না! বড়-বড় ব্যক্তির আশে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে। পদমর্যাদা সম্বন্ধে জ্ঞাত না হয়ে কখনো কেউ কারোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারে না। বাবাও কখনো সাক্ষাৎ করেন না। বাবার পদমর্যাদাকে কেবল তোমরা বাচ্চারাই জানো, তাও আবার পুরুষার্থের নম্বরের অনুক্রমে জেনে থাকো। যদিও ব্রহ্মাকুমার বলা হয় কিন্তু বুদ্ধিতে এ'কথা থাকে না যে আমরা শিববাবার সন্তান। ওঁনার থেকে আমরা স্বর্গের উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি। না বাবাকে, না উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে পারে। স্মরণ থাকলে অন্তরে খুশিও থাকবে, তাই নয় কি ! যেমন কন্যার বিবাহ দিলে তখন তাকে গুপ্তদান দেওয়া হয়। বাক্স বন্ধ করে হাতে চাবি দিয়ে দেওয়া হয়। বাবাও তোমাদের বিশ্বের বাদশাহীর চাবি হাতে দিয়ে দেন। তোমরা সত্যযুগীয় বিশ্বের উদঘাটন করো। স্বর্গেও তোমরাই যাবে। বাবা তোমাদের সুযোগ্য করে তোলেন। ভক্তরা তো স্বর্গে যাওয়ার যোগ্য হতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত বাবা জ্ঞান প্রদান না করছেন, পবিত্র না হচ্ছে সেইজন্য নারদের উদাহরণ দেওয়া হয়ে থাকে। যদিও ভাল-ভাল ভক্ত তো অনেক আছে, কিন্তু আত্মা তো অপবিত্র, তাই না! জন্ম-জন্মান্তর ধরে তারা পতিত হয়ে এসেছে, যতক্ষণ না পর্যন্ত বাবাকে পায় ততক্ষণ স্বর্গে যেতে পারে না। বাবা তোমাদের ব্রহ্মার দ্বারা অ্যাডপ্ট করেছেন, তোমরাই গিয়ে নতুন দুনিয়ায় রাজত্ব করবে। অন্য কেউ রাজত্ব স্থাপন করেই না। না কেউ জানে। বাবা-ই সঙ্গমযুগে এসে ভবিষ্যৎ ২১ জন্মের জন্য রাজত্ব স্থাপন করছেন। এইরূপ বাবাকে কেউ জানেই না। এখন তোমরা বোঝ যে অবশ্যই ৫ হাজার বছর পূর্বে ভগবান এসেছিলেন। গীতার জ্ঞান শুনিয়েছিলেন, যার ফলে মানব দেবতায় পরিনত হয়েছিল। গীতা হলো আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের শাস্ত্র। সত্যযুগে তো কোনো শাস্ত্রাদি থাকেই না। বাবা বলেন -- আমি সঙ্গমযুগেই আসি। পুনরায় এসে সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান শুনিয়ে থাকি, তারাই দেবী-দেবতা হয় যারা পুনরায় ৮৪-র চক্র পরিক্রমা করে এখন অস্তিমলগ্নে এসেছে তাই এসে তাদেরকেই বুঝিয়ে থাকি। মাঝখানে আমি আসিই না। এরকম হয় নাকি যে থ্রাইস্ট মাঝখানে চলে আসবে! আর যারাই ধর্ম স্থাপন করতে আসে তা এই দুনিয়ার জন্য। আমি আসিই সঙ্গমে নতুন দুনিয়া স্থাপন করতে। থ্রাইস্টের আত্মা এসে প্রবেশ করে নিজের ধর্ম স্থাপন করে। এই বাবা তো রাজত্ব স্থাপন করেন। এ'কথা কেউ জানে না যে এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজধানী কবে আর কে স্থাপন করেছিল। এই যে লক্ষ্মী-নারায়ণ ইত্যাদিদের মন্দির নির্মাণ করে,

তাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত। তোমরা সভাতেও জিজ্ঞাসা করতে পারো। এই রহস্য তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে। বাবা, প্রতিকল্পে ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করেন, এ'কথা আর কেউ জানতে পারে না। অক্ষরও রয়েছে, কিন্তু যথার্থভাবে কারোর বুদ্ধিতে বসে না। কোন-কোন বাচ্চার উপর গ্রহের দশা বসে যায়। দেহ-অভিমান হলো প্রথম নম্বরের গ্রহদশা। বাবা বলেন -- বাচ্চারা, দেহী-অভিমानी ভব। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র আর সিড়ির চিত্র বোঝানোর জন্য বড় ভাল জিনিস। অনেকের এতে কল্যাণ হতে পারে। কিন্তু ড্রামায় বোধহয় রাজধানী স্থাপিত হতে দেবী আছে তাই বিঘ্ন ঘটে। স্বয়ং বাবা বলেন, প্রচুর বিঘ্ন ঘটে। মায়া অতি সামর্থ্যবান(শক্তিশালী)। ঝট করে আমার বাচ্চাদের নাক, কান ধরে ফেলে(মূলে দেয়)। একে বলে রাহুর দশা। ভারতে বিশেষভাবে এইসময় বিকার-রূপী রাহুর দশা বসে রয়েছে। তোমরা সেকেন্ডে প্রমাণ করতে পারো যে এই ভারতই পবিত্র হীরে-তুল্য ছিল। এখন বিকারী কড়ি-তুল্য হয়ে গেছে, পুনরায় হীরে-তুল্য হতে হবে। সমগ্র কাহিনী ভারতেরই। বাবা এসে হীরে-তুল্য বানান। তবুও কতরকমের বিঘ্ন পড়ে। দেহ-অভিমানের জন্য অতি বড় বিঘ্ন ঘটে। লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রের উপরেও কাউকে বোঝানো অতি সহজ। বাচ্চাদের সার্ভিসের অত্যন্ত শখ থাকা উচিত। সার্ভিসও অনেক রকমের হয়, তাই না! অনেককে সুখ দেয়, সেইজন্য তার ফলও প্রচুর পরিমাণে পায়। কেউ অলরাউন্ড হাড় গলানো(প্রচুর) সেবা করে। খুশি থাকা উচিত যে আমাদের অলরাউন্ড অর্থাৎ সর্ববিষয়ে দক্ষ হতে হবে। বাবা আমরা সেবায় উপস্থিত। ভাল-ভাল আধ্যাত্মিক সেবাদানকারী বাচ্চারা ভোজন নিজের হাতে তৈরী করে। তোমরাও জানো যে বাচ্চারা এতটাই হুশিয়ার হয়ে যায় যে সিংহাসন প্রাপ্ত করে নেয়। এখানে তো ঘরের দেখভাল করা মাতারা রয়েছে। এখন মাতাদের, কুমারীদের তো এই সার্ভিস করতে দাঁড়িয়ে পড়া উচিত। মাশ্বার মতন সার্ভিস করে দেখাতে হবে। প্রদর্শন(শো) করা উচিত। এছাড়া কেবল মাশ্বা-মাশ্বা করে কি লাভ! ওঁনার মতন হতে হবে। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আশ্বাদের পিতা তাঁর আশ্বা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) দেহ-অভিমানের গ্রহের দশাই যজ্ঞে বিঘ্ন রূপ ধারণ করে, সেইজন্য যতখানি সম্ভব দেহী-অভিমानी হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে।

২) নিজের পড়া এবং সত্যযুগীর পদমর্যাদার খুশি বা নেশায় থাকতে হবে, শ্রীমতে চলতে হবে। কোনো ভুল করবে না।

বরদান:- ঈশ্বরীয় মর্যাদায় অবস্থান করে প্রতিটি কর্মকে চমৎকারভাবে সুসম্পন্নকারী সর্ব দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত ভব সदा এই ঈশ্বরীয় মর্যাদায় থাকো যে আমি বাপদাদার নয়নজ্যোতি, আমাদের নয়নে বা নজরে কোনো বস্তু সমাহিত হতে পারে না। এই মর্যাদায় থাকলে বিভিন্ন ধরনের দুশ্চিন্তা স্বতঃ-ই সমাপ্ত হয়ে যাবে। কোনো প্রকারের অভিযোগ থাকতে পারে না। যে যত নিজের উচ্চ মর্যাদায় অবস্থান করে তাদের মান-সম্মানও স্বতঃ-ই প্রাপ্ত হয় এবং তাদের প্রতিটি কর্ম চমৎকারভাবে সুসম্পন্ন হয়।

স্লোগান:- ট্রাস্টি সে-ই, যে নিজের সবকিছু বাবার কাছে অর্পণ করে দেয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent

2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এতকাল যাঁর মহিমা করতে, তিনিই এখন তোমাদের সামনে হাজির, তাই সর্বদা খুশীতে নাচতে থাকো, কোনো বিষয়ে যেন কোন দুঃখ না থাকে"

*প্রশ্নঃ - পুরুষার্থী বাচ্চাদের নিজের হৃদয়ের অন্দরে কোন্ বিষয় অবশ্যই চেক করা উচিত ?

*উত্তরঃ - এখনো পর্যন্ত আমি আত্মার মধ্যে কোনো ছোটখাটো কাঁটা তো নেই ? কামের কাঁটা সবথেকে তীক্ষ্ণ । ক্রোধের কাঁটা তো খুবই খারাপ । দেবতার ক্রোধী হয় না, তাই মিষ্টি বাচ্চারা, কোনো কাঁটা থাকলে তা বের করে দাও । নিজের কোনো ক্ষতি ক'রো না ।

*গীতঃ- তুমিই মাতা - পিতা....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি - মিষ্টি আত্মারূপী বাচ্চারা নিজের বাবার মহিমা শুনেছে । ওরা মহিমা গাইতে থাকে, আর এখানে তোমরা প্রত্যক্ষভাবে সেই বাবার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছো । তোমরা জানো যে, বাবা আমাদের দ্বারা ভারতকে স্বর্গ বানাচ্ছেন । যাদের দ্বারা বানাচ্ছেন, অবশ্যই তারাই সেই সুখধামের মালিক হবে । বাচ্চাদের তো খুবই খুশী থাকা উচিত । বাবার মহিমা হলো অপরমপার, তাঁর থেকে আমরা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি । বাচ্চারা, এখন তোমাদের উপর, এমনকি সম্পূর্ণ দুনিয়ার উপর বৃহস্পতির দশা । এখন এ তোমরা ব্রাহ্মণরাই জানো । বিশেষ করে ভারত, আর সাধারণভাবে সম্পূর্ণ দুনিয়া, সকলের উপর বৃহস্পতির দশা বসে আছে, কেননা এখন তোমরা ১৬ কলা সম্পূর্ণ হও । এই সময় তো কোনো কলাই নেই । বাচ্চাদের খুব খুশীতে থাকা চাই । এমন নয় যে, এখানে খুশী থাকলো আর বাইরে গেলেই হারিয়ে গেলো । যাঁর মহিমা তোমরা গাইতে থাকো, তিনি এখন তোমাদের কাছে হাজির । বাবা বোঝান যে, পাঁচ হাজার বছর পূর্বেও তিনি রাজত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন । তোমরা এখন দেখবে, আস্তে - আস্তে সবাই ডাকতে থাকবে । তোমাদেরও স্লোগান বের হতে থাকবে । যেমন সবাই বলে - এক ধর্ম হোক, এক রাজত্ব হোক, এক ভাষা হোক । এও আত্মারাই তো বলে । আত্মা জানে যে, বরাবর এই ভারতে দেবী - দেবতার এক রাজধানী ছিলো । এই সুগন্ধ এখন ছড়াতে থাকবে । তোমরা সুগন্ধ ঢালতে থাকো । ড্রামার প্ল্যান অনুসারে লড়াইয়ের চিহ্নও সামনে উপস্থিত । এ কোনো নতুন কথা নয় । ভারতকে অবশ্যই ১৬ কলা সম্পূর্ণ হতে হবে । তোমরা জানো যে, আমরা এই যোগবলের দ্বারা ১৬ কলা সম্পূর্ণ হচ্ছি । কথিত আছে যে - দান করলে গ্রহণ দূর হবে । বাবাও বলেন - তোমরা বিকারের, অপগুণের দান করো । এ তো রাবণ রাজ্য, তাই না । বাবা এসে তোমাদের এর থেকে মুক্ত করেন, এর মধ্যেও কাম বিকার হলো সবথেকে ভারী অপগুণ । তোমরা দেহ - অভিমানী হয়ে গেছো । এখন তোমাদের দেহী - অভিমানী হতে হবে । তোমাদের শরীরের ভাবও ত্যাগ করতে হবে । এইসব কথা, বাচ্চারা তোমরাই জানো । সম্পূর্ণ দুনিয়া জানে না । ভারত, যা ১৬ কলা সম্পূর্ণ ছিলো, সম্পূর্ণ দেবতাদের রাজ্য ছিলো, এই লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজধানী ছিলো । ভারত স্বর্গ ছিলো । এখন পাঁচ বিকারের গ্রহণ লেগেছে, তাই বাবা বলেন, দান করলে গ্রহণ দূর হবে । এই কাম বিকারই নামিয়ে দেয়, তাই বাবা বলেন, এর দান করে দাও তাহলে ১৬ কলা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে । না দিলে হতে পারবে না । আত্মা তো নিজের - নিজের পাট পেয়েছে, তাই না । এও তোমাদেরই বুদ্ধিতে আছে । তোমাদের আত্মার মধ্যে কতো পাট ভরা আছে । তোমরা বিশ্বের রাজ্য - ভাগ্য গ্রহণ করো । এ হলো অসীম জগতের ড্রামা, যেখানে অজস্র অভিনেতা । এদের মধ্যে একনম্বর অভিনেতা হলেন এই লক্ষ্মী - নারায়ণ, এঁদেরই এক নম্বর পাট । বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মা - সরস্বতী, আবার ব্রহ্মা - সরস্বতী থেকে বিষ্ণু হয় । এই ৮৪ জন্মের চক্র কিভাবে অতিক্রম করে, এ সবই বুদ্ধিতে এসে যায় । ব্যবসায়ীরা হিসাবের খাতার উপর স্বস্তিকা লাগায় । গণেশের পূজাও করে । এ হলো অসীম জগতের হিসাবের খাতা । স্বস্তিকাতে চার ভাগ হয় । পুরীতে যেমন চালের হাঁড়িতে ভোগ রান্না করা হয় । এক হাঁড়ি চাল চার ভাগ করা হয় । ওখানে অন্ন ভোগ দেওয়া হয় । বাচ্চারা, তোমাদের এখন কে পড়াচ্ছেন ? তোমাদের অতি প্রিয় বাবা এসে তোমাদের সেবক হয়েছেন, তিনিই তোমাদের সেবা করেন । মনুষ্য তো বলে দেয়, আত্মা নির্লিপ্ত । তোমরা এখন জানো যে, আত্মার মধ্যে ৮৪ জন্মের পাট রয়েছে । তাকে নির্লিপ্ত বলে দেওয়া, কতো রাতদিনের তফাৎ হয়ে যায় । যখন একথা কেউ খুব ভালোভাবে একমাস বী দেড় মাস ধরে বুঝবে, তখনই পয়েন্টস বুদ্ধিতে বসবে । দিনে - দিনে আরো পয়েন্টস বের হতে থাকবে । এ যেন কস্তুরী । শান্ত্রে তো কোনোকিছুর সার নেই । বাবা বলেন যে - ওইসব এখন বুদ্ধি থেকে বের করে দাও । আমিই হলাম একমাত্র জ্ঞানের সাগর । যখন সম্পূর্ণ নিশ্চয় আসে তখন বুঝতে পারে যে - বরাবর এই সব হলো ভক্তিমার্গের জন্য । পরমপিতা পরমাত্মা এসেই দুর্গতি থেকে সদগতি করেন । সিঁড়ির চিত্রেও পরিষ্কার ভাবে সব দেখাতে হবে । ভক্তিমার্গ যখন শুরু হয় তখনই রাবণ রাজ্য শুরু হয় । এখন গীতার এপিসোড রিপোর্ট হচ্ছে । বাবা

বলেন - আমি কল্প - কল্প, কল্পের এই সঙ্গম যুগে আসি । ওরা তো কল্প, মৎস অবতার বানিয়ে দিয়েছে । ওরা ২৪ অবতারের কথা বলে দেয় । বাবা বলেন - তোমাদের উপর এখন বৃহস্পতির দশা । আমি তোমাদের স্বর্গের মালিক বানিয়েছিলাম । রাবণ এখন তোমাদের উপরে রাহুর দশা বসিয়ে দিয়েছে । বাবা এখন আবার এসেছেন তোমাদের স্বর্গের মালিক বানাতে । তাই নিজেদের ক্ষতি করা উচিত নয় । ব্যবসায়ীরা নিজেদের হিসাবের খাতা সবসময় ঠিক রাখে । যারা নিজেদের ক্ষতি করে তাদের আনাড়ী বলা হয় । এখন তো ইনি হলেন সবথেকে বড় সওদাগর । বিশেষ অল্পকিছু সওদাগর এই ব্যবসা করতে পারে । এ হলো অবিনাশী ব্যবসা, অন্য সব ব্যবসা তো মাটিতে মিশে যাবে । তোমরা এখন সত্যিকারের ব্যবসা করছো । বাবা হলেন অসীম জগতের সওদাগর, রত্নাকর.... আর তাঁকে জ্ঞানের সাগর বলা হয় । প্রদর্শনীতে দেখো, কতো মানুষ আসে । সেন্টারে তো মুশকিলের সঙ্গে অল্প কিছুই আসবে । ভারত তো অনেক বড় । তোমাদের সব জায়গায় যেতে হবে । গঙ্গার জল তো সারা ভারতে নেই । তোমাদের এও বোঝাতে হবে যে, গঙ্গার জল কখনোই পতিত - পাবনী নয় । তোমাদের মতো জ্ঞান গঙ্গাদের যেতে হবে । তোমরা চারিদিকে প্রদর্শনী - মেলা করতে থাকবে । দিনে - দিনে চিত্রও সুন্দর - সুন্দর তৈরী হতে থাকবে । চিত্র যেন এমন শোভনীয় হয় যে, দেখলেই মানুষ খুশী হয়ে যাবে যে, এরা সঠিক কথা বলছে । এখন লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজধানী স্থাপনা হচ্ছে । এখন ব্রাহ্মণ ধর্মের স্থাপন হচ্ছে । এই ব্রাহ্মণরাই দেবী - দেবতা তৈরী হয় । তোমরা এখন পুরুষার্থ করছো, তাই নিজের মনকে জিজ্ঞেস করো যে, আমাদের মধ্যে ছোটখাটো কাঁটা আর নেই তো । কামের কাঁটা তো নেই । ক্রোধের ছোটো কাঁটা --- সেও খুব খারাপ । দেবতারা কখনো ক্রোধী হন না । দেখানো হয় যে, শঙ্করের চক্ষু খোলা মাত্রই বিনাশ হয়ে যায় । এও এক কলঙ্ক লাগানো হয়েছে । বিনাশ তো হতেই হবে । সূক্ষ্মবতনে শঙ্করের কোনো সর্প ইত্যাদি তো থাকতেই পারে না । ওখানে মাটি কই যে সর্প আদি বের হবে । আকাশে তো সর্প ঘুরবেই না । সূক্ষ্মবতন আর মূলবতনে বাগান, সাপ ইত্যাদি কিছুই থাকে না । এসব এখানেই থাকে । স্বর্গও এখানেই থাকে । এই সময় মানুষ কাঁটার মতো, তাই একে কাঁটার জঙ্গল বলা হয় । সত্যযুগ হলো ফুলের বাগান । তোমরা দেখো যে, বাবা কেমন বাগান তৈরী করেন । তিনি অতি সুন্দর বাগান তৈরী করেন । সবাইকেই সুন্দর করেন । তিনি নিজে তো চির সুন্দর । তিনি সব সজনিদের অর্থাৎ বাচ্চাদের সুন্দর তৈরী করেন । রাবণ তোমাদের সম্পূর্ণ কালো বানিয়ে দিয়েছে । বাচ্চারা, তোমাদের এখন খুশী হওয়া উচিত যে, আমাদের উপর বৃহস্পতির দশা পড়েছে । অর্ধেক সময় দুঃখ আর অর্ধেক সময় সুখ -- এতে লাভ কি ? তা নয়, তোমাদের তিন ভাগ সুখ । এই ড্রামাই বানানো আছে । অনেক মানুষই জিজ্ঞেস করে যে, এমন ড্রামা কেন বানানো হয়েছে ? আরে, এ তো অনাদি, তাই না । কেন বানানো হয়েছে, এই প্রশ্ন উঠতেই পারে না । এ হলো অনাদি - অবিনাশী বানানো ড্রামা । এই ড্রামা বানানো আছে, বানানো হয়েছে... এতে কেউই মোক্ষ পেতে পারে না । এ তো অনাদি সৃষ্টি চলে আসছে আর চলতে থাকবে । প্রলয় কখনো হয় না । বাবা নতুন দুনিয়া বানান, কিন্তু এতে কতো অভিযোগ । মানুষ যখন পতিত - দুঃখী হয়, তখনই ডাকতে থাকে । বাবা এসে সবাইকে কায়া কল্পবৃক্ষের সমান করেন । তোমাদের আত্মা পবিত্র হয়ে যায় তাই শরীরও পবিত্র পাবে । তাই বাবা তোমাদের কায়া কল্পবৃক্ষ বানান । অর্ধেক কল্প তোমাদের কখনোই অকালে মৃত্যু হবে না । তোমরা কালকে জয় করো । বাচ্চারা, তোমাদের অনেক পুরুষার্থ করা উচিত । যতো উচ্চ পদ পাও, ততই ভালো । পুরুষার্থ তো সবাই বেশী উপার্জনের জন্যই করে । কার্টুরিয়াও বলবে যে, আমি যদি বেশী কাঠ বয়ে নিয়ে যেতে পারি, তাহলে বেশী উপার্জন হবে । কেউ আবার ঠকিয়েও উপার্জন করে । ওখানে এমন কোনো দুঃখের বিষয় থাকে না । তোমরা এখন বাবার থেকে কতো উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করো । তোমাদের নিজেকে যাচাই করে দেখা উচিত যে, আমরা কি স্বর্গে যাওয়ার উপযুক্ত হয়েছি ? শাস্ত্রে তো নারদের মতো অনেক উদাহরণ দিয়ে দেওয়া হয়েছে । এই তীর্থযাত্রা ইত্যাদি সব ত্যাগ করো । গীতও তো আছে..... চারিদিকে পরিক্রমা করে, তবুও.... বাবা এখন তোমাদের কতো ভালো যাত্রা শেখান, এতে তোমাদের কোনো পরিশ্রম নেই । বাবা কেবল বলেন - মামেকম্ (আমাকে) স্মরণ করো, তাহলেই বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে । আমি তোমাদের খুব ভালো যুক্তি শোনাই । বাচ্চারা, তোমরা শোনো তো । এ হলো আমার লোন নেওয়া রথ । এই বাবাও কতো খুশী হন । আমি বাবাকে নিজের শরীর লোনে দিয়েছি । বাবা আমাদের বিশ্বের মালিক বানান । নামই তো হলো ভাগীরথ । তোমরা জানো যে বোম্বস ইত্যাদি তৈরী হচ্ছে । এরপর আগুন লাগবে । মারবার জন্য রাবণের ভূতও বানানো হয় । ওখানে তো এই মারার কোনো কথাই নেই । কোথায় মারবার কথা, আর কোথায় এই রাবণ পুরী শেষ হয়ে যাচ্ছে । বাচ্চারা, তোমরা রামপুরীতে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো । তাই সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে, কাঁটা হয়ো না ।

তোমরা হলে ব্রাহ্মণ - ব্রাহ্মণী । এই সবার আধার মুরলীর উপর । তোমরা মুরলী না পেলে কি করবে । এমন নয় যে, কেবল এক ব্রাহ্মণীকেই মুরলী শোনাতে হবে । যে কেউই মুরলী পড়ে শোনাতে পারে । তোমাদের বলা উচিত -- আজ তুমি শোনাও । এখন তো বোঝানোর জন্য সুন্দর চিত্রও তৈরী করা হয়েছে । এই মূখ্য চিত্র নিজের দোকানে রেখে অনেকের কল্যাণ করো । ওই ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যবসাও করো । এ হলো বাবার অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দোকান । বাবা কখনো

বারণ করেন না যে, বাড়ি ইত্যাদি করো না। ইচ্ছা হলে তৈরী করো। পয়সা তো মাটিতেই মিশে যাবে। এরথেকে না হয় বাড়ি তৈরী করে ভালোভাবে আরাম করে থাকো। অর্থ কাজে লাগানো উচিত। বাড়িও তৈরী করো, খাওয়ার জন্যও অর্থ রাখো, আবার দান - পুণ্যও করো। কাশ্মীরের রাজার যখন মৃত্যু হলো, তখন তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি যা ছিলো, তা তিনি আর্থ সমাজীদের দান করে গিয়েছিলেন। নিজের ধর্মের জন্য তো করে থাকে, তাই না। এখানে তো এইসব কোনো কথাই নেই। সবাই বাচ্চা, দান ইত্যাদির কোনো কথাই নেই। ও হলো জাগতিক দান। আমি তো তোমাদের বিশ্বের বাদশাহী দান করি। ড্রামা অনুসারে ভারতবাসীই রাজ্য - ভাগ্য প্রাপ্ত করবে। ভক্তিমার্গে ব্যবসায়ীরা কিছু কিছু অবশ্যই ধার্মিক হয়। এর ফলও পরের জন্মে অল্পকালের জন্য প্রাপ্ত হয়। এখন তো আমি প্রত্যক্ষভাবে এসেছি, তাই তোমরা এই কাজে লাগাও। আমার তো কিছুই চাই না। শিববার কি নিজের জন্য বাড়ি বানাতে হবে? এ সবই ব্রাহ্মণদের জন্য। ওখানে গরীব, বিত্তবান সবাই একত্রিতভাবে মিলেমিশে থাকে। তাই এ সবই বাচ্চাদের জন্য। দেখা যায়, ঘরে সবাই কতো আরামে থাকে, তাই তেমন ব্যবস্থা করতে হয়, তাই বলা হয় সবার যত্ন করো। তোমাদের যদি কোনো কিছু না থাকে, তাহলে তা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। বাবার তো বাচ্চাদের প্রতি ভালোবাসা থাকে। এতো ভালোবাসা আর কেউই দিতে পারে না। বাচ্চাদের কতো বোঝানো হয় -- তোমরা পুরুষার্থ করো আর অন্যদের জন্যও উপায় বের করো। এতে চাই তিন পদ জমি, যেখানে বাচ্চারা বোঝাতে থাকবে। কোনো বড় মানুষ এলে বলা, আমরা প্রয়োজনীয় চিত্র রেখে দিচ্ছি। সকাল - সন্ধ্যা এক - দুই ঘন্টা ক্লাস করে চলে যাবে। খরচা সব আমার আর নাম তোমাদের হবে। অনেকেই এখানে এসে কড়ি থেকে হীরে তুল্য তৈরী হবে। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ - সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) অবিনাশী বাবার সঙ্গে সত্যিকারের অবিনাশী ব্যবসা করতে হবে। জাগতিক ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যবসাতেও সময় দিতে হবে। জ্ঞান গঙ্গা হয়ে সবাইকে পবিত্র করতে হবে।

২) ব্রাহ্মণ জীবনের আধার হলো মুরলী, যা খুব ভালোবেসে শুনতে আর শোনাতে হবে। মনের মধ্যে কোনো কাঁটা থাকলে তা বের করে দিতে হবে। অপগুণের দান করতে হবে।

বরদানঃ:- সহনশীলতার গুণের দ্বারা কঠোর সংস্কারকেও শীতল করে সন্তুষ্টমণি ভব যার মধ্যে সহনশীলতার গুণ থাকে, তার মুখে সদা প্রশান্তি আর সন্তুষ্টতা দেখা যায়, যে স্বয়ং সন্তুষ্ট মূর্তি থাকে, সে অন্যদেরও সন্তুষ্ট করে দেয়। সন্তুষ্ট হওয়ার অর্থ সাফল্য পাওয়া। যে সহনশীল হয়, সে নিজের সহনশীলতার শক্তির দ্বারা কঠোর সংস্কার বা কঠিন কার্যকে শীতল এবং সহজ করে দেয়। তাদের চেহারাতেও গুণমূর্তির অনুভব হয়। তারাই ড্রামার ঢালে টিকতে পারে।

স্নোগানঃ:- যে বাণীর দ্বারা পরিবর্তন হয় না, তাকে শুভ ভাইরেশনের দ্বারা পরিবর্তন করতে পারো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent

2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন শেখার (ঐশ্বরীয় অধ্যয়ন) সাথে-সাথে টিচার হয়ে শেখাতেও হবে, এই ঐশ্বরীয় পঠন-পাঠন শুধুমাত্র এই অন্তিম জন্মের জন্য, সেইজন্যই যথার্থ রীতিতে পড়াশোনা করো আর পড়াও"

*প্রশ্নঃ - সত্যযুগের রাজধানী কোন্ আধারের উপরে নির্ভর করে স্থাপন হয়ে থাকে ?

*উত্তরঃ - সঙ্গম যুগে ঐশ্বরীয় অধ্যয়নের আধারে স্থাপনা হয়ে থাকে। যে যথার্থ রীতিতে পঠন-পাঠন করে অথবা যার উপর বৃহস্পতির দশা চলে সেই সূর্যবংশে যায়। যে পড়াশোনা করে না, সার্ভিস করেনা, তার উপর বুদ্ধের দশা চলে, সেইজন্য বুদ্ধিহীন (বোকা)। সে প্রজাকূলে যায়। উচ্চ প্রজা, চাকর ইত্যাদি পদ এই সময়ের ঐশ্বরীয় পঠন-পাঠনের আধারেই তৈরি হয়।

ওম্ শান্তি । আত্মিক বাচ্চাদের অথবা আত্মাদের আত্মিক পিতা অর্থাৎ পরমাত্মা বসে বোঝাচ্ছেন। আত্মিক পিতাকে পরমাত্মা বলা হয়। সব আত্মাদের পিতা এক পরমপিতা পরমাত্মাই। তিনি এসে ব্রহ্মা শরীর দ্বারা বুঝিয়ে থাকেন। ভক্তি মার্গে মানুষ বলে ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা। তোমরা ব্রাহ্মণরা এমনটা বলবে না। তোমরা বলে থাকো ত্রিমূর্তি শিব অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করের রচয়িতা শিব। ত্রিমূর্তি ব্রহ্মার কোনো অর্থ হয়না। এই তিন দেবতার রচয়িতা হলেন শিব, সেইজন্যই ত্রিমূর্তি শিব বলা হয়। রচয়িতা একজন, বাকি সব তাঁর রচনা। অসীম জগতের পিতা একজনই। লৌকিক পিতা তো প্রত্যেকের নিজের-নিজের। এই সময় সবাই শিববাবার সন্তান হয়েছে। বাচ্চারা জানে, আমরা আত্মাদের ৮৪ চক্র ঘুরতে হবে। সুতরাং ৮৪ জন্মে ৮৪ জন পিতা হয় লৌকিকে। সত্যযুগেও মা -বাবা কোনো অনন্ত উত্তরাধিকার প্রদান করেন না। সত্যযুগের জন্য অনন্ত উত্তরাধিকার তো এখন তোমরা প্রাপ্ত করে থাক। ওখানে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজধানী আর যারা রাজত্ব করবে তাদের সন্তানরাই নিজের পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করবে। ওখানে অনন্ত সুখ। এই সময় তোমাদের অসীম জগতের পিতা অনন্ত জগতের মালিক করে তুলছেন। ২১ জন্মের জন্য সুখের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে থাকো। সেখানে দুঃখের লেশ মাত্র নেই। বাম মার্গ শুরু হলেই দুঃখও শুরু হয়ে যায়। যে আসবে তাকেই বোঝাতে হবে তোমাদের দুইজন পিতা। ৮৪ জন্মে ৮৪ জন লৌকিক পিতা পেয়ে থাকো। অসীমের পিতা তো একজনই। এখন বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে এই বিচক্ষণতা এসেছে যে মূলবতন কি ! মূলবতন যা চিত্রতে দেখানো হয় সেগুলো বড়-বড় করে তৈরি করা উচিত, তার মধ্যে ছোট-ছোট আত্মারা নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বল করছে। যেমন প্রথমে তোমরা ফায়ার ক্লাইয়ের (জোনাকি) হার তৈরি করতে, তেমনই এই মূলবতনেরও তৈরি করা উচিত। প্রজেক্টর শো দেখানো হলে সেখানেও মূলবতনের চিত্র এমনই দেখানো উচিত। কল্প বৃক্ষ বড় হলে ক্লিয়ার (পরিষ্কার) দেখা যায় যে আমরা আত্মারা সেখানে থাকি। বাচ্চাদের বুঝতেও সুবিধা হবে। ইনি হলেন অসীম জগতের পিতা, যিনি ব্রহ্মা দ্বারা দৈবী সম্প্রদায় স্থাপনা করছেন। তোমরা এখন ব্রাহ্মণ তারপর দৈবী গুণসম্পন্ন দেবতা হবে। এখন সবার মধ্যেই আসুরি গুণ, যাকে আসুরি অবগুণ বলা হয়। বাম মার্গ থেকে দুঃখ শুরু হয়। এমনটা নয় যে রজোপ্রধান হলেই চটে করে দুঃখ নেমে আসে। তা নয়, ধীরে-ধীরে কলা হ্রাস পেতে থাকে। প্রধান চিত্র হলো ত্রিমূর্তি, গোলা আর নরক-স্বর্গের গোলা। এটাই প্রথমে বোঝানোর জন্য অবশ্যই জরুরী। কল্প বৃক্ষের ঝাড়ে অর্ধেক-অর্ধেক কল্পের মাপ সম্পূর্ণ রূপে দেওয়া হয়েছে। অ্যাকুরেট হলে সম্পূর্ণ রূপে বোঝান যাবে। এই জ্ঞান বাবা ছাড়া আর কেউ ব্যাখ্যা করতে পারবেনা। প্রতি মুহূর্তে বোঝানোর জন্য ত্রিমূর্তির চিত্র অবশ্যই জরুরী। ইনি হলেন নিরাকার অসীম জগতের পিতা, যাঁকে সবাই স্মরণ করে। আত্মা জানে উনি আমাদের অসীম জগতের পিতা, দুঃখে সবাই তাঁকে স্মরণ করে থাকে। সত্যযুগে তাঁকে স্মরণ করার প্রয়োজন পড়ে না। ওটা হলো সুখধাম। দেবতারাই পুনর্জন্ম নিয়ে আসে। এই বিষয়ে কেউ-ই জানে না।

তোমরা জান - সত্যপ্রধান থেকে আমরা পুনরায় কিভাবে সত্য রজো তমোর মধ্য দিয়ে আসি। আত্মার মধ্যে খাদ পড়ে। তোমাদের আত্মা জানে আমাদের ৮৪ জন্মের ভূমিকা পালন করতে হবে। আত্মার মধ্যে অ্যাকুরেট পূর্ব নির্ধারিত হয়ে আছে। কত ছোট আত্মার মধ্যে সম্পূর্ণ পার্ট সঞ্চিত হয়ে আছে। এ'হল অতি গুহ্য থেকে গুহ্য বোঝার বিষয়। মানুষ মাত্র কোনো সল্যাসী ইত্যাদি কারো বুদ্ধিতেই এই বিষয় আসতে পারে না। যদিও নাটক বলে থাকে, কিন্তু নাটককে ড্রামা বলা যায় না। এটাই ড্রামা। ড্রামা, বায়োস্কোপ এইসব আগে ছিল না। প্রথমে মুভি (নির্বাক) ছিল, এখন টকী (শব্দে) হয়েছে। আমরা আত্মারাও সাইলেন্স থেকে শব্দে আসি। তারপর আবার শব্দ থেকে মুভিতে যাব এবং শেষে সাইলেন্সে যাব সেইজন্যই বাচ্চারা তোমাদের শেখানো হয় বেশি কথা বলো না। রয়াল মানুষ খুব ধীরে ধীরে কথা বলে। তোমাদের যেতে

হবে সূক্ষ্মবতনে। সূক্ষ্মবতনের জ্ঞান বাবা এখন তোমাদের বুঝিয়েছেন। এ'হলো টকী দুনিয়া, ওটা হলো মুন্ডি। ওখানে ঈশ্বরের সাথে বার্তালাপ চলে। সেখানে সাদা আলোর প্রকাশ, কোনো আওয়াজ নেই। সেখানে মুন্ডির ভাষা একে অপরকে বোঝাতে পারে। সুতরাং তোমাদের যেতে হবে সাইলেন্সে ভাষা মুন্ডি। বাবা বলেন আমাদের প্রথমে সূক্ষ্ম সৃষ্টি রচনা করতে হয় তারপর স্থূল।

গাওয়াও হয়ে থাকে মূলবতন, সূক্ষ্ম, স্থূল....মানুষের তো এটাও জানা নেই যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর সূক্ষ্মবতনবাসী। সেখানে কোনো দুনিয়া নেই। শুধুমাত্র ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করকে দেখানো হয়। বিষ্ণুকে চার ভূজধারী দেখানো হয়েছে, এর থেকে প্রমাণ হয় যে প্রবৃত্তি মার্গ। সন্ন্যাসীদের হলো নিবৃত্তি মার্গ। এটাও ড্রামা, যার বর্ণনা করে বাবা বুঝিয়েছেন। মুখ্য বিষয় যা বাবা বলে থাকেন মন্মানাভব। বাকিটা বিস্তারিত। সেটা বুঝতে সময় লাগবে। সংক্ষেপে বীজ এবং বৃক্ষ আছে। বীজকে দেখলেই বুদ্ধি সম্পূর্ণ ঝাড়কে চিত্রিত করতে পারে। বাবা হলেন বীজরূপ, সৃষ্টি চক্রের আর কল্প বৃক্ষের সম্পূর্ণ নলেজ তাঁর মধ্যে রয়েছে। বোঝানোর জন্য সৃষ্টি চক্রের ব্যাখ্যা কল্প বৃক্ষ থেকে আলাদা। বৃক্ষে এইসব ছবি দেখানো হয়েছে। অন্য কোনও ধর্মের কাউকে এই বৃক্ষের চিত্র দেখালে বুঝতে পারবে যে সে স্বর্গে যেতে অক্ষম। প্রাচীন ভারতে শুধুমাত্র দেবী-দেবতারাই ছিল। বাকি সবাই শান্তিধামে থাকে। তোমরা বীজ আর বৃক্ষকে সম্পূর্ণ রূপে জেনেছ। বীজ সবার উপরে, যাঁকে বৃক্ষপতি বলা হয়। এখন তোমরা বাবার সন্তান হয়েছ সুতরাং তোমাদের উপরেও বৃহস্পতির অবস্থান চলছে। বৃহস্পতি দশাযুক্তরা সূর্যবংশীও হয়। বুদ্ধের দশাযুক্তরা প্রজাতে চলে যায়, সার্ভিস করতে পারে না। বাবাকে স্মরণ করতে পারে না নিবুদ্ধিতার কারণে, এখানেও নম্বরানুসারে বুদ্ধিহীন হয়ে থাকে। কেউ উচ্চ প্রজা কেউ নিম্নমানের প্রজা। কোথায় বিতর্কিত প্রজা তারপর কোথায় তাদের চাকর বাকর। সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরীয় অধ্যয়নের আধারের উপর নির্ভর করে। ঈশ্বরীয় পড়াশোনাতেও সতোগুণী, রজোগুণী, তমোগুণী হয়। রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। যে হুঁশিয়ার হয় সে বাবার স্মরণেই থাকে। সম্পূর্ণ ঝাড় বুদ্ধিতে থাকে। পড়াশোনা করেই টিচার, ব্যারিস্টার হয়। টিচার হয়ে অন্যদেরও পড়িয়ে থাকে। পড়াশোনা তো করে সবাই পড়াশোনা তো একটাই কিন্তু কেউ পড়ে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করে, আবার কেউ সেখানেই টিচার হয়ে যায়। স্বয়ং বলেও থাকে টিচারের কাজ হলো নিজ-সম টিচার তৈরি করা। টিচার না হলে অন্যদের কল্যাণ কিভাবে করবে। সময় অল্প, যতক্ষণ পর্যন্ত বিনাশ না হবে ততক্ষণ শিখতে হবে। তারপর তো শেখা বন্ধ হয়ে যাবে। তারপর বাবা পুনরায় ৫ হাজার বছর পরে এসে জ্ঞান প্রদান করবেন। এই অধ্যয়ন শত-শত বছর ধরে চলবে না। এ'হলো অস্তিম জন্মের জন্য ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন। পড়তে হবে আর পড়াতেও হবে। সবাই তো টিচার হতে পারে না। যদি সবাই টিচার হয়ে যায় তবে তো অনেক উচ্চ পদ পাবে। নম্বরানুসারেই তো হয়। প্রথম-প্রথম বাবার পরিচয় দাও। চিত্র থাকলে ভালোভাবে বুঝবে। ত্রিমূর্তির চিত্র তো অবশ্যই সাথে থাকা উচিত। এই হলেন শিববাবা, ইনি হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা। সবার গ্রেট-গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার। তিনি নিশ্চয়ই প্রথমে এসেছিলেন তাইনা। সবার প্রথমে ব্রহ্মা। এখন রচনা করে চলেছেন। এখন তোমরা ব্রাহ্মণ হয়েছ তারপর ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হবে। ব্রাহ্মণদের ঝাড় ছোট হয়। দেবতার অল্প সংখ্যক হয় তারপর বুদ্ধি পেতে থাকে। এখন তোমাদের নতুন ঝাড় স্থাপন হচ্ছে। অন্যান্য ধর্মের আত্মারা তো উপর থেকে আসে - ওদের ভূমিকা পালন করতে, পড়ে যাওয়ার বিষয় নয়। এখানে তোমাদের নতুন ঝাড় স্থাপন হচ্ছে। মায়াও সামনে। তোমাদের তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতেই হবে। ট্রান্সফার হতে হবে কেননা দুনিয়া পরিবর্তন হচ্ছে, সেইজন্য পরিশ্রম হয়। দেবী-দেবতা ধর্ম এখানে সঙ্গম যুগেই স্থাপনা হয়। তোমরা সত্যযুগের আয়ু কত বছরের সেটাও বলে থাকো। বলে থাক যে সত্যযুগ থেকে কলিযুগ কিভাবে হয়। কলিযুগে তমোপ্রধান তো হতেই হবে। তমোপ্রধান হলে তবেই তো আবার সতোপ্রধান হবে। তোমরা সতোপ্রধান ছিলে তারপর খাদ পড়তে শুরু হয়েছে। এখন যদিও কোনো নতুন আত্মা ২-৩ জন্ম গ্রহণ করে তবুও চট করে খাদ পড়ে যায়। সেইজন্যই সুখ আর দুঃখ ভোগ করে থাকে। কারো একটা জন্মও হয়ে থাকে। যখন আত্মাদের আসা বন্ধ হয়ে যাবে তখনই বিনাশ হবে। তারপর সব আত্মাদের ফিরে যেতে হবে। পাপ আত্মা আর পুণ্য আত্মা সবাই একত্রে যায়। তারপর পুণ্য আত্মারা নীচে নামতে থাকে। সঙ্গমেই সব পরিবর্তন হয়। সুতরাং বাচ্চাদের সম্পূর্ণ ড্রামা বুদ্ধিতে থাকা উচিত। বাবার কাছে সম্পূর্ণ নলেজ আছে না ! বাবা বলেন আমিই এসে সৃষ্টি চক্রের আদি-মধ্য-অন্তের সম্পূর্ণ রহস্য বুঝিয়ে থাকি। ভক্তি মার্গে কেউ-ই এই জ্ঞান শোনায় না। ভক্তরা স্মরণ করলে তাদের সাক্ষাতকার করিয়ে থাকি। ভক্তি মার্গ শুরু হলে তখন আমারও ভূমিকা শুরু হয়। সত্যযুগ ত্রেতায় আমি বাণপ্রস্থে থাকি। বাচ্চাদের সুখের রাজত্ব করতে পাঠিয়ে দিয়েছি আমার আর কি ! আমি বাণপ্রস্থ নিই। এই বাণপ্রস্থ নেওয়ার রীতিও ভারতেই আছে। অসীম জগতের পিতা বলেন আমি বাণপ্রস্থে বসে পড়ি। অসীম জগতের পিতা এসেই গুরু রূপে বাণপ্রস্থে নিয়ে যান। মানুষ গুরুর সঙ্গ নিয়ে থাকে - ভগবানের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য। শান্ত্র পড়বে, তীর্থে যাবে, গঙ্গা স্নান করবে। কিন্তু প্রাপ্তি কিছুই নেই। এখন তোমরা অসীম জগতের পিতাকে পেয়েছ। তিনি দুঃখ থেকে মুক্তি দিয়ে, রাবণ রাজ্য থেকে বের করে রামরাজ্যে নিয়ে যান। অসীম জগতের পিতা একবারই এসে রাবণের দুঃখ থেকে মুক্ত করে থাকেন, সেইজন্য তাঁকে

মুক্তিদাতাও বলা হয়। সত্যযুগে হলো রামরাজ্য। বাকি আত্মারা সব শান্তিধামে চলে যায়। এটাও কেউ জানেনা। আমি আত্মার স্বধর্মই হলো - শান্ত ।

এখানে ভূমিকা পালন করতে-করতে অশান্ত হয়ে যায় তারপর শান্তির কথা মনে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে তো শান্তিধাম নিবাসী। এখন বলে থাকে আমার শান্তি চাই। মনে শান্তি চাই। বোঝান হয় - আত্মা মন -বুদ্ধি সমেত। আত্মার স্বধর্মই হলো শান্ত স্বরূপ এখানে আসে কর্ম করতে। এখানে শান্তি কিভাবে পাবে। এটা তো হচ্ছেই অশান্তিধাম। সত্যযুগে সুখ শান্তি দুই-ই বিরাজমান। পবিত্রতাও থাকে, ধন দৌলতও থাকে।

বাবা বোঝান তোমাদের কত সুখ-শান্তি, ধন দৌলত ইত্যাদি সবকিছু ছিল। এখন তোমাদের অন্যদেরও বোঝাতে হবে। যারা কল্প পূর্বে উত্তরাধিকার গ্রহণ করেছিল তারাই যথার্থ রীতিতে বোঝার চেষ্টা করবে। যদিও দেরিতে আসে কিন্তু পুরানোদের থেকেও এগিয়ে যায়। দেরি করে আসে যারা তারা অনেক ভালো পয়েন্টস পেয়ে থাকে। প্রতিদিন জ্ঞানের পয়েন্টস সহজ হতে থাকে। এটাও বুঝতে পারবে যে এখন আমরা তো সব বুঝেছি এখন আমাদের তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। এরজন্য তীব্র পুরুষার্থ করতে লেগে পড়বে কেননা বুঝতে পারবে সময় অল্প, যতটা সম্ভব পুরুষার্থ করতে হবে। মৃত্যুর আগে আমি পুরুষার্থ করে নেব। তারা নিজেদের চাটও রেখে থাকবে। পড়াশোনা তো সহজ। আর থাকলো স্মরণ করার বিষয়। গাওয়াও হয়ে থাকে - প্রভাতে মন রামের সিমরণ (স্মরণ) করে থাকে..... আত্মা বলে হে আমার মন, রামকে স্মরণ করো। ভক্তি মার্গে তো এটাও কেউ জানেনা যে রাম কে। ওরা রঘুপতি রাঘব রাজারাম বলে থাকে। কত ভুলভ্রান্তি করেছে। সবার ভগবান রাম কে, মানুষ কিছুই বোঝেনা। সময় নষ্ট, টাকাপয়সা নষ্ট করে থাকে। বাচ্চারা তোমাদের আমি রাজ্য ভাগ্য দিয়েছিলাম, সেইসব কোথায় গেছে ? ৫ হাজার বছর পূর্বে তোমাদের স্বর্গের রাজত্ব দিয়েছিলাম, সেইসব কিভাবে হারিয়ে ফেলেছ ? এখন তোমরা বুঝতে পেরেছ - কিভাবে আমরা নীচে নেমে এসেছি। এখন আবার উত্তরণ করতে হবে। উত্তরণের কলা এক সেকেন্ডে, অবতরণের কলা ৫ হাজার বছরের। ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু হতে এক সেকেন্ড, বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মা হতে ৫ হাজার বছর লাগে। কত পয়েন্টস বোঝান হয়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এখন টকী থেকে মুক্তি, মুক্তি থেকে সাইলেন্সে যেতে হবে, সেইজন্য খুব কম কথা বলতে হবে। সত্যতার সাথে খুব ধীরে কথা বলতে হবে।

২) নলেজ বোঝার পরে তীব্র পুরুষার্থ করে সতোপ্রধান হতে হবে। স্মরণের চার্ট রাখতে হবে।

বরদানঃ:- শক্তিগুলিকে মিরাক্যাল মনে করার পরিবর্তে একে কর্তব্য মনে করে প্রয়োগকারী পূজন এবং গায়ন যোগ্য ভব

স্মরণের দ্বারা যে শক্তি প্রাপ্ত হয়, তাকে চমত্কার মনে করে প্রয়োগ করা উচিত নয় কর্তব্য মনে করে কার্যে ব্যবহার করতে হবে। ওই সব (লৌকিক দুনিয়াতে) মানুষদের কাছে রিদ্ধি সিদ্ধির চমত্কার থাকে কিন্তু তোমাদের কাছে আছে শ্রীমৎ । শ্রীমতের দ্বারা শক্তি অবশ্যই প্রাপ্ত হয়ে থাকে সেইজন্য সঙ্কল্পও সিদ্ধ হয়। সঙ্কল্প দ্বারা কাউকে কার্যে প্রেরণা দিতে পার, এটাও শক্তি কিন্তু শ্রীমতে যেন মনমতের মিশ্রণ না হয় তবেই গায়ন আর পূজন যোগ্য হতে পারবে।

স্লোগানঃ:- কোনও রকম পরিস্থিতিতে হার মানার পরিবর্তে উদার মনের হও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent

1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - দেরিতে এসেও তীব্রবেগে পুরুষার্থ করো, তাহলে অনেক আগে যেতে পারবে, অন্যের চিন্তা ছেড়ে নিজের পুরুষার্থে লেগে যাও"

*প্রশ্নঃ - কোন্ কর্তব্য একমাত্র বাবা'র, যা কোনো মানুষের হতে পারে না ?

*উত্তরঃ - মানুষকে দেবতা বানানো, তাদের শান্তিধাম, সুখধামের মালিক বানানো, এই কর্তব্য একমাত্র বাবার, যা কোনো মানুষ করতে পারে না। তোমাদের নিশ্চয় রয়েছে সঙ্গমেই আমরা ভগবানুবাচ শুনি। এখন স্বয়ং ভগবান কল্প পূর্বের ন্যায় রাজযোগ শেখাচ্ছেন।

ওম্ শান্তি। আত্মিক অসীম জগতের পিতা অসীমের আত্মিক বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। এই এক-একটি শব্দ অর্থাৎ জ্ঞান রত্ন লক্ষ লক্ষ টাকার। বাবা বুঝিয়েছেন - পরমাত্মাকে রূপ-বসন্ত বলা হয়। ঔঁনার রূপও আছে, ঔঁনার নাম হলো শিববাবা। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, যে জ্ঞানের দ্বারা সদগতি হয়। জ্ঞান হলো সম্পদ আবার জ্ঞান হলো অধ্যয়ন। এই জ্ঞান দেন - স্পীরিচুয়াল ফাদার। আত্মাকে বলা হয় - স্পীরিচুয়াল রুহ। ভক্তিমার্গে আত্মারা কত হেঁচট খায়, বাবার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য ! তাঁকে খুঁজতে থাকে। তারা বিশ্বাসও করে ভগবান হলেন এক শিব, তবুও ধাক্কা খেতে থাকে। বাবা এসে বোঝাচ্ছেন যে, রুহানী বাচ্চারা, তোমরা তো হলে অবিনাশী, তোমরা পরমধামের নিবাসী, ওখান থেকে এখানে আসো পার্ট প্লে করার জন্য। তোমরা হলে দূরদেশের নিবাসী। এটা হলো ড্রামা, এর নাম হলো হার-জিতের খেলা। সুখ-দুঃখের খেলা। বাবা বোঝাচ্ছেন যে, আমি এবং তোমরা সবাই হলে শান্তিধামের নিবাসী, একে নির্বাণধামও বলা হয়। প্রথমে তো এটা নিশ্চয় করতে হবে যে, আমরা ওখানকার নিবাসী। আমাদের আত্মাদের স্বধর্ম হলো শান্তি। আত্মা বিন্দুর মধ্যে সম্পূর্ণ অবিনাশী পার্ট সঞ্চিত রয়েছে। বাবা পড়ান তোমাদের, তোমরা দুনিয়ার মানুষের চিন্তা করো। তোমাদের তো নিশ্চয় রয়েছে যে, ভগবান সঙ্গমেই এসে বলেন, অন্য কোনো সময়ে নয়। কেউই মানুষকে দেবতা বানাতে পারে না। শান্তিধাম, সুখধামের মালিক বানাতে পারে না। কল্প পূর্বেও বাবা বানিয়েছিলেন। এখন যিনি প্রেসিডেন্ট হয়েছেন ৫ হাজার পরেও তিনিই হবেন। সমগ্র দুনিয়ার যে দৃশ্য রয়েছে, ৫ হাজার বছর পরে রিপিট হবে। বৃদ্ধারা এতকিছু ধারণ করতে পারে না তাই তাদের বলা হয় কেবল তিনটি বিষয় স্মরণ করো - আমরা আত্মারা হলাম শান্তিধামের নিবাসী, আমরা সুখধামে আসি এবং তারপর অর্ধেক কল্প পরে যখন রাবণরাজ্য শুরু হয় তখন বিকারী হয়ে যাই, একে বলা হয় দুঃখধাম। যখন দুঃখধাম শেষ হতে চলে তখন বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো। আমাকে আসতে হয় তোমাদের শান্তিধাম, সুখধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এখন যারা এসে বাবার হয়েছে, তারা'ই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবে। সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। লক্ষাধিক মানুষ

আসবে এবং কিছু না কিছু বাবার থেকে শুনবে, বুঝবে। বৃদ্ধি হতে থাকবে। সব জায়গায় গিয়ে তোমাদের বোঝাতে হবে। সংবাদপত্রের দ্বারাও অনেকে শুনবে, পাকিস্তানেও সংবাদপত্রের মাধ্যমে পড়বে। ওখানে বসেও এই জ্ঞান শুনবে। সারা দুনিয়ায় গীতার অনেক প্রচার রয়েছে। বাবা বলেন - মামেকম্ স্মরণ করো এবং উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। এই লেখা সংবাদপত্রেও পড়বে, এই কারণেও অনেকে ব্রাহ্মণ হবে। যারা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে চায় তারা তো অবশ্যই এসে প্রাপ্ত করবে। এখন সময় খুব অল্প রয়েছে, বৃদ্ধি হতে থাকবে। যারা দেরিতে আসবে তাদের তীব্র পুরুষার্থ করতে হবে। কল্প পূর্বে যারা স্বর্গবাসী হয়েছিল, তারা এখনও অবশ্যই হবে। এর মধ্যে সামান্যতম পার্থক্য থাকতে পারে না। শান্তিধাম নিবাসীরা শান্তিধামে যাবে। তারপর তারা তাদের নিজস্ব সময়ে পার্ট প্লে করতে আসবে। এখন বাবা বলছেন বাচ্চারা, আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমরা ঘরে পৌঁছে যাবে। সন্ন্যাসীরা মুক্তির জন্য মাথা ঠুকতে থাকে, এইজন্য তারা সবাইকে বলে একমাত্র মুক্তিই ভালো। সুখ তো কাক বিষ্ঠার সমান। তারা শাস্ত্রে লিখেছে সত্যযুগেও দুঃখের বিষয় ছিল, কিছুই বোঝে না। ওরা বলে যে, পরমাত্মাকে আসতে হবে। পতিত-পাবন পরমাত্মা এসো, এসে আমাদেরকে রাস্তা বলে দাও। অন্যদিকে ওরা বলে গঙ্গা হলো পতিত-পাবনী; গঙ্গাস্নান, যজ্ঞ-তপস্যা, তীর্থযাত্রা ইত্যাদি হলো ভগবানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পথ। যদি পরমাত্মাকে আহ্বান করো, তাহলে ধাক্কা কেন খাও ! এইসব হলো ভক্তিমার্গের অন্তর্গত। মানুষের যা মনে আসে তাই বলতে থাকে। কত পরিশ্রম করে পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য ! এখন ভগবানের সঙ্গে মিলিত হতে ভক্তরা যাবে নাকি ভগবানকে এখানে আসতে হবে ? পতিত আত্মারা তো যেতে পারবে না। বাবা আসেন নিয়ে যাওয়ার জন্য। সকল আত্মাদের পান্ডা কেবল একজন। তোমরাও পবিত্র হয়ে ঔঁনার সঙ্গে চলে যাবে। সাজন (প্রিয়তম) তোমাদের

জ্ঞান রত্নের দ্বারা সজ্জিত করছেন - মহারাজা-মহারানী বানানোর জন্য। ওরা বলে - কৃষ্ণ অনেকজনকে লুকিয়ে নিয়ে গিয়ে পাটরানী বানিয়েছিল। কিন্তু এই কথাগুলো তো কৃষ্ণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তোমরা বাচ্চারা জানো, আমরা স্বর্গের মহারানী হবো। তোমরাই স্বর্গবাসী ছিলে। এখন বাবা পুনরায় বানানোর জন্য এসেছেন। এটা হলো ৮৪ জন্মের বিষয়। ৮৪ লক্ষ জন্ম কেউ স্মরণ করতে পারবে না। ওরা সত্যযুগকে লক্ষ বছর বলে দিয়েছে, ত্রেতাযুগকে কম বছর বলেছে। এই হিসাব তো মিলছে না। বাবা কত সহজ করে বলেন কেবল দুটি বিষয় স্মরণ করতে হবে - অক্ষ এবং বে। তাহলে তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে, উড়তেও পারবে এবং উঁচু পদও প্রাপ্ত করবে। সুতরাং এই লক্ষ্য রাখা উচিত যে, যেভাবেই হোক বাবাকে স্মরণ করতে হবে। মায়ার ঝড়ও আসবে, কিন্তু তোমরা পরাজিত হবে না। যদিও কেউ ক্রোধ করে তোমরা কিছু বলবে না। সন্ন্যাসীরা বলেন - মুখের মধ্যে তাবিজ লাগিয়ে দাও, তাহলে তারা বলতে বলতে চুপ হয়ে যাবে। বাবাও বলেন - কেউ ক্রোধ করে কথা বললে তোমরা শান্ত হয়ে দেখতে থাকো। যেকোনো পরিস্থিতিতে তোমাদেরকে শিববাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবাকে স্মরণ করলেই উত্তরাধিকারও স্মরণে আসবে। তোমাদের অতিন্দ্রীয় সুখের গায়ন আছে, তোমরা ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের রাজকুমার-রাজকুমারী হও। ওখানে দুঃখের নাম-মাত্রও থাকবে না। তোমরা ৫০-৬০ জন্ম সুখ ভোগ করো, সুখের সময় বেশি। সুখ-দুঃখ সমান হলে কি লাভ হবে ! তোমাদের কাছে ধন-সম্পত্তিও অনেক থাকে। কিছু সময় আগে পর্যন্ত এখানেও আনাজ অনেক সস্তা ছিল। রাজাদের বিশাল রাজস্ব ছিল। বাবা দশ আনা প্রতি মণ দরে বাজরা বিক্রি করেছেন। তাহলে তার আগে আরও সস্তা ছিল। ওখানে কম সংখ্যক মানুষ থাকবে, অল্পের পরোয়া থাকবে না। এখন স্মরণে রাখা উচিত যে, প্রথমে আমরা ঘরে ফিরে যাব তারপর নতুন দুনিয়ায় এসে নতুন পার্ট প্লে করবো। ওখানে আমাদের শরীরও সতোপ্রধান তন্ত্রের মাধ্যমে তৈরি হবে। এখন পাঁচ তন্ত্র সম্পূর্ণ তমোপ্রধান পতিত হয়ে গেছে। আত্মা এবং শরীর উভয়ই এখন পতিত। ওখানে শরীর রোগগ্রস্ত হয় না। এ'সব হলো বোঝার বিষয়। বাচ্চাদের এখানে খুব ভালোভাবে বোঝানো হয় - কিন্তু ঘরে গিয়ে সব ভুলে যায়। এখানে মেঘ ভরপুর হয়ে কত খুশি হয়, বাইরে যাওয়ার সাথে সাথে সব ভুলে যায়। আগে অনেক রাস-বিলাসিতা হতো। তারপর সব বন্ধ হয়ে গেল। মানুষ মনে করে - এখানে জাদু আছে। ভক্তিমার্গে যখন নৌধা ভক্তি (নয় প্রকারের ভক্তি অর্থাৎ ভক্তির পরাকার্য) করতো তখন অনেক কষ্টকর সাফাংকার হতো। এখানে ভক্তির বিষয়ই নেই, বসে বসে সাফাংকারে চলে যায়, তাই তারা জাদু মনে করতো। আজকাল দুনিয়াতে কত ভগবান বানিয়েছে ! সীতারাম, রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি নাম রাখে। কোথায় সেই স্বর্গের মালিক আর কোথায় এই নরকবাসী ! এইসময়ে সবাই নরকবাসী হয়ে গেছে। সিঁড়ির চিত্রে স্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে। বাচ্চারা নিজেরা বিচার সাগর মন্ডনের মাধ্যমে সিঁড়ির চিত্র বানিয়েছে। বাবা এটা দেখে খুশি হয়েছেন। সিঁড়ির চিত্রে সব বিষয় রয়েছে। দ্বাপরযুগ থেকে কীভাবে বিকারী রাজারা ভক্তি করতে করতে নীচে নেমেছে। এখন তাদের কোনো মুকুট নেই। চিত্রের মাধ্যমে বোঝানো সহজ হয়। ৮৪ জন্মে কীভাবে অবরোহণ কলা হয়, কীভাবে আবার আরোহণ কলা হয়। বলা হয়ে থাকে 'উত্তরণ কলা, তার কারণেই হয় সকলের মঙ্গল'। বাবা এসে সকলকে সুখ প্রদান করেন। সকলে আহ্বান করে হে বাবা, আমাদের দুঃখ হরণ করো, সুখ প্রদান করো। কিন্তু কীভাবে তিনি দুঃখ হরণ করেন এবং কীভাবে সুখ প্রাপ্ত হয়, এটা কেউই জানে না। আজকাল মানুষ গীতা মুখস্থ করে শোনায়, সংক্ষেপে এর অর্থ বুঝিয়ে দেয়। সংস্কৃতে শ্লোক মুখস্থ করে শোনালে তারা বলে যে, এই মহাত্মা খুব ভালো। তারপর লক্ষাধিক মানুষ গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে। ওই পড়াশোনা (লৌকিক পড়াশোনা) তো ১৫-২০ বছর লেগে যায়। যদি কেউ খুব বুদ্ধিমান হয় দ্রুত শ্লোক ইত্যাদি পড়ে মুখস্থ করে নেয়, তারপর শোনাতে শুরু করে, তখন তার কাছে অনেক টাকাপয়সা হয়ে যায়। এ'সব হলো উপার্জনের পথ। যখন কেউ দেউলিয়া হয়ে যায় তখন গিয়ে সন্ন্যাস ধারণ করে। তার সমস্ত চিন্তাভাবনা দূর হয়ে যায়, কারণ কিছু না কিছু মন্ত্র ইত্যাদি স্মরণ করে, তারপর ঘুরে বেড়ায়। ট্রেনের মধ্যেও ঘুরে বেড়ায়। এখানে তো বাবা বলছেন, নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। বাবা এবং সমস্ত আত্মারা নিরাকারী দুনিয়ায় থাকে। ওখান থেকে সাকারী দুনিয়ায় আসে পার্ট প্লে করতে। এখন নাটক সম্পূর্ণ হতে চলেছে। তোমরা এখন তমোপ্রধান হওয়ার কারণে ফিরে যেতে পারবে না। এখন বাবা এসেছেন - তোমাদের সতোপ্রধান বানানোর জন্য। সবাই নিজের ঘরে ফিরে যাবে। এছাড়া স্বর্গে কেবল দেবী-দেবতাদের রাজ্য হবে। শান্তিধাম, সুখধাম, দুঃখধাম... কোন্ কোন্ সময়ে ছিল - এটাও কারো বুদ্ধিতে আসবে না কারণ গভীর অন্ধকারে রয়েছে। ওরা মনে করে কলিযুগের সমাপ্তি হবে প্রায় কয়েক হাজার বছর পরে। তাদের কোনো হিসাবই নেই। মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে, পর্যাপ্ত অল্প পাওয়া যাচ্ছে না। এখনও ৪০ হাজার বছর বাকি থাকলে জানা নেই কি হতো ! ওরা যা বলে সম্পূর্ণ মিথ্যা, সত্যির কণা মাত্রও নেই। এখন বাবা শেখাচ্ছেন রাবণের উপরে কীভাবে বিজয় প্রাপ্ত করবে। রাবণের উপরে তোমরাই বিজয় প্রাপ্ত করো। তিনি সমগ্র দুনিয়াকে রাবণের হাত থেকে মুক্ত করেন। তোমাদের শক্তিসেনা আছে, তোমরা এখন ভারতকে স্বর্গে পরিণত করছো। কত ভালো-ভালো বিষয় বোঝাচ্ছেন। সুতরাং তোমাদের বাবা এবং উত্তরাধিকারকে স্মরণ করে কত খুশিতে থাকা উচিত ! জ্ঞানমার্গে অনেক খুশির অনুভব হয়। এখন বাবা এসেছেন, এখন আমরা এই পুরানো দুনিয়া ছেড়ে যেতে চলেছি। বাবাকে স্মরণ করলে সতোপ্রধান হয়ে যাবে। নাহলে দন্ড ভোগ করতে

হবে, তারপর সম্ভবত এক টুকরো রুটি পাবে, এতে কী লাভ ! যতটা সম্ভব নিজের পুরুষার্থ করতে হবে। শ্রীমৎ অনুসরণ করে চলতে হবে। প্রতিটি পদক্ষেপে বাবার থেকে রায় নিতে হবে। কেউ কেউ বলে বাবা কাজ-কর্মে মিথ্যা বলতে হয়। বাবা বলেন - কাজ-কর্মে তো মিথ্যা থাকেই, তোমরা কেবল বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। এমন নয় যে, বিকারে লিপ্ত হয়ে তারপর বলবে, আমি তো বাবার স্মরণেই ছিলাম ! না, বিকারে লিপ্ত হলেই মৃত্যু হবে। বাবার সাথে তো প্রতিজ্ঞা করেছো তাই না ! পবিত্রতার জন্যই রাখী পরানো হয়। ক্রোধের জন্য কখনো রাখী পরানো হয় না। রাখী বন্ধনের অর্থই হলো, কখনো বিকারে লিপ্ত হবে না। মানুষ বলে, পতিত-পাবন এসো। বাচ্চারা, তোমাদের ভিতরে অনেক খুশি হওয়া উচিত। বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন, তারপর বাবা সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন, ওখান থেকে আমরা স্বর্গে যাবো। যতটা সম্ভব ভোরে উঠে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবাকে স্মরণ করা অর্থাৎ উপার্জন করা, এতে আশীর্বাদের কী প্রয়োজন। এরকম কি আর বলা উচিত - তুমি আশীর্বাদ করো তাহলে আমরা স্মরণ করবো ! সবাইকে আশীর্বাদ করলে তো সবাই স্বর্গে চলে যাবে। এখানে তো পরিশ্রম করতে হবে। যতটা সম্ভব বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবা মানেই উত্তরাধিকার। যত স্মরণ করবে তত রাজস্ব প্রাপ্ত করবে, স্মরণের দ্বারা অনেক লাভ হবে। এটা হলো সম্ভা সওদা। এরকম সম্ভা সওদা কেউ করতে পারে না। এটাও খুব কমজনই প্রাপ্ত করে।

আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) যখন কেউ ক্রোধ করে তখন খুব শান্ত থাকতে হবে। ক্রোধান্বিত ব্যক্তির সঙ্গে ক্রোধান্বিত হয়ে যাওয়া উচিত নয়। মায়ার কোনও প্রকারের ঝড়ের কাছে পরাজিত হবে না।

২) ভোরে উঠে বাবাকে স্মরণ করতে হবে, নিজের উপার্জন জমা করতে হবে। পবিত্রতার দূত রাখী বাঁধতে হবে।

বরদানঃ:- প্রতিটি কর্ম করার সময়ে কমল আসনে বিরাজমান হয়ে সহজ নিরন্তর যোগী ভব
প্রতিনিয়ত যোগযুক্ত হয়ে থাকার জন্য পদ্ম ফুলের আসনে সর্বদা বিরাজমান থাকো, কমল আসনে তারাই
স্থির থাকতে পারে যারা হালকা থাকে। কোনও প্রকারের বোঝা অর্থাৎ বন্ধন যেন না থাকে। মনের
সংকল্পের বোঝা, সংস্কারের বোঝা, দুনিয়ার বিনাশী বস্তুর প্রতি আকর্ষণের বোঝা - যখন এই সমস্ত
প্রকারের বোঝা সমাপ্ত হবে তখন কমল আসনে বিরাজমান নিরন্তর যোগী হতে পারবে।

স্লোগানঃ:- সহনশীলতার গুণ ধারণ করে নাও, তাহলে অসত্যতার অবলম্বন নেওয়ার প্রয়োজন পড়বে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent

3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের এখন ধ্বনির (আওয়াজের) উর্ধ্বে যেতে হবে তাই মুখে শিব-শিব বলারও দরকার নেই”

*প্রশ্নঃ - এক পিতাকেই সর্ব শক্তিমান, জ্ঞানের সাগর বলবে, অন্যকে নয় - কেন ?

*উত্তরঃ - কারণ একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করলে আত্মা পতিত থেকে পবিত্র হয়ে যায়। বাবা পতিতদের পবিত্র বানিয়ে দেন, অন্য কোনো দেহধারী মানুষ পবিত্র করতে পারে না। বাবা তোমাদের রাবণের রাজ্য থেকে মুক্ত করেন। তোমরা শিববাবার থেকে শক্তি নাও, যত বেশি স্মরণ করবে ততই শক্তি প্রাপ্ত হবে এবং খাদ বেরিয়ে যাবে।

*গীতঃ- ওম্ নমঃ শিবায়....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা ভক্তির মহিমা শুনলো। পূর্বে তোমরাও মহিমা গান করতে। এখন মহিমাম্বিত গান করো না আর না তোমাদের জন্য মহিমার প্রয়োজন আছে। ভক্তরা যা করে তোমরা বাচ্চারা তা করতে পারো না। তোমরা ভক্ত ছিলে, এখন তোমরা ভগবানকে পেয়েছো। একসাথে সবার তো প্রাপ্ত হবে না। বাবা সবাইকে একত্রে কীভাবে পড়াবেন ? সে তো সম্ভব নয়। সব ভক্তরাও একত্রিত হতে পারবে না। হ্যাঁ, বাবাকে পড়াতে হবে নিশ্চয়ই, কারণ এ হল রাজযোগ। সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী রাজস্ব স্থাপন হতে হবে । বাচ্চাদেরকে প্রদর্শনীতে বোঝাতে হবে। উৎসব ইত্যাদিতেও তোমরা খুব ভালো পার্টিস করতে পারো। তোমাদের রাজ্য স্থাপন করতে হবে নিজেদের জন্য। তোমরা হলে শিব শক্তি, মহারথী সেনা, তোমরা অন্য কোনো ড্রিল ইত্যাদি তোমরা শিখছো না, তোমরা রুহানী ড্রিল শিখছো। এই ড্রিল ভারতের বিখ্যাত ড্রিল। এ হল যোগের ড্রিল। আত্মাকে পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে যোগযুক্ত হতে হবে, তাঁর কাছে স্বর্গের অধিকার নিতে হবে। এতে যুদ্ধ ইত্যাদির কোনো কথা নেই। তোমরা বাবার কাছে স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত কর, এতে যুদ্ধের কোনো কানেকশন নেই। তোমরা হলে অসীম জগতের পিতার উত্তরাধিকারী সন্তান। তাই বাবার আপন হয়ে বাবার শ্রীমং অনুসারে চলতে হবে। বাবার শ্রীমং যুদ্ধ ইত্যাদি একেবারেই নয়। বাবা শুধু বলেন - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা তোমরা সতোপ্রধান ছিলে, রাজস্ব করতে, এখন সেসব তোমাদের স্মরণে এসেছে। বাবা বলেন - তোমরা নিজেদের জন্মের কাহিনী জানো না। গায়নও আছে মানুষ ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে। ৮৪ লক্ষ তো গল্প। ভক্তিমাগে যে যেমন খুশি পড়তে থাকে। ড্রামা অনুসারে এসব হল ভক্তির সামগ্রী। সত্যযুগ ত্রেতায় ভক্তি থাকে না। ভক্তি আলাদা, জ্ঞান আলাদা। তোমরা বাচ্চারা ব্যতীত অন্য কোনো ঋষি মুনি কারোরই বুদ্ধিতে এই জ্ঞান নেই। তাদের এই জ্ঞান নেই যে সুখ আলাদা, দুঃখ আলাদা। সুখ প্রদান করেন বাবা, দুঃখ দেয় রাবণ। তোমরা যে সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী ছিলে, তোমরাই ৮৪ -র চক্র পরিক্রমা করে শূদ্রবংশী হয়েছো। বাবা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন - তোমরা বিশ্বের মালিক ছিলে। তোমরা ৮৪ জন্ম ভোগ করে নীচে নেমেছো, তুচ্ছ বুদ্ধি, তমোপ্রধান হয়েছো। সতোপ্রধান আত্মাদের স্বচ্ছ উচ্চ বুদ্ধি বলা হয়। তমোপ্রধানদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি বলা হয়। ক্ষুদ্র বুদ্ধির অধিকারীরা উচ্চ বুদ্ধিধারীদের নমন করে। এই কথা তোমরা জানতে না যে আমরাই উচ্চ ছিলাম, এখন আমরা ই ক্ষুদ্র বুদ্ধি হয়েছি। বাবা বুঝিয়েছেন, যে প্রথম নম্বরে জন্ম গ্রহণ করেছে সে-ই সতোপ্রধান হবে। ৮৪ জন্ম সূর্যবংশীরাই নেবে। এখন তোমরা বুঝেছো আমরা বিশ্বের মালিক ছিলাম তখন পবিত্র সতোপ্রধান ছিলাম। পতিতরা বিশ্বের মালিক হতে পারবে না। দেবতাদের মহিমা দেখো কেমন উচ্চ। সর্বগুণসম্পন্ন .. ত্রেতায় ১৪ কলা সম্পূর্ণ বলা হবে না। সূর্যবংশীকে ১৬ কলা সম্পূর্ণ বলা হবে। ১৪ কলার পাশে সম্পূর্ণ শব্দটি প্রযোজ্য নয়। সম্পূর্ণ ১৬ কলাদের জন্য লেখা হবে। এখন তোমরা বাচ্চারা ১৬ কলা সম্পূর্ণ হও।

এই কথাও বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে যে, এই জ্ঞান হল অতি সহজ, এর চেয়ে সহজ কোনো কথা হয় না। বাবা হলেন দয়ানিধি, তাই না। বাবা জানেন বাচ্চারা ভক্তি করতে করতে অনেক ধাক্কা খেয়ে ক্লান্ত হয়েছে, তাই দেখানো হয়েছে দ্রৌপদীর চরণ সেবা করছেন। বাবার কাছে বৃদ্ধা মাতা'রা আসে। বাবা বলেন তোমরা ভক্তি করে ধাক্কা খেয়ে ক্লান্ত হয়েছো, তাই বাবা এখন তোমাদের সমস্ত ক্লান্তি দূর করে দিচ্ছেন। ভক্তিতে রাম-রাম নাম করে, মালা জপ করে। বাবার সম্পর্ক পাদ্রীদের সাথেও ছিল। পাদ্রীরা বসে বাইবেল হাতে নিয়ে বোঝায়। অনেকে খ্রীস্টান হয়ে যায়। এখানে মালা জপ ইত্যাদি করার কথা নেই। বাবা বলেন - নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। শিব-শিব মুখে বলবে না। আমরা তো ধ্বনির উর্ধ্বে যাব। বাবা খুবই সহজ যুক্তি বলে দেন যে আমাকে স্মরণ করো তাহলে খাদ দূর হয়ে যাবে এবং গৃহস্থ থেকে পবিত্র হতে হবে। পদ্ম ফুলের নাম বিখ্যাত। অনেক বিশাল জায়গা জুড়ে থাকে, কিন্তু তবুও পৃথক ও প্রিয় হয়।

তোমরাও বিষয় সাগরে থেকে পৃথক বা ডিট্যাচ এবং প্রিয় হয়ে থাকো। এ হল বিষয় সাগর, যাকে নদী বলা হবে না।

তোমরা বাচ্চারা অনেক বুদ্ধিমান হও, এই বোধের দ্বারা তোমরা মহারাজকুমার হয়ে যাও। তোমাদের তো অনেক খুশী অনুভব হওয়া উচিত। পুরুষার্থ করা উচিত, পুত্র অথবা কন্যা উভয়ের আত্মাকেই পুরুষার্থ করতে হবে। লৌকিক সম্বন্ধে বাবার সম্পত্তির অধিকার কেবল পুত্রদের প্রাপ্ত হয়, কন্যাদের নয়। এখানে সব আত্মাদের স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত হয়। বাবা বোঝান স্মরণের যাত্রার দ্বারা তোমরা উঁচু পদমর্যাদা প্রাপ্ত করতে পারো। প্রদর্শনীতে সর্বপ্রথমে বাবার পরিচয় দিতে হবে তারপরে বাবার উত্তরাধিকার প্রাপ্তির কথা। প্রথমে এই নিশ্চয় পাক্কা করো যে ইনি হলেন তোমাদের অসীম জগতের পিতা। তাদেরকে বোঝাতে হবে ভগবান এক। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করও ভগবান নন, দেবতা। ভগবান হলেন পতিত-পাবন নিরাকার পিতা। তাঁর মহিমা আলাদা। আজকাল প্রদর্শনীতে ত্রিমূর্তির বিষয়টি বোঝানো হয়। উনি হলেন পিতা, ইনি দাদা। স্বর্গের অধিকার বা বর্সা পিতার কাছে প্রাপ্ত হয়। উনি নিরাকার তাঁর কাছে বর্সা প্রাপ্ত হবে কীভাবে! তিনি হলেন সর্বের রচয়িতা। ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্করও হলেন রচনা। রচয়িতার দ্বারাই রচনা বর্সা প্রাপ্ত করে। শিববাবা হলেন নিরাকার , ব্রহ্মার দ্বারা স্বর্গের অধিকার রূপী বর্সা প্রদান করেন। রচয়িতা সবারই এক তাই গায়ন আছে সর্বের সদগতি দাতা এক। তাঁকেই জ্ঞানের সাগর বলা হয়। বাকি তারা সবাই হল শাস্ত্রের অথরিটি। এই হলেন জ্ঞানের সাগর নিজেই অথরিটি। ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি নিজেই বলেন যে আমি বেদ শাস্ত্র জানি এবং তোমাদের সার অর্থ বুঝিয়ে বলি। এই সব হল ভক্তিমার্গের সামগ্রী যা সত্যযুগ ত্রেতায় থাকে না। ভক্তির দ্বারা সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে হয়। সর্বশক্তিমান এক বাবাকেই বলা হয়। তাঁর সঙ্গে যোগযুক্ত হলেই আমরা পবিত্র হই সুতরাং তিনি হলেন সর্বশক্তিমান, তাইনা। আমাদের সবাইকে পতিত থেকে পবিত্র করেন। রাবণের রাজ্য থেকে মুক্ত করেন। তোমরা এখন শিববাবার থেকে শক্তি প্রাপ্ত করছো। যত বেশি স্মরণ করবে ততই শক্তি প্রাপ্ত হবে এবং খাদ দূর হবে। দিন রাত তোমাদের এই চিন্তা-ই থাকা উচিত যে, আমরা পতিত থেকে পবিত্র, তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হই। মায়ার ঝড়ঝঞ্ঝা আসবে। বাবা বলেন সতর্ক হয়ে থাকা উচিত। মায়ার সঙ্গেই তোমাদের যুদ্ধ। অনাবশ্যক বিকল্প অনেক আসবে। যা অজ্ঞান কালেও কখনো আসেনি হয়তো সেসবও আসবে। তোমরা যুদ্ধের ময়দানে আছো। পরিশ্রম শুধু স্মরণের যাত্রায়। ভারতের যোগ খুব বিখ্যাত। যোগের উদ্দেশ্যেই বাবা বোঝান যে তোমরা নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো। এমন করে কোনো মানুষ বোঝাতে পারে না। তারা বলে দেয় সব ভগবানের রূপ। যেকোনো দেখি - পরমাত্মাই পরমাত্মা। বাবা বোঝান তোমরা হলে আত্মা, ৮৪ জন্ম ভোগ করো। যদি সব পরমাত্মা হয় তাহলে কি পরমাত্মা জন্ম-মরণের চক্রে আসেন ? আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে অন্যটি ধারণ করে। আত্মায় ভালো খারাপ সংস্কার থাকে। সুসংস্কার ধারণকারীদের মহিমা করা হয়। কুসংস্কার ধারণকারীদের বলা হয় পাপী নীচ। বাবা পবিত্র হওয়ার সহজ যুক্তি বলে দেন। মন, বচন, কর্মে কাউকে দুঃখ দেবে না। নিজেকেও দুঃখ দেবে না। কোনো বিকর্ম, চুরি ইত্যাদি করা উচিত নয়। যদি কোথাও মিথ্যা বলতে হয় তবে বাবার কাছে পরামর্শ নাও। সবচেয়ে বড় পাপ হল - কাম কাটারী চালানো, সেইটি চালিও না।

বাবা বলেন - বাচ্চারা হাত দিয়ে কাজ করো কিন্তু বুদ্ধির যোগ আমার সঙ্গে যুক্ত করো। (হাত কার ডে.... বুদ্ধি ইয়ার ডে) অর্থাৎ হাত থাকবে কর্মে, বুদ্ধি বাবার স্মরণে। বাবা হলেন সার্জনও। সকলের অসুখ একরকম হয় না। কর্মও একরকমের হতে পারে না। তাই প্রতিটি পদক্ষেপে জিজ্ঞাসা করা উচিত। লক্ষ্য খুব উঁচুতে। মানুষ যখন অমর নাথের যাত্রায় যায় তখন বলে অমর নাথের জয়, বর্দিনাথের জয়। হে বর্দিনাথ আমাদের রক্ষা করো। এখন তোমাদের তীর্থ যাত্রা ইত্যাদি কিছু করতে হবে না। এই জ্ঞানের কথা বাবা বোঝান। তাঁরই পার্ট। তোমরাও হলে বাবার সঙ্গে পার্টধারী। যে যত পড়াশোনা করবে ততই উঁচু পদ প্রাপ্ত করবে। এতে কারো কোনো প্রশংসা নেই। প্রশংসা একমাত্র তাঁরই , যিনি সর্ব মানুষকে সদগতি প্রদান করেন। সকল সন্তানদের পতিত থেকে পবিত্র করেন। ড্রামাতে আমারও পার্ট আছে। ৫ টি তত্ত্বেরও নিজস্ব পার্ট আছে, সেসব প্লে করতে হবে। ভূমি কম্পিত হবে, বিনাশ হবে। তোমাদেরও ড্রামাতে পার্ট আছে, এতে প্রশংসার কথা নেই। রাজত্ব করতে করতে পতিত হয়েছো। তোমরাও প্রথমে কি ছিলে ? ওয়ার্থ নট এ পেনি অর্থাৎ কড়ি তুল্য। এখন তোমরা বিশ্বের মালিক হয়েছো, এই হল তোমাদের পার্ট তবুও আমাদের এমন হতেই হবে। এতে প্রশংসা বা মহিমার কোনো কথা নেই। এইরূপ ড্রামা নির্দিষ্ট আছে। বাবাও এসে নিজের পার্ট প্লে করেন। ভক্তরা স্তুতি গান করে, মহিমা গান করে, সেই কাজ আমরা করতে পারি না। এখানে তো বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবা এই ড্রামার রহস্য তো খুব ওয়ান্ডারফুল! যা কেউ জানেনা। বাবা আমরা সত্যযুগে এই কথাও ভুলে যাব! খুবই বিচিত্র এই ড্রামা। এমন এমন করে নিজের সঙ্গে কথা বলো। কোনো পার্টধারী ভালো পার্ট প্লে করলে করতল ধ্বনি দেওয়া হয়। আমরাও বলি মিষ্টি বাবার, শিববাবার খুব ভালো পার্ট। আমরাও বাবার সঙ্গে ভালো পার্ট প্লে করি। তিনি কতো ভালো করে বোঝান, তবুও কেউ যদি বুঝতে না পারে তবে বোঝা উচিত যে আমাদের রাজধানীতে এরা আসবে না। এই কথাও জানো, যারা ব্রাহ্মণ হয়েছিল তারা

ব্রাহ্মণ হয়ে দেবতায় পরিণত হবে। দেবতাদেরও প্রজা ইত্যাদি সব থাকবে। সবারই অনাদি পাট রয়েছে। সৃষ্টিও একটি, যা চলতে থাকে। গড ইজ ওয়ান, ক্রিয়েশন ইজ ওয়ান। সেই চক্র আবর্তিত হয়। মানুষ খোঁজ করে, চাঁদে কি আছে ! তার উপরে কি আছে! তার উপরে সূক্ষ্মবতন। সেখানে কি দেখবে ? কেবলই লাইট আছে। অনেক চেষ্টা করে - বিজ্ঞানেরও একটি সীমা আছে, তাইনা। মায়ারও খুব আড়ম্বর আছে। বিজ্ঞান সুখের জন্যও আছে তো দুঃখের জন্যও। সেখানে বিমান দুর্ঘটনা ইত্যাদি কখনও হবে না। দুঃখের কথা নেই। এখানে তো কেবলই দুঃখ আছে। চোর লুটে নেবে, আগুনে পুড়ে যাবে। সেখানে বিশাল আকারে বাড়ি থাকে। এক একজন রাজার কাছে সম্পূর্ণ আবু সম জমি জায়গা থাকবে। তোমরা এসেছো স্বর্গবাসী হতে। বাবাকে স্মরণ করো তবে খাদ দূর হবে। তোমরা সবাই প্রেমিকা, এখন প্রিয়তম তোমাদেরকে বলছেন - মামেকম স্মরণ করো তো অমরপুরীর মালিক হয়ে যাবে। সেখানে অকালে মৃত্যু হয় না। সত্য যুগে হল শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়া, এ হল ব্রষ্টাচারী দুনিয়া। অনেক বি. কে.রা বাবার কাছে স্বর্গের অধিকার নিচ্ছে। তোমরাও উত্তরাধিকার নিয়ে নাও। যদি শ্রীমৎ অনুসারে চলবে না তো উঁচু পদ প্রাপ্ত করতে পারবে না। প্রতিটি ৫ হাজার বছর পরে বাবা স্বর্গ বানাতে আসেন। কলিযুগে অসংখ্য মানুষ, সত্যযুগে খুব কম সংখ্যায় থাকবে, সুতরাং বিনাশ অবশ্যই হবে, তাই মহাভারতের যুদ্ধ সামনে প্রতীক্ষারত। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) মন, বচন, কর্মের দ্বারা কাউকে দুঃখ দেবে না। কুসংস্কার দূর করে এখন সুসংস্কার ধারণ করতে হবে। কোনো বিকর্ম যেন না হয় তা খেয়াল রাখতে হবে।

২) এই বিচিত্র ড্রামায় নিজের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যকে দেখে নিজের সঙ্গে কথা বলতে হবে যে আমরা হলাম ভগবানের সঙ্গে পাট ধারণকারী। খুব ভালো আমাদের এই পাট।

বরদানঃ:- মনন দ্বারা পিতার সম্পত্তিকে নিজের সম্পত্তি বানিয়ে দিব্য বুদ্ধিবান ভব বাবার দ্বারা যে খাজানা গুলি প্রাপ্ত হয়, সেসব মনন করো তাহলে অন্তরে সমায়ািত হয়ে যাবে। সম্পত্তি তো সবারই একরকম প্রাপ্ত হয়েছে কিন্তু যারা মনন করে, সেইসব আপন করে, তাদের সেই নেশা এবং খুশী থাকে। তাই বলা হয় - নিজেই মন্বন করো তাহলে নেশা বৃদ্ধি পাবে। যারা মননের নেশায় সদা মত্ত থাকে তাদের দুনিয়ার কোনো জিনিস, বিভ্রান্তি আকৃষ্ট করতে পারে না। তাদের দিব্য বুদ্ধির বরদান স্বতঃই প্রাপ্ত হয়ে যায়।

স্লোগানঃ:- মনের বিভ্রান্তি সমাপ্ত করার জন্য নির্ণয় শক্তিকে বাড়ানো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent

3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"প্রকৃত হৃদয়ের প্রতি প্রভু সহায়"

আজ, বিশ্বের সকল আত্মার উপকারী বাপদাদা নিজের শ্রেষ্ঠ পরোপকারী বাচ্চাদের দেখছেন। বর্তমান সময়ে অনেক আত্মা উপকার নিতে আগ্রহী। স্ব-উপকারের ইচ্ছা থাকলেও তাদের মানসিক দৃঢ়তা ও শক্তি নেই। এ'রকম নির্বল আত্মাদের উপকার করার নিমিত্ত তোমরা সব পরোপকারী বাচ্চা। তোমরা পরোপকারী বাচ্চার আত্মাদের ক্রেশ-ক্লিষ্ট ডাক শুনতে পাচ্ছ, নাকি স্ব-উপকারেই বিজি আছ ? বিশ্বের রাজ্য অধিকারী শুধু স্ব-উপকারী হয় না। পরোপকারী আত্মাই রাজ্য অধিকারী হতে পারে। প্রকৃত উপকার মন থেকেই হয়। জ্ঞান শোনানো সে তো (মন ব্যতীত) মুখ দ্বারাও হতে পারে। জ্ঞান শোনানো, তা' বিশাল মস্তিষ্কের বিষয় অথবা বর্ণনের অভ্যাসের বিষয়। সুতরাং মন আর মস্তিষ্ক দুইয়ের মধ্যে অন্তর রয়েছে। কেউ যদি কারও থেকে স্নেহ চায় তো সে মনের স্নেহ চায়। বাপদাদার টাইটেল দরাজদিল - দিলারাম। মস্তিষ্ক মন থেকে স্থূল, মন সূক্ষ্ম। কথাবার্তার মধ্যেও তোমরা সবসময় এটা বলে থাক যে সত্যিকারের মনের প্রতি প্রভু সহায়। বিশাল মস্তিষ্কের প্রতি সহায় বলা যায় না। বিশাল মস্তিষ্ক তথা মগজ এ'টা অবশ্যই বিশেষত্ব, এই বিশেষত্ব দ্বারা তারা জ্ঞানের পয়েন্টস ভালোভাবে ধারণ করতে পারবে, কিন্তু মন থেকে যারা স্মরণ করবে তারা পয়েন্ট অর্থাৎ বিন্দুরূপ হতে পারবে। তারা পয়েন্ট রিপিট করতে পারে, কিন্তু পয়েন্ট (বিন্দু) রূপ হওয়ায় সেকেন্ড নম্বর হবে, কখনো সহজ, কখনো পরিশ্রম দ্বারা বিন্দু রূপে স্থিত হতে পারবে। কিন্তু যারা প্রকৃত মনের তারা সেকেন্ডে বিন্দু হয়ে বিন্দুস্বরূপ বাবাকে স্মরণ করতে পারে। যাদের সত্যিকারের মন তারা প্রভুকে পরিতুষ্ট করার কারণে, বাবার থেকে বিশেষ আশীর্বাদের প্রাপ্তি লাভ করে, সেইজন্য স্থূলভাবে অনেকের তুলনায় তাদের মস্তিষ্ক যদি ততো বিশাল নাও হয়, কিন্তু সত্যতার শক্তি দ্বারা সময় অনুসারে তাদের মগজ যুক্তিযুক্ত, যথার্থ কার্য আপনা থেকেই করবে, কেননা আশীর্বাদ প্রাপ্তির কারণে ড্রামা অনুসারে সময়মতো যা যথার্থ কর্ম, বোল বা সঙ্কল্প সেই টাচিং তাদের মস্তিষ্কে আসবে, কারণ বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি বাবাকে তারা সন্তুষ্ট করেছে। যে ভগবানকে সন্তুষ্ট করেছে সে আপনা থেকেই রাজযুক্ত, যুক্তিযুক্ত হয়।

সুতরাং এটা চেক করো - আমি বিশাল মস্তিষ্কের কারণে স্মরণ আর সেবায় এগিয়ে চলেছি নাকি সত্য মন আর যথার্থ মস্তিষ্ক দ্বারা এগিয়ে চলেছি। আগেও তো তোমাদের বলা হয়েছিল যে, মস্তিষ্ক দ্বারা যারা সেবা করে তাদের তীর অন্যদেরও মস্তিষ্ক পর্যন্তই বিদ্ধ করে। মন থেকে যারা সেবা করে তাদের তীর মনে পৌঁছায়। সেবার ক্ষেত্রে তোমরা দেখেছ, স্থাপনের শুরুতে সেবার প্রথম গ্রুপের বিশেষত্ব কী ছিল ! কোনো ভাষা বা ভাষণের বিশেষত্ব ছিল না। আজকাল যেমন তোমরা খুব ভালো ভাষণ করো, কাহিনী আর গল্পও খুব ভালো শোনাও। প্রথম গ্রুপের এমন ভাষা ছিল না, কিন্তু কী ছিল ? প্রকৃত হৃদয়ের আওয়াজ ছিল। সেইজন্য হৃদয়ের আওয়াজ অনেককে দিলারামের বানানোয় নিমিত্ত হয়েছে। তাদের ভাষা ছিল মিষ্টিচার (গুলাবী)। কিন্তু নয়নের ভাষা ছিল অলৌকিক, সেইজন্য ভাষা যেমনই ছিল না কেন কাঁটা থেকে কিন্তু ফুল হয়েই গেছে। এই প্রথম পুরের (ফাউন্ডেশনের প্রথম স্তর) সেবার সফলতা আর বর্তমান সময়ের বৃদ্ধি - এই দুইয়ের যদি চেক করো তবে প্রভেদ তো দেখাই যায়, তাই না ! কথা হয় মেজরিটির। দ্বিতীয়-তৃতীয় স্তরের (পুর) মধ্যেও কেউ কেউ হৃদয়বান হয় কিন্তু তা' মাইনরিটি। শুরুর রহস্য এখনো পর্যন্ত চলছে। কোন রহস্য ? আমি কে ? বাপদাদা এখনো বলেন - নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করো আমি কে ? এই রহস্যের সমাধান কীভাবে করতে হয় তা' তোমরা জানো তাই না, নাকি কেউ বলে দিলে তখন সমাধান করতে পার ? যদি অন্য কেউ বলেও তার কথায় নিশ্চিত প্রত্যয় হওয়ার জন্য নিজেও চেষ্টা করবে যে এ'ভাবে নয়, ও'ভাবে ... সুতরাং নিজেই নিজেকে দেখ।

অনেক বাচ্চা নিজেই নিজেকে চেক করে, কিন্তু দেখার নজর দু'রকমের। এতে কেউ বিশাল মস্তিষ্কের দৃষ্টিতে চেক করে, তাদের চশমা হয় অপরিণামদর্শিতার। সব ব্যাপারে তারা এটাই ভাবে যে যতটা করেছে - ত্যাগ করেছে বা সেবা করেছে অথবা পরিবর্তন করেছে ততটাই অনেক। তারা মনে করে এই এই আত্মাদের থেকে আমি খুব ভালো। এতটা করাও কিছু সহজ নয়। অল্প-বিস্তর অপূর্ণতা তো যারা খ্যাতিনামা তাদেরও আছে। সেই তুলনায় আমি ঠিক আছি। এটাই অবিবেচকের চশমা। অন্যদের হলো স্ব-উন্নতির যথার্থ চশমা, প্রকৃত অনুরাগী-হৃদয়। তারা কী দেখে ? যা হৃদয়নিধি বাবার সদা পছন্দ, সেই সঙ্কল্প, বোল আর কর্ম করতে হবে। যথার্থ চশমাদার শুধু বাবাকে আর নিজেকে দেখে। দ্বিতীয় বা তৃতীয় কেউ কী করেছে তা' দেখে না। আমাকেই পরিবর্তন হতে হবে - নিরন্তর এই সূরে (কার্যে) বিভোর হয়ে থাকে। এ'রকম নয় যে যখন অন্যেরা বদলাবে তখন আমিও বদলে যাব। কিংবা ৮০% যদি আমি বদলাই, তারা তো অন্ততঃ ২০% পরিবর্তন হবে -

এ'রকম ভাবেও তারা বিষয়টা দেখবে না। তারা ভাবে নিজের পরিবর্তন করে অন্যদের কাছে সহজ করে তুলতে আমাকে এক্সাম্পল হতে হবে। কথিত আছে - "যে উদ্যোগী অর্থাৎ যে সযত্নে দায়িত্বভার গ্রহণ করে সে অর্জুন।" অর্জুন অর্থাৎ অলৌকিক জন। একে বলা হয়ে থাকে যথার্থ চশমা বা যথার্থ দৃষ্টি। এমনিতেও দুনিয়ায় মানব জীবনের জন্য দুটো মুখ্য বিষয় - মন আর মস্তিষ্ক। দুটোই ঠিক হওয়া প্রয়োজন। একইভাবে, ব্রাহ্মণ জীবনেও বিশাল মস্তিষ্কেরও প্রয়োজন আর অনুরাগী মনেরও প্রয়োজন। প্রকৃত অনুরাগী-মন মস্তিষ্কের লিষ্ট পেয়েই যায়। সেইজন্য সদা এটা চেক করো, প্রকৃত হৃদয়ে প্রভুকে সন্তুষ্ট করেছে কিনা, শুধু নিজের মনকে কিংবা শুধু মাত্র কিছু আত্মাকে তো খুশি করনি ! সত্য প্রভুর সন্তুষ্ট হওয়া - এর অনেক লক্ষণ আছে। এই বিষয়ে মনন করে অধ্যাত্ম বার্তালাপ কর, তখন বাপদাদাও তোমাদের কিছু বলবেন। আচ্ছা।

আজ এখানে টিচাররা বসে আছে। টিচাররাও ঠিকদার। তোমরা কন্ট্র্যাক্ট নিয়েছ, তাই না ! স্ব-পরিবর্তন দ্বারা বিশ্ব-পরিবর্তন করতেই হবে। এ' রকম অনেক বড়-বড়ো কন্ট্র্যাক্ট তো নিয়েছ ! যেমন, দুনিয়ার লোকে বলে, তোমার মরণ হলো তো দুনিয়াও তোমার জন্য মৃত, তুমি না মরলে দুনিয়াও মরে না। সে' রকমই স্ব-পরিবর্তনই বিশ্ব পরিবর্তন।

স্ব-পরিবর্তন ব্যতীত অন্য কোনো আত্মার প্রতি যতই পরিশ্রম করো - পরিবর্তন হতে পারে না। আজকালকার সময়ে শুধু অন্যের থেকে শুনে

কেউ বদলায় না, বরং অন্যদের দেখে বদলায়। মধুবন ভূমিতে যে কোন রকমের আত্মাই হোক, পরিবর্তন কেন হয় ? তোমরা সেন্টারেও তো শোনাও, কিন্তু এখানে এসে তারা নিজেরা দেখে আর নিজে দেখার কারণে বদলে যায়। বন্ধনে আবদ্ধ অনেক মাতাদের জীবনে পরিবর্তন দেখে তাদের যুগলেরা বদলে যায়। জ্ঞান শোনানোর চেষ্টা করলে শুনবে না, কিন্তু দেখলে সেই প্রভাব তাদেরও পরিবর্তন করে দেয়, সেইজন্য বলা হয়েছে আজকের দুনিয়া দেখতে চায়। সুতরাং এটা টিচারদের বিশেষ কর্তব্য। কিছু করে দেখানো অর্থাৎ পরিবর্তিত হয়ে দেখানো। বুঝেছ ?

যারা, সদা সকল আত্মাদের প্রতি পরোপকারী, সদা প্রকৃত হৃদয়ে সত্য প্রভুকে সন্তুষ্ট করে, বিশাল মস্তিষ্কের আর অনুরাগী-মনের ব্যালেন্স রাখে, সদা নিজেকে বিশ্ব পরিবর্তনের নিমিত্ত বানায়, স্ব-পরিবর্তনকারী শ্রেষ্ঠ আত্মা, শ্রেষ্ঠ সেবাধারী আত্মা মনে করে অগ্রচালিত হয় - চারিদিকের এইরকম বিশেষ বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

দিল্লি গ্রুপের সাথে প্রাণপ্রিয় অব্যক্ত বাপদাদার সাক্ষাৎ :-

সবার হৃদয়ে বাবার স্নেহ সমাহিত হয়ে আছে। স্নেহ তোমাদের এখানে নিয়ে এসেছে। হৃদয়ের স্নেহ দিলারাম পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে। হৃদয়ে বাবা ব্যতীত আর কিছু থাকতে পারে না। যখন বাবাই সংসার তখন বাবার হৃদয়ে থাকা অর্থাৎ বাবার মধ্যে সংসার সমাহিত হয়ে আছে। সেইজন্য এক মত, এক বল, এক ভরসা। যেখানে একতা সেখানেই সর্বকার্যে সফলতা আছে। কোনো পরিস্থিতি পার করা সহজ লাগে নাকি কঠিন মনে হয় ? যদি অন্যকে দেখেছ বা অন্যকে স্মরণ করেছ তাহলে দুইয়ের মধ্যে একতা হবে না, সেইজন্য কঠিন হয়ে যাবে। বাবার আশ্রয় 'একা আমাকে স্মরণ কর।' যদি তোমরা তাঁর আশ্রয় পালন করো তো আশ্রয়কারী বাচ্চাদের বাবার আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয় আর সবকিছু সহজ হয়ে যায়। যদি বাবার আশ্রয় পালন না করো তবে বাবার সহায়তা বা আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয় না, সেইজন্য কঠিন হয়ে যায়। তোমরা তো আশ্রয়কারী, না ? লৌকিক সম্বন্ধেও আশ্রয়কারী বাচ্চার প্রতি কতো স্নেহ থাকে। সে' হ'ল অল্পকালের স্নেহ আর এ' হ'ল অবিনাশী স্নেহ। এই এক জন্মের আশীর্বাদ অনেক জন্ম সাথে থাকবে। তোমরা তো অবিনাশী আশীর্বাদের যোগ্য হয়ে গেছ। নিজেদের এই জীবন তোমাদের মধুর লাগে, তাই না ! কতো শ্রেষ্ঠ আর কতো মনোরম জীবন ! ব্রাহ্মণ জীবন আছে তো জীবন অপূর্ব, ব্রাহ্মণ জীবন নেই তো সুন্দর লাগবে না, বরং বিভ্রান্তিকর জীবন মনে হবে। তাহলে জীবন কি সুন্দর লাগে নাকি ক্লান্ত হয়ে যাও ? ভাবছ - সঙ্গম কত সময় পর্যন্ত চলবে ? শরীর ভালো নয়, সেবা করতে অপারগ... এতে হয়রান হয়ে যাও না তো ? সঙ্গমের এই জীবন সব জন্ম থেকে শ্রেষ্ঠ। এই জীবন প্রাপ্তির। তারপরে তো প্রালঙ্কার সুখ আরাম অনুভবের জীবন। সে' জীবন সবকিছু কমে যাওয়ার জীবন। এখন নিজেকে পরিপূর্ণ করার জীবন। ১৬ কলা সম্পন্ন এখনই তৈরি হও। ১৬ কলা অর্থাৎ ফুল (পূর্ণ)। এই জীবন অতি চমৎকার - এইরকম তো অনুভব হয়, তাই না ? নাকি কখনো জীবনের প্রতি বিরক্ত হয়ে যাও ? বিরক্ত হয়ে এ'রকম ভাবো না তো যে এখন চলে যাই ! বাবা যদি সেবাতে কোথাও নিয়ে যান সেটা অন্য ব্যাপার কিন্তু তোমরা অসন্তুষ্ট হয়ে যেও না। অ্যাডভান্স পার্টিতে যদি সেবার পার্টি আছে আর ড্রামা অনুসারে গেছো তো বিরক্ত হয়ে যাবে না, মর্যাদার সাথে যাবে। সেবার্থে যাচ্ছ। সুতরাং কখনো বাচ্চাদের প্রতি

বা নিজেই নিজের প্রতি অসন্তুষ্ট হযোনা। মাতা'রা কখনো বাচ্চাদের প্রতি বিরক্ত হও না তো ? তাদের জন্মই হয়েছে তমোগুণী তব্বে, তাহলে কীভাবে তারা সতোগুণী প্রকৃতি দেখাবে ? তারাও পরবশ। তোমরাও তো কখনো কখনো বাবার আঙা ভুলে যাও, তাই না ! তাহলে তোমরা যদি ভুল করতে পার, বাচ্চারা ভুল করলে কী হয়েছে ! যখন তাদের বলাই হয় বাচ্চা তো বাচ্চা মানে কি ? হতে পারে বড় কিন্তু সে' সময় সেও বাচ্চা হয়ে যায় অর্থাৎ অবুঝ হয়ে যায়, সেইজন্য কখনো অন্যদের ক্ষুধা দেখে নিজে ক্ষুধা হযোনা। তারা যতই হয়রানি করুক তোমরা কেন নিজেদের গরিমা থেকে নেমে যাও ? দুর্বলতা তোমাদের নাকি বাচ্চাদের ? তাহলে তো তারা বীর হয়ে গেছে যে তোমাদের গরিমা থেকে তোমাদের নামিয়ে দেয় আর নাকাল করে দেয়। সুতরাং কখনো স্বপ্নেও বিরক্ত হযোনা - অর্থাৎ তোমাদের শ্রেষ্ঠ মর্যাদা উল্লঙ্ঘন হতে দিও না। নিজ গৌরবের সীটে কীভাবে বসতে হয় জানো না ! অতএব, আজ থেকে উত্যক্ত হযোনা, না রোগ দ্বারা, না বাচ্চাদের দ্বারা, না নিজের সংস্কার দ্বারা কিংবা অন্যদের দ্বারা। অন্যদের সঙ্গেও তো বিরক্ত হও, তাই না ? কেউ কেউ বলে, সবার সাথে সব ঠিক আছে কিন্তু একা এইই এ'রকম যার জন্য হয়রান হয়ে যাই। অতএব, যারা বিক্ষুব্ধ করে তোলে তাদের বীর-বাহাদুর হতে দিও না, তুমি সাহসী-বীর হও। হতে পারে তোমার পরিপন্থী এক অথবা দশ, কিন্তু 'তুমি মাস্টার সর্বশক্তিমান, দুর্বল নও।' সুতরাং এই বরদান সদা স্মৃতিতে রাখ, আমি সদা আপন শ্রেষ্ঠ মর্যাদায় স্থিত, বিক্ষুব্ধ নই। অন্যেরও হয়রানি সমাপ্ত করি। সদা গরিমার সিংহাসনে আসীন।' দেখ, আজ তো সব কেদারা (চেয়ার), কিন্তু তোমাদের সিংহাসন আছে। তারা চেয়ারের পিছনে অর্থাৎ পদের জন্য মরে, তোমাদের তো সিংহাসন প্রাপ্তি হয়েছে। সুতরাং অমর (অকাল) সিংহাসনাসিন শ্রেষ্ঠ মর্যাদায় থাকা, বাবার হৃদয়-সিংহাসনাসিন আত্মা তোমরা - এই গরিমায় থাক। তো সদা খুশি থাক আর খুশি বিলাও। আচ্ছা। সেবার ফাউন্ডেশন দিলি। ফাউন্ডেশন যদি দুর্বল হয়, তাহলে সবাই দুর্বল হয়ে যায়। সেইজন্য সদা শক্তিশালী থাক। আচ্ছা।

ওরাঙ্গল গ্রুপ :- নিজেদের সদা ডবল লাইট অনুভব করো ? যে ডবল লাইট সেই আত্মাতে মাইট অর্থাৎ বাবার শক্তি সাথে আছে। সময়কালে শক্তি ইউজ করতে পারো নাকি সময় চলে যায়, পরে মনে আসে ? কারণ তোমাদের কাছে অনেক জিনিস থাকতে পারে, কিন্তু সময়মতো যদি ইউজ না কর তবে কী বলা হবে ? যে সময় যে শক্তি আবশ্যিক, সে' সময় সেই শক্তি যাতে ইউজ করতে পার - সেই বিষয়ের অভ্যাস আবশ্যিক। কোনো কোনো বাচ্চা বলে মায়া এসে গেছে, কেন এসেছে ? পরখ করার শক্তি ইউজ করনি তবেই তো এসে গেছে না ! যদি দূর থেকেই পরখ করে নাও যে মায়া আসছে, তাহলে দূর থেকেই তো তাড়িয়ে দিতে পারবে, তাই নয় কি ! মায়া এসে গেছে - আসতে চান্স দিয়েছ তবেই তো সে এসেছে। দূর থেকে তাড়িয়ে দিলে তো আসত না। বারবার যদি মায়া আসে আর তারপরে যুদ্ধ করে তাকে তাড়াও তবে যুদ্ধের সংস্কার এসে যাবে। যদি বহুকালের যুদ্ধের সংস্কার হয়ে যায় তবে তোমাদের চন্দ্রবংশী হতে হবে। সূর্যবংশী অর্থাৎ বহুকালের বিজয়ী আর চন্দ্রবংশী মানে যুদ্ধ করতে করতে কখনো বিজয়ী, কখনো কঠিন পরিশ্রম করে। তোমরা সবাই তো সূর্যবংশী, না ! চন্দ্রমাকে আলো প্রদানকারীও সূর্য। তবেই তো সূর্য নম্বর ওয়ান বলা হবে, তাই না ! চন্দ্রবংশী দু' কলা কম। ১৬ কলা অর্থাৎ ফুল পাস। কখনো মন্ডায়, বাণীতে, কিংবা সম্বন্ধ-সম্পর্কে ফেল করে না, একেই বলে সূর্যবংশী। এ' রকম সূর্যবংশী হয়েছে ? আচ্ছা। সবাই নিজের পুরুষার্থে সন্তুষ্ট ? সব সাবজেক্টে ফুল পাস হওয়া - একে বলে আপন পুরুষার্থে সন্তুষ্ট। এই বিধিতে নিজেকে চেক কর। এ'টা স্মরণে রাখো, 'আমি উড়তি কলায় যাওয়া উড়ন্ত বিহঙ্গ, নিচে আটকে যাওয়াতে নেই।' এ'টাই হল বরদান। আচ্ছা।

বরদান:- সদা অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভূতি করে অটল অখন্ড স্বরাজ্য অধিকারী ভব
যে বাচ্চারা সঙ্গমযুগে অতীন্দ্রিয় সুখের উত্তরাধিকার সদাকালের জন্য প্রাপ্ত করে নেয় অর্থাৎ যাদের বাবার উইলের প্রতি সম্পূর্ণ অধিকার থাকে তাদের উইল পাওয়ার থাকে। তাদের অটুট অটল অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভূতি হয়। এই রকম উত্তরাধিকারী অর্থাৎ অবিনাশী উত্তরাধিকারের সম্পূর্ণ অধিকারীই ভবিষ্যতে অটল-অখন্ড স্বরাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত করে।

স্লোগান:- যেখানে আমিষ বোধ আসে, সেখানে বুদ্ধির ঘূর্ণন-আবর্তন হয় (বুদ্ধি চারিদিকে ঘুরপাক খায়)।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent

1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;